বৈদিক উপনিষদ

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৪ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীঅজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯ ।

ভূমিকা

'বৈদিক উপনিষদ' বারোখানি বৈদিক উপনিষদের সরল অনুবাদ। বাঙলায় অনুবাদের অভাব নেই। পৃথিবীর নানা ভাষায় একাধিক উপনিষদের অনুবাদ হয়েছে। দারা শিকোহ্‌র চেষ্টায় পঞ্চাশটি উপনিষদের পারসীক অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। আঁকেতিল দ্যুপেরোঁ ঔপ্‌নেক্‌হৎ নামে এর লাতিন অনুবাদ করেন ১৮০১—২ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান ও বিগত শতাব্দীতে জর্মান ও ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। রামমোহন রায়ও ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাঙলায় উপনিষদের অনুবাদ করেন। তারপর কেন, কট, ঈশ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য—এই পাঁচখানি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ তিনি করেছিলেন। তারপর হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থে সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্তের উপনিষদ সংগ্রহ আছে। শ্রী অরবিন্দ কেন ও ঈশ এই দুখানি উপনিষদের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করেছেন। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ঈশোপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্নের অনূদিত বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের সম্পাদনা করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ এগারখানি উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরও কয়েকখণ্ডে উপনিষদ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন। কৌষীতকি উপনিষদের অনুবাদ আছে প্রফুল্লকান্ত বসুর এবং অতুলচন্দ্র সেন ছোট উপনিষদগুলির অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এইসব অনুবাদ অবলম্বন করেই বেদের উপনিষদ রচিত হল। এতে শঙ্কর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রমুখ আচার্যদের ভাষ্যও অনুসরণ করা হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে যে সব মন্ত্র শিষ্টাকার বুদ্ধি বিরুদ্ধ ও আপত্তিজনক ও অশ্লীল বলে বর্জন করা হয়েছিল, এতে তার অনুবাদ দেওয়া হল এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এত অনুবাদ থাকতে নূতন অনুবাদের সার্থকতা কী? যাঁরা মূল উপনিষদ ও ভাষ্য পড়েছেন এ গ্রন্থ তাঁদের জন্য নয়। কিন্তু যাঁরা উপনিষদ গ্রন্থাবলী দুরূহ বা দুর্বোধ্য মনে করে এগুলিকে এতকাল দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তাঁদের কথা ভেবেই এই অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এই অনুবাদ সরল ও সাবলীল করবার জন্য কিছু অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও পুনরাবৃত্তি বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু মূল বক্তব্য যাতে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয় ও প্রচলিত বাক্য সংস্কৃতে উদ্ধৃত হল পাঠকের রসবোধের জন্য। এ ছাড়া প্রত্যেকটি উপনিষদের প্রারম্ভে একটি অবতারণা সংযোজিত হল। এতে সেই উপনিষদের সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য সব উপনিষদের যে অমূল্য

বাণী আমাদের দেশের মহাপুরুষ ও মনীষিদের জীবনে রূপান্তর এনেছে অথবা তাঁদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, তা জনসাধারণের কাছেও সহজ ভাষায় পৌঁছক। ভয়ের জিনিষ বলে মনে না হয়ে একে নিজের প্রিয় জিনিষ বলে সবার মনে হোক।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, '...আমি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যদি সমস্ত উপনিষদাবলী ও সমস্ত শাস্ত্রাদি অকস্মাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়, তাহলে এই মন্ত্রটির জন্য হিন্দুধর্ম হিন্দুদের মনে চিরদিন সজীব হয়ে থাকবে।' মন্ত্রটি হল এই জগতে গতিশীল যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের বাসের জন্য অর্থাৎ তাঁরই দ্বারা আচ্ছাদিত। ত্যাগ দিয়ে তা ভোগ করবে কারও ধনে লোভ করবে না।—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম॥

সূচীপত্র

শুক্ল যজুর্বেদীয় উপনিষদ

অথর্ব বেদীয় উপনিষৎ

উপনিষদ্ পরিচয়

উপনিষৎ শব্দটি এসেছে উপ + নি যোগে গমন অর্থে সদ্ ধাতুর সঙ্গে ক্বিপ্ প্রত্যয় যুক্ত করে। অর্থাৎ নিকটে গমন। যার দ্বারা ব্রহ্মের নিকটে যাওয়া যায়, তারই নাম উপনিষৎ। প্রাচীন আচার্যরা এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন—ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সঙ্গে অনুশীলন করলে অবিদ্যার বিনাশ হয় বলেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ্। উপনিষদ্ শব্দের সঙ্গে আর কয়েকটি শব্দের তুলনা করা যেতে পারে। লোকে একসঙ্গে বসলে তাকে সম্ সদ্ বা সংসদ বলা হয়, চারিদিকে বসলে পরি সদ্ বা পরিষদ্ বলা হয়। উপনিষদ্ শব্দটিও একই ভাবে এসেছে। শিষ্যরা গুরুর নিকটে উপস্থিত হয়ে বৈঠকে বসতেন বলেই উপনিষদ্ এবং এই বৈঠকে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হত বলে ব্রহ্মবিদ্যাকেও উপনিষদ্ বলা হত।

উপনিষদের অন্য নাম বেদান্ত। বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষ ভাগ বলেই এই নাম। উপনিষদের ভাব অবলম্বন করে যে দার্শনিক মত প্রচলিত হয়, তার নামও বেদান্ত বা বেদান্ত দর্শন। বেদ শব্দটি জানা অর্থে বিদ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন। তাই এর আক্ষরিক অর্থ জ্ঞান। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানকে আমরা বেদ বলি না, বেদ অভ্রান্ত জ্ঞান, অপৌরুষেয়। পুরাকালের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই জ্ঞানের কথা বৈদিক সাহিত্যে বিধৃত হয়ে আছে। এই সাহিত্য শুধু ভারতের নয়, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন।

বৈদিক সাহিত্যকে চারটি শাখায় ভাগ করা যায়। স্তব, স্তোত্র বা মন্ত্রের সংকলনকে সংহিতা বলে। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।—এই রকমের সংহিতা। যজুর্বেদের আবার কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুটি ভাগ। পরবর্তী কালে গদ্যে রচিত যাগ-যজ্ঞের বিবরণ ও মন্ত্রের ব্যাখ্যাকে বলে ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ এখানে বেদ এবং ব্রহ্মণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ আছে বলেই ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও কৌষীতকি, সামবেদের ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্য, ষড়বিংশ ও জৈমিনীয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ কঠ ও তৈত্তিরীয়, শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ এবং অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ গোপথ। এই সব ব্রাহ্মণে কর্ম ও জ্ঞান এই উভয় বিষয়েরই আলোচনা আছে।

আরও পরে চিন্তার বিবর্তনের সঙ্গে আরণ্যক সাহিত্যের জন্ম। অরণ্যে রচিত ও পঠিত হত বলেই নাম আরণ্যক। এতে ধর্ম ও জ্ঞান এ দুয়েরই আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে। এই সাহিত্যে বিবিধ বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে বিশ্বের রহস্য ভেদের প্রয়াস খুব স্পষ্ট। দুরূহ বিষয় বলেই অরণ্যের মতো নির্জন স্থানে এই সাহিত্য সীমাবদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণের একই নামে দুটি আরণ্যক আছে, কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদেরও তাই। সামবেদের আরণ্যকের নাম আরণ্যক সংহিতা, আরণ্যক গান ও জৈমিনীয়-উপনিষদ ব্রাহ্মণ। অথর্ববেদের কোন আরণ্যক নেই।

আরণ্যকেরও পরে উপনিষদ রচনা আরম্ভ হয়েছিল। অনেক উপনিষদ আরণ্যকেরই অন্তর্গত এবং অরণ্যেই রচিত। এতে দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা খুবই স্পষ্ট। সমস্ত উপনিষদই যে আরণ্যকের অন্তর্গত তা নয়। সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম হল ঈশ বা ঈশা উপনিষদ। এটি মূল শুক্ল যজুর্বেদেরই চল্লিশতম অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মূল বেদেই দার্শনিক চিন্তার নিদর্শন আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদও শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথের শেষ চতুর্দশ খণ্ড।

সাধারণ ভাবে বৈদিক উপনিষদ বারোখানি বলে স্বীকৃত। এগুলি হল ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ও কৌষীতকি, সামবেদের কেন ও ছান্দোগ্য, কৃষ্ণ যজুর্বেদের কঠ তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর, শুক্ল যজুর্বেদের ঈশ ও বৃহদারণ্যক এবং অথর্ব বেদের প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। অনেকে মৈত্রী বা মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্‌কে কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত বলে মনে করেন। কিন্তু এই উপনিষদখানি তেমন প্রচলিত নয় বলে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হল না। দশোপনিষদ কথাটি বেশ প্রচলিত। এই দশখানি

উপনিষদের মধ্যে কৌষীতকি ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদকেও বাদ দেওয়া হয়। এই গ্রন্থে বারোখানি উপনিষদের অনুবাদ দেওয়া হল।

উপনিষদগুলিকে রচনার কাল অনুযায়ী কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। গদ্যে রচিত ঐতরেয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক এই পাঁচখানি উপনিষদকে সব চেয়ে প্রাচীন মনে করা হয়। তারপর আংশিক পদ্যে রচিত উপনিষদ কেন। সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পদ্যে রচিত কঠ, শ্বেতাশ্বতর, ঈশ, প্রশ্ন ও মুণ্ডক—এই পাঁচখানি উপনিষদ আরও পরবর্তী কালে রচিত। সকলের শেষে সবচেয়ে ক্ষুদ্র উপনিষদ্ মাণ্ডুক্য মাত্র বারোটি মন্ত্রের সংকলন। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দুখানিই বৃহদায়তন উপনিষদ্। অন্যগুলি নাতিদীর্ঘ। ঈশের মন্ত্রসংখ্যা আঠারো।

কিন্তু উপনিষদের সংখ্যা অনেক। অনেকে বত্রিশখানি উপনিষদের প্রাধান্যের কথা বলেন। যজুর্বেদের অন্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে একশো আটখানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। বম্বের নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশাদি বিংশোত্তর শতোপনিষদঃ নামে উপনিষদের একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের নাম থেকেই জানা যায় যে এই সংকলনে একশো কুড়িটি উপনিষদ আছে। দুশো পঁয়ত্রিশটি উপনিষদের নাম পাওয়া গেছে। তাই অনেকে মনে করেন যে এই সংখ্যা দুশো পঞ্চাশেরও বেশি। এর মধ্যে আল্লোপনিষদও আছে। তত্ত্ববোধ স্বামী নাম নিয়ে এক খ্রীষ্টান পাদরী এজুর্বেদ রচনা করেছিলেন।

আল্লোপনিষদ্ রচনার সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত। এই কাহিনী আছে মন্তে খুবং তবারিক নামে একটি গ্রন্থে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ্ অথর্ববেদের অনুবাদ করতে বলেন বদাউনিকে। বদাউনি এ কাজে অক্ষম হলে ফৈজি ও ইব্রাহিমের উপরে ভার পড়ে। অনুবাদের কাজে তাঁদের সাহায্য করেন শেখ ভাবন নামে দক্ষিণ ভারতের এক ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ। অথর্ববেদে দুটি মন্ত্র আছে—আদলাবুকমেকক। অলাবুক নিখাতং। এর থেকেই লেখা হয়—আদল্লাবুকমেককং। অল্লাং বুকং। ভাবনের কৌশলে অনেকেই মনে করেন যে অথর্ববেদে আল্লার

উল্লেখ আছে এবং তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। একসময়ে আল্লোপনিষদও রচিত হয়ে যায়। তার উপসংহার—ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লাহ অনাদি স্বরূপা অথর্বণী শাখাং হ্রুং হ্রীং জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরাণ্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।

এই কাহিনী থেকেই বোঝা যাবে যে এক সময়ে উপনিষদের মান মর্যাদা ও গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে অনেকেই নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের রচিত গ্রন্থকে উপনিষদ বলতে দ্বিধা করতেন না। এই ভাবেই শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ রচিত হয়েছে, উপনিষদ নাম হয়েছে যোগ সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত গ্রন্থেরও। জাতিবাদ খণ্ডনের কথা আছে বজ্রসূচীকা উপনিষদে। বেদান্ত বা আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে সম্বন্ধহীন বহু গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে উপনিষদ্।

উপনিষদে আত্মবিদ্যার আলোচনা করা হয়েছে কখনও গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ছলে, কখনও বা উপাখ্যানের মাধ্যমে। আত্মাই ব্রহ্ম, তাই আত্মবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাকেই পরাবিদ্যাও বলা হয়েছে। যে বিদ্যায় ব্রহ্মকে জানা যায়, তাই পরাবিদ্যা। তাই উৎকৃষ্ট। বেদাদি শাস্ত্রের বিদ্যা অপরা, তা নিকৃষ্ট। এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদের বিষয়বস্তু বলে এই শব্দের আর এক অর্থ রহস্য। গুরু নির্বিচারে এই ব্রহ্মবিদ্যা সকলকে দিতেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্র বা প্রিয় শিষ্যকে যোগ্য মনে করলেই গোপনে এই বিদ্যা দান করতেন। ব্রহ্মাবিদ্যার অধিকারী হতে নারীর যে কোন বাধা ছিল না, তা গার্গীর কথায় জানা যায়। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক করেছিলেন। জনক প্রমুখ বহু ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শূদ্র জাতির রৈবস্কও কোন বাধা পাননি। উপনিষদে যে তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে তা হল আত্মার বিশ্বব্যাপকতা ও তার দেহান্তর গ্রহণ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও লয় রহস্য এবং আত্মবিচার ও ব্রহ্মতত্ত্ব।

উপনিষদের ভাবধারাকে ভারতের দার্শনিক চিন্তার দ্বিতীয় অবস্থা বলা যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে আমরা দেখি যে প্রাকৃতিক শক্তির উপরেই দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রকৃতির কোন শক্তিতে সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখতে পেলেই তাকে দেবতা বলে স্তব-স্তুতি করা হয়েছে বেদের

সংহিতা অংশে। এই ভাবেই নানা দেব-দেবীর কল্পনা এসেছে। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, উষা প্রভৃতি শক্তিরা এইভাবেই দেবতা হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এক নির্গুণ সত্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তি বলে গ্রহণ করা হল। বেদের ঋষিরাই প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই সৃষ্টি কোথা থেকে এল? কোন্ শক্তি আছে এর পিছনে? যে শক্তিসমূহ আমরা দেখতে পাই, তার উৎস কোথায়? বেদের ঋষিরাই এ প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন তাঁরাই।

বচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।

বি যস্তস্তম্ভষলিমা রজাংস্যজস্যরূপে কিমপি স্বিদেকম্॥ ১।১৬৪।৬

আমি অজ্ঞান, কিছু না জেনেই জ্ঞানী মেধাবীদের নিকটে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি। যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, যিনি জন্মরহিত রূপে নিবাস করেন, তিনিই কি সেই এক? এর পরেই আছে, ইনি এক হলেও এঁকে বহু বলে বর্ণনা করা হয়।—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি···১।১৬৪।৪৬

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥ ১০।১২৯।৬

কেই বা প্রকৃত কথা জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা থেকে জন্মান? কোথা থেকে এ সব সৃষ্টি হল? দেবতারা এ সব সৃষ্টির পর হয়েছে? কোথা থেকে যে হল তা কেই বা জানে?

এই চিন্তারই ফসল উপনিষৎ।

আত্মবিদ্যাই উপনিষদের প্রধান আলোচনার বিষয়। আত্মা শব্দটি এসেছে অৎ ধাতু থেকে। এর অর্থ গমন করা বা ব্যাপ্ত করা। যা শরীরের সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত করে আছে, তাই আত্মা। কেউ বলেন, ভোজন করা অর্থে অদ্ ধাতু থেকে আত্মা। যা সবকিছু উপভোগ করে, তাই আত্মা। আবার অনেকের ধারণা যে গ্রহণ করা অর্থে আ-দা ধাতু থেকে আত্মা শব্দটি এসেছে বলে এর অর্থ, এ শব্দ প্রভৃতি বিষয়কে গ্রহণ করে। এই আত্মাই বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বাত্মাই সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন। তাই আত্মবিদ্যাই ব্রহ্ম বিদ্যা। যা সবচেয়ে বড়, তাই ব্রহ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম।

তিনি সর্বত্র আছেন। তাঁকে জানলেই সব জানা হয়, তাঁকে জানলেই সব চাওয়া ও পাওয়ার অবসান হয়। আত্মার মৃত্যু নেই। তাই তার পুনর্জন্ম আছে, দুঃখ ভোগ আছে। এই দুঃখ ভোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে কী করতে হবে, তারও আলোচনা আছে উপনিষদে— কিসে অমৃতত্ব লাভ হবে, কিসে আনন্দ লাভ ও ব্রহ্ম লাভ, মৃত্যুকে অতিক্রম করা যাবে কী উপায়ে!

উপনিষদের এই চিন্তা থেকেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম। যড়্‌দর্শন এই চিন্তারই পরিণত রূপ। যড়্‌দর্শনের কোথাও ঈশ্বর অনুপস্থিত, কোথাও তিনি বিশ্বের মৌলিক তত্ত্বগুলির মধ্যে একটি। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। অথচ সমাজে জন্মান্তর গ্রহণ ও কর্মফল ভোগের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। তাই এই জন্মবন্ধন থেকে মুক্তির পথ চাই। জ্ঞানমার্গকেই এই মুক্তির পথ বলা হল ভারতীয় দর্শনে।

কিন্তু এ পথ সুগম নয়, সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্যও নয়। তাই পৌরাণিক সাহিত্যে আর একটি নূতন পথ আবিষ্কার করা হল—সে ভক্তির পথ। ঈশ্বরকে পূর্ণ মহিমায় স্থাপন করে তাঁকেই সমস্ত শক্তির আধার বলে কল্পনা করা হল। তিনি এক, বহু হবার বাসনায় নিজেকে বিভক্ত করে সৃষ্টির লীলায় মেতে উঠেছেন।—

‘যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা।’ রবীন্দ্রনাথ, স্মরণ ২২

এর পরেই নানা দেবদেবীর জন্ম হল, নানা কাহিনী রচিত হল। জনসাধারণ এই ভক্তিবাদ গ্রহণ করল মনে প্রাণে। আজও এই ভক্তির পথই মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ বলে স্বীকৃত। কিন্তু উপনিষদ পাঠের সময়ে মনে রাখতে হবে যে তখনও ভক্তিবাদের জন্ম হয় নি, ভারতীয় দার্শনিকরাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন নি। উপনিষদের ঋষিরা আত্মাকেই ব্রহ্ম বলে মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন—

‘শোন বিশ্বজন,

শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ, যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্যপথ নাহি।'

উপনিষদ রচনার কাল নির্ণয় করা কঠিন নয়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে প্রাচীন উপনিষদগুলি খ্রীষ্টের জন্মের সাত শো বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল অর্থাৎ বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের জন্মেরও কয়েক শতক পূর্বে। অনেকের বিশ্বাস যে বেদের উপনিষদগুলি ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রচিত। কিন্তু ওই সব উপনিষদ পাঠের পর এই ধারণা হয় যে এগুলির রচনাকাল আরও প্রাচীন। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য এই দুখানি বৃহৎ আকারের উপনিষদে যে ঋষিদের কথা পাওয়া যায়, তাঁরা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রশিষ্য। প্রধানতম ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য বৈশম্পায়নের শিষ্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব পরবর্তী শতকই উপনিষদ রচনার কাল বলে নির্দেশ করলে ভুল হবে না। এর অর্থ এই যে বেদের উপনিষদগুলি তিন হাজার বৎসরেও বেশি পূর্বে রচিত হয়েছিল।

উপনিষদের দর্শন ও সাধন তত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। এ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার নেই। ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ বলে অর্থ ও ভাববোধে কষ্ট হয়। এই জন্য পুরাকালেই শঙ্কর প্রভৃতি জ্ঞানী আচার্যরা ভাষ্য রচনা করে গেছেন। তার সাহায্য নিতে হয়। উপনিষদকে সহজবোধ্য করার চেষ্টাতেই এগুলি বর্তমানে অনেকের নিকটেই ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সরল সাবলীল অনুবাদ পড়ে তাদের মর্ম অনুসরণ করা কঠিন হবে না। একেবারে সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে একাধিকবার পাঠে এর ঐশ্বর্য আবিষ্কার করা যাবে সহজেই।

উপনিষদে সেকালের একটি সামাজিক চিত্রও পাওয়া যাবে। ব্রহ্মবিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণেরই করতলগত ছিল না, ব্রাহ্মণ ঋষিরা ক্ষত্রিয় রাজার

নিকটে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। রাজসভায় ব্রহ্ম তত্ত্বের আলোচনা হত, সেই আলোচনা সভায় গার্গীর মতো ব্রহ্মবাদিনী নারীও যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতেন। এ কালে যা শিষ্টাচার বুদ্ধি বিরুদ্ধ ও আপত্তিজনক অথবা অশ্লীল বলে মনে করা হয়, তা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে অসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপসৃষ্টির বিষয়টি ঋষিরা একটি যজ্ঞরূপে বর্ণনা করেছেন। এর শুভ ক্ষণ আছে, মন্ত্রও আছে। তবে এর মধ্যে যে দুর্নীতির কথা আছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। মনে হয় যে সেকালে বিবাহপ্রথা সর্বত্র প্রবর্তিত বা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং নরনারীর মিলনকে আহার নিদ্রার মতো একটি সাধারণ ব্যাপার মনে করা হত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার মতো উন্নত চিন্তাধারার ধারক ছিলেন, তাঁরাও সমাজের এই সব দুর্নীতি, উপনিষদের অশ্লীলতা নিয়ে কোন প্রতিবাদ করেন নি। অলমতি বিস্তারেণ।

ওঁ তৎ সৎ।

ঈশ.

আত্মা:

ঋগ্বেদীয় উপনিষদ

১. ঐতরেয়

অবতারণা

ঋগ্বেদের দুটি শাখার একটির নাম ঐতরেয়। মহিদাস ঐতরেয় নামে একজন ঋষি এই শাখা প্রবর্তন করেছিলেন। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, ইতরার অপত্য বলে তাঁর নাম ঐতরেয়। আচার্য সায়ন বলেছেন, কোন ঋষির ইতরা নামে এক পত্নীর পুত্র মহিদাস। সেই ঋষি কোন যজ্ঞ সভায় মহিদাসকে উপেক্ষা করে অন্য পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে শিক্ষার জন্য কোলে নেন। ইতরা তাঁর পুত্রের ম্লান মুখ দেখে কুলদেবতা ভূমির নিকট প্রার্থনা করেন। দেবতার বরেই মহিদাস পণ্ডিত হয়েছিলেন। ইতরা নাম দেখে অনুমান করা হয় যে তিনি শূদ্রা ছিলেন এবং এই-জন্যই পুত্রের নাম মহিদাস। ইনি পৃথিবীর নিকটে শিক্ষালাভ করে নিজের মায়ের নামে ঐতরেয় নাম গ্রহণ করেছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চল্লিশটি অধ্যায়ে সোম যজ্ঞের বিবরণ। যে অংশ অরণ্যে পাঠ করা হত বলে আরণ্যক নাম, তার পাঁচটি ভাগ। দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ এই তিনটি ভাগ ঐতরেয় উপনিষদ নামে পরিচিত। প্রথম অধ্যায়ে জগতের সৃষ্টির কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের জন্মের কথা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরব্রহ্মের কথা। এই উপনিষদটি গদ্যে রচিত এবং অনেকেই একে সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করেন।

জগতের সৃষ্টির কথায় বলা হয়েছে যে আত্মা থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। এক থেকেই তিনি বহু হয়েছেন। প্রথম সৃষ্টি লোক বা ভুবন। অপ্ লোকের সমুদ্র থেকে তিনি দেবতাদের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য প্রথমে গবাকৃতি, পরে অশ্বাকৃতি ও শেষে মনুষ্যাকৃতি পিণ্ড আনলে দেবতাদের তা পছন্দ হল এবং তাঁরা মনুষ্য পিণ্ডের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কোটরে প্রবেশ করলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা দেহেরই ধর্ম। এর নিবৃত্তিতে দেহ পুষ্ট হয়।

জীবের জন্ম তিনটি—প্রথমে মাতৃগর্ভে, দ্বিতীয় ভূমিষ্ঠ হবার পর এবং সব শেষে মৃত্যুর পর অমৃতময় লোকে।

শেষ অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপের আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃষ্ট জ্ঞানকেই প্রজ্ঞান বলে। আমাদের চেতনায় এই প্রজ্ঞান বৃত্তিরূপে প্রকাশ পায়। অন্তর ও বহির্জগৎ এই প্রজ্ঞানেরই বিকাশ। প্রজ্ঞানেই সব জীব পরিচালিত হয়। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

প্রথম অধ্যায়ে জীবের ক্রমবির্তনের কথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। তবে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ যে কোন অচেতন জড় শক্তির কাজ নয় এবং ব্রহ্মের এক থেকে বহু হবার ইচ্ছায় হয়েছে, এ কথা এখনও বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় নি।

গ্রন্থারম্ভ

আমি যা ভাবি, আমার কথায় তা প্রকাশ পাক। আমি যা বলি, আমার চিন্তায় তা প্রতিফলিত হোক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, তুমি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও। হে আমার মন ও বাক্য, তোমরা বেদার্থ আনো আমার নিকটে। আচার্যের কাছে আমি যা শুনেছি, তা যেন ভুলে না যাই। আমার দিন রাত অধ্যয়নের যেন বিরাম না হয়। আমি মনে ও কথায় সত্য বলব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন আমার আচার্যকে। ওঁ শান্তি।

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টির কথা

আগে শুধু এক আত্মাই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবলেন, আমি লোক সৃষ্টি করব। তিনি সৃষ্টি করলেন অম্ভোলোক, মরীচিলোক, মরলোক ও অপলোক। অম্ভোলোক দ্যুলোকের উপরে অবস্থিত, দ্যুলোকই তার আশ্রয়। অন্তরীক্ষই মরীচিলোক। পৃথিবী মরলোক ও অপ্‌লোক পৃথিবীর নিচে অবস্থিত। তিনি ভাবলেন, এই সব লোকের জন্য আমি

লোকপাল সৃষ্টি করব। তিনি জল থেকেই এক পুরুষ উদ্ধার করে তাকে অবয়ব দিলেন। তিনি অণ্ডের মতো তার মুখ দিলেন, মুখ থেকে বাক্, বাক্ থেকে অগ্নি। নাসিকার গর্ত ফুটে বেরোল, নাসিকাদ্বয় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে বায়ু। দুই অক্ষি ফুটে বেরোল, অক্ষি থেকে চক্ষু, চক্ষু থেকে আদিত্য। দুটি কান ফুটে বেরোল। কান থেকে শ্রবণ এবং শ্রবণ থেকে দিক্। ত্বক ফুটে বেরোল। ত্বক থেকে লোম এবং লোম থেকে ওষধি বনস্পতি। তারপর হৃদয় ফুটে বেরোল। হৃদয় থেকে মন, মন থেকে চন্দ্র। নাভিও ফুটে বেরোল, নাভি থেকে অপানবায়ু ও তা থেকে মৃত্যু। শিশ্ন ফুটে বেরোল। শিশ্ন থেকে রেত এবং তা থেকে জল হল।
এই সব দেবতা সৃষ্ট হয়ে মহাসমুদ্রে পতিত হলেন। তিনি সেই পুরুষকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সঙ্গে সংযোজিত করলেন। ক্ষুধার্ত দেবতারা বললেন, আমাদের আশ্রয় স্থল দিন, যেখানে আমরা অন্ন খেতে পাব। তিনি তাঁদের জন্য গবাকৃতি পিণ্ড আনলেন। তাঁরা বললেন, না, এ আমাদের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তিনি একটি অশ্ব আনলেন। তাঁরা বললেন, না, এও পর্যাপ্ত নয়। তারপর তিনি একটি পুরুষ আনলেন। তাঁরা বললেন, এই অধিষ্ঠান সত্যিই সুন্দর, এই পুরুষ যথার্থ সুকৃত। স্রষ্টা তাঁদের বললেন, তোমরা উপযুক্ত আশ্রয়ে প্রবেশ কর। অগ্নি বাক্ হয়ে মুখে প্রবেশ করলেন, বায়ু প্রাণ হয়ে নাসিকায়, আদিত্য চক্ষু হয়ে অক্ষিতে, দিক সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে কর্ণে, ওষধি ও বনস্পতিরা লোম হয়ে ত্বকের মধ্যে, চন্দ্র মন হয়ে হৃদয়ে, মৃত্যু অপানবায়ু হয়ে নাভিতে এবং জল দেবতা শুক্র হয়ে শিশ্নে প্রবেশ করলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাঁকে বলল, আমাদেরও অধিষ্ঠান দিন। তিনি তাঁদের বললেন, এই দেবতাদের মধ্যেই তোমাদের বৃত্তি ভাগ করে দিচ্ছি। তোমাদেরকে এঁদের অংশভাগী করব। এই জন্যই যে কোন দেবতার উদ্দেশে হবি গৃহীত হয়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সেই দেবতারই অংশভাগী হয়ে থাকে।
তিনি দেখলেন, এই সব লোক ও লোকপাল সৃষ্টি হয়েছে, এদের জন্য অন্ন সৃষ্টি করব। তিনি জলকে উদ্দেশ্য করে সংকল্প করলেন। সেই জলরাশি থেকে একটি মূর্তি উৎপন্ন হল। সেই মূর্তিই অন্ন। অন্ন উৎপন্ন

হয়েই তার ভক্ষকদের পিছনে ফেলে যেতে চাইল। আদি পুরুষ তাকে তাকে কথা দিয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তা পারলেন না। কথা দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারলে সমস্ত লোক অন্নের কথা উচ্চারণ করেই তৃপ্ত হত। তিনি প্রাণে তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু তাও পারলেন না। যদি তিনি প্রাণে তাকে গ্রহণ করতে পারতেন, তাহলে সকলে অন্ন আঘ্রাণ করেই তৃপ্তি লাভ করত। তিনি চোখ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও পারলেন না। তিনি যদি চোখ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারতেন, তবে সমস্ত লোক অন্ন দেখেই তৃপ্ত হত। তারপর তিনি কান দিয়ে সেই অন্ন গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তা পারলেন না। তিনি যদি তা পারতেন তাহলে সবাই অন্নকে শ্রবণ করেই তৃপ্ত হত। তারপর তিনি অন্নকে ত্বক দিয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও পারলেন না। যদি তিনি তা পারতেন, তাহলে সমস্ত লোক অন্ন স্পর্শ করেই তৃপ্ত হত। তিনি মন দিয়েও অন্নকে গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু তা পারলেন না। তিনি যদি তা পারতেন, তবে সমস্ত লোক অন্নের ধ্যান করেই তৃপ্ত হত। তিনি শিশ্ন দিয়েও অন্ন গ্রহণ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। যদি তিনি তা পারতেন, তবে সব লোকই শিশ্ন দিয়ে অন্ন ত্যাগ করে তৃপ্ত হত। তিনি অপানবায়ু দিয়ে অন্ন গ্রহণ করতে চাইলেন, এবং তা গ্রহণ করতে পারলেন। এই বায়ুই অন্নের গ্রাহক, ইহাই অন্নায়ু। তিনি দেখলেন, আমাকে ছাড়া এরা কী ভাবে চলতে পারে। তিনি ভাবলেন, কোন্ পথে এতে প্রবেশ করি। তিনি আরও ভাবলেন, যদি বাক্ শব্দ করে, যদি প্রাণ গন্ধ আঘ্রাণ করে, যদি চোখ দর্শন করে, যদি কান শোনে, যদি ত্বক স্পর্শ করে, যদি মন ধ্যানে করে, যদি অপান মলত্যাগ করে ও শিশ্ন শুক্রত্যাগ করে, তবে আমি আবার কে? অতঃপর তিনি মূর্ধার কেশবিভাগ স্থান বিদীর্ণ করে সেই পথে প্রবেশ করলেন। ইহাই প্রসিদ্ধ বিদৃতি নামক দ্বার। এই দ্বার আনন্দদায়ক। তার তিনটি আবাস স্থান, তিনটি স্বপ্ন। ইহা আবাস স্থান, ইহা আবাস স্থান, ইহাই আবাস স্থান। তিনি জাত হয়ে ভূতসমূহ প্রকাশ করলেন। এই দেহে অন্য কারও কথা বলেছিলেন কি?

সেই জীব এই পুরুষকেই ব্যাপ্ততম ব্রহ্মরূপে দেখেছিলেন। তাঁকে দেখ-লাম। সেই জন্য তিনি ইদন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইদন্দ্র হলেও তাকে ব্রহ্মবিদ্‌রা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রই বলেন।দেবতারাপরোক্ষনামেরই প্রিয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবের জন্ম

আত্মা পুরুষ দেহেই প্রথমে গর্ভ রূপে থাকে। তার সমস্ত অঙ্গ থেকে উৎপন্ন তেজই শুক্র। পুরুষ এই শুক্র নিজের দেহে ধারণ করে এবং যখন সে এই শুক্র স্ত্রীতে সিঞ্চন করে তখন তাকে গর্ভরূপে জন্মদান করে। ইহাই তার প্রথম জন্ম। নিজের অঙ্গের মতো সেই শুক্র স্ত্রীর আত্মভূত হয়ে যায়। সেই জন্য তা গর্ভিণীকে পীড়া দেয় না। গর্ভে প্রবিষ্ট আত্মাকে সে পোষণ করে। সেই পোষণকারী স্ত্রী স্বামীর পালনীয়া। জন্মের পূর্বে স্ত্রী সেই গর্ভকে ধারণ করেন এবং জন্মের পরে পিতাই কুমারকে পোষণ করেন। তিনি যে প্রথমে এবং জন্মের পরে কুমারকে পোষণ করেন তার দ্বারা নিজেকেই পোষণ করেন। এই জন্যই লোক সমূহ অবিচ্ছেদে বিদ্যমান থাকে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়াই জীবের দ্বিতীয় জন্ম। পিতার এই পুত্ররূপী আত্মা পুণ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য পিতারই প্রতি-নিধি হয়। তারপর এই পুত্রের অপর পিতৃরূপী আত্মা কৃতবত্য ও বয়ো-গত হয়ে পরলোক গমন করে। সে এখান থেকে প্রয়াণ করতে করতে পুনরায় জন্ম নেয়। ইহা তার তৃতীয় জন্ম। ঋষি বলেছেন, গর্ভে এসেই আমি সব দেবতার সমস্ত জন্ম সম্যক্ জেনেছিলাম। একশো লৌহময় পুরী আমাকে নিচে আবদ্ধ করে রেখেছিল। শ্যেন পাখির মতো বেগে আমি নির্গত হয়েছি। গর্ভে শয়ান অবস্থায় বামদেব এই কথা এইভাবে বলেছিলেন। তিনি এইভাবে জেনে এই শরীর বিনাশের পর ঊর্ধ্ব-লোকে সমস্ত কাম্য বস্তু পেয়ে সেই স্বর্গ লোকে অমৃত হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মার স্বরূপ

আমরা যে আত্মার উপাসনা করি, তিনি কে ? সে কোন্ আত্মা, যার দ্বারা লোকে রূপ দর্শন করে, শব্দ শ্রবণ করে, গন্ধ গ্রহণ করে, বাক্য উচ্চারণ করে, স্বাদু ও অস্বাদু জানে ? হৃদয় যা মনও তাই। এই দুটি একই অন্তঃকরণের দুটি নাম। সংজ্ঞান, আজ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞান মেধা দৃষ্টি ধৃতি মতি মনীষা জুতি স্মৃতি সঙ্কল্প ক্রতু অসু কাম বশ—এ সমস্তই প্রজ্ঞানেরই বিভিন্ন নাম। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সব দেবতা, ইনিই—পঞ্চ মহাভূত—পৃথিবী বায়ু আকাশ জল ও তেজ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র উভচর প্রাণীর ন্যায় প্রাণী বীজ সমূহ, স্থাবর জঙ্গমাদি, অণ্ডজ জরায়ুজ ও স্বেদজ প্রাণী, উদ্ভিদ। ঘোড়া গরু, মানুষ ও হাতি, অন্য সব প্রাণী ও পাখি, জঙ্গম ও স্থাবর সমুদয় প্রজ্ঞা নেত্র প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞানই সমস্ত লোকের চালক, প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠা ও প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। তিনি এই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা দ্বারা উৎক্রমণ করে স্বর্গলোকে সমস্ত কর্মের ফললাভ করে অমৃত হয়েছিলেন।

ঐতরেয় উপনিষদ সমাপ্ত

১. কৌষীতকি

অবতারণা

কুষীতক ঋষির পুত্র কৌষীতক ঋগ্বেদের একটি শাখা প্রবর্তন করেন। কৌষীতক ব্রাহ্মণ তাঁরই রচনা। ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এই ব্রাহ্মণে যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। নৈমিষারণ্যে যে বিখ্যাত যজ্ঞ হয়েছিল, এই ব্রাহ্মণে তার উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কৌষীতক ঋষির নাম পাওয়া যায়, এবং কৌষীতকি উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়েও তাঁর

নামের উল্লেখ আছে। কৌষীতকি আরণ্যকে পনেরটি অধ্যায়। তার মধ্যে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ এই চারটি অধ্যায়কেই কৌষীতকি উপনিষদ বলে। উপনিষদটি গদ্যে রচিত।

এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় রাজা গাঙ্গ্যায়নি চিত্র উদ্দালক আরুণি নামের এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পরলোক তত্ত্ব বলছেন। এই ব্রাহ্মণ রাজার পুরোহিত ছিলেন। রাজার এক যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে পাঠিয়েছিলেন। চিত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁকে স্থাপন করা যেতে পারে, এমন কোন গুপ্ত স্থানের কথা তাঁর জানা আছে কিনা অথবা যে পথে গেলে পরলোকে এই রকম স্থান পাওয়া যায়, সে পথের কথা তিনি জানেন কিনা। রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে শ্বেতকেতু গৃহে ফিরে তাঁর পিতাকে এই কথা বললেন। পিতাও এই উত্তর জানতেন না বলে তিনি রাজার নিকটে গিয়ে এই তত্ত্ব জানতে চাইলেন। নিরহঙ্কার ব্রাহ্মণ আরুণিকে ক্ষত্রিয় রাজা গাঙ্গ্যাপুত্র চিত্র পরলোকের কথা বললেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরম ব্রহ্মের কথা ও পিতা পুত্রের স্নেহের কথা আছে। জ্ঞানার্থীর জন্য তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেবর্ষি ইন্দ্র কাশীর রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দনকে উপনিষদের দর্শন ব্যাখ্যা করছেন বলে মনে হয়। মানুষ কি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হতে পারে? অধ্যায়ের শেষের দিকে ভেদাভেদের কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ। আরুণির মতো বালাকিও রাজা অজাত শত্রুকে ব্রহ্মবাদ শেখাতে না পেরে তাঁর কাছেই উপনীত হতে চাইলেন। কিন্তু রাজা ক্ষত্রিয় বলে লোকাচার লঙ্ঘন করে ব্রাহ্মণ বালাকিকে উপনীত করলেন না। কিন্তু সংক্ষেপে ব্রহ্মবাদ শিক্ষা দিলেন। বৃহদারণ্যকেও এই কাহিনী কিছু ভিন্ন আকারে পাওয়া যায়।

এই উপনিষদটিও খুব প্রাচীন। যাজ্ঞবল্ক্য এক সময়ে যে উদ্দালক আরুণির শিষ্য ছিলেন এবং গুরু শিষ্যের মধ্যে একটি বিতর্ক হয়েছিল, বৃহদারণ্যক উপনিষদেই তা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উদ্দালক-আরুণির উপদেশ আছে এবং কৌষীতক ঋষিরও উল্লেখ আছে। এর থেকেই বলা

যায় যে কৌষীতকি উপনিষদ বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্বে রচিত হয়েছিল।

গ্রন্থারম্ভ

আমার কথা মনে ও মন কথায় প্রতিষ্ঠিত হোক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। হে আমার বাক্য ও মন, আমার নিকটে বেদার্থ আনতে সমর্থ হও। আমি যে বেদার্থ শুনেছি, তা যেন আমাকে ত্যাগ না করে। এ দিয়ে আমি দিন ও রাত্রিকে সংযোজিত করব। আমি সত্য ভাবব। সত্য বলব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। তিনি আমার আচার্যকেও রক্ষা করুন। ওঁ শান্তি।

প্রথম অধ্যায়

চিত্র-আরুণি সংবাদ

গাঙ্গের পুত্র চিত্র যজ্ঞ করবার ইচ্ছায় আরুণিকে পুরোহিতরূপে বরণ করলেন। আরুণি নিজের পুত্র শ্বেতকেতুকে চিত্রের যজ্ঞ করবার জন্য পাঠালেন। শ্বেতকেতু উপবেশন করলে চিত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গৌতম পুত্র, জগতে কি এমন কোন গুপ্ত স্থান বা পথ আছে যেখানে আপনি আমাকে স্থাপন করতে পারেন? শ্বেতকেতু বললেন, আমি তা জানি না, যদি বলেন তো আচার্যকে জিজ্ঞাসা করব। এই বলে তিনি পিতার নিকটে ফিরে এসে বললেন, চিত্র আমাকে এই প্রশ্ন করেছেন। আমি তাঁকে কী উত্তর দেব? আরুণি বললেন, আমিও এ বিষয়ে কিছু জানি না, রাজা চিত্রের সভায় গিয়ে আমরা অধ্যয়ন করে এই বিদ্যা আহরণ করব। অন্যে যেমন আমাদের জ্ঞান দেন, তেমনি চিত্রও দেবেন। চল, আমরা দুজনেই সেখানে যাই। সমিৎ হাতে আরুণি গাঙ্গ্যপুত্র চিত্রের নিকটে গিয়ে বললেন, আমি শিষ্য রূপে আপনার নিকটে এসেছি। রাজা চিত্র তাঁকে বললেন, আপনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য, কারণ ব্রাহ্মণ বলে আপনার অভিমান নেই। আসুন, বিষয়টি আপনাকে বুঝিয়ে দিই।

চিত্র বললেন, যারা এই লোক থেকে প্রয়াণ করে, তারা সবাই চন্দ্রলোকে যায়। যারা শুক্লপক্ষে আসে, তাদের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করেন চন্দ্র। কিন্তু যারা কৃষ্ণপক্ষে আসে, তাদের পুনরায় জন্মাতে পাঠান। চন্দ্রই স্বর্গের দ্বার। চন্দ্রলোকে থাকতে যে অস্বীকার করে, তাকে তিনি উচ্চতর লোকে পাঠান। যে কিছু বলে না, তাকে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন ইহলোকে। সে নিজের কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কীটপতঙ্গ পাখি সিংহ বরাহ সাপ বাঘ মানুষ বা অন্য কোন দেহে আবার ইহলোকে জন্মায়। সেই অগন্তুককে চন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? সে তাঁকে উত্তর দেবে, উজ্জ্বল ঋতুস্বরূপ পঞ্চদশ কলাযুক্ত আহুতি-সঞ্জাত পিতৃলোকস্বরূপ চন্দ্র থেকে শুক্ররূপে গৃহীত আমাকে পাঠিয়েছেন পুরুষ কর্তাতে এবং পুরুষ-কর্তা আমাকে শুক্ররূপে মাতৃগর্ভে সেচন করেছেন। জন্মগ্রহণ করে আমি শরীর ধারণ করেছি। আমার বয়স পিতার বয়সের মতোই বারো বা তেরো মাসের বৎসরে গোনা হতে লাগল। ব্রহ্মজ্ঞান বা তার প্রতিকূল জ্ঞান লাভের জন্যই আমার এই জন্ম। তাই অমৃতত্ব লাভের জন্যই আপনারা আমার জীবন পোষণ করুন। সত্য ও তপস্যায় আমি ঋতুস্বরূপ এবং ঋতুজাত। আমি কে? আমিই তুমি। অতঃপর চন্দ্র তাকে ঊর্ধ্বলোকে পাঠালেন।

তিনি এই দেবযান পথে প্রথমে অগ্নিলোকে আসেন। পরে তিনি বায়ু-লোক আদিত্যলোক বরুণলোক ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোক হয়ে ব্রহ্ম-লোকে আসেন। সেখানে আরু নামে হ্রদ, যেষ্টিহা মুহূর্ত সমূহ, বিজরা নদী, ইল্য বৃক্ষ, সালজ্য নগর ও অপরাজিত নামে নিবাস আছে। ইন্দ্র ও প্রজাপতি তাঁর দ্বাররক্ষী। সেখানে বিভু নামে সভাগৃহ ও তার মধ্যে বিচক্ষণা নামে বেদী ও অমিতৌজা নামে পালঙ্ক আছে। মানসী প্রিয়া ও চাক্ষুষী প্রতিরূপা সেখানে জগৎকে ফুলের মতো চয়ন করেন। আরও যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন অম্বা অম্বায়বী অপ্সরা ও অম্বয়া নদী। ব্রহ্মলোকে কোন জ্ঞানী এলে ব্রহ্মা তাঁর সম্বন্ধে বলেন, আমার যোগ্য সম্মানে তাঁকে সত্বর অভ্যর্থনা কর। ইনি বিজরা নদী পেরিয়ে এসেছেন

বলে আর জরাগ্রস্ত হবেন না।

পাঁচশো অপ্সরা তাঁর নিকটে আসেন—একশো কেশর কুঙ্কুমাদিচূর্ণ হাতে, একশো বস্ত্র হাতে, একশো ফল হাতে, একশো অঞ্জন হাতে ও একশো মালা হাতে। তাঁরা তাঁকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন। এইভাবে অলঙ্কৃত হয়ে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মার দিকে অগ্রসর হন। আর হ্রদের নিকটে এসে তিনি মন দিয়ে তা পার হন। যাঁরা ব্রহ্মবিদ নন, তাঁরা সেখানে নিমজ্জিত হন। তারপর তিনি যেষ্টিহা মুহূর্তদের নিকটে এলে তারা পলায়ন করে। তিনি বিজরা নদীর নিকটে এসে মন দিয়ে নদী পার হন। তিনি তাঁর সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সেখানে বিসর্জন দেন। তাঁর প্রিয় জ্ঞাতিরা সুকৃতি ও অপ্রিয়রা দুষ্কৃতি গ্রহণ করে। রথে গমনকারী যেমন রথের চাকা পর্যবেক্ষণ করেন, তেমনি করে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন দিন ও রাত্রি। এইভাবে তিনি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ও সমস্ত দ্বন্দ্বভাব শুধু পর্যবেক্ষণ করেন এবং সুকৃতি ও দুষ্কৃতিহীন হয়ে ব্রহ্মার অভিমুখে যান।

ইলা বৃক্ষের নিকটে এলে ব্রহ্মগন্ধ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে। সালজ্যা নগরের নিকটে এলে তাঁতে ব্রহ্মরস প্রবেশ করে। দ্বাররক্ষী ইন্দ্র ও প্রজাপতির নিকটে এলে তাঁরা সরে যান। তিনি বিভু নামের সভাস্থলে উপস্থিত হলে ব্রহ্মযশ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে। তিনি বিচক্ষণা নামে সভার মধ্যবেদীর নিকটবর্তী হন। বেদীর সম্মুখে দুই পাদ বৃহৎ ও রথন্তর সাম, শৈত্য ও নৌধস এই দুই সাম পিছনের দুই পাদ। বৈরূপ ও বৈরাজ এই দুই সাম তার দক্ষিণ উত্তর প্রান্ত এবং পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত শাক্কর ও রৈবত নামের দুই সাম।

ইহাই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা দিয়েই তিনি সম্যক দর্শন করেন। তারপর অমিতৌজা নামে পালঙ্কের নিকটে যান। ইহা প্রাণ। অতীত ও ভবিষ্যৎ এর সামনের দুই পাদ। পিছনের দুই পাদ শ্রী ও ইরা। বৃহৎ ও রথন্তর সাম এর দক্ষিণ উত্তর প্রান্ত, শীর্ষ ও পদপ্রান্ত ভদ্র ও যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম। ঋক্ ও সাম মন্ত্রসমূহ পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ পট্টিকা, উত্তর দক্ষিণের প্রস্থ পট্টিকা যজুর্মন্ত্রসমূহ। চন্দ্রকিরণ এর গদি, উদ্গীথ চাদর ও উপাধান শ্রী। ব্রহ্মা সেখানে আসীন। জ্ঞানী ব্রহ্মবিদ প্রথমে এক পদ আরোহণ করলে ব্রহ্মা

প্রশ্ন করেন, তুমি কে? উত্তরে তিনি বলেন, আমি ঋতু, আমি কাল-সম্ভূত। অনন্ত কারণ থেকে উৎপন্ন জ্যোতি, সংবৎসরের তেজ ও সকল বস্তুর আত্মা। তুমিও সর্বভূতের আত্মা। তুমিও যে আমিও সে। ব্রহ্মা বলেন, আমি কে? ব্রহ্মবিদ বলেন, সত্য। সত্য কী? যা দেবগণ ও প্রাণসমূহ থেকে ভিন্ন, তা সৎ। যা দেবগণ ও প্রাণ, তা ত্য। এই শব্দে যা কিছু আছে, তার সবই সত্য। তুমিই এই সমস্ত। তিনি তখন তাঁকে বলেন। ঋক্ শ্লোকে এই রকম বলা হয়েছে।

যজুর্বেদ যাঁর উদর, সামবেদ যাঁর শির, ঋগ্বেদ যাঁর মূর্তি, তিনি অব্যয় বলে বিজ্ঞেয়। তিনি মহান ব্রহ্মময় ঋষি।

ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, কেমন করে তুমি আমার পুংনামসমূহ পেলে? ব্রহ্মবিদ বললেন, প্রাণ দিয়ে।

কেমন করে স্ত্রীনামসমূহ?—বাক্য দিয়ে।

কেমন করে নপুংসক নামসমূহ?—মন দিয়ে।

গন্ধ?—নাক দিয়ে।

রূপ?—চোখ দিয়ে।

শব্দ? —কান দিয়ে।

অন্নরস?—জিহ্বা দিয়ে।

কর্ম?—দুই হাত দিয়ে।

সুখ দুঃখ?—শরীর দিয়ে।

আনন্দ, রতি, প্রজাতি?—উপস্থ দিয়ে।

গতি?—পা দিয়ে।

চিন্তা, জ্ঞান ও কামনা?—প্রজ্ঞা দিয়ে।

অতঃপর ব্রহ্মা তাঁকে বলেন, এই যে আমার জলময় লোক, এখন এ তোমার। যিনি এ'সব জানেন, তিনি ব্রহ্মের জয় ও তাঁর ব্যাপ্তি লাভ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণতত্ত্ব

কৌষীতকি বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। মন এই প্রাণব্রহ্মের দূত, বাক্ পরিবেষণ কর্তা, চোখ রক্ষক ও কান সংবাদশ্রাবক। প্রাণব্রহ্মের জন্য এই-সব দেবতা অযাচিতভাবে উপহার আহরণ করেন। এই ভাবেই সমস্ত প্রাণী অযাচিত ভাবে তাঁর জন্য উপহার আনে। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর উপনিষদ অর্থাৎ ব্রত হল যাজ্ঞা করবে না। কোন ব্যক্তি গ্রামে ভিক্ষা করে কিছু না পেয়ে বসে পড়ে বলে, আমি এদের দান গ্রহণ করব না। তখন যারা তাকে প্রত্যাখ্যান কবেছিল, তারাই আবার তাকে ডাকে। অযাচকের এই ধর্ম। অন্যরাও তাকে ডেকে বলে, তোমাকে দান করব।

পৈঙ্গ্য বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। এই প্রাণব্রহ্মের বাকেব পরে চোখ, চোখের পরে কান, কানের পরে মন ও মনের পরে প্রাণ। এইসব দেবতা প্রাণ-ব্রহ্মের জন্য অযাচিতভাবে উপহার আহরণ করে। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর জন্য সমস্ত প্রাণী উপহার আনে। তাঁর ব্রত, যাজ্ঞা করবে না। কোন ব্যক্তি গ্রামে ভিক্ষা না পেয়ে বসে এবং বলে, আমি এদের কোন দ্রব্য নেব না। তখন যারাই তাকে আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই বলে. আমবা তোমাকে দান করব। এ হল অযাচকের ধর্ম। অন্যরাও তাকে ডেকে বলে, তোমাকে দান করব।

তারপর একধন প্রাপ্তির উপায় বলা হচ্ছে। কেউ যদি একধন পেতে চান, তবে তিনি পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় অথবা শুক্লপক্ষে বা পুণ্য নক্ষত্রে যথাবিধি অগ্নি প্রতিষ্ঠা করে পরিষ্কৃত মাটিতে কুশ বা দূর্বা ছড়িয়ে মন্ত্র-পূত জল সিঞ্চন করে দক্ষিণ জানু পেতে স্রুব চমস বা কাংস পাত্র দিয়ে ঘৃত আহুতি দিয়ে বলবেন, বাক্ দেবতা অভীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জন্য এই আনুন। তাঁকে স্বাহা। চক্ষু দেবতা অভীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জন্য এই আনুন। তাঁকে স্বাহা।

কর্ণ দেবতা অভীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জন্য এই আসুন। তাঁকে স্বাহা। মন দেবতা অভীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জন্য এই আসুন। তাঁকে স্বাহা। প্রজ্ঞা দেবতা অভীষ্ট দেন, অমুকের নিকট থেকে তিনি আমার জন্য এই আসুন। তাঁকে স্বাহা।

তারপর ধূমের গন্ধ আঘ্রাণ করে যজ্ঞের ঘৃতে অঙ্গ লেপন করে সংযত বাক হয়ে যাবেন, নিজের ইচ্ছার কথা বলবেন অথবা দূত পাঠাবেন। নিশ্চয়ই তিনি নিজ অভীষ্ট লাভ করবেন

এরপর বলা হচ্ছে দৈব অভিলাষ সন্ধি। প্রাণবিদ ব্যক্তি যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীর প্রিয় হতে চান, তবে কোন পুণ্য দিনে অগ্নি স্থাপন করে আগের মতো ঘৃতাহুতি দেবেন, তোমার বাক্য আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা। তোমার প্রাণকে আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা। তোমার চোখ আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা। তোমার মন আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা। তোমার প্রজ্ঞাকে আমাতে আহুতি দিচ্ছি, তাকে স্বাহা।

তাবপর সাবিক ধূমের গন্ধ আঘ্রাণ করে যজ্ঞের ঘৃতে অঙ্গ লেপন করে সংযত বাক হয়ে নিজের সাধ্য বিষয়ের নিকটে যেতে চেষ্টা করবেন ও তার সংস্পর্শ পেতে চাইবেন অথবা বাতাসে সম্ভাষণ করে অপেক্ষা করবেন। এইভাবেই অভীষ্ট ব্যক্তিদের প্রিয় হন ও তাঁরা তাঁকে স্মরণ করেন।

আন্তর যজ্ঞ

এরপর প্রতিদিনের অনুষ্ঠিত সংযমের কথা বলা হচ্ছে। জ্ঞানীরা একে আন্তর অগ্নিহোত্র বলেন। মানুষ যতক্ষণ কথা বলে, ততক্ষণ সে প্রাণন-ক্রিয়ায় সমর্থ হয় না। সে তখন বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দেয়। যতক্ষণ মানুষ প্রাণন-ক্রিয়া করে, ততক্ষণ সে কথা বলতে পারে না। সে তখন বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দেয়। এই অনন্ত ও অমৃত আহুতি সে জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে হোম করে। আর যে সব নশ্বর আহুতি আছে, তা কর্ম সম্বন্ধীয়। পুরাকালে সেইজন্যই সাধকেরা এই-সব নশ্বর অগ্নিহোত্র হোম করতেন না।

উক্‌থের প্রশংসা

শুষ্কভৃঙ্গার মুনি বলেন, উক্‌থই ব্রহ্ম, তাঁকে ঋক্‌ রূপে উপাসনা করবে। সকল প্রাণী তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে অর্চনা করে। তাঁকে যজুঃ রূপে উপাসনা করবে। তাঁকে শ্রেষ্ঠ ভেবে সকল প্রাণী তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়। তাঁকে সাম রূপে উপাসনা করবে। সকল প্রাণী তাঁকে শ্রেষ্ঠ ভেবে নমস্কার করে। তাঁকে শ্রীরূপে, যশ রূপে ও তেজ রূপে উপাসনা করবে। ইহা যেমন স্তুতির মধ্যে তেমনি যিনি এ কথা জানেন তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রীমৎ-তম যশস্বিতম ও তেজস্বিতম হন। তাঁর কর্মময় আত্মাকে অধ্বর্যু সংস্কৃত করেন ও যজুর্বেদীয় কর্মকে চয়ন করেন। হোতা ঋগ্‌বেদীয় কর্মকে যজুর্বেদীয় কর্মে ও উদ্‌গাতা সামবেদীয় কর্মকে ঋগ্‌বেদীয় কর্মে বয়ন করেন। তিনি ত্রয়ী বিদ্যার আত্মা। ইনিই তাঁর আত্মা। যিনি এসব জানেন, তিনি হন প্রাণরূপী আত্মা।

সূর্যের স্তুতি

অতঃপর সর্বজিৎ কৌষীতকির তিনটি উপাসনা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। যজ্ঞো-পবীত ধারণ করে তিনি তিনবার জল আচমন ও পাত্র থেকে জল সেচন করে উদীয়মান সূর্যের উপাসনা করেন, বর্গ, আমার পাপ বিনাশ কর। তিনি এইভাবে মধ্যাহ্ন সূর্যের উপাসনা করেন, তুমি উদ্বর্গ, আমার পাপ সবিশেষে বিনাশ কর। এইভাবেই তিনি অস্তগামী সূর্যের উপাসনা করেন, তুমি সংবর্গ, আমার পাপ সম্যক বিনাশ কর। দিনে রাতে তিনি যে পাপ করেন, তা সমস্তই দূরীভূত হয়। যিনি এইরূপ জেনে এইভাবে সূর্যের উপাসনা করেন, তিনি তাঁর কৃত পাপ থেকে মুক্ত হন।

চন্দ্রের স্তুতি

তারপর প্রতি অমাবস্যায় উপবীতে আবৃত হয়ে পশ্চিমে দৃশ্যমান চন্দ্রকে এইভাবে উপাসনা করবেন। দুটি হরিৎ দূর্বা এই বলে নিবেদন করবেন, যে সুসীম হৃদয় আকাশের চন্দ্রমণ্ডলে অশ্রিত, তার প্রসাদে

পুত্রশোকে আমি যেন না কাঁদি। যে এই উপাসনা করে, তার সন্তান তার আগে প্রাণত্যাগ করে না। যার পুত্র জন্মেছে, তার জন্যই এই উপাসনার বিধি। যার পুত্র জন্মায়নি, সে বলবে হে সোম, তুমি আপ্যায়িত হও, তোমাতে বল সঞ্চারিত হোক, তোমার সমস্ত দুগ্ধ অন্নজীবী সন্তানের নিকটে আসুক। আদিত্যরা যে কিরণ আপ্যায়িত করেন, তিনি এই তিনটি ঋক্ মন্ত্র জপ করে বলবেন, যে আমাদের দ্বেষ করে, তাকে আমাদের প্রাণ সন্তান ও পশু দিয়ে আপ্যায়িত কোরো না। আমরা যাকে দ্বেষ করি, তার প্রাণ সন্তান ও পশু দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত কর। আমি ইন্দ্রের আবর্তন অনুসরণ করি। আমি আদিত্যের আবর্তন অনুসরণ করি। এই বলে তিনি তাঁর দক্ষিণ বাহু আবর্তন করবেন।

তারপর পূর্ণিমায় এইভাবেই পূর্বে দৃশ্যমান চন্দ্রের উপাসনা করবেন, তুমি দীপ্তিমান সোম, তুমি বিচক্ষণ, পঞ্চমুখ প্রজাপতি। ব্রাহ্মণ তোমার এক মুখ, সেই মুখে তুমি রাজাদের ভক্ষণ কর, আমাকে কর অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোজী। ক্ষত্রিয় তোমার এক মুখ, সেই মুখে তুমি বৈশ্যকে ভক্ষণ কর, আর আমাকে কর অন্নাদ। শ্যেন পাখি তোমার এক মুখ, সেই মুখে তুমি পাখিদের ভক্ষণ কর আর আমাকে কর অন্নাদ। অগ্নি তোমার এক মুখ, সেই মুখে তুমি এই লোক ভক্ষণ কর আর আমাকে কর অন্নাদ। তোমার পঞ্চম মুখে তুমি সর্বভূত ভক্ষণ কর, আর আমাকে কর অন্নাদ। আমাদের প্রাণ সন্তান ও পশুদের বিনাশ কোরো না। যে আমাদের দ্বেষ করে বা আমরা দ্বেষ করি যাকে, তার প্রাণ সন্তান ও ও পশুদের বিনাশ কর। তোমার দৈবী আবর্তন অনুসরণ করি। এই বলে দক্ষিণ বাহু চালনা করেন।

তারপর উপবেশন করে জায়ার হৃদয় স্পর্শ করে বলেন, হে শোভনে, তোমার হৃদয়ে সন্তানের জন্য যে অমৃত আছে, আমি তা জানি। তার জন্য আমি যেন সন্তান জনিত দুঃখে রোদন না করি। এতে তার সন্তানের মৃত্যু আগে হবে না।

প্রবাস থেকে ফিরে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে বলবেন, পুত্র, তুমি আমার সর্বাঙ্গ সম্ভূত, হৃদয়জাত, তুমি আমার আত্মা। শত বৎসর তুমি জীবিত

থাকো। এই বলে পুত্রের নাম উচ্চারণ করে পুনরায় বলবেন, তুমি পাষাণ হও, কুঠার হও, সবার প্রিয় হও সোনার মতো। পুত্র, তুমিই তেজ। শত বৎসর তুমি জীবিত থাকো। এই বলে পুত্রের নাম উচ্চারণ ও তাকে আলিঙ্গন করে বলবেন, কল্যাণের জন্য প্রজাপতি যেমন সন্তানদের আলিঙ্গন করেছিলেন, তেমনি আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি। তার-পর পুত্রের ডান কানে এই মন্ত্র জপ করবেন, হে দ্রুতগামী ইন্দ্র, একে শ্রেষ্ঠ ধন দাও। বাম কানে বলবেন, বংশের ধারা ছিন্ন কোরো না, ব্যথা পেও না। শত বৎসর জীবিত থাকো। তোমার নাম ধরে আমি তোমার মাথা আঘ্রাণ করছি। এই বলে তিনবার মস্তক আঘ্রাণ করবেন ও বলবেন, গাভীর হিংকারের সঙ্গে তোমার উদ্দেশ্যে হিং শব্দ উচ্চারণ করছি। এরপর তার মাথায় তিনবার হিং শব্দ উচ্চারণ করবেন।

ব্রহ্ম প্রকাশ

এইবারে দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। অগ্নি যখন প্রজ্বলিত হন, তখন ব্রহ্মই প্রকাশিত হন। অগ্নি না জ্বললে তিনি তিরোহিত হন। তাঁর তেজ আদিত্যে যায় এবং প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। আদিত্য দৃষ্ট হলে ব্রহ্মই দীপ্যমান হন এবং তিনি দেখা না গেলে ব্রহ্ম তিরোহিত হন। তাঁর তেজ চন্দ্রে যায় এবং প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। চন্দ্র দৃষ্ট হলে ব্রহ্মই দীপ্যমান হন এবং যখন তাঁকে দেখা যায় না, তখন তিনি তিরোহিত হন। তাঁর তেজ বিদ্যুতে ও প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করে। যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন এবং বিদ্যুৎ না চমকালে তিনি তিরোহিত হন। তখন তাঁর তেজ বায়ু ও প্রাণবায়ুতে যায়। এইসব দেবতা বায়ুতে প্রবেশ করে বায়ুতেই বিলীন হন। কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত হন না। পুনরায় তাঁরা উত্থিত হন। দেবতা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা হল।

এরপর অধ্যাত্ম কথা বলা হচ্ছে। কেউ যখন কথা বলে, তখন ব্রহ্মই প্রকাশ পান। যখন কথা বলে না, তখন তিনি তিরোহিত হন। তার তেজ চোখে যায় এবং প্রাণবায়ু প্রাণে মিলিত হয়। কেউ যখন চোখ দিয়ে দেখে, তখন ব্রহ্মই দীপ্যমান হন। যখন দেখে না, তখন তিনি অন্তর্হিত

হন। চোখের তেজ কানে যায়, প্রাণবায়ু প্রাণে। যখন কেউ কান দিয়ে শোনে, তখন ব্রহ্মাই দীপ্যমান হন। যখন শোনে না, তখন তিনি তিরোহিত হন। তাঁর তেজ মনে যায় এবং প্রাণবায়ু প্রাণে। যখন কেউ মন দিয়ে ধ্যান করে, তখন এই ব্রহ্মই প্রকাশ পান। যখন ধ্যান করে না, তখন তিনি তিরোহিত হন। তাঁর তেজ প্রাণে মিলিত হয় এবং প্রাণবায়ু প্রাণে। এইসব দেবতা প্রাণে প্রবেশ করে প্রাণেই বিলীন হন, কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত হন না। তাঁরা পুনরায় উত্থিত হন। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তাঁকে উত্তর ও দক্ষিণের দুই পর্বত চূর্ণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। যারা তাঁকে দ্বেষ করে ও তিনি যাদের দ্বেষ করেন, তারা চতুর্দিকে বিনষ্ট হয়।

প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব

এইবারে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হচ্ছে। দেবতারূপী ইন্দ্রিয়রা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ করতে করতে শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ল। শরীর তখন কাঠের মতো পড়ে রইল। যখন বাক্ এই মৃতবৎ শরীরে প্রবেশ করল, তখন শরীর বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে শুয়ে রইল। তারপর চোখ শরীরে প্রবেশ করলে শরীর বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে ও চোখ দিয়ে দেখিয়ে পড়ে রইল। তারপর কান শরীরে প্রবেশ করল। শরীর তখন বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে ও কান দিয়ে শুনে শুয়েই রইল। তারপর মন শরীরে প্রবেশ করলে শরীর বাক্ দিয়ে কথা বলিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে ও মন দিয়ে ধ্যান করেও অচেতন অবস্থায় পড়ে রইল। তারপর প্রাণ এতে প্রবেশ করল, আর তখনই শরীর উঠে বসল। দেবতারা তখন প্রাণকেই শ্রেষ্ঠ জেনে তাকেই প্রজ্ঞাত্মা রূপে সম্যক অনুভব করে সবার সঙ্গে লোক থেকে চলে গেলেন। তাঁরা বায়ু প্রতিষ্ঠ ও আকাশাত্মা হয়ে স্বর্গে গেলেন। যেখানে এই দেবতারা আছেন, তিনি সেখানে যান। দেবতারা যেমন অমৃত অর্থাৎ অমর, তেমনই এই সাধকও প্রাণ স্বরূপকে পেয়ে অমৃত হন।

পিতার পুত্রকে সম্প্রদান

এরপর পিতার পুত্রকে সম্প্রদানের কথা হচ্ছে। পরলোকে প্রয়াণকারী পিতা নূতন তৃণে গৃহ আকীর্ণ করে আগুন জ্বেলে ধানপূর্ণ পাত্রসহ জলের কুম্ভ রেখে নূতন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে পুত্রকে নিজের কাছে ডাকেন। পুত্র নিজের ইন্দ্রিয়ে পিতার ইন্দ্রিয় স্পর্শ করে সম্মুখে উপবেশন করেন। পিতা তখন তাকে এইভাবে সর্বস্ব প্রদান করেন, আমার মুখ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার মুখ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার প্রাণ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার প্রাণ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার চোখ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার চোখ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার কান তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার কান আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার অন্নরস তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার অন্নরস আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার সমস্ত কর্ম তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার সমস্ত কর্ম আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার সুখদুঃখ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার সুখদুঃখ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার সব গতি তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার সব গতি আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার মন তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার মন আমাতে ধারণ করি। পিতা বলেন, আমার প্রজ্ঞা তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলে, তোমার প্রজ্ঞা আমাতে ধারণ করি।

পিতা যদি বেশি বলতে অসমর্থ হন, তবে সংক্ষেপে বলবেন, আমার প্রাণ তোমাতে স্থাপন করি। পুত্র বলবে, তোমার প্রাণ আমাতে ধারণ করি। তারপর পিতাকে প্রদক্ষিণ করে পুত্র পূর্ব দিকে যাবে। পিছন থেকে পিতা তাকে বলেন, যশ ব্রহ্মতেজ ভোজ্য অন্ন ও কীর্তি তোমাকে সেবা করুক। তারপর পুত্র নিজের বাম কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে দেখবে,

নিজের মুখ হাত অথবা বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করে বলবে, স্বর্গলোক ও সব কামনা প্রাপ্ত হও। পিতা যদি নিরোগ হন, তবে তিনি পুত্রের ঐশ্বর্যে বাস করবেন অথবা পরিব্রাজক হবেন। আর যদি তিনি পরলোকে গমন করেন, তবে পুত্র যে ভাবে উচিত সেই ভাবেই কাজ সমাপন করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতর্দন-ইন্দ্র সংবাদ

দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ ও নিজের পৌরুষে ইন্দ্রের প্রিয় ধামে গেলেন। ইন্দ্র তাঁকে বললেন, তোমাকে একটি বর দিতে চাই। প্রতর্দন বললেন, মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, এমন বর আপনি মনোনয়ন করুন। ইন্দ্র বললেন, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের জন্য চায় না। তুমিই প্রার্থনা কর। প্রতর্দন বললেন, তাহলে আমার পক্ষে বর গ্রহণ সম্ভব হবে না। যাই হোক, ইন্দ্র সত্যভ্রষ্ট হলেন না। কারণ ইন্দ্রই সত্য। তিনি বললেন, আমাকেই বিশেষ ভাবে জানো। আমি মনে করি যে এটাই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কল্যাণকর। আমি ত্রিশীর্ষ তাষ্ট্রকে বধ করেছি। যে যতিরা বেদাধ্যায় করে নি, তাদের আমি নেকড়ে বাঘের মুখে দিয়েছি। অনেক সন্ধি অতিক্রম করে আমি স্বর্গে প্রহ্লাদের অনুগামী অসুরদের, অন্তরীক্ষে পৌলমান অসুরদের ও পৃথিবীতে কালাখঞ্জ অসুরদের বধ করেছি। তাতে আমার একটি লোমও নষ্ট হয় নি। আমাকে যে জানে, তার কোন কর্মে সুকৃতির ফল নষ্ট হয় না। মাতৃবধ পিতৃবধ চুরি বা ভ্রূণ হত্যাতেও না। পাপে উদ্যত হলেও তার মুখের প্রসন্নতা যায় না।

ইন্দ্র বললেন, আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করবে। আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়ু ও অমৃত। প্রাণ যতক্ষণ শরীরে থাকে, ততক্ষণই আয়ু। মানুষ প্রাণ দিয়েই ইহলোকে অমৃতত্ব লাভ করে, প্রজ্ঞায় সত্য সংকল্প হয়। আমাকে যে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করে, সে ইহলোকে পূর্ণায়ু হয় ও স্বর্গে অমৃত ও অক্ষয় হয়। প্রতর্দন বললেন, অনেকে এই বিষয়ে বলেন যে প্রাণরূপ ইন্দ্রিয়রা একত্ব

প্রাপ্ত হয়। তা না হলে কেউ এক সঙ্গে বাক্যে নাম জানাতে, চোখে রূপ, কানে শব্দ ও মনে ধ্যান করতে পারত না। ইন্দ্রিয়রাই একত্র হয়ে এই কাজ করে। যখন বাক্ কথা বলে, তখন অন্য সব ইন্দ্রিয় তার অনুবর্তী হয়ে কথা বলে। যখন চোখ দেখে, তখন অন্য সব ইন্দ্রিয়ও দেখে। যখন কান শোনে, তখন অন্য ইন্দ্রিয়রাও শোনে। যখন মন চিন্তা করে, অন্য সব ইন্দ্রিয়ও তারই মতো চিন্তা করে। প্রাণ যখন প্রাণ ক্রিয়া করে, তখন আর সব ইন্দ্রিয়ও এই কাজ করে।

ইন্দ্র বললেন, ঠিক তাই! তবে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। বাক্ রহিত হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, কারণ আমরা মূক দেখি। চক্ষুহীন হয়েও মানুষ বাঁচে, কারণ আমরা অন্ধ দেখি। কান না থাকলেও মানুষ বাঁচে, কারণ আমরা বধির দেখি। মনহীন মানুষও বাঁচে, কারণ আমরা শিশুদের দেখি। বাহু বা উরু ছিন্ন হলেও মানুষ বাঁচে, কারণ সে রকম মানুষও আমরা দেখি। প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, শরীরকে তা ধারণ ও উত্থাপন করে। সেই জন্যই প্রাণকে উক্থ রূপে উপাসনা করবে। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা, যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ। উভয়ে একত্র বাস করে ও একত্র বাহির হয়। এই বিষয়ে এই দৃষ্টি, এই প্রমাণ। মানুষ যখন নিদ্রিত হয় ও কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণের সঙ্গে এক হয়। তখন তাতে বাক্ সমস্ত নামের সঙ্গে, চোখ সমস্ত রূপের সঙ্গে, কান সমস্ত শব্দের সঙ্গে ও মন সমস্ত চিন্তার সঙ্গে গমন করে। যখন সে জাগ্রত হয়, তখন জ্বলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন সব দিকে যায়, তেমনি এই আত্মা থেকে ইন্দ্রিয়রাও নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণ থেকে দেবতারা ও দেবতা থেকে লোক নির্গত হয়। তার প্রশ্নের এই সিদ্ধান্ত। এই বিজ্ঞান। এই মানুষ যখন আর্ত মুমূর্ষু ও দুর্বল হয়ে মূর্ছিত হয়, তখন লোকে বলে যে চিত্ত উৎক্রমণ করছে, সে দেখতে শুনতে কথা বলতে বা চিন্তা করতে পারছে না। তখন সে প্রাণের সঙ্গে এক হয়, বাক্ নামের সঙ্গে, চোখ রূপের সঙ্গে, কান শব্দের সঙ্গে ও মন চিন্তার সঙ্গে গমন করে। যখন সে জাগ্রত হয়, তখন জ্বলন্ত আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ যেমন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আত্মা থেকে ইন্দ্রিয়রাও নিজ নিজ স্থানে

প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণ থেকে দেবতা ও দেবতা থেকে লোক নির্গত হয়। প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই এই শরীর থেকে নির্গত হয়। বাক্ সমস্ত নাম সমর্পণ করে, প্রাণই এইসব নাম পায়। ঘ্রাণ গন্ধ দিলে সে গন্ধ পায়। চোখ রূপ দিলে সে রূপ পায়, কান শব্দ দিলে সে শব্দ পায় এবং মন চিন্তা দিলে সে চিন্তা পায়। এরা উভয়ে এই শরীরে একত্র বাস করে এবং একত্র উৎক্রমণ করে। এবারে সমস্ত প্রাণী যেভাবে প্রজ্ঞায় এক হয়, তা ব্যাখ্যা করব। বাক্ এর এক অঙ্গ গ্রহণ করেছে, নাম তার বাহিরে স্থাপিত ভূতমাত্রা। প্রাণ এর এক অঙ্গ নিয়েছে, গন্ধ তার ভূতমাত্রা। চোখ তার এক অঙ্গ নিয়েছে, রূপ তার ভূতমাত্রা। কান তার এক অঙ্গ নিয়েছে, শব্দ তার ভূতমাত্রা। জিহ্বা তার এক অঙ্গ নিয়েছে, অন্নরস তার ভূতমাত্রা। উপস্থ তার এক অঙ্গ নিয়েছে, আনন্দ রতি ও প্রজাতি তার ভূতমাত্রা। পা তার এক অঙ্গ নিয়েছে, গতি তার ভূতমাত্রা। মন তার এক অঙ্গ নিয়েছে, ধী ও কামনা তার ভূতমাত্রা।

প্রজ্ঞায় বাক্ অধিকার করে জীব তার নাম পায়, প্রজ্ঞায় প্রাণ বা ঘ্রাণ অধিকার করে জীব গন্ধ পায়, প্রজ্ঞায় চক্ষু অধিকার করে রূপ পায়। কান অধিকার করে শব্দ শোনে, জিহ্বা অধিকার করে অন্নরস আস্বাদ করে, হাত অধিকার করে কর্ম করে, শরীর অধিকার করে সুখদুঃখ ভোগ করে, উপস্থ অধিকার করে আনন্দ রতি ও প্রজাতি লাভ করে, পা অধিকার করে সর্বত্র গমন করে এবং প্রজ্ঞায় মন অধিকার করে মন দিয়ে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞেয় ও কাম্যবস্তু লাভ করে।

প্রজ্ঞাহীন বাক্ কোন বিষয় প্রকাশ করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলেই আমি এই নাম জানতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন প্রাণ কোন গন্ধ প্রকাশ করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলে আমি এই গন্ধ পাই নি। প্রজ্ঞাহীন চোখ কোন রূপ প্রকাশ করাতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলে আমি এই রূপ দেখতে পাই নি। প্রজ্ঞাহীন প্রাণ কোন শব্দ প্রকাশ করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলে আমি এই

শব্দ শুনতে পাই নি। প্রজ্ঞাহীন জিহ্বা অম্লরস আস্বাদন করাতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলে আমি এই অম্লরসের আস্বাদ পাই নি। প্রজ্ঞাহীন হাত কোন কর্ম করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলে আমি এই কর্ম জানতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন শরীর কোন সুখদুঃখ প্রকাশ করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলে আমি এই সুখদুঃখ অনুভব করতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন উপস্থ কোন আনন্দ রতি ও প্রজাতি প্রকাশ করতে পারে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলে এই আনন্দ রতি ও প্রজাতি অনুভব করতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন পা কোন গতি প্রকাশ করে না। লোকে বলে, আমার মন অন্যত্র ছিল বলে আমি এই গতি জানতে পারি নি। প্রজ্ঞাহীন ধী বা চিন্তা সম্ভব নয় বলে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানাতে তা অক্ষম।

বাক্‌কে জানতে না চেয়ে বক্তাকে জানবে, গন্ধ জানতে না চেয়ে আঘ্রাতাকে জানবে, রূপ জানতে না চেয়ে দ্রষ্টাকে জানবে, শব্দ জানতে না চেয়ে শ্রোতাকে জানবে, অম্লরস জানতে না চেয়ে তার বিজ্ঞাতাকে জানবে, কর্মকে জানতে না চেয়ে কর্তাকে জানবে, সুখদুঃখকে জানতে না চেয়ে তাদের বিজ্ঞাতাকে জানবে, আনন্দ রতি ও প্রজাতিকে জানতে না চেয়ে তাদের বিধাতাকে জানবে, গতির বদলে গমনকারীকে জানবে এবং মনের বদলে মননকারীকে জানবে। এই দশ ভূতমাত্রা প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত এবং এই দশ প্রজ্ঞামাত্রা ভূতে অধিষ্ঠিত। ভূতমাত্রা না থাকলে প্রজ্ঞামাত্রাও থাকত না। একটি ব্যতিরেকে অন্যটির কোন রূপ নেই। প্রজ্ঞাত্মা নানা বা বহু নন। যেমন রথের নেমি অরে অর্পিত, আর রথের নাভিতে স্থাপিত, তেমনি ভূতমাত্রাও প্রজ্ঞামাত্রায় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত। ইনি সাধুকর্মে মহান বা অসাধু কর্মে হীন হন না। ইনি যাকে উন্নীত করতে চান, তাকে দিয়ে সাধুকর্ম করান। যাকে অধঃপাতে নিতে চান, তাকে দিয়ে অসাধু কর্ম করান। ইনি লোকপাল, লোকাধিপতি, লোকেশ। জানবে যে তিনি আমার আত্মা। আমার আত্মা তিনি, এই কথাই জানবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ

গর্গ বংশের বালাকি একজন বিখ্যাত বেদজ্ঞ ছিলেন। তিনি উশীনরদের সঙ্গে বাস করতেন। মৎস দেশবাসী, কুরু-পাঞ্চালবাসী ও কাশী বিদেহ-বাসীদের সঙ্গেও তিনি বাস করেছিলেন। তিনি কাশীর রাজা অজাত-শত্রুর নিকটে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দেব। অজাতশত্রু তাঁকে বললেন, এই কথাব জন্যই আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি। লোকে শুধু 'জনক জনক' বলেই ধাবিত হয়।

বালাকি বললেন, সূর্যে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই পুরুষের বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি তাঁকে শুক্লবাস পরিহিত বৃহৎ সর্বাতীত সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে উপাসনা কবি। যিনি তাঁকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি সর্বাতীত ও সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হন।

বালাকি বললেন, চন্দ্রমণ্ডলে যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই পুরুষের বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে অন্নের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি তাঁকে এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি অন্নের আত্মা হন।

বালাকি বললেন, বিদ্যুতে যে পুরুষ, তাঁকে আমি উপাসনা করি। অজাত-শত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে তেজের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন তিনি তেজস্বী হন।

বালাকি বললেন, মেঘ গর্জনে যে পুরুষ, আমি তাকে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে শব্দের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি শব্দের আত্মা হন।

বালাকি বললেন, আকাশে যে পুরুষ। আমি তাঁকেই উপাসনা করি।

অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে নিষ্ক্রিয়পূর্ণ ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি সন্তান ও পশুতে পূর্ণ হন এবং তিনি ও তাঁর সন্তানরা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন।

বালাকি বললেন, বায়ুতে যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ ও অপরাজিত সেনা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি জয়শীল অপরাজিত ও শত্রুবিজয়ী হন।

বালাকি বললেন, অগ্নিতে যে পুরুষ, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে দুঃসহ বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি অন্যের নিকটে অনুরূপ দুঃসহ হন।

বালাকি বললেন, জলে যে পুরুষ আছেন, তাঁকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন না। তেজের আত্মা বলে আমি এঁকে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি তেজের আত্মা হন।

প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের কথা এই পর্যন্ত বলা হল। এরপর অধ্যাত্ম কথা বলা হবে।

বালাকি বললেন, দর্পণে এই যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে প্রতিরূপ বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁর নিজের প্রতিরূপ সন্তান জন্মে, অপ্রতিরূপ সন্তান হয় না।

বালাকি বললেন, প্রতিধ্বনিতে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে দ্বিতীয় অচলরূপে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়া থেকে পুত্র লাভ করে দ্বিতীয়বান হন।

বালাকি বললেন, যে শব্দ চলনশীল পুরুষকে অনুগমন করে, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি তাঁকে প্রাণ বলে উপাসনা করি। যিনি তাঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি ও তাঁর সন্তান অকালে মারা যান না।

বালাকি বললেন, ছায়াতে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে মৃত্যু বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি বা তাঁর সন্তান অকালে মারা যান না।

বালাকি বললেন, শরীরে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকেই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে প্রজাপতি বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁর সন্তান ও পশুর শ্রীবৃদ্ধি হয়।

বালাকি বললেন, এই যে পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় স্বপ্নে বিচরণ করেন, আমি তাঁকে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে নিয়ন্তা ও রাজা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সবই নিয়মিত হয়।

বালাকি বললেন, ডান চোখে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এ বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি এঁকে নাম অগ্নি ও জ্যোতির আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি এই সবের আত্মা হন।

বালাকি বললেন, বাঁ চোখে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁকে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, এই বিষয়ে আমাকে কোন উপদেশ দেবেন না। আমি তাঁকে সত্যের বিদ্যুতের ও তেজের আত্মা বলে উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি এই সবের আত্মা হন।

তখন বালাকি নীরব হলেন। অজাতশত্রু তাঁকে বললেন, হে বালাকি, আপনি কি এই পর্যন্তই জানেন? বালাকি বললেন হ্যাঁ, এই পর্যন্তই।

অজাতশত্রু তখন তাঁকে বললেন, আপনি তাহলে বৃথাই আমাকে ব্রহ্ম-তত্ত্ব দেবেন বলেছিলেন। তিনি আরও বললেন, হে বালাকি, যিনি এই-সব পুরুষের কর্তা ও জগৎ যাঁর কর্ম, তাঁকে জানতে হবে।

তারপর বালাকি সমিৎ হাতে তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি শিষ্যরূপে আপনার নিকটে এসেছি। অজাতশত্রু বললেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্ম-ণকে উপনীত করবেন, এ প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ বলে আমি মনে করি। তবে আসুন, এই অবস্থাতেই আমি আপনাকে উপদেশ দেব। বলে তিনি বালাকির হাত ধরে নিয়ে গেলেন।

তাঁরা উভয়ে এক নিদ্রিত ব্যক্তির নিকটে গেলেন। সেই নিদ্রিত ব্যক্তিকে অজাতশত্রু সম্বোধন করলেন, হে বৃহৎ, হে শুক্লবাস, হে সোমরাজা! কিন্তু সে নীরবে ঘুমিয়ে রইল। তিনি তখন একটি লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। তাতে সে তখনই উঠে দাঁড়াল। অজাতশত্রু বালাকিকে বললেন, কোথায় এই পুরুষ শুয়েছিলেন? কোথায় ইনি ছিলেন? কোথা থেকে ইনি এসেছেন?

বালাকি এসব বিষয়ে জানতেন না। তখন অজাতশত্রু তাঁকে বললেন, যাঁতে এই পুরুষ সুপ্ত ছিলেন, যাঁতে ইনি ছিলেন এবং যাঁর থেকে ইনি এসেছেন, তা এই। হৃদয়ের হিতা নামে নাড়ী হৃদয় থেকে হৃদয় বেষ্টনী পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি কেশ সহস্র অংশে বিভক্ত করলে যে রকম সূক্ষ্ম হয়, সেই রকম সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহ পিঙ্গল শুক্ল কৃষ্ণ পীত ও লোহিত রঙের সূক্ষ্ম-তম রসে পূর্ণ থাকে। পুরুষ যখন সুপ্ত থাকে ও কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন সে এই সমস্ত নাড়ীতে অবস্থান করে। সে তখন এই প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তখন এতে বাক্ নামের সঙ্গে, চোখ রূপের সঙ্গে, কান শব্দের সঙ্গে ও মন সমস্ত চিন্তার সঙ্গে লীন হয়। যখন সে জাগ্রত হয়, তখন জ্বলন্ত অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হয়, তেমনি এই আত্মা থেকে প্রাণ নিজ নিজ বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। প্রাণ থেকে দেবতারা ও দেবতা থেকে লোক নির্গত হয়। ক্ষুরের আধারে যেমন ক্ষুর বা অগ্নির আধারে অগ্নি থাকে, তেমনি ভাবে প্রাজ্ঞ আত্মা এই শরীরে লোম ও পদনখ পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট আছেন। কুলশ্রেষ্ঠকে যেমন স্বজনেরা

অনুসরণ করে, তেমনি এই আত্মাকে অন্য আত্মারাও অনুসরণ করে। কুলশ্রেষ্ঠ যেমন স্বজনদের সঙ্গে ভোজন করেন অথবা স্বজনেরা যেমন কুলশ্রেষ্ঠের সহায়তায় ভোজন করে, সেই রকম এই প্রজ্ঞাত্মা এইসব ইন্দ্রিয় রূপ আত্মার সঙ্গে বিষয় ভোগ করেন এবং সেই আত্মারাও প্রজ্ঞাত্মার সহায়তায় ভোগ করে থাকে। ইন্দ্র যত দিন এই প্রজ্ঞাত্মাকে জানেন নি, তত দিন অসুররা তাঁকে পরাজিত করেছে। তিনি যখন তাঁকে জানতে পারলেন, তখনই তিনি অসুরদের জয় করে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব স্বারাজ্য ও আধিপত্য লাভ করলেন। তেমনি যিনিই এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি সমস্ত পাপ বিনাশ করে সমস্ত প্রাণীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বারাজ্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কৌষীতকি উপনিষদ সমাপ্ত

সামবেদীয় উপনিষদ

১. কেন

অবতারণা

সামবেদের অন্তর্গত তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় তলবকার বা কেন উপনিষদ নামে পরিচিত। কেন শব্দ দিয়ে এই উপনিষদের আরম্ভ বলেই উপনিষদটি কেনোপনিষদ নামেই প্রচলিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আকারের উপনিষদটি চার খণ্ডে বিভক্ত। তার মধ্যে প্রথম দু খণ্ড পদ্যে ও শেষ দু খণ্ড গদ্যে রচিত।

এর বিষয়বস্তু অমৃতত্বলাভ ও ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্বন্ধ স্থাপন। প্রথমে গুরু শিষ্য সংবাদে ও পরে একটি সুন্দর রূপক দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। অসুরদের জয় করে দেবতারা ভেবেছিলেন যে এই জয়ের গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য। তাই তাঁদের বোঝাবার জন্য ব্রহ্ম এক যক্ষের রূপ ধারণ করে তাঁদের নিকটে উপস্থিত হলেন। দেবতারা তাঁকে চিনতে না পেরে অগ্নিকে তাঁর পরিচয় জানতে পাঠালেন। অগ্নি যক্ষের কাছে এসে সগর্বে নিজের পরিচয় দিলেন। যক্ষ তাঁর সামনে একটি তৃণ রেখে তা পোড়াতে বললেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অগ্নি কৃতকার্য হলেন না। এইভাবে বায়ু তাঁর পরিচয় জানতে এসে নিজের পরিচয় দিলেন। কিন্তু সেই তৃণগুচ্ছ কিছুতেই ওড়াতে পারলেন না। তারপর নিরহঙ্কার ইন্দ্রের নিকটে উমারূপে ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হল। এই রূপকের সাহায্যেই বোঝানো হয়েছে যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি দেবতা নামে অভিহিত, আসলে তাদের নিজেদের কোন শক্তি নেই। সমস্ত শক্তির উৎস ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তিতেই তারা শক্তিমান।

আর একটি বড় কথা হল :

আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ২।৪ ॥

আত্মজ্ঞান থেকে বীর্য লাভ হয়, অমৃতত্ব লাভ হয় বিদ্যা অর্থাৎ একত্বের জ্ঞান থেকে। পরমাত্মাই যে সকল জীবের আত্মা রূপে প্রকাশিত, এই জ্ঞানকেই বিদ্যা বলে।

গ্রন্থারম্ভ

বাক প্রাণ চোখ কান ও বল --আমার সমস্ত অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। এ সমস্তই উপনিষদে প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। আমরা পরস্পরকে যেন প্রত্যাখ্যান না করি। উপনিষদে ধর্মের যে কথা আছে, আত্মনিষ্ঠ আমাতে সেই ধর্ম প্রকাশ পাক। আমাদের সব বিঘ্নের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

প্রথম খণ্ড

কার ইচ্ছায় মানুষের মন নিজের বিষয়ের দিকে প্রেরিত হয়? প্রথম প্রাণকে নিজের কাজে কে নিযুক্ত করে? কার ইচ্ছায় লোক কথা বলে? কোন্ দেবতা মানুষের চোখ কানকে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত করে? যিনি কানের কান মনের মন ও কথারও কথা, তিনিই প্রাণের প্রাণ ও চোখের চোখ। তাই ধীর ব্যক্তিরা এই আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে অমৃতত্ব লাভ করেন। সেখানে চোখ যায় না, কথা যায় না মনও যায় না! আমরা তাঁকে জানি না। যে ভাবে এঁর উপদেশ দিতে হয়, তাও আমরা জানি না। তিনি সমস্ত বিদিত বিষয় থেকে ভিন্ন, সমস্ত অবিদিত বিষয়েরও উপরে। যাঁরা আমাদের সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলেছেন, আমরা তাঁদের কাছে এই কথা শুনেছি। যিনি বাক্যে প্রকাশিত হন না, যাঁর দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জেনো। লোকে যে ব্রহ্ম বলে কোন দৃশ্যমান বাহ্য বস্তুর উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়। তোমরা তা ব্রহ্ম বলে জেনো না। লোকে যা মন দিয়ে মনন করতে পারে না, মনই যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, বা বিদিত হয় বলে ব্রহ্মবিদরা বলেন, তুমি তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জেনো। লোকে যে দৃশ্যমান অনাত্মবস্তুর

উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়। চোখ দিয়ে যাঁকে দেখা যায় না ও যাঁর দ্বারা লোকে চোখের বিষয়সমূহ দেখে, তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জেনো। লোকে যে দৃশ্যমান অনাত্মবস্তুর উপাসনা করে তা ব্রহ্মনয়। কান দিয়ে যাঁকে শোনা যায় না অথচ যাঁর দ্বারা শোনার বিষয় শোনা যায়, তাঁকেই তুমি ব্রহ্মবলে জেনো। লোকে যা উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়। যাঁকে আঘ্রান করা যায় না অথচ যে প্রাণের দ্বারা ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জেনো। লোকে যা উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি তুমি মনে কর যে ব্রহ্মকে ভাল ভাবে জেনেছ, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মের রূপ অতি অল্পই জানো। কারণ তুমি তাঁর যা এবং তাঁর যা দেবতাদের মধ্যে আছে, তা প্রকৃতই অল্প। তাই এখনও তোমার মীমাংসার দরকার। তাঁকে জেনেছি। এই কথা মীমাংসার যোগ্য বলেই আমি মনে করি। আমি মনে করি না যে আমি তাঁকে জেনেছি। তাঁকে জানি না, এমনও নয়। আবার জানি, এমনও নয়। আমাদের মধ্যে যিনি এই কথা বোঝেন, তিনিই তাঁকে জানেন। যিনি মনে করেন যে তাঁকে জানতে পারেন নি, তিনিই তাঁকে জেনেছেন। আর যিনি মনে করেন যে তাঁকে জেনেছেন, আসলে তিনিই তাঁকে জানেন না। কারণ জ্ঞানীদের নিকটে তিনি অবিজ্ঞাত ও বিজ্ঞাত অজ্ঞদের নিকটে। প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে যখন তাঁকে জানা যায়, তখনই প্রকৃত জ্ঞান হয় এবং তার থেকেই বিদ্বান অমৃতত্ব লাভ করে। আত্মজ্ঞানে বীর্য লাভ হয়, অমৃতত্ব লাভ হয় বিদ্যা অর্থাৎ একত্বের জ্ঞান থেকে।—

আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যায় বিন্দতেহমৃতম্॥ ২।৪॥

ইহলোকে তাঁকে জানতে পারলেই সত্য লাভ হয়, আর তা না পারলে মহা বিনাশ হয়। এই জন্যই জ্ঞানীরা সর্বভূতে তাঁকে উপলব্ধি করে সংসারের উর্ধ্বে উঠে অমৃত হন।

ব্রহ্ম দেবতাদের জন্য জয় করলেন। ব্রহ্মের এই বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, আমাদেরই এই বিজয়, এই মহিমা আমাদেরই। ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যা অভিমান জানতে পারলেন। তিনি তাঁদের সামনে প্রাদুর্ভূত হলেন। এই যক্ষ অর্থাৎ পূজনীয় ব্যক্তি কে, দেবতারা তা জানতে পারলেন না। তাঁরা অগ্নিকে বললেন, হে জাতবেদ, ওই যক্ষ কে, তুমি তা বিশেষরূপে জেনে এসো।

তাই হোক, বলে অগ্নি তার নিকটে গেলেন।

যক্ষ তাঁকে বললেন, তুমি কে ?

অগ্নি বললেন, আমি অগ্নি, আমিই জাতবেদ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ।

তাহলে তোমার কী শক্তি আছে ?—পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সমস্তই আমি দগ্ধ করতে পারি।

এইটে দগ্ধ কর, বলে যক্ষ অগ্নির সামনে একটি তৃণ রাখলেন। অগ্নি সোৎসাহে সবেগে সেই তৃণের নিকটে গেলেন। কিন্তু তা দগ্ধ করতে পারলেন না। ফিরে এসে তিনি দেবতাদের বললেন, এই যক্ষ কে তা আমি জানতে পারলাম না।

তারপর দেবতারা বায়ুকে বললেন, হে বায়ু, এই যক্ষ কে তা তুমি গিয়ে জেনে এসো।

তাই হোক, বলে বায়ু যক্ষের নিকটে গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কে ?

বায়ু বললেন, আমি বায়ু, আমিই মাতরিশ্বা অর্থাৎ অন্তরিক্ষে বিচরণ করি।

তাহলে তোমার কী শক্তি আছে ?—পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সমস্তই আমি গ্রহণ করতে বা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।

আচ্ছা এইটে নাও। বলে যক্ষ তাঁর সামনে একটি তৃণ রাখলেন। বায়ু সোৎসাহে সবেগে তার নিকটে গেলেন। কিন্তু তা গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন না। সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, এই যক্ষ কে তা আমি

জানতে পারলাম না।

তারপর দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, হে মঘবন, এই যক্ষ কে তা আপনিই বিশেষ ভাবে জেনে আসুন।

তাই হোক, বলে ইন্দ্র তাঁর নিকটে গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সামনে থেকে তিরোহিত হলেন। তিনি সেই আকাশে স্ত্রীরূপা অতি শোভা সম্পন্ন হৈমবতী উমার নিকটে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বললেন, এই যক্ষ কে ?

চতুর্থ খণ্ড

উমা বললেন, ইনিই ব্রহ্ম, এঁরই বিজয়ে তোমরা মহিমান্বিত হয়েছ। এই কথাতেই ইন্দ্র জানতে পারলেন যে ইনিই ব্রহ্ম।

অগ্নি বায়ু ও ইন্দ্র খুব নিকটে গিয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছিলেন বলে প্রথমে এই দেবতারাই তাঁকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন। এই জন্যই এঁরা অন্যান্য দেবতাদের অতিক্রম করেছিলেন। ইন্দ্র সবচেয়ে নিকটে থেকে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছিলেন এবং অগ্রণী হয়ে প্রথমে তাঁকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন। তাই তিনি অন্যান্য দেবতার চেয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন।

এই যে বিদ্যুৎ চমকাল বা চোখের নিমেষ হল, এরই মতো এ একটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে আদেশ বা উপমামূলক উপদেশ। ইহা ব্রহ্মেরই অধিদৈবত্র অর্থাৎ দেবতা বিষয়ক উপদেশ। এরপর ব্রহ্মের অধ্যাত্ম বিষয়ে উপদেশ। এই যে মন ব্রহ্মে যায় বলে মনে হয় এবং সেইজন্য সাধক বার বার ব্রহ্মকে মন দিয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে স্মরণ করেন, ইহা মনেরই ব্রহ্ম বিষয়ক সংকল্প।

ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীর পূজনীয় বলে তিনি তদ্বন নামে প্রসিদ্ধ। তদ্বন শব্দটি গুণবাচক বলে এই নামেই তাঁকে চিন্তা ও উপাসনা করা উচিত। ব্রহ্মকে যিনি এই গুণ বিশিষ্ট বলে জানেন, সমস্ত প্রাণী তাঁকে পেতে চায়।

তুমি বলেছিলে, আমাকে উপনিষদ দিন। এই তোমাকে উপনিষদ বলা হল। তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি, তা ব্রহ্মেরই উপনিষদ। তপস্যা

দম ও কর্ম – এই সব সেই জ্ঞানেরই প্রতিষ্ঠা। বেদ তার সর্বাঙ্গ ও সত্য তার আবাস। যিনিই এই ব্রহ্ম বিদ্যাকে এইভাবে জানেন, তিনিই পাপ বিনাশ করে অনন্ত স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সত্যই তাঁর বৃহত্তর লোকে প্রতিষ্ঠা হয়।

কেনোপনিষদ্ সমাপ্ত

২. ছান্দোগ্য

অবতারণা

সামবেদের প্রথম ব্রাহ্মণের নাম তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। মহর্ষি তণ্ডি এই গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন বলে এই গ্রন্থের নাম তাণ্ড্য হয়েছে। এটি ছন্দোগ-দের ব্রাহ্মণ বলে ছান্দোগ্য নামেও অভিহিত। যাঁরা ছন্দ বা সামগান করতেন, তাঁদের ছন্দোগ বলা হত। ছন্দোগদের ধর্ম ও শাস্ত্রকেই ছান্দোগ্য বলা হয়েছে।

এই ব্রাহ্মণের দশটি অধ্যায় আছে। প্রথম দুটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উপযোগী এবং পরবর্তী আট অধ্যায় উপনিষদ। অধ্যায়-গুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে বিষয়গত মিল আছে। তাতে কর্মাঙ্গ উপাসনার কথা আলোচিত হয়েছে। শেষ তিনটি অধ্যায়ে ব্রহ্মোপদেশ। কর্মাঙ্গ উপাসনার পরেই মানুষ ব্রহ্মোপদেশ লাভের যোগ্য হয়। এতে সরল ভাষায় গম্ভীর ভাব প্রকাশ করা হয়েছে এবং আখ্যানের সাহায্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। করণীয় কর্ম অনুসরণ করেই ব্রহ্মতত্ত্ব আয়ত্ব করা সম্ভব। এই উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। আবার জীবনেরও একটি সামগ্রিক চিত্র এতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ গদ্যে রচিত এবং ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে একটি প্রধান উপ-নিষদ। এতে অনেকগুলি সুন্দর ও জনপ্রিয় কাহিনী আছে।

গ্রন্থারম্ভ

বাক্ প্রাণ চোখ কান ও বল প্রভৃতি আমার সব ইন্দ্রিয় ও সর্বাঙ্গ আপ্যায়িত হোক। এই সমস্তই উপনিষদের ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে আমি যেন

অস্বীকার না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। আমরা পরস্পরকে যেন অস্বীকার না করি। উপনিষদে যে ধর্মের কথা আছে, আত্মনিষ্ঠ আমাতে তা প্রকাশিত হোক। আমার সমস্ত বিঘ্নের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

প্রথম অধ্যায়

উদ্‌গীথ উপাসনা

ওম্ এই অক্ষরকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করবে। কারণ প্রথমে ওম্ শব্দ উচ্চারণ করে পরে উদ্‌গীথ গান করা হয়। তার ব্যাখ্যা—পৃথিবী সমস্ত ভূতের রস, জল পৃথিবীর রস, ওষধি জলের রস, পুরুষ ওষধির রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ বাক্যের রস, সামবেদ ঋগ্বেদের রস এবং উদ্‌গীথ সামবেদের রস।

এই উদ্‌গীথ সমস্ত রসের মধ্যে পরম রস। পরম বস্তু, পরম ধাম এবং এর স্থান অষ্টম। এখন জিজ্ঞাস্য—ঋক্ কী, সাম কী, উদ্‌গীথ কী? বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম এবং ওম্ এই অক্ষরই উদ্‌গীথ। যা বাক্ ও প্রাণ, ঋক্ ও সাম, তাই মিথুন। এই মিথুন যখন ওম্ অক্ষরে সম্মিলিত হয় তখনই তার কামনা পূরণ করে। যিনি একে এইরূপে জেনে ওঙ্কারকে উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কাম্য-বস্তু লাভ করেন। এই অক্ষর অনুমতি জ্ঞাপক। যখনই কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়, তখনই বলা হয় ওম্। এই অনুজ্ঞা অক্ষরই শ্রেয়ো লাভের হেতু। যিনি একে এই প্রকার জেনে, এই অক্ষরকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। এই অক্ষরেই ত্রয়ী বিদ্যা প্রবর্তিত হয়। ওম্ উচ্চারণ করেই শ্রবণ করানো হয়, ওম্ উচ্চারণ করেই মন্ত্রপাঠ করানো হয়, ওম্ উচ্চারণ করেই উদ্‌গান করা হয়। এ সবই এই অক্ষরের পূজার জন্য। এ সবই এর মহিমা ও রসের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে, যাঁরা এ কথা জানেন ও যাঁরা জানেন না, তাঁরা সবাই এই অক্ষর দিয়েই কর্ম

সম্পন্ন করে থাকেন। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা ভিন্ন। বিদ্যা শ্রদ্ধা ও উপনিষদ যুক্ত হয়ে যা সম্পন্ন করা যায় তা বেশি ফলপ্রদ হয়। এই হল অক্ষরের ব্যাখ্যা। দেবতারা নাসিকাস্থ প্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করেছিলেন, কিন্তু অসুররা প্রাণকে পাপবিদ্ধ করল। এইজন্য লোকে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দুই-ই আঘ্রাণ করে। এরপর দেবতারা বাক্‌কে উদ্‌গীথ-রূপে উপাসনা করেছিলেন। কিন্তু অসুররা তাকে পাপবিদ্ধ করল। লোকে তাই সত্য ও অসত্য দুই-ই বলে। তারপর দেবতারা চোখকে উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করলেন। কিন্তু অসুররা তা পাপবিদ্ধ করল। লোকে তাই চোখ দিয়ে দর্শনীয় ও অদর্শনীয় দুই-ই দেখে। এরপর দেবতারা কানকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করলেন। কিন্তু অসুররা তাকে পাপবিদ্ধ করল। লোকে এই জন্যই কান দিয়ে প্রিয় ও অপ্রিয় কথা দুই-ই শোনে। তারপর দেবতারা মনকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করলেন। কিন্তু অসুররা মনকে পাপবিদ্ধ করল। এইজন্য লোকের মনে সাধু ও অসাধু দুরকম চিন্তাই আসে। তারপর দেবতারা মুখ্য প্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করলেন। কিন্তু কঠিন পাথরে আঘাত করে ঢিল যেমন নিজেই ভাঙে, তেমনি মুখ্য প্রাণকে পাপবিদ্ধ করতে গিয়ে অসুররা নিজেরাই ধ্বংস হল।

ঠিক এই ভাবেই জ্ঞানী লোকের পাপ কামনা করলে বা তাকে হিংসা করলে নিজেরই বিনাশ হয়। কারণ সে পাথরের মতোই কঠিন। মুখ্যপ্রাণ অপাপবিদ্ধ বলে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ জানে না। মুখ্যপ্রাণ যা ভোজন ও পান করে, তার দ্বারা ঘ্রাণাদি প্রাণ প্রতিপালিত হয়। অন্তকালে একে না পেয়ে মুখ ব্যাদান করে সে দেহ থেকে উৎক্রমণ করে।

অঙ্গিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করেছিলেন। এই জন্য এই প্রাণকেই অঙ্গিরা অর্থাৎ অঙ্গের রস বলে মনে করা হয়। বৃহস্পতিও একে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করেছিলেন এবং এই জন্যই এই প্রাণকে বৃহস্পতি বলা হয়। বাক্ বৃহৎ ও ঋষি তার পতি বলেই বৃহস্পতি বলা হয়। সেইজন্য আয়াস্য ঋষিও মুখ্যপ্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করেছিলেন। উপাস্য প্রাণ আস্য বা মুখ থেকে নির্গত হয় বলে

ঋষিকেই আয়াস্য বলা হয়। দল্ভের পুত্র বক ঋষি প্রাণকে অবগত হয়েছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদের উদ্গাতা হয়ে তাদের কাম্য বস্তু লাভের জন্য উদ্গান করেছিলেন। এইভাবে মুখ্য প্রাণকে জেনে যিনি ওম্ এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি উদ্-গান করে কাম্য বস্তু লাভ করেন। এই হল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

এরপর অধিদৈবত ব্যাখ্যা। ঐ যে সূর্য উত্তাপ দিচ্ছেন, তাঁকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করবে। সূর্য উদিত হয়ে জীবের জন্য উদ্গান করেন এবং অন্ধকারের ভয় বিনাশে সমর্থ হন। এই প্রাণ ও ঐ সূর্য উভয়ই সমান। উভয়ই উষ্ণ। একে স্বর বলে, ওকে বলে স্বর ও প্রত্যাস্বর। তাই প্রাণকে ও সূর্যকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করবে। যা প্রাণন করে তা প্রাণ, যা অপানন করে তা অপান। প্রাণ ও অপানের সন্ধিকে ব্যাণ বলে। ব্যাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করবে। যা ব্যাণ, তাই বাক্। সেই জন্যই বাক্য উচ্চাবণ করবার সময় লোকে প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ রাখে। যা বাক্, তাই ঋক্। এইজন্যই ঋক্ উচ্চারণ করবার সময়ও প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ থাকে। যা ঋক্, তাই সাম। এইজন্য সাম-গান করবার সময়ও প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ থাকে। যা সাম, তাই উদ্গীথ। এইজন্য উদ্গান করবার সময়ও প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ থাকে। এইজন্য অগ্নিমন্থন, লক্ষ্য সীমায় গমন বা ছয় ধনু অবনমন প্রভৃতি বীর্যসাধ্য কাজের সময়েও প্রাণ ও অপানের কাজ বন্ধ থাকে। এইজন্য ব্যাণকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করবে।

এর পর কাম্য বস্তু লাভের উপদেশ। ধ্যানে যা পাওয়া যায়, তার উপা-সনা করবে। যে সাম দিয়ে স্তুতি করা হবে, তাকে ধ্যান করবে। এই সাম যে ঋকের অন্তর্গত সেই ঋক, তার স্রষ্টা ঋষি ও মন্ত্রের দেবতাকে ধ্যান করবে। যে ছন্দে ও স্তোমে স্তব করবে, সেই ছন্দ ও স্তোমকে ধ্যান করবে। যে দিককে স্তব করবে. সেই দিকের ধ্যান করবে। সব শেষে আত্মচিন্তা ও কাম্য বস্তুর ধ্যান করে অপ্রমত্ত হয়ে স্তুতি করবে। তাতেই কামনা পূর্ণ হবে।

মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে দেবতারা ত্রয়ী বিদ্যায় প্রবেশ করেছিলেন। ছন্দে

আচ্ছাদন করেছিলেন নিজেদের। আচ্ছাদন করেছিলেন বলেই মন্ত্রের ছন্দ নাম। কিন্তু জলে যেমন মাছ দেখা যায়, তেমনি মৃত্যুও ঋক্ সাম্ ও যজুতে দেবতাদের দেখতে পেল। এ কথা জানতে পেরেই তাঁরা ঋক্ সাম ও যজু থেকে উঠে ওম্ স্বরে প্রবেশ করলেন অর্থাৎ যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করে ওঙকারের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ওম্ অক্ষরই স্বর, এই অক্ষর অমৃত ও অভয়। ওংকারের ধ্যান করে দেবতারা অমৃত ও অভয় হয়েছিলেন। যিনি ওম্ অক্ষরের স্তুতি করেন, তিনিও দেবতাদের মতো অমৃত ও অভয় হন।

যা উদ্‌গীথ তাই প্রণব, আর যা প্রণব তাই উদ্‌গীথ। আদিত্য ওম্ উচ্চারণ করে গমন করেন। ঋষি কৌষীতকি পুত্রকে বলেছিলেন, আমি আদিত্যের স্তুতি করেছিলাম, তাই তুমি আমার একমাত্র পুত্র হয়েছ। তুমি সূর্যরশ্মির ধ্যান কর, তোমার বহু পুত্র হবে।

এই হল দেবতা বিষয়ে ব্যাখ্যা। এরপর অধ্যাত্ম উপাসনার উপদেশ। এই যে মুখ্যপ্রাণ, একে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করবে। কারণ এ ওম্ উচ্চারণ করতে করতে গমন করে। কৌষীতকি ঋষি নিজের পুত্রকে বলেছিলেন, আমি এই প্রাণের উপাসনা করেছিলাম, সেইজন্য তুমি অমার একমাত্র পুত্র হয়েছ। যদি তুমি বহু পুত্র চাও, তবে তুমি প্রাণকে বহুগুণ সম্পন্ন বলে উপাসনা কর। যা উদ্‌গীথ তাই প্রণব এবং যা প্রণব তাই উদ্‌গীথ, এই জ্ঞান হলেই হোতার সমস্ত কর্মদোষ সংশোধিত হয়।

এই পৃথিবীই ঋক্, অগ্নিই সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। পৃথিবী সা, অগ্নি অম। দুয়ে মিলে সাম হয়েছে। অন্তরিক্ষ ঋক্, বায়ু সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। অন্তরিক্ষ সা, বায়ু অম। দুয়ে মিলে সাম। দ্যুলোক ঋক্, আদিত্য সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। দৌ সা, আদিত্য সম। দুয়ে মিলে সাম হয়েছে। নক্ষত্ররা ঋক্, চন্দ্রমা সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। তারকা সা, চন্দ্র অম্। দুয়ে মিলে সাম হয়েছে। সূর্যের শুক্ল আভা ঋক্, আর

নীল গভীর কৃষ্ণ আভা সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্যই গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। শুক্ল আভাই সা, অম নীল গভীর কৃষ্ণ আভা। এইভাবে সাম হয়েছে। সূর্যের অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, যাঁর নখাগ্র থেকে সমুদয় অঙ্গ সুবর্ণময়। পদ্ম যেমন বানর পুচ্ছের অধোভাগের ন্যায় আরক্তিম, তাঁর দুই চোখও তেমনি। সকল পাপ থেকে উত্থিত হয়েছেন বলে তাঁর নাম উৎ। যিনি এ কথা জানেন, তিনিও সমস্ত পাপ থেকে উত্তীর্ণ হন। ঋক ও সাম সেই দেবতার দুই গায়ক। এইজন্যই তিনি উদ্গীথ ও উদ্গাতা তার গায়ক। আদিত্যের ঊর্ধ্বে যেসব লোক আছে, তিনি সেই সব লোকের ঈশ্বর এবং দেবতাদেরও কাম্য বস্তুর ঈশ্বর।
এরপর অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা। বাক্ ঋক, প্রাণই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। তাই গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। বাক্ সা, প্রাণ অম। এইভাবে সাম হল। চক্ষু ঋক্, আত্মা সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই জন্য গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। চক্ষু সা, আত্মা অম। এইভাবে সাম হল। কর্ণ ঋক্, মন সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্যই গীত হয়ে থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। কর্ণ সা, মন অম। এইভাবে সাম হল। তারপর চোখের যে শুক্ল আভা, তা ঋক্ এবং তার যে নীল গভীর কৃষ্ণ আভা, তা সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয় যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। চোখের শুক্ল আভা সা, অম তার নীল গভীর কৃষ্ণ আভা। এইভাবে সাম হল। চোখের অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই ঋক, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ বা সামের অংশ, তিনিই ব্রহ্ম বা মন্ত্র। আদিত্য পুরুষের যে রূপ, এঁরও সেই রূপ। আদিত্য পুরুষের যা গায়ক বা গান, এই পুরুষেরও তাই। আদিত্য পুরুষের যে নাম, চাক্ষুষ পুরুষেরও সেই নাম। আধ্যাত্মিক আত্মার নিচে যে সব লোক আছে, চাক্ষুষ পুরুষ তার ঈশ্বর এবং মানুষের কামনারও ঈশ্বর। যাঁরা বীণা যোগে গান করেন, তাঁরা তাঁরই গান করেন ও ধনবান হয়। যাঁরা এইসব কথা জেনে সামগান করেন, তাঁদের উভয়কে লক্ষ্য করেই সমগান করা হয়। আদিত্য পুরুষের উপরে যে সব লোক আছে,

তাঁরা সেই সব লোক প্রাপ্ত হন এবং মানুষের কাম্য বস্তুও লাভ করেন। এইজন্য এই জ্ঞান সম্পন্ন উদ্‌গাতা বলবেন, তোমার কোন্ কাম্য বস্তু লাভের জন্য গান করব? যিনি এসব জেনে সামগান করেন, তিনিই গানে কাম্য বস্তু লাভে সক্ষম হন।

উদ্‌গীথের আদিকারণ বিচার

পুরাকালে শালাবত্য শিলক, দাল্‌ভ্য, চৈকিতায়ন ও প্রবাহন জৈবলি এই তিনজন উদ্‌গীথ বিদ্যায় কুশল ছিলেন। তাঁরা বললেন, আমরা উদ্‌গীথ বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছি, আপনাদের অনুমতি হলে আমরা উদ্‌গীথ বিষয়ে আলোচনা করি। তাই হোক, বলে তাঁরা এক জায়গায় উপবেশন করলেন। প্রবাহন জৈবলি বললেন, আপনারা আগে এ বিষয়ে বলুন, আমি আপনাদের বিচার শুনব। শালাবত্য শিলক দাল্‌ভ্য চৈকিতায়নকে বললেন, যদি অনুমতি হয় তো আমি আপনাকে প্রশ্ন করি। দাল্‌ভ্য বললেন, প্রশ্ন করুন।

শিলক জিজ্ঞাসা করলেন, সামের গতি কী?—দাল্‌ভ্য বললেন, স্বর।

শিলক, স্বরের গতি কী?—দাল্‌ভ্য, প্রাণী।

শিলক, প্রাণের গতি কী?—দাল্‌ভ্য, অন্ন।

শিলক, অন্নের গতি কী?—দাল্‌ভ্য জল।

শিলক, জলের গতি কী?—দাল্‌ভ্য, সেই লোক।

শিলক, সেই লোকের গতি কী?—দাল্‌ভ্য স্বর্গলোক অতিক্রম করবেন না। আমরা সামকে স্বর্গলোক প্রতিষ্ঠ বলে জানি। এই সাম স্বর্গরূপে স্তবনীয়।

শালাবত্য শিলক চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্যকে বললেন, হে দাল্‌ভ্য, আপনার সাম প্রতিষ্ঠা বিহীন। এখন যদি কেউ বলে, আপনার মাথা খসে পড়বে, তাহলে আপনার মাথা নিশ্চয়ই খসে পড়বে। দাল্‌ভ্য বললেন, যদি অনুমতি হয় তো আমি আপনার নিকটে ইহা অবগত হই। শালাবত্য বললেন, অবগত হোন। দাল্‌ভ্য, সেই লোকের প্রতিষ্ঠা কী?—শিলক, এই পৃথিবী লোক।

দাল্‌ভ্য এই পৃথিবী লোকের প্রতিষ্ঠা কী ?—শিলক, পৃথিবী লোককে অতিক্রম করবেন না। আমরা এই সামকে প্রতিষ্ঠাভূত এই পৃথিবী লোকেই সংস্থাপন করি। প্রতিষ্ঠা রূপেই এই সাম স্তবনীয়।

প্রবাহন জৈবলি শালাবত্যকে বললেন, হে শালাবত্য, আপনার সাম অনন্ত নয়। এখন যদি কেউ বলে আপনার মাথা খসে পড়বে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার মাথা খসে পড়বে। শালাবত্য বললেন, আপনার নিকটে আমি ইহা জানতে চাই। তিনি বললেন, জেনে নিন।

শালাবত্য জিজ্ঞাসা করলেন, এইপৃথিবীর কী গতি? প্রবাহন বললেন, আকাশ। সর্বভূত এই আকাশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং আকাশে বিলীন হয়। তাই আকাশই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আকাশই পরম গতি। আকাশই উদ্‌গীথ ও শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ। ইহা অনন্ত। যিনি এ কথা জেনে সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্‌গীথকে উপাসনা করেন তাঁর জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ হয় ও তিনি শ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন। শুনকের পুত্র অতিধন্বা উদর শাণ্ডিল্যকে উদ্‌গীথ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, তোমার বংশধররা যত দিন এই উদ্‌গীথ বিদ্যা জানবে, ততদিন তাদের জীবন জনসাধারণের জীবনের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে। পরলোকেও তাদের শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হবে। এই সব জেনে যিনি তাঁর উপাসনা করেন, তাঁর জীবন ইহলোকে শ্রেষ্ঠ হয় এবং পরলোকেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়।

উষস্তি চাক্রায়ণের অ্যাখ্যায়িকা

শিলাবৃষ্টিতে কুরুদেশ বিনষ্ট হলে চক্রের পুত্র উষস্তি তাঁর দেশ ভ্রমণে সমর্থ পত্নীর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ইভ্য গ্রামে এসেছিলেন। সেখানে একজনকে মাষকলাই খেতে দেখে তিনি তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলেন। সে বলল, আমার পাত্রের উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছু নেই। উষস্তি বললেন, এরই কিছু আমাকে দাও। সে তাঁকে সেই সমস্ত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পানীয় কী দেব? উষস্তি বললেন, তাহলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হবে। ইভ্য গ্রামবাসী বলল, এইমাষকলাই কি উচ্ছিষ্ট নয়? উষস্তি বললেন, এ না খেলে আমি বাঁচতাম না, কিন্তু জলপান আমার

ইচ্ছাধীন। উষস্তি সেই মাষকলাই খেয়ে অবশিষ্ট কিছু স্ত্রীর জন্য নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আগেই ভাল ভিক্ষা পেয়েছিলেন। তাই সেই মাষকলাই স্বামীর হাত থেকে নিয়ে রেখে দিলেন।

পরদিন প্রাতে উষস্তি শয্যা ত্যাগের পর স্ত্রীকে বললেন, হায়, কিঞ্চিৎ অন্ন পেলে ধনলাভ হত। রাজা যজ্ঞ করবেন, ঋত্বিকের কাজে তিনি আমাকেও বরণ করতে পারতেন। স্ত্রী তাঁকে বললেন, পতি, সেই মাষকলাই এখানে আছে। তিনি তা খেয়ে সেই প্রারব্ধ যজ্ঞে গেলেন এবং যজ্ঞস্থলে স্তোত্রপাঠক উদ্গাতাদের নিকটে উপবেশন করলেন। তারপর প্রস্তোতাকে বললেন, হে প্রস্তাবপাঠক, যে দেবতা প্রস্তাবের অনুগমন করেন, তাঁকে না জেনে প্রস্তাব পাঠ করলে আপনার মাথা খসে পড়বে। এইভাবে উদ্গাতাকে বললেন, হে উদ্গাতা, যে দেবতা উদ্গীথের অনুগমন করেন, তাঁকে না জেনে উদ্গান করলে আপনার মাথা খসে পড়বে। এইভাবে প্রতিহার পাঠককেও বললেন, হে প্রতিহার পাঠক, যে দেবতা প্রতিহারের অনুগমন করেন, তাঁকে না জেনে প্রতিহার কর্ম সম্পন্ন করলে আপনার মাথা খসে পড়বে। এর পর তাঁরা নিজেদের কাজে বিরত হয়ে নীরবে অবস্থান করলেন।

অতঃপর যজমান তাঁকে বললেন, আমি আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছুক। উষস্তি বললেন, আমি চক্রের পুত্র উষস্তি। যজমান বললেন, ঋত্বিকের কাজের জন্য আমি সর্বত্র আপনার অন্বেষণ করেছিলাম। কিন্তু আপনার সন্ধান পাইনি বলেই অপরকে বরণ করেছি। আপনি আমার সমস্ত ঋত্বিক কাজের ভার গ্রহণ করুন। উষস্তি বললেন, তাই হোক। এখন এরাই আমার অনুমতিতে স্তুতিগান করুন। আপনি এদের যে পরিমাণ অর্থ দেবেন, আমাকেও সেই পরিমাণ অর্থ দেবেন। যজমান বললেন, তাই হবে।

তারপর প্রস্তোতা উষস্তির নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, এইবারে আপনি বলুন, কোন্ দেবতা প্রস্তাবের অনুগমন করেন। উষস্তি বললেন, প্রাণই সেই দেবতা। কারণ এই সর্বভূত প্রাণেই বিলীন হয় ও প্রাণ থেকেই উৎপন্ন হয়। প্রাণ দেবতাই প্রস্তাবের অনুগমন করেন। তাঁকে

না জেনে যদি স্তুতিপাঠ করতেন, তাহলে আমার কথায় আপনার মাথা খসে পড়ত।

তারপর উদ্গাতা তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, এইবারে আপনি বলুন, যে দেবতা উদ্গীথের অনুগমন করেন, তিনি কোন্ দেবতা। উষস্তি বললেন, আদিত্যই সেই দেবতা। সূর্য উর্ধ্বে উঠলে এই চরাচরের সব প্রাণী তার স্তব করে থাকে। তিনিই উদ্গীথের অনুগমন করেন। তাঁকে না জেনে আপনি উদ্গীথ গান করলে আমার কথামতো আপনার মাথা খসে পড়ত।

এরপর প্রতিহর্তা তাঁর নিকটে গিয়ে বললেন, যে দেবতা প্রতিহারের অনুগমন করে বলে আপনি বলেছিলেন, তিনি কে? উষস্তি বললেন, অন্নই সেই দেবতা। অন্ন আহরণ করেই চরাচরের সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে। এই দেবতাই প্রতিহারের অনুগমন করেন। তাই তাঁকে না জেনে প্রতিহার কর্ম করলে আমার কথা মতো আপনার মাথা খসে পড়ত।

কুকুরের সামগান

এইবারে কুকুর সম্বন্ধীয় উদ্গীথের ব্যাখ্যা করা হবে। এক সময়ে দাল্ভ্য পুত্র বক বা গ্লাব মৈত্রেয় বেদপাঠের জন্য গিয়েছিলেন। একটা সাদা রঙের কুকুর তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হল। আরও কয়েকটি কুকুর তাঁর কাছে এসে বলল, আমরা ক্ষুধার্ত। আমরা যাতে অন্ন পাই, তার জন্য আপনি সামগান করুন। সাদা কুকুরটি তাদের বলল, সকালে এখানেই তোমরা আমার কাছে এসো। সেই সময়ে দাল্ভ্য বক অর্থাৎ মৈত্রেয় গ্লাব তাদের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। উদ্গাতারা বহিষ্পবমান নামের স্তোত্রে স্তুতি করবার সময় যে ভাবে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পরিভ্রমণ করেন, তেমনি করে কুকুররাও প্রদক্ষিণ করতে লাগল। তারপর উপবেশন করে তারা হিংশব্দ উচ্চারণ করল। ওম্ খাব, ওম্ পান করব। ওম্ দেব বরুণ প্রজাপতি সবিতা অন্ন আহরণ করুন। হে অন্নপতি সূর্য, এখানে অন্ন আহরণ করুন, ওম্।

উর্ধস্তি বাই হাউকার, বায়ু হাইকার, চন্দ্রমা অথকার, আত্মা ইহকার

এবং অগ্নি ঈকার। আদিত্যই উকার, আহ্বান একার, বিশ্বদেব ঔহোয়িকার, প্রজাপতি হিঙ্কার, প্রাণ স্বর, অন্ন যা অক্ষর ও বাক্‌ বিরাট। হুঙ্কার ত্রয়োদশ স্তোভ। ইহা অনিবচনীয় ও সর্বত্র গতিশীল বলে দুর্বোধ্য। বাক্যে যে দুগ্ধ, তা বাক্‌ নিজেই উপাসকের জন্য দোহন করেন। স্তোভ অক্ষরগুলির এই উপনিষদ বা অর্থ জানেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাম উপাসনা

সমস্ত সামের উপাসনাই সাধু। যা সাধু তাকেই সাম বলা হয় এবং যা অসাধু তাই অসাম। এই জন্যই বলা হয় যে সাম অর্থাৎ সাধু ভাবে তার নিকটে গেছে। কিংবা অসাম বা অসাধু ভাবে। সাধু ঘটনা ঘটলে বলা হয় যে এ আমাদের পক্ষে সাম এবং অসাধু ঘটনাকে অসাম মনে করা হয়। যিনি এইভাবে জেনে সামই সাধু বলে উপাসনা করেন, সাধু তাঁর নিকটে শীঘ্র আসবে ও তাঁর ভোগ্য হবে।

লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সাম অর্থাৎ পৃথিবী হিঙ্কার, অগ্নি প্রস্তাব, অন্তরিক্ষ উদ্‌গীথ, আদিত্য প্রতিহার ও দ্যুলোকই নিধন—এইভাবে পৃথিবী থেকে উর্ধ্ব দৃষ্টিতে উপাসনা করবে। তারপর উর্ধ্বলোক থেকে নিম্নদৃষ্টিতে দ্যুলোক হিঙ্কার, আদিত্য প্রস্তাব, অন্তরিক্ষ উদ্‌গীথ, অগ্নি প্রতিহার ও পৃথিবীই নিধন—এইভাবে সামের উপাসনা করবে। যিনি এই কথা জেনে উর্ধ্ব ও নিম্ন দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, সমস্ত লোক তাঁর ভোগ্য রূপে উপস্থিত হয়।

বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তা হিঙ্কার, মেঘ প্রস্তাব, বৃষ্টির জল উদ্‌গীথ, বিদ্যুতের প্রকাশ ও মেঘ গর্জন প্রতিহার—এইভাবে বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করবে। বৃষ্টিপাত শেষ হওয়াই নিধন। যিনি এই ভাবে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, তাঁর জন্য মেঘ বর্ষণ করে ও তিনি বর্ষণ করাতে পারেন।

সমস্ত জলের বিষয়ে চিন্তা করে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করবে। ঘনী-ভূত মেঘ হিঙ্কার, জলের বর্ষণ প্রস্তাব, পূর্বদেশের নদীর প্রবাহ উদ্গীথ, পশ্চিম দেশের নদীর প্রবাহ প্রতিহার ও সমুদ্রই নিধন। যিনি এই ভাবে জেনে জলদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, তাঁর জলের অভাব হয় না ও তিনি জলমগ্ন হয়ে মরেন না।

ঋতুর চিন্তা করে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করবে। বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গীথ, শরৎ প্রতিহার ও হেমন্তই নিধন। যিনি এই ভাবে জেনে ঋতুর উপাসনা করেন, তিনি ঋতুমান হন ও ঋতুরা তাঁর ভোগ্য রূপে উপস্থিত হয়।

পশুতেও পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করবে। ছাগ হিঙ্কার, মেষ প্রস্তাব, গো উদ্গীথ, অশ্ব প্রতিহার ও পুরুষ নিধন। এইভাবে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করলে তাঁর অনেক পশু হয় ও পশুরা তাঁর ভোগবস্তু হয়।

প্রাণেও শ্রেষ্ঠতর সামের উপাসনা করবে। প্রাণই হিঙ্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার ও মন নিধন। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ-তর। যিনি এই কথা জেনে প্রাণে সামের উপাসনা করেন, তিনি উত্তরো-ত্তর শ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন ও উৎকৃষ্টতর বস্তু তাঁর ভোগ্য হয়।

এরপর হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন— এই সপ্তবিধ সামের উপাসনা বাক্যে সাত রকম সামের উপাসনা করবে। বাক্যের হুম্ অক্ষরই হিঙ্কার, প্র অক্ষর প্রস্তাব ও আ অক্ষর আদি। উৎ উদ্গীত, প্রতি প্রতিহার, উপ উপদ্রব ও নি নিধন। যিনি একে এই ভাবে জেনে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন। বাক্যের দুগ্ধ বাক্য নিজেই দোহন করেন।

তারপর আদিত্যকে সপ্তবিধ সাম রূপে উপাসনা করবে। সর্বদা সমান বলে আদিত্য সাম। তাঁকে সবাই আমার দিকে এইকথা ভাবে বলেই তিনি সবার নিকটে সমান। সমস্ত প্রাণীই আদিত্যের অনুগত। তাঁর উদয়ের পূর্বের রূপ হিঙ্কার, সব পশু এই রূপের অনুগত। এই জন্যই তারা হিং শব্দ করে ও হিঙ্কার শব্দের অংশ ভাগী। প্রস্তাব সূর্যের প্রথম উদিত হবার রূপ। মানুষ এই রূপের অনুগত। এই জন্য তারা প্রশংসা ও স্তুতি

কামনা করে এবং সামের প্রস্তাব অংশের অংশভাগী। তারপর সঙ্গী বেলায় অর্থাৎ প্রাতঃকালের পরেই আদিত্যের আদি রূপ, পাখিরা এর অনুগত। এই জন্যই তারা আকাশে নিরালম্ব হয়ে ওড়ে এবং সামের আদি অংশের অংশভাগী। মধ্যাহ্নের সূর্য উদ্গীথ। দেবতারা আদিত্যের এই অংশের অনুগত বলে প্রজাপতির সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সামের উদ্গীথ অংশের অংশ ভাগী। অপরাহ্নের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ তা প্রতিহার। গর্ভস্থ ভ্রূণ এর অনুগত বলে উর্ধ্ব দিকে ধৃত ও অধঃপতিত হয় না। এরা সামের প্রতিহার অংশের অংশ ভাগী। এর পরে এবং অস্তে যাবার পূর্বে আদিত্যের যে রূপ তা উপদ্রব। অরণ্যের পশুরা এই রূপের অনুগত বলে মানুষ দেখলে অরণ্যে বা বিবরে প্রবেশ করে। এরা সামের উপদ্রব অংশের অংশ ভাগী। অস্তে যাবার সময় আদিত্যের যে রূপ, তা নিধন। পিতৃপুরুষেরা এই রূপের অনুগত বলে এই সময়ে তাঁদের কুশের উপরে স্থাপন করা হয়। এই ভাবেই আদিত্যকে সাত রকম সাম রূপে উপাসনা করা হয়।

এর পর আত্মসম্মিত ও মৃত্যুঞ্জয় সপ্তবিধ সামের উপাসনা করবে। সম্পূর্ণ সামে বাইশটি অক্ষর। পৃথিবী থেকে আদিত্য একুশ। দ্বাবিংশ অক্ষরের জ্ঞান দিয়ে আদিত্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ লোক জয় করা যায়। সেই লোক শোক রহিত ও সুখময়। যিনি এই কথা জেনে আত্মসম্মিত ও মৃত্যুঞ্জয় সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি আদিত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন।

মনই হিঙ্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার, প্রাণ নিধন। এই গায়ত্রী নামের সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথা জানেন, তিনি পূর্ণায়ু হন ও উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, সন্তান ও পশুলাভ করে মহান ও কীর্তিমান হন। তিনি মহামনা হবেন, এই তাঁর ব্রত।

অগ্নির জন্য যে অভিমন্থন তাই হিঙ্কার, ধূম প্রস্তাব, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিই উদ্গীথ, অঙ্গার প্রতিহার, নিস্তেজ অগ্নিই নিধন। এই রথন্তর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথা জানেন, তিনি বেদজ্ঞান থেকে তেজ লাভ করেন ও অন্নভোক্তা হন। তিনি পূর্ণায়ু হন ও তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল হয়। সন্তান

ও পশুলাভ করে তিনি মহান ও কীর্তিমান হন। অগ্নির দিকে ভোজন করবে না থুথু ফেলবে না, এই তাঁর ব্রত।

পুরুষ যে সঙ্কেতে স্ত্রীকে আহ্বান করে তা হিঙ্কার, যে ভাবে তাকে সন্তুষ্ট করে তা প্রস্তাব, উদ্‌গীথ তাদের এক শয্যায় শয়ন, মুখোমুখি শয়ন প্রতিহার এবং মিথুন ভাবে অবস্থান ও তার সমাপ্তি নিধন। এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত। এ কথা যিনি জানেন তিনি মিথুন ভাবেই থাকেন, মিথুনে সন্তানের জন্ম হয়। তিনি পূর্ণায়ু হন ও তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল হয়। সন্তান ও পশু সম্পদে এবং কীর্তিতেও তিনি মহান হন। কোন স্ত্রীকে পরিহার করবে না, এই তাঁর ব্রত।

উদীয়মান সূর্য হিঙ্কার, উদিত সূর্য প্রস্তাব, মধ্যাহ্নের সূর্য উদ্‌গীথ, অপরাহ্নের সূর্য প্রতিহার ও অস্তগামী সূর্য নিধন। এই বৃহৎ সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন, পূর্ণায়ু ও দীর্ঘজীবী হন, প্রজা ও পশুলাভ করে ও কীর্তিতে মহান হন। তাপদাতা সূর্যের নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

মেঘ যে ঘনীভূত হয় তা হিঙ্কার, মেঘের উৎপত্তি প্রস্তাব, বৃষ্টি উদ্‌গীথ, বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জন প্রতিহার, নিবৃত্তি তার নিধন। এই বৈরূপ সাম মেঘে প্রতিষ্ঠিত। এ কথা যিনি জানেন, তিনি বিচিত্র ও সুরূপ পশু লাভ করেন। পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল জীবন লাভ করে প্রজা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। বর্ষণকারী মেঘকে কখনও নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্‌গ্রীথ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন। এই বৈরাজ সাম ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি প্রজা ও পশু বেদজ্ঞানের তেজ নিয়ে বিরাজ করেন। তিনি পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, প্রজা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। ঋতুকে নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

পৃথিবী হিঙ্কার, অন্তরিক্ষ প্রস্তাব, দ্যুলোক উদ্‌গীথ, দিক্ প্রতিহার ও সমুদ্র নিধন। এই শক্করী সাম পৃথিবী প্রভৃতি বিভিন্ন লোকে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথা জানেন, তিনি শ্রেষ্ঠ লোকে যান এবং পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন। প্রজা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। লোকের নিন্দা করবে

না, এই তাঁর ব্রত।

অজ হিংসার, মেষ প্রস্তাব, গো উদ্গীথ, অশ্ব প্রতিহার ও মানুষ নিধন। এই রেবতী সাম পশুতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথা জানেন, তিনি পশুধন লাভ করেন, পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল জীবন পান এবং প্রজা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। পশুর নিন্দা করবে না, এই তাঁর ব্রত।

লোম হিঙ্কার, ত্বক প্রস্তাব, মাংস উদ্গীথ, অস্থি প্রতিহার, মজ্জা নিধন। এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম দেহের অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একথা জানেন, তিনি দৃঢ়াঙ্গ হন ও তাঁর অঙ্গ বিকল হয় না। তিনি পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন। প্রজা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। তিনি সম্বৎসর মাংসাদি ভোজন করবেন না, এই তাঁর ব্রত।

অগ্নি হিঙ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্র প্রতিহার ও চন্দ্রমা নিধন। এই রাজন্ সাম দেবতায় প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সব দেবতার সালোক্য মাযুজ্য বা সমান অধিকার লাভ করে পূর্ণায়ু ও উজ্জ্বল জীবন পান এবং প্রজা পশু ও কীর্তিতে মহান হন। ব্রাহ্মণকে নিন্দা করবে না। এই তাঁর ব্রত।

ত্রয়ী বিদ্যাই হিঙ্কার, ত্রিলোক প্রস্তাব, অগ্নি বায়ু ও আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্র পক্ষী ও কিরণ প্রতিহার, সর্প গন্ধর্ব ও পিতৃগণ নিধন। এই সাম সকল বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সর্বেশ্বর হন। এই বিষয়ে এই রকম শ্লোক আছে—এই যে পাঁচের তিনটি করে বিভাগ, এর চেয়ে মহত্তর আর কিছু নেই। যিনি এই সর্বাত্মক সাম জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন, সব দিক থেকে তাঁর জন্য উপহার আসে। আমিই সর্বাত্মক। এই ভাবে উপাসনা করাই তাঁর ব্রত।

সামের বিনর্দি বা বৃষভ ধ্বনির মতো গম্ভীর স্বর চাই। তা অগ্নির এবং পশুদের হিতকর। অনিরুক্ত স্বরযুক্ত উদ্গীথ প্রজাপতির, নিরুক্ত স্বর সোমের, মৃদু শ্লক্ষ্ণ বা স্নিগ্ধ স্বর বায়ুর, প্রবল স্বর ইন্দ্রের, ক্রৌঞ্চস্বর বৃহস্পতির ও অপধ্বান্ত বা ভগ্ন স্বর বরুণের। বারুণ ভিন্ন অন্ন স্বরের সেবা করবে। দেবতাদের জন্য অমৃতত্ব লাভ করব, এইভাবে গান করবে। পিতৃগণের জন্য স্বধা, মানুষের জন্য আশা, পশুদের জন্য তৃণ ও জল যজ-

মানের জন্য স্বর্গ ও নিজের জন্য অন্ন—গান করে এই সব লাভ করবার কথা মনে মনে চিন্তা করে অপ্রমত্ত ভাবে স্তব করবে। সমস্ত স্বরবর্ণ ইন্দ্রের, উষ্মবর্ণ প্রজাপতির ও স্পর্শবর্ণ মৃত্যুর দেহাবয়ব স্বরূপ। যদি কেউ উদ্‌গাতার স্বরের নিন্দা করেন, তাকে বলবে, আমি ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিলাম, তিনি এর উত্তর দেবেন। যদি উষ্মবর্ণ উচ্চারণের নিন্দা করেন তবে বলবে, আমি প্রজাপতির শরণ নিয়েছি, তিনি তোমাকে চূর্ণ করবেন। যদি স্পর্শবর্ণ উচ্চারণের নিন্দা করে, তবে বলবে যে আমি মৃতুর শরণ নিয়েছি, তিনি তোমাকে ভস্মীভূত করবেন। সমস্ত স্বর ঘোষ নামে স্বরের মতো সবলে উচ্চারণ করবে। ভাববে, আমি ইন্দ্রে বলবিধান করি। সমস্ত উষ্মবর্ণকে অগ্রস্ত অনিরস্ত ও বিবৃত করে উচ্চারণ করবে। ভাববে, আমি প্রজাপতিতে আত্মসমর্পণ করি। স্পর্শবর্ণকে ধীরে ধীরে এবং অন্য বর্ণ থেকে পৃথক করে উচ্চারণ করবে। ভাববে, আমি মৃত্যু হতে নিজেকে রক্ষা করি।

ধর্মের স্কন্ধ তিনটি—প্রথম যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান, দ্বিতীয় তপস্যা এবং তৃতীয় যাবজ্জীবন গুরুগৃহে গুরুকুলবাসী হয়ে দেহক্ষয় করে ব্রহ্মচর্য পালন। এঁরা সকলেই পুণ্যলোক লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। প্রজাপতি লোক সমূহের ধ্যান করলে ধ্যানে এই জগৎ থেকে বেদবিদ্যা নিঃসৃত হয়। তিনি বেদবিদ্যার ধ্যান করেন। তাতে সেই বেদবিদ্যা থেকে ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন অক্ষর নিঃসৃত হয়। প্রজাপতি এই অক্ষরগুলির ধ্যান করলে তা থেকে ওঙ্কার নিঃসৃত হয়। যেমন শিরায় পাতা ব্যপ্ত, তেমনি ওঙ্কারে সমস্ত ব্যপ্ত। ওঙ্কারই সব।

ব্রহ্মবাদীরা বলেন, যা প্রাতের অভিষব তা বসুগণের, যা মধ্যাহ্নের তা রুদ্রগণের, যা সায়াহ্নের তা আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের। তবে যজমানের লোক কোথায়? যিনি ইহা জানেন না, তিনি যজ্ঞ করবেন কেমন করে? যিনি জানেন, তিনিই পারেন। প্রাতঃকালের মন্ত্রপাঠ করবার পূর্বে গার্হপত্য অগ্নির পিছনে উপবেশন করে উত্তর মুখে বসুগণের সামগান করবে। হে অগ্নি, পৃথিবী লাভের দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমরা রাজ্যলাভের জন্য তোমাকে দর্শন করি। তারপর আহুতি দেবে, পৃথিবীবাসী লোকবাসী

অগ্নিকে নমস্কার। এই যে আমি যজমান, আমাকে লোক প্রাপ্ত করাও, আমি যজমানের লোকে যাই। আয়ুক্ষয় হলে আমি এইখানে বাস করব। স্বাহা। অর্গল দূর কর, বলে যজমান উঠবেন। বসুগণ তাকে প্রাতে অভিষবের ফল দান করেন।
মধ্যাহ্নের অভিষব আরম্ভ করবার পূর্বে যজমান দক্ষিণাগ্নির পিছনে উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন করে অগ্নিকে বলবেন, স্বর্গলাভের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, আমরা সাম্রাজ্য লাভ করবার জন্য তোমাকে দর্শন করি। হে অগ্নি, পৃথিবী লাভের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর। আমরা রাজ্য লাভের জন্য তোমাকে দর্শন করি। তারপর যজমান এই বলে আহুতি দেবেন, আন্তরিক্ষবাসী লোকবাসী বায়ুকে নমস্কার। আমাকে লোকপ্রাপ্ত করাও, আমি যজমানের লোকে যাই। আয়ুক্ষয় হলে এইখানে বাস করব। স্বাহা। লোক দ্বারের অর্গল খোল, বলে যজমান উঠবেন। এতে রুদ্রগণ মধ্যাহ্নের অভিষব অন্তরিক্ষ লোক দান করেন।
তৃতীয় অভিষব আরম্ভ করবার পূর্বে যজমান অগ্নির পিছনে বসে উত্তরমুখ হয়ে আদিত্য ও বিশ্বদেবের সামগান করেন। প্রথমে আদিত্যগণের উদ্দেশে বলেন, হে অগ্নি, পৃথিবীলোক লাভ করবার দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, আমরা স্বরাজ্য লাভ করবার জন্য তোমাকে দর্শন করি। বিশ্বদেবকে বলা হয়, স্বর্গলোক লাভ করবার দ্বার উদ্‌ঘাটন কর। আমরা সাম্রাজ্য লাভের জন্য তোমাকে দর্শন করি। তারপর এই বলে হোম করা হয়, দ্যুলোকবাসী ও লোকবাসী আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবকে নমস্কার। আমার এই লোক লাভ হোক, আমি যজমানের লোকে গমন করি। আয়ুক্ষয় হবার পর আমি এইখানে বাস করব। স্বাহা। তারপর অর্গল দূর কর, বলে উঠবে। আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ তাঁকে তৃতীয় সবন অর্থাৎ সোম অভিষবের ফল প্রদান করেন। যিনি এইসব জানেন, তিনি যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মধুবিদ্যা

ঐ আদিত্য দেবগণের মধু, দ্যুলোক তির্যক বংশ, অন্তরিক্ষ মধুচক্র, কিরণ ভ্রমরের পুত্র। পূবের কিরণ পূর্বদিকের মধুনাড়ী, ঋক্‌মন্ত্র, মধুকর, ঋগ্বেদ পুষ্প, সেই জীব অমৃত ঋগ্বেদকে ঋক্‌মন্ত্র অভিতপ্ত করেছিল। উত্তপ্ত ঋগ্বেদ থেকে যশ তেজ ইন্দ্রিয় শক্তি বীর্য ও অন্নরস উৎপন্ন হয়েছিল। এই সমস্ত রস ক্ষরিত হয়ে আদিত্যের নিকটে গিয়ে আশ্রয় নিল। আদিত্যের তাই লোহিত বর্ণ।

সূর্যের দক্ষিণস্থ রশ্মি তার দক্ষিণদিকের মধুনাড়ী। যজুর্মন্ত্র তার মধুকর, যজুর্বেদ পুষ্প, জল অমৃত। যজুমন্ত্র এই বেদ অভিতপ্ত করেছিল। উত্তপ্ত যজুবেদ থেকে যশ তেজ ইন্দ্রিয় শক্তি বীর্য ও অন্নরস উৎপন্ন হয়েছিল। সেই সমস্ত রস ক্ষরিত হয়ে সূর্যের নিকটে আশ্রয় নিল। ইহাই আদিত্যের শুক্ল রূপ।

আদিত্যের পশ্চিমস্থ রশ্মি তাঁর পশ্চিমের মধুনাড়ী। সামমন্ত্র মধুকর, সামবেদ পুষ্প, জল অমৃত। সামমন্ত্র সামবেদকে অভিতপ্ত করেছিল। এই উত্তপ্ত বেদ থেকে যশ তেজ ইন্দ্রিয় শক্তি বীর্য ও অন্নরস উৎপন্ন হয়েছিল। সেই রস ক্ষরিত হয়ে আদিত্যের নিকটে আশ্রয় নিল, এই জন্যই তাঁর কৃষ্ণবর্ণ।

আদিত্যের ঊর্ধ্বদেশে যে রশ্মি তা ঊর্ধ্বদিকের মধুনাড়ী। গুহ্য উপদেশ মধুকর। ব্রহ্ম পুষ্প, জল অমৃত। গুহ্য উপদেশ প্রণব অভিতপ্ত করেছিল। তা থেকে যশ তেজ ইন্দ্রিয় শক্তি বীর্য ও অন্নরস উৎপন্ন হল। তা ক্ষরিত হয়ে আদিত্যের নিকটে আশ্রয় নিল। আদিত্যের মধ্যে যা স্পন্দিত হচ্ছে মনে হয়, তা এই। লোহিতাদি রূপ সেই রসেরও রস। রস বেদ ও রূপ অমৃতের অমৃত। কারণ বেদও অমৃত এবং রূপ বেদের অমৃত।

প্রথম অমৃত বসুগণ অগ্নিরূপ মুখে উপভোগ করেন। দেবতারা তা ভোজন বা পান করেন না, দেখেই তৃপ্ত হন। দেবতারা সেই রূপে প্রবেশ

করেন ও তা থেকে উত্থিত হন। যিনি অমৃতকে এইভাবে জানেন, তিনি বসুদের মধ্যে একজনকে জানেন এবং অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন। তিনি এইরূপে প্রবেশ করে এইরূপ থেকেই উত্থিত হন। সূর্য যত দিন পূর্বদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যাবে, তত দিন সেই ব্যক্তি বসুদের মতো আধিপত্য ও স্বরাজ্য প্রাপ্ত হবেন। দ্বিতীয় অমৃত রুদ্রগণ ইন্দ্ররূপ মুখে উপভোগ করেন। যিনি এইভাবে অমৃতকে জানেন, তিন ঠিক একইভাবে রুদ্রগণের মতো অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন ও চিরকাল আধিপত্য করেন। তৃতীয় অমৃত আদিত্যগণ বরুণরূপ মুখে উপভোগ করেন। যিনি অমৃতকে এই ভাবে জানেন তিনি আদিত্যগণের মধ্যে একজন হয়ে বরুণ রূপ মুখে অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন এবং চিরকাল আধিপত্য করেন। সূর্যের চতুর্থ অমৃত মরুৎগণ সোমরূপ মুখে উপভোগ করেন। যিনি এই কথা জানেন, তিনি মরুৎগণের মধ্যে একজন হয়ে এই অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন এবং চিরকাল তাঁদের মতো আধিপত্য করেন। সূর্যের পঞ্চম অমৃত সাধ্যগণ ব্রহ্মরূপ মুখে উপভোগ করেন। যিনি এই অমৃতকে এইভাবে জানেন, তিনি সাধ্যগণের মধ্যে একজন হয়ে অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন ও চিরকাল তাদের মতো আধিপত্য করেন।

তারপর সূর্য যখন ঊর্ধ্ব দিকে উদিত হবেন, তখন আর উদিত বা অস্তমিত হবেন না, মধ্যস্থলে একাকী অবস্থান করবেন। এই বিষয়ে শ্লোক আছে—সেই ব্রহ্মলোকে উদয়াস্ত নেই। হে দেবগণ, এই সত্যের বলে আমি যেন ব্রহ্মলাভে সমর্থ হই। যিনি ব্রহ্মোপনিষদকে এইভাবে জানেন তাঁর কাছে সূর্যের উদয়াস্ত নেই, সর্বদাই তাঁর দিন। ব্রহ্মা সবার আগে প্রজাপতিকে এই মধুবিদ্যা দিয়েছিলেন। প্রজাপতি মনুকে, মনু নিজের সন্তানদের এবং বরুণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্দালক আরুণিকে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা পিতা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গুরু তাঁর প্রিয় শিষ্যকে দেবেন। অন্য কাউকে এই বিদ্যা দেওয়া যাবে না, সমুদ্রবেষ্টিত ও ধনে পূর্ণ পৃথিবী দান পেলেও না। কারণ এই বিদ্যা সবার শ্রেষ্ঠ।

জগতে যত বস্তু ও প্রাণী আছে, তা সমস্তই গায়ত্রী। বাক্যই গায়ত্রী। কারণ তা সমস্ত বস্তু ও প্রাণীকে গান অর্থাৎ বর্ণনা করে ও ত্রাণ করে। এই গায়ত্রীই পৃথিবী। কারণ সমস্ত প্রাণী এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত। একে অতিক্রম করতে কেউ পারে না। যা পৃথিবী, পুরুষে তা শরীর। শরীরেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ও শরীরকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। যা পুরুষাশ্রিত শরীর, তাই তার হৃদয়। কারণ প্রাণ শরীরে প্রতিষ্ঠিত ও হৃদয়কে কেউ অতিক্রম করে না। এই গায়ত্রীর চারটি চরণ এবং তা ছয় প্রকার ঋক্ মন্ত্রেও এ কথা আছে। এর মহিমা এই রকম। পুরুষ সবার শ্রেষ্ঠ। সর্বভূত এর এক পাদ, আর তিন পাদ স্বর্গে অমৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই যে ব্রহ্ম, ইনিই পুরুষের বহির্ভাগে স্থিত আকাশ; এই আকাশও যা, তাঁর অন্তরে স্থিত আকাশও তাই। তাঁর হৃদয়েও সেই একই আকাশ। এই হৃদয়স্থ আকাশ পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয়। যিনি এ কথা জানেন, তিনি পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় সম্পদ লাভ করেন।

হৃদয়ে দেবতাদের পাঁচটি দ্বার আছে। পূর্ব দ্বারই প্রাণ, তাই চক্ষু ও আদিত্য। একে তেজ ও অন্নের আদি রূপে উপাসনা করবে। যিনি একথা জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন। হৃদয়ের দক্ষিণ দ্বারই ব্যান, তা কর্ণ ও চন্দ্র। একে শ্রী ও যশরূপে উপাসনা করবে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি শ্রীমান ও যশস্বী হন। হৃদয়ের পশ্চিম ভাগের দ্বার অপান, তাই বাক্ ও অগ্নি। একে ব্রহ্মবর্চস ও অন্নাদ্য রূপে উপাসনা করবে। যিনি তা জানেন, তিনি ব্রহ্মতেজময় ও অন্নাদ হন। হৃদয়ের উত্তর দ্বার সমান নামে বায়ু, তা মন ও পর্জন্য। একে কীর্তি ও কান্তি রূপে উপাসনা করবে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি কীর্তিমান ও কান্তিমান হন। হৃদয়ের উর্ধ্ব দিকের দ্বার উদান। তাই বায়ু ও আকাশ। তাকে ওজ অর্থাৎ বল ও মহত্ত্ব রূপে উপাসনা করবে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি ওজস্বী ও মহৎ হন। এই পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষই স্বর্গলোকের দ্বারপাল। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর কুলে বীর পুত্র জন্মে এবং তিনি স্বর্গলোক

প্রাপ্ত হন। বিশ্বের সব কিছুর উপরে দ্যুলোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম লোকে যে জ্যোতির দীপ্তি, তাই পুরুষেরও অভ্যন্তরে। উভয়ই এক জ্যোতি। এর চাক্ষুষ প্রমাণ হন, হাত দিয়ে শরীর স্পর্শ করলে তার উষ্ণতা জানা যায়। শ্রুতির প্রমাণ হল, কান ঢাকলেও রথধ্বনি ঋষভ-ধ্বনি বা জ্বলন্ত অগ্নির ধ্বনির মতো শব্দ শোনা যায়। একে দৃষ্ট ও শ্রুত রূপে উপাসনা করবে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি দর্শনীয় ও বিখ্যাত হন।

এ সমস্তই ব্রহ্ম থেকে জাত, ব্রহ্মেই লীন ও তাঁতেই জীবিত থাকে। অতএব শান্তভাবে উপাসনা করবে। পুরুষ ক্রতুময় অর্থাৎ সংকল্প প্রধান। ইহলোকে পুরুষ যেমন সংকল্প করে, পরলোকেও সেই রূপ হয়। তাই শুভ সংকল্প করবে। যিনি মনোময়, প্রাণ যাঁর শরীর, যিনি জ্যোতি-স্বরূপ ও সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা সর্বকাম সর্বগন্ধ ও সর্বরস; যিনি অবাকী অনাসক্ত ও সমস্ত ব্যপ্ত করে আছেন, তিনিই আমার হৃদয়ের আত্মা। তিনি ধান যব সর্ষপ এমনকি শ্যামাকের তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। তিনি এই পৃথিবী অন্তরিক্ষ বা সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান। ইহলোক থেকে গিয়ে আমি তাঁকেই পাব, এই বিশ্বাস থাকলে তাঁর কোন সংশয় নেই। শাণ্ডিল্য এই কথা বলেছেন।

এই যে কোশ, অন্তরিক্ষ এর উদর, ভূমি এর নিম্নভাগ। এ কখনও জীর্ণ হয় না। দিকেরা এর পার্শ্ব, অন্তরিক্ষ এর উপরের রন্ধ্র। এই কোশ ধন-ভাণ্ডার, এতে বিশ্বভুবন অবস্থিত। এই কোশের পূর্ব দিক জুহূ, দক্ষিণ দিক সহমানা, পশ্চিম দিক রাজ্ঞী এবং উত্তর দিক সুভূতা। বায়ু এদের বৎস। এ কথা যিনি জানেন, তাঁকে পুত্র বিয়োগে কাঁদতে হয় না। আমি এ কথা জানি বলে আমাকেও যেন কাঁদতে না হয়। আমি অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে অবিনশ্বর কোশের শরণাপন্ন হচ্ছি। প্রাণের ভূলোকের ভুবর্লোকের ও স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হচ্ছি। এই জীবজগতে যা কিছু আছে তা তা সমস্তই প্রাণ বলে আমি প্রাণের আশ্রয় নিচ্ছি। ভূলোকের শরণ অর্থ ভূলোক অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের শরণ। ভুবর্লোকের শরণ অর্থ অগ্নি বায়ু ও আদিত্যের শরণ এবং স্বর্গলোকের শরণ অর্থ ঋগ্বেদ যজুর্বেদ

ও সামবেদের শরণ।

পুরুষই যজ্ঞ। গায়ত্রীর চব্বিশটি অক্ষর বলে জীবনের প্রথম চব্বিশ বৎসর প্রাতঃসবন স্বরূপ। প্রাতঃ সবনে গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। বসুগণ এই যজ্ঞের অনুগত। প্রাণসমূহ এই বসু। এরাও জীবের দেহে বাস করে বলে বসু নাম। এই সময়ে যদি কোন ব্যাধি যন্ত্রণা দেয় তো বলবে, হে প্রাণ হে বসুগণ, আমার এই প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিন সবন পর্যন্ত বিস্তৃত করে দাও। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী বসুগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই। এতে সে ব্যাধিমুক্ত ও নীরোগ হয়। তার পরের চুয়াল্লিশ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন সদৃশ্য। কারণ ত্রিষ্টুক ছন্দে এতগুলি অক্ষর এবং এই সময়ে এই ছন্দেরই মন্ত্র উচ্চারিত হয়। রুদ্রগণ এই সবনের অনুগত। প্রাণই রুদ্র এবং সকলকে রোদন করায়। যদি এই সময়ে কিছু সন্তপ্ত করে তবে বলবে, হে প্রাণ, হে রুদ্রগণ, এই মাধ্যন্দিন সবনকে তৃতীয় সবন পর্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী রুদ্রগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই। এই কথা বললে সে ব্যাধিমুক্ত ও নিশ্চিতভাবে নীরোগ হয়। তার পরের আটচল্লিশ বৎসর তৃতীয় সবন স্বরূপ। কারণ জগতী ছন্দে এতগুলি অক্ষর এবং এই সবনে এই ছন্দেরই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। আদিত্যগণ এই সবনের অনুগত। প্রাণই আদিত্য, কারণ প্রাণই শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করে। এই বয়সে যদি তাকে কিছু সন্তপ্ত করে তবে বলবে, হে প্রাণ, হে আদিত্যগণ, আমার জীবনরূপী তৃতীয় সবনকে পূর্ণায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী আদিত্যগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই। এই কথায় সে ব্যাধিমুক্ত ও নিশ্চিতভাবে নীরোগ হয়। ইতরার পুত্র মহীদাস এই তত্ত্ব জেনে বলেছিলেন, তুমি কেন আমাকে এইভাবে সন্তপ্ত করছ? আমি তো এতে মরব না! তিনি একশো ষোল বৎসর বেঁচেছিলেন। যিনি এ কথা জানেন, তিনি একশো ষোল বৎসর বাঁচেন।

পুরুষ যে ভোজন ও পান করতে চায় এবং সুখানুভবে বিরত থাকে, তাই দীক্ষা। তারপর পুরুষ যে ভোজন ও পান করে, এবং সুখানুভব করে, তা উপসদ অর্থাৎ পয়োব্রত সদৃশ। তারপর পুরুষ যে হাসে খায়

ও মিথুন ভাব আচরণ করে, তা স্তুত ও শস্ত্র নামে যজ্ঞাংশের ন্যায়। তারপর তপস্যা দান সরলতা অহিংসা ও সত্য বচন—এই সমস্তই পুরুষ-রূপী যজ্ঞের দক্ষিণা। এই জন্যই লোকে বলে থাকে প্রসব করবে, প্রসব করেছে, এই যজ্ঞ পুরুষের তাই পুনরুৎপত্তি, আর এর যে মৃত্যু তা তার অবভৃত অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপ্তির পর স্নান স্বরূপ। ঘোর আঙ্গিরস নামে ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন। তাতে কৃষ্ণ নিস্পৃহ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুকালে মানুষ এই তিন মন্ত্র উচ্চারণ করবে—তুমি অক্ষয়, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণ সংশিত। এ বিষয়ে এই দুটি ঋক্ আছে। যে জ্যোতি দ্যুলোকে দীপ্তি পাচ্ছে, জগ-তের বীজ স্বরূপ ও দিনের আলোর মতো সর্বব্যাপী, বিদ্বান সেই পরম জ্যোতি দর্শন করেন। অজ্ঞানান্ধকারের অতীত সেই জ্যোতিকে নিজের হৃদয় নিহিত জ্যোতি রূপে দর্শন করে আমরা দেবতাদের মধ্যে দ্যুতিমান পরমেশ্বর স্বরূপ সর্বোত্তম জ্যোতিকেই লাভ করেছি।

মনই ব্রহ্ম, এই উপাসনা করবে। ইহাই অধ্যাত্ম উপাসনা। আকাশই ব্রহ্ম, ইহা অধিদৈবত উপাসনা। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ—বাক্ প্রাণ চক্ষু ও কর্ণ এর এক এক পাদ। এই হল অধ্যাত্ম উপাসনা। অধিদৈবত উপাসনায় অগ্নি বায়ু আদিত্য ও দিক এক এক পাদ। বাক্ ব্রহ্মের চতুর্থ পদ। তা অগ্নিরূপ জ্যোতিতে দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। যিনি এ কথা জানেন, তিনি কীর্তি যশ ও বেদজ্ঞানের তেজে দীপ্তি পান ও তাপ দেন। প্রাণ চক্ষু ও কর্ণও ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। প্রাণ বায়ুর জ্যোতিতে, চক্ষু আদিত্যের জ্যোতিতে ও কর্ণ দিকের জ্যোতিতে দীপ্তি পায় ও তাপ দেয়। যিনি এ সব কথা জানেন, তিনি কীর্তি যশ ও ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন ও তাপ দেন।

আদিত্যই ব্রহ্ম। এই জগৎ পূর্বে অসৎ ছিল, তা সৎ হল ও ডিম্বে পরি-ণত হল। এক বৎসর তা স্পন্দনহীন অবস্থায় ছিল, তারপর বিভিন্ন হল। একভাগ রজতময় ও অন্যভাগ হল সুবর্ণময়। রজতময় অংশই পৃথিবী এবং সুবর্ণময় অংশ দ্যুলোক। যা জরায়ু তা পর্বত, যা উল্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম গর্ভবেষ্টন তা মেঘ ও তুষার, যা ধমনী তা নদী এবং বস্তির অর্থাৎ

মূত্রাশয়ের জলই সমুদ্র। তারপর যা উৎপন্ন হল তা সূর্য। তাতে উলু-ধ্বনি হল এবং প্রাণী ও কাম্যবস্তু উৎপন্ন হল। এই জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় উলুধ্বনি হয় এবং সমস্ত জীব ও কাম্যবস্তু উত্থিত হয়। যিনি সূর্যকে এই রূপ জেনে তাঁকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, সমস্ত মঙ্গলধ্বনি তাঁর নিকটে এসে তাঁকে সুখ দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জানশ্রুতি পৌত্রায়ন ও রৈক্কের আখ্যায়িকা

জানশ্রুতি পৌত্রায়ন শ্রদ্ধায় অনেক দান করতেন এবং অনেক অন্ন পাক করাতেন। সবাই আমার অন্ন আহার করুক, এই উদ্দেশে সব দিকে পান্থশালা নির্মাণ করিয়েছিলেন। এক রাত্রে হংসরা উড়ে যাচ্ছিল। একটি হংস তার অগ্রগামী আর এক হংসকে বলল, ভল্লাক্ষ, জানশ্রুতি পৌত্রা-য়নের জ্যোতি আকাশের মতো বিস্তৃত আছে, তা স্পর্শ কোরো না। তোমাকে যেন তা দগ্ধ না করে। দ্বিতীয় হংস বলল, কাকে তুমি জোয়ালে আবদ্ধ রৈক্কর ন্যায় বলছ? প্রথম হংস বলল, তুমিই বা কার কথা বলছ? দ্বিতীয় হংস বলল, চার অঙ্কের পাশায় কৃত জয় করলে যেমন ত্রেতা দ্বাপর ও কলিও জয় করা হয়, তেমনি এই সমস্তই রৈক্কর অধীন। লোকে যা কিছু ভাল কাজ করে তা রৈক্কের অন্তর্ভূত হয়। রৈক্ক যা জানে তা অন্যে জানলে তারও সেই ফললাভ হয়।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ন এই কথা শুনেছিলেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ করে তিনি তাঁর সারথিকে হংসদের সংলাপের কথা বললেন। সারথি অনু-সন্ধান করে এসে বলল, আমি তাঁকে পেলাম না। জানশ্রুতি বললেন, যেখানে ব্রাহ্মণেরা থাকেন, সেখানে তাঁর অনুসন্ধান করতে যাও। শক-টের নিচে বসে একজন চুলকানি চুলকাচ্ছিল। সারথি তার নিকটে বসে জিজ্ঞাসা করল, আপনিই কি শকটবান রৈক্ক? নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে তিনি উত্তর দিলেন, আমিই রৈক্ক। জেনেছি, ভেবে সারথি ফিরে গেল।

তারপর জানশ্রুতি পৌত্রায়ন ছয় শো গাভী, সোনার কণ্ঠহার ও অশ্ব-

তরীযুক্ত রথ নিয়ে সেখানে গিয়ে রৈক্ককে বললেন, আপনার জন্য এই সব আনা হয়েছে। আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, তাঁর বিষয়ে উপদেশ দিন। রৈক্ক তাঁকে বললেন, হে শূদ্র, এই হার রথ ও গাভী তোমারই থাক। এরপর জানশ্রুতি পৌত্রায়ন সহস্র গাভী রথ হার ও নিজের দুহিতাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রৈক্ককে বললেন, আপনাকে এই সমস্তর সঙ্গে এই জায়া ও যে গ্রামে বাস করেন তাও দিচ্ছি। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। সেই কন্যার মুখ তুলে রৈক্ক বললেন, হে শূদ্র, তুমি এই সমস্ত এনেছ। এই মুখ দিয়েই আমাকে কথা বলাচ্ছ।

মহাবৃষ প্রদেশে রৈক্কপর্ণ গ্রামে বাস করেই রৈক্ক জানশ্রুতিকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বায়ু সর্বগ্রাস, অগ্নি নির্বাপিত হয়ে বায়ুতে লীন হয় এবং সূর্য ও চন্দ্র ও অস্তমিত হয়ে বায়ুতে লীন হয়। জল বিশুষ্ক হয়ে বায়ুতে যায়। বায়ু এই সমস্ত সংহার করে। ইহা অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা বিষয়ক উপাসনা। অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহ বিষয়ক উপাসনা হল, প্রাণ সর্বগ্রাস। কারণ পুরুষ নিদ্রিত হলে বাক্ চক্ষু কর্ণ ও মন প্রাণে প্রবেশ করে। প্রাণই এই সমস্ত বিনাশ করে। দেবতাদের মধ্যে বায়ু ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণ এই দুই-ই সর্বগ্রাস।

এরপর কপিপুত্র শৌনক ও কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারীকে যখন অন্ন পরিবেশন করা হচ্ছিল, তখন এক ব্রহ্মচারী এসে ভিক্ষা চাইল। কিন্তু তারা তাকে ভিক্ষা দিল না। সেই ব্রহ্মচারী বলল, এক দেবতা চারজন মহাত্মাকে গ্রাস করেছেন। তিনি কে? কে ভুবনের রক্ষক? হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারী, বহুরূপে বিদ্যমান সেই দেবতাকে মানুষ দেখতে পায় না। যার জন্য এই অন্ন, তাকেই তা দিলে না।

শৌনক কাপেয় চিন্তিত হয়ে সেই ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়ে বললেন, যিনি দেবতাদের আত্মা, প্রজাদের জনয়িতা হিরণ্যদন্ত ভক্ষণশীল ও মেধাবী, অপরে যাকে ভক্ষণ করতে পারে না এবং যিনি অন্ন নয় এমন বস্তুও ভক্ষণ করেন, জ্ঞানীরা তাঁর মহিমাকে মহান্ বলেন। হে ব্রহ্মচারী, আমরা তাঁরই উপাসনা করি। এঁকে ভিক্ষা দাও। তখন তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া হল। বায়ু ও তার খাদ্য প্রধান পাঁচ ও প্রাণ ও তার খাদ্য দ্বিতীয় পাঁচ

এই দশ মিলিত হয়ে কৃত হয়। এই জন্য সর্ব দিকে কৃত ও অন্নের সংখ্যা দশ। ইহাই বিরাট ও অন্নভোক্তা। এর দ্বারাই সব দৃষ্ট হয়। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সব দিকের সব কিছু দেখতে পান ও অন্নাদ হন।

সত্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে সম্বোধন করে বলল, হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুগৃহে বাস করব। আমার কী গোত্র ? জবালা তাকে বলল, হে তাত, তোমার কোন্ গোত্র তা আমি জানি না। যৌবনে অনেক বিচরণ করে অন্যের পরিচর্যা করবার সময় আমি তোমাকে লাভ করেছি। তোমার কোন্ গোত্র তা আমি জানি না। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম। সুতরাং বোলো, আমি সত্যকাম জাবাল।

সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতমের নিকটে গিয়ে বলল, আপনার নিকটে আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাস করব। এই জন্যই আপনার নিকটে এসেছি। গৌতম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সৌম্য, তুমি কোন্ গোত্রীয় ? সত্যকাম বলল, ভগবান, আমি কোন্ গোত্রীয় তা আমি জানি না। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছেন, যৌবনে অনেক বিচরণ করে অন্যের পরিচর্যা করবার সময় তোমাকে পেয়েছি। এই অবস্থায় আমি জানি না, তুমি কোন্ গোত্রীয়। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম। সুতরাং বোলো, আমি সত্যকাম জাবাল।

গৌতম সত্যকামকে বললেন, অব্রাহ্মণ কখনও এ রকম বলতে সমর্থ হয় না। তুমি সমিধ কাষ্ঠ নিয়ে এসো, আমি তোমাকে উপনীত করব। সত্য থেকে তুমি বিচলিত হোয়ো না।

তার উপনয়ন হবার পর তিনি চারশো দুর্বল ও কৃশ গরু বার করে বললেন, হে সৌম্য এদের অনুগমন কর।

তাদের নিয়ে প্রস্থান করবার সময় সত্যকাম বলল, সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হলে আমি ফিরব না।

এইরূপে সে বহু বর্ষ প্রবাসে কাটাল। তাদের সংখ্যা যখন এক সহস্র হল তখন একটি বৃষ তাকে বলল, সত্যকাম, আমরা সংখ্যায় সহস্র

হয়েছি। আচার্যকুলে আমাদের নিয়ে চল। তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলছি। পূর্ব দিক ব্রহ্মের এক কলা, পশ্চিম দিক এক কলা। দক্ষিণদিক এক কলা ও উত্তর দিক এক কলা। হে সৌম্য, এই হল ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ। যিনি একে এইরূপ জেনে ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে প্রকাশবান রূপে উপাসনা করেন, তিনি লোকে প্রতিষ্ঠাবান হন এবং উজ্জ্বল লোক জয় করেন। অগ্নি তোমাকে আর এক পাদ বলবেন।

পরদিন সত্যকাম সমস্ত গরু নিয়ে যাত্রা করল। সায়ংকালে যেখানে সমস্ত গরু একত্র হল, সেখানে সে আগুন জ্বেলে গরুদের আবদ্ধ করে কাঠ সংগ্রহ করে আগুনের পিছনে পূর্ব মুখ হয়ে উপবেশন করল। অগ্নি তাকে উচ্চস্বরে বললেন, সত্যকাম, তোমাকে আমি ব্রহ্মের এক পাদ বলি। পৃথিবী এক কলা, অন্তরিক্ষ এক কলা, দ্যুলোক এক কলা, সমুদ্র এক কলা। হে সৌম্য, এই হল ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ। এর নাম অনন্তবান। যিনি একে এইরূপ জেনে ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে অনন্তবান বলে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান হন এবং অনন্তবান লোক জয় করেন। হংস তোমাকে ব্রহ্মের আর এক পাদ বলবে।

পরদিন সত্যকাম গরু নিয়ে আবার যাত্রা করল। সায়ংকালে তারা যেখানে একত্র হল, সেখানে সে আগুন জ্বেলে গরুদের অবরুদ্ধ করে কাঠ সংগ্রহ করে আগুনের পিছনে পূর্বমুখ হয়ে উপবেশন করল। হংস তার নিকটে উড়ে এসে বলল, সত্যকাম, তোমাকে আমি ব্রহ্মের আর এক পাদ বলি। অগ্নি এক কলা, সূর্য এক কলা, চন্দ্র এক কলা ও বিদ্যুৎ এক কলা। হে সৌম্য, এই হল ব্রহ্মের এক চতুষ্কল পাদ। এর নাম জ্যোতিষ্মান। যিনি একে এই রূপ জেনে ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে জ্যোতিষ্মান বলে উপসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান হন এবং জ্যোতির্ময়লোক লাভ করেন। মদ্‌গু অর্থাৎ পানকৌড়ি তোমাকে আর এক পাদ বলবে।

পরদিন সত্যকাম গরু নিয়ে আবার যাত্রা করল। সায়ংকালে যেখানে তারা একত্র হবে, সেখানে সত্যকাম আগুন জ্বেলে গরুদের অবরোধ করে সমিধ হাতে আগুনের পিছনে পূর্ব মুখে উপবেশন করল। মদ্‌গু তার নিকটে উড়ে এসে উচ্চস্বরে বলল, সত্যকাম, তোমাকে আমি ব্রহ্মের

এক পাদ বলি। প্রাণ এক কলা, চক্ষু এক কলা, কর্ণ এক কলা, মন এক কলা। হে সৌম্য, এই হল ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ। এর নাম আয়তনবান। যিনি একে এইরূপ জেনে ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে আয়তনবান বলে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান অর্থাৎ আশ্রয়বান হন ও আয়তনযুক্ত লোক লাভ করেন।

সত্যকাম আচার্যের গৃহে উপস্থিত হলে আচার্য গৌতম তাকে সম্বোধন করে বললেন, সত্যকাম, তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তিমান হয়েছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়েছে?

সত্যকাম বলল, মানুষ ভিন্ন অন্য কেউ। আপনি আমাকে অভীষ্ট বিষয়ে উপদেশ দিন। আপনার মতো ব্যক্তির নিকটে শুনেছি যে আচার্যের নিকটে বিদ্যালাভ করলেই তা কল্যাণতম হয়।

আচার্য সত্যকামকে সেই সমস্তই বললেন, তার কিছুই পরিত্যক্ত হল না।

উপকোসল কামলায়ন সত্যকাম জাবালের নিকটে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাস করেছিল এবং বারো বৎসর গুরুর অগ্নি পরিচর্যা করেছিল। সত্য-কাম অন্য শিষ্যদের সমাবর্তন করালেন, কিন্তু উপকোসলকে সমাবর্তন করালেন না। তাঁর পত্নী তাঁকে বললেন, ব্রহ্মচারী তপস্যাযুক্ত হয়ে নিপুণ ভাবে অগ্নির পরিচর্যা করেছে। অগ্নি যেন তোমাকে নিন্দা না করে। তুমি একে উপদেশ দাও।

কিন্তু তিনি উপদেশ না দিয়েই প্রবাসে চলে গেলেন। মনের দুঃখে উপ-কোসল অনশন ব্রত নিল। তখন আচার্য জায়া তাঁকে বললেন, ব্রহ্মচারী, তুমি আহার কর। আহার করছ না কেন?

উপকোসল বলল, আমার মধ্যে নানা রকমের কামনা আছে, নানা ব্যাধিতে আমি পূর্ণ। তাই আহার করব না।

তারপর অগ্নিগণ পরস্পর বলতে লাগলেন, এই তপস্যানিরত ব্রহ্মচারী সযত্নে আমাদের পরিচর্যা করেছে। আমরা একে উপদেশ দিই। এরপর তাঁরা বললেন, প্রাণই ব্রহ্ম, ক অর্থাৎ মুখই ব্রহ্ম এবং খ অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম।

উপকোসল বলল, প্রাণ যে ব্রহ্ম তা জানি। কিন্তু ক ও খ যে ব্রহ্ম, তা জানি না।

তারা বললেন, যা ক তাই খ এবং যা খ তাই ক।

অগ্নিরা উপকোসলকে ব্রহ্মই প্রাণ ও আকাশ, এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর গার্হপত্য অগ্নি উপকোসলকে বললেন, পৃথিবী অগ্নি অন্ন ও আদিত্য, তা আমার বা ব্রহ্মের তনু। আদিত্য মণ্ডলে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি। যিনি একে এই প্রকার জেনে উপাসনা করেন, তিনি পাপ বিনাশ করে লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ুলাভ করে দীর্ঘ জীবন ধারণ করেন। তাঁর সন্তান বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে ও পরলোকেও আমরা তাঁকে রক্ষা করি।

তারপর দক্ষিণাগ্নি উপকোসলকে এই উপদেশ দিলেন, জল দিক নক্ষত্র ও চন্দ্রমা—এরা আমার বা ব্রহ্মের তনু। চন্দ্রে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি। যিনি একে এই রকম জেনে উপাসনা করেন, তিনিও পাপ বিনাশ করে লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ু পেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। তাঁর অধস্তন পুরুষেরা ক্ষয় হন না, আমরা ইহলোক ও পরলোকে তাঁদের রক্ষা করি।

আবহ অগ্নিও তাকে এই উপদেশ দিলেন, প্রাণ আকাশ দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ—এরা আমার বা ব্রহ্মের তনু। বিদ্যুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই আমি। যিনি একে এইভাবে জেনে উপাসনা করেন, তিনি পাপ বিনাশ করে লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ু লাভ করে দীর্ঘ জীবন ধারণ করেন। তাঁর অধস্তন পুরুষরা বিনষ্ট হয় না, ইহলোক ও পরলোকে আমরা তাকে রক্ষা করি।

অগ্নিরা তাকে বললেন, হে উপকোসল, তোমাকে এই অগ্নিবিদ্যা ও আত্ম-বিদ্যা বলা হল। আচার্য তোমাকে পরলোকে যাবার পথের বিষয় বল-বেন।

এই সময়ে আচার্য প্রবাস থেকে ফিরে এলেন। তিনি তাকে বললেন, উপকোসল, ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখ দীপ্তি পাচ্ছে। তোমাকে কে উপদেশ দিয়েছে?

উপকোসল বলল, ভগবন, কে আমাকে উপদেশ দেবে ? এই বলে বিষয়টা যেন গোপন করল। তারপর আঙুল দিয়ে অগ্নিদের লক্ষ্য করে বলল, এই প্রকার যে অগ্নি, এ নিশ্চয়ই অন্য প্রকার।

অগ্নিরা তোমাকে কী বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন ?

উপকোসল বলল, এই উপদেশ।

আচার্য বললেন, এঁরা তোমাকে লোকের কথা বলেছেন, আমি তোমাকে তাঁর কথা বলব। পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁতে পাপ সংশ্লিষ্ট হয় না।

উপকোসল বলল, আপনি আমাকে বলুন।

আচার্য বললেন, চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। এই জন্যই কেউ ঘৃত বা জল চোখে নিক্ষেপ করলে তা চোখের উভয় প্রান্তে যায়। এঁকে সংযদ্বাম বলা হয়, কারণ সমস্ত বাম অর্থাৎ সুন্দর বস্তু এঁকে আশ্রয় করে। যিনি এই প্রকার জানেন, সমস্ত সুন্দর বস্তু তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অক্ষিপুরুষই বামনী, কারণ তিনি সমস্ত বাম অর্থাৎ কল্যাণ প্রাপ্ত করান। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সব কল্যাণের বাহক। এই পুরুষই বামনী, কারণ ইনিই সর্বলোকে প্রতিভাত হন। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সর্বলোকে দীপ্তি পান। মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হোক বা না হোক, তিনি অর্চি অর্থাৎ জ্যোতিতে গমন করেন, অর্চি থেকে দিবসে, দিবস থেকে শুক্লপক্ষে, তা থেকে উত্তরায়ণ, ও পরে সম্বৎসরে, সম্বৎসর থেকে আদিত্যে, সেখান থেকে চন্দ্রমায় এবং চন্দ্রমা থেকে বিদ্যুতে গমন করেন। তখন সেই স্থানের এক অমানুষিক পুরুষ তাঁদের ব্রহ্মে নিয়ে যান। এটাই দৈবপথ, এটাই ব্রহ্মপথ। এখানে গেলে মানুষকে আর সংসার আবর্তে ফিরে আসতে হয় না।

এই যিনি পবিত্র করেন, ইনিই অর্থাৎ এই বায়ুই যজ্ঞ। তিনিই প্রবাহিত হয়ে সমস্ত পবিত্র করেন বলে, তিনিই যজ্ঞ। মন ও বাক্য তাঁর দুটি পথ। ব্রহ্মা নামে ঋত্বিক-এর একটি পথকে মন দিয়ে সম্পন্ন বা সংশোধন করেন। হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা বাক্য দিয়ে অপরটিকে সম্পন্ন

করেন। প্রাতে পঠনীয় অনুবাক্ আরম্ভ হবার পর এবং পরিধানীয় নামে ঋক্ পাঠ করবার পূর্বে যদি ব্রহ্মা মৌনাবলম্বন ত্যাগ করে বাক্য উচ্চারণ করেন, তবে তিনি একটি পথকেই সংস্কৃত করেন। কিন্তু অন্য পথটি বিনষ্ট হয়। যেমন একপদ মানুষ বা এক চক্র রথ চলতে গেলেই বিনষ্ট হয়, তেমনি এঁর যজ্ঞও বিনষ্ট হয়। যজ্ঞ বিনষ্ট হলে যজমানও বিনষ্ট হয়, যজ্ঞকরে পাপী হয়। আর যে যজ্ঞে প্রাতে পঠনীয় অনুবাক্ আরম্ভ হবার পর ও পরিধানীয় ঋক্ পাঠ করবার পূর্বে ব্রহ্মা বাক্য উচ্চারণ করেন না, সে যজ্ঞে উভয় পথই সংস্কৃত হয়, কোনটিই হীন হয় না। যেমন মানুষ দুই পায়ে ও রথ দুই চাকায় চলতে গেলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তেমনি এর যজ্ঞও প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সে যজ্ঞ করে শ্রেয়ো লাভ করে।

প্রজাপতি লোক সমূহ উদ্দেশ করে তপস্যা করলেন। তা থেকে তিনি রস উদ্ধার করলেন। পৃথিবী থেকে অগ্নি, অন্তরীক্ষ থেকে বায়ু ও দ্যুলোক থেকে আদিত্যকে উদ্ধার করলেন। তিনি এই তিন দেবতাকে উদ্দেশ করে তপস্যা করলেন। তাতে অগ্নি থেকে ঋক্, বায়ু থেকে যজুঃ ও আদিত্য থেকে সাম উদ্ধার করলেন। প্রজাপতি এই ত্রয়ী বিদ্যার তপস্যা করলেন। তাতে তিনি ঋক্ থেকে ভূঃ, যজুঃ থেকে ভুবঃ ও সাম থেকে স্বঃ উদ্ধার করলেন। এইজন্যই ঋক্ প্রয়োগের দোষে যজ্ঞের অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকলে ভূঃ স্বাহা বলে গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করবে। তা ঋকের রস ও বীর্যে সম্ভাব্য দোষের প্রতিবিধান হবে। যদি যজুঃ প্রয়োগের দোষে কোন অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ভুবঃ স্বাহা বলে দক্ষিণাগ্নিতে হোম করবে। তাতে যজুর রস ও বীর্যে সম্ভাব্য অনিষ্টের প্রতিবিধান হবে। এই ভাবেই সামের ত্রুটিতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকলে স্বঃ স্বাহা বলে আহবনীয় অগ্নিতে হোম করবে। তাতে সাম প্রয়োগের দোষে অনিষ্টের সম্ভাবনা সামের রস ও বীর্যে প্রতিহত হবে। যেমন লবণে সুবর্ণ, সুবর্ণে রজত, রজতে রঙ্গ, রঙ্গে সীসা, সীসায় লোহা, লোহায় চর্ম ও চর্মে কাঠ সংযোজিত করা হয়। তেমনি এই লোকের, দেবতাদের ও ত্রয়ী বিদ্যার বীর্যে যজ্ঞের সম্ভাব্য অনিষ্টের প্রতিবিধান করা হয়। এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞে ঋত্বিক হন, সেই যজ্ঞ সুচিকিৎসিত হয়।

উত্তরায়ণ পথে যাবার উপায় স্বরূপ। এই রকম ব্রহ্মার সম্বন্ধে গাথা আছে—যে যে স্থানে ক্ষত হয়, ব্রহ্মা সেই স্থানেই যান। মননশীল ব্রহ্মাই একমাত্র ঋত্বিক। ঘোটকী যেমন কুরু বা যোদ্ধাকে রক্ষা করে, তেমনি এই রকম জ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মা যজ্ঞ যজমান ও সমস্ত ঋত্বিককে রক্ষা করেন। সুতরাং যিনি এ সব জানেন, তাঁকেই ব্রহ্মা ঋত্বিকরূপে নিয়োগ করবে, যিনি জানেন না তাঁকে নিযুক্ত করবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার উপাসনা

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি স্বজনের মধ্যে বসিষ্ঠই হন। বাক্ই বসিষ্ঠ। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোক ও পর-লোক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা। যিনি সম্পদকে জানেন, তাঁর জন্য সমস্ত দৈব ও মানুষের কাম্য বস্তু উপস্থিত হয়। শ্রোত্রই সম্পদ। যিনি আয়তন বা আশ্রয়কে জানেন, তিনিই স্বজনের আয়তন হন। মনই আয়তন।

এক সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। সকলেই বলল, আমি শ্রেষ্ঠ। প্রাণ পিতা প্রজাপতির নিকটে গিয়ে বলল, ভগবান, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে বহির্গত হলে দেহ পাপিষ্ঠতর হয়, সেই শ্রেষ্ঠ।

বাক্ দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। সে এক বৎসর প্রবাসে থেকে ফিরে এসে বলল, আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে?

অন্য ইন্দ্রিয়রা বলল, মূক যেমন কথা বলে না, অথচ নিঃশ্বাস নিয়ে জীবন ধারণ করে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে চিন্তা করে, তেমনি করে।

তারপর বাক্ দেহে প্রবেশ করল এবং চক্ষু দেহ থেকে চলে গেল। সেও এক বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে এসে বলল, আমার অভাবে তোমরা কেমন ভাবে জীবিত ছিলে ?

ইন্দ্রিয়রা বলল, অন্ধ যেমন দেখতে পায় না, অথচ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে জীবন ধারণ করে, বাক্ কথা বলে, কান শোনে, মন চিন্তা করে, তেমনি করে।

এরপর চক্ষু দেহে প্রবেশ করল এবং কর্ণ দেহ ছেড়ে চলে গেল। সেও এক বছর প্রবাসে কাটিয়ে ফিরে এসে বলল, আমার অভাবে তোমরা কেমন করে জীবিত ছিলে ?

ইন্দ্রিয়রা বলল, বধির যেমন শুনতে পায় না, অথচ প্রাণ দিয়ে প্রাণনের কাজ করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে ও মন দিয়ে চিন্তা করে, তেমনি করে।

তখন কর্ণ দেহে প্রবেশ করল এবং মন দেহ ছেড়ে চলে গেল। এক বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে সে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার অভাবে তোমরা কেমন ছিলে ?

ইন্দ্রিয়রা বলল, শিশু যেমন চিন্তা করে না, অথচ প্রাণ দিয়ে প্রাণন করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে ও কান দিয়ে শোনে, ঠিক তেমনি করে।

তখন মন দেহে প্রবেশ করল এবং প্রাণ দেহ ছেড়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সেই সময় উৎকৃষ্ট অথচ যেমন পাদবন্ধনের খুঁটি উৎপাটিত করে, তেমনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়দের উৎখাত করবার উপক্রম করল। তারা প্রাণের নিকটে এসে বলল, তুমিই আমাদের প্রভু হও, তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমি উৎক্রমণ কোরো না। বাক্ তাকে বলল, আমি যদি বসিষ্ঠ হই, তবে তুমিও বসিষ্ঠ। চক্ষু তাকে বলল, আমি যদি প্রতিষ্ঠা হই, তাহলে তুমিও প্রতিষ্ঠা। কান বলল, আমি যদি সম্পদ হই, তাহলে তুমিও সম্পদ। মন বলল, আমি যদি আয়তন হই, তবে তুমিও আয়তন। এইজন্যই পণ্ডিতরা ইন্দ্রিয়বর্গকে বাক্ চোখ কান বা মন বলেন না, বলেন প্রাণ। এ সমস্তই প্রাণ।

মুখ্য প্রাণ জিজ্ঞাসা করল, আমার কী অন্ন হবে ? ইন্দ্রিয়রা বলল, কুকুর

ও শকুনি থেকে আরম্ভ করে যা কিছু আছে তা সবই। সমস্তই প্রাণের অন্ন। এই নাম প্রত্যক্ষ। যিনি এ জানেন, তাঁর কিছুই অভক্ষ্য নয়।

প্রাণ জিজ্ঞাসা করল, আমার কী আচ্ছাদন হবে ?—তারা বলল, জল। সেইজন্য লোকে ভোজনের পূর্বে ও পরে জল দিয়ে বেষ্টন করে। অন্ন বস্ত্র পায়, নগ্ন থাকে না।

সত্যকাম জাবাল ব্যাঘ্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে এই উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, যদি নীরস বৃক্ষ-কাণ্ডকেও এই উপদেশ দেওয়া হয়, তাহলে তাতেও শাখা ও পত্র উদ্‌গত হতে পারে। যদি কেউ মহত্ত্ব লাভ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে অমাবস্যায় দীক্ষা গ্রহণ করে পূর্ণিমার রাতে নানা রকম ওষধি মিলিয়ে পিষবে। সেই মন্থকে দধি ও মধুর সঙ্গে মিলিয়ে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা বলে আজ্য অগ্নিতে ও সম্পাত মন্থন পাত্রে নিক্ষেপ করবে। বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করবে। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা বলে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করবে। সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা বলে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করবে। আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা বলে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করবে। তারপর অগ্নির নিকট থেকে কিছু দূরে গিয়ে মন্থ নিয়ে এই মন্ত্র জপ করবে—হে মন্থ অর্থাৎ প্রাণ, তোমার নাম অম, এই সমস্ত তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি অর্থাৎ মন্থরূপী প্রাণ জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান ও অধিপতি। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব দীপ্তি ও আধিপত্য দিন। আমি সর্বাত্মক হতে চাই। তারপর তৎ সবিতুর্বৃণীমহে এই পদ উচ্চারণ করে একবার খাবে, বয়ম্ দেবস্য ভোজনম্ বলে একবার খাবে, শ্রেষ্ঠম্ সর্বধাত্মম্ বলে একবার খাবে এবং তুরং ভগস্য ধীমহি বলে সমস্ত পান করবে। তারপর তা কাংস বা চমস পাত্র যাই হোক, তা ধুয়ে অগ্নির পিছনে বাক্য ও চিত্তকে সংযত করে চর্মের উপরে বা মাটিতে শয়ন করবে। স্বপ্নে যদি সে স্ত্রীলোক দর্শন করে, তবে জানবে যে তার কর্ম সার্থক হয়েছে। এ বিষয়ে শ্লোক আছে—যদি কাম্য কর্মে স্ত্রীলোক দর্শন হয় তো জানবে যে সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

শ্বেতকেতু প্রবাহণ সংবাদ

একদা শ্বেতকেতু আরুণেয় পাঞ্চাল রাজসভায় গিয়েছিলেন। সেখানে প্রবাহন জৈবলি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, হে কুমার, তোমার পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন ?—শ্বেতকেতু বলল, নিশ্চয়ই দিয়েছেন। প্রবাহন জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর পর প্রাণীরা উর্ধ্বে কোন্ দেশে যায় তা জানো ?—শ্বেতকেতু বলল, জানি না। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করলেন, যে ভাবে প্রাণীরা ফিরে আসে তা কি জানো ?—শ্বেতকেতু বলল, না। প্রবাহন জিজ্ঞাসা করলেন, দেবযান ও পিতৃযান কোথায় পৃথক হয়েছে, তা জানো কি ?—শ্বেতকেতু বলল, তাও জানি না। প্রবাহন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো পিতৃলোক কেন পূর্ণ হয় না ? শ্বেতকেতু বলল, না। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো পঞ্চমী আহুতিতে জলকে কেন পুরুষ বলা হয় ? শ্বেতকেতু বলল, জানি না। তখন প্রবাহণ বললেন, তবে তুমি কেন বলেছিলে যে আমি উপদিষ্ট হয়েছি ? এ সব কথা যে জানে না, সে কী ভাবে উপদিষ্ট হয়েছি বলতে পারে ?

শ্বেতকেতু মনের দুঃখে পিতার নিকটে ফিরে এসে বলল, আপনি আমাকে উপদেশ না দিয়েই বলেছিলেন, তোমাকে দিলাম। সেই রাজন্য বন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তাঁর একটিরও উত্তর দিতে পারি নি। তুমি আমাকে যে সব প্রশ্নের কথা বললে, আমি এর একটিও জানি না। আমি জানলে তোমাকে বলতাম না কেন !

তারপর গৌতম রাজভবনে উপস্থিত হলেন। অভ্যাগতকে রাজা সমাদর করলেন। প্রাতে রাজা সভায় এলে গৌতমও সেখানে গেলেন। রাজা বললেন, মানুষের যোগ্য বিত্তের বর প্রার্থনা করুন।

গৌতম বললেন, মানুষের বিত্ত আপনারই থাক। আপনি আমার পুত্রকে যে কথা বলেছিলেন, আমাকে তাই বলুন।

রাজা এ কথা শুনে বিষণ্ণ হলেন। তিনি আজ্ঞা করলেন, দীর্ঘকাল এখানে বাস করুন।

তারপর একদিন তাঁকে বললেন, আপনি আমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন, এই বিদ্যা পুরাকালে আপনার আগে কেউ লাভ করেন নি। এজন্য সর্বলোকে ক্ষত্রিয়দেরই ক্ষমতা ছিল। তারপর তিনি উপদেশ দিলেন, দ্যুলোকই অগ্নি। আদিত্য তার কাষ্ঠ, রশ্মি ধূম, দিন শিখা, চন্দ্র অঙ্গার ও নক্ষত্র স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা শ্রদ্ধাকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন এবং তা থেকেই সোমরাজা চন্দ্র উৎপন্ন হয়। পর্জন্য ও অগ্নি। বায়ু তার কাষ্ঠ, মেঘ ধূম, বিদ্যুৎ শিখা, বজ্র অঙ্গার ও মেঘ গর্জন স্ফুলিঙ্গ। দেবতারা সেই অগ্নিতে সোমরাজকে আহুতি অর্পণ করেন এবং তা থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীও অগ্নি। সম্বৎসব তার রসমিধ। আকাশ ধূম, রাত্রি শিখা, দিক অঙ্গার ও মধ্যবর্তী কোণ স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিকে আহুতি দেন এবং তা থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়। পুরুষও অগ্নি। বাক্ তার সমিধ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা শিখা, চক্ষু অঙ্গার ও কর্ণ স্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এই অগ্নিতে অন্ন আহুতি দেন এবং এর থেকে শুক্র উৎপন্ন হয়। স্ত্রীও অগ্নি। উপস্থ তার সমিধ, সম্ভাষণ ধূম, যোনি শিখা, মৈথুন অঙ্গার ও স্বল্পসুখ স্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এই অগ্নিতে শুক্র আহুতি দেন এবং তা থেকে গর্ভ সঞ্চার হয়। এই জন্যই পঞ্চমী আহুতিতে জলকে পুরুষ বলা হয়। জরায়ুতে আবৃত সেই গর্ভ নয় বা দশ মাস অথবা যত দিন দরকার তত দিন অভ্যন্তরে বাস করে উৎপন্ন হয়। জন্মগ্রহণের পর যত দিন আয়ু তত দিন জীবিত থাকে। নির্দিষ্ট নিয়মে দেহত্যাগ করবার পর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য তাকে অগ্নিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অগ্নি থেকেই সে এসেছে এবং এই অগ্নি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। যাঁরা এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন এবং যাঁরা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করেন, তাঁরা অর্চিতে গমন করেন। অর্চি থেকে দিনে, দিন থেকে শুক্লপক্ষে, তা থেকে উত্তরায়ণে যান। মাস থেকে সম্বৎসরে, তারপর আদিত্যে, আদিত্য থেকে চন্দ্রে ও চন্দ্র থেকে বিদ্যুতে যান। সেখানে এক অমানব পুরুষ তাঁকে ব্রহ্মলাভ করায়। এই হল দেবযান পথ। আর যাঁরা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত দানাদির অনুষ্ঠান করে, তারা মৃত্যুর পর ধূমে গমন করে। ধূম থেকে রাত্রিতে, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ থেকে দক্ষিণায়নে যায়। এরা সম্বৎসরে যায় না। মাস থেকেই পিতৃলোকে, পিতৃ-

লোক থেকে আকাশে, আকাশ থেকে চন্দ্রলোকে যায়। এই চন্দ্রই সোমরাজা, দেবতাদের অন্ন, দেবতারাই একে ভক্ষণ করেন। যত দিন কর্মক্ষয় না হয় তত দিন চন্দ্রমণ্ডলে বাস করে যে পথে গিয়েছিল সেই পথেই আকাশে ফিরে আসে। আকাশ থেকে বায়ুতে যায়, বায়ু থেকে ধূম হয় এবং ধূম থেকে অভ্র, অভ্র থেকে মেঘ হয়ে বর্ষণ করে। তারপর তারা এই পৃথিবীতে ধান যব ওষধি ও বনস্পতি তিল ও মাষ এইরূপে জন্মায়। এই অবস্থা থেকে নিঃসরণ খুব কঠিন। যে যে প্রাণী অন্ন খায় ও সন্তানের জন্ম দেয়, সেই সমস্ত প্রাণীরূপে পুনরায় জন্মায়। তাদের মধ্যে যারা পূর্বজন্মে এই পৃথিবীতে রমণীয় আচরণ করেছিল, তারা রমণীয় যোনিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং যারা কুৎসিত কর্ম করেছিল তারা কুৎসিত যোনিতে অর্থাৎ কুকুর শূকর বা চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। যারা এই উভয়ের কোন পথেই গমন করে না, তারা নিত্য আবর্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণী রূপে জন্মায়। তারা জন্মায় আর মরে। অর্থাৎ তাদের জীবন এতই ক্ষণস্থায়ী যে জন্ম দেবার পরেই তারা মারা যায়। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যু ছাড়া তাদের জীবনে আর কোন ঘটনা নেই। ইহা তৃতীয় স্থান বলে চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না। তাই সংসার গতিকে ঘৃণা করতে হয়। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে, সুবর্ণ অপহরণকারী সুরাপানকারী গুরুপত্নীগামী ও ব্রাহ্মণঘাতক এই চার জন পতিত হয় এবং এদের সঙ্গে যে সংসর্গ করে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও পতিত হয়। কিন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, তিনি এদের সংসর্গ করেও পাপে লিপ্ত হন না। যিনি এসব জানেন, তিনি শুদ্ধ ও পূত এবং তিনি পুণ্যলোকগামী হন।

অশ্বপতি ও ষড়্‌ব্রাহ্মণ সংবাদ

উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল পুলুষ পুত্র সত্যযজ্ঞ ভাল্লবি পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন শর্করাক্ষ পুত্র জন ও অশ্বতরাশ্ব পুত্র বুড়িল—এই মহাগৃহস্থ ও দেবজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্মিলিত হয়ে কে আমাদের আত্মা ও ব্রহ্ম কী এই বিচার করেছিলেন। তাঁরা স্থির করলেন, সম্প্রতি উদ্দালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে জানেন, চলুন আমরা তাঁর নিকটে যাই। তার-

পর তাঁরা তাঁর নিকটে গেলেন।

উদ্দালক স্থির করলেন, এই সব মহাগৃহস্থ মহা শ্রোত্রিয় আমাকে প্রশ্ন করবেন, হয়তো আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। তাই এঁদের অন্য উপদেষ্টার কথা বলে দিই। এই স্থির করে তিনি তাঁদের বললেন, হে ভগবদ্‌গণ, সম্প্রতি কেকয় পুত্র অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে অবগত আছেন। চলুন আমরা তাঁর নিকটে যাই। তাঁরা তখন তাঁর নিকটে গেলেন।

অশ্বপতি সেই অভ্যাগতদের প্রত্যেককে পৃথক ভাবে পূজা করলেন। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করে তাঁদের বললেন, আমার রাজ্যে কোন চোর নেই অর্থাৎ এমন ব্রাহ্মণ নেই যে অগ্নিহোত্রী নয়, কোন অবিদ্বান নেই, কোন কদর্য ব্যক্তি নেই, ধনাহিতাগ্নি কেউ নেই, কোন ব্যভিচারী নেই। তাই ব্যভিচারিণী কোথা থেকে আসবে! হে ভগবদ্‌গণ। আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছি। এক এক জন ঋত্বিককে আমি যে পরিমাণ ধন দেব, আপনাদেরও সেই পরিমাণ ধন দেব। আপনারা এখানে বাস করুন।

তাঁরা বললেন, মানুষ যে উদ্দেশে আসে, তাই প্রথমে বলে থাকে। সম্প্রতি আপনি বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে অবগত আছেন, তাই আমাদের বলুন।

তিনি বললেন, ঔপমন্যব, আপনি কাকে আত্মা রূপে উপাসনাা করেন?

ঔপমন্যব বললেন, দ্যুলোককেই আমি আত্মা বলে উপাসনা করি।

অশ্বপতি বললেন, আপনি যাকে আত্মা বলে উপাসনা করেন, ইনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ তেজসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্য আপনার কুলে সুত প্রসুত ও আসুত দৃষ্ট হয়। এই জন্যই অন্ন ভোজন করছেন, প্রিয়-জন দেখছেন বা প্রিয় বস্তু লাভ করছেন। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয়জন দর্শন করেন ও তাঁর কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। কিন্তু এই দ্যুলোক আত্মার মূর্ধন্য মাত্র। আপনি যদি আত্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য আমার নিকটে না আস-তেন তো আপনার মাথা খসে পড়ত।

তারপর রাজা সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে বললেন, আপনি কাকে আত্মারূপে উপাসনা করেন?

সত্যযজ্ঞ বললেন, আদিত্যকে।

রাজা বললেন, আপনি যাঁর উপাসনা করেন, তিনি বিশ্বরূপ নামে বৈশ্বানর আত্মা। সেই জন্য আপনার কুলে বিশ্বরূপ ধন দৃষ্ট হয়। অশ্বতরীযুক্ত রথ দাসী কণ্ঠহার এ সমস্তই আপনার অনুগত আছে এবং আপনি অন্ন ভোজন করছেন ও প্রিয় বস্তু দর্শন করছেন। যিনি এইভাবে বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয় বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁর কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। এই আদিত্য আত্মার চক্ষুমাত্র। আপনি যদি আমার নিকটে না আসতেন তো অন্ধ হয়ে যেতেন।

এরপর অশ্বপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বললেন, আপনি কাকে আত্মারূপে উপাসনা করেন?

ভাল্লবেয় বললেন, বায়ুকে। অশ্বপতি বললেন, আপনি যাঁর উপাসনা করেন, তিনি পৃথকবর্ত্মা নামে বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্যই নানাবিধবলি আপনার নিকটে উপস্থিত হয় এবং নানাবিধ রথ আপনার আপনার অনুগমন করে এবং আপনি অন্নভোজন করছেন। বৈশ্বানর আত্মাকে যিনি এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজন করেন, প্রিয় বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁর কুলে ব্রহ্মতেজ বর্তমান থাকে। কিন্তু এই বায়ু আত্মার প্রাণ এবং আপনি আমার নিকটে না এলে আপনার প্রাণ নির্গত হত।

তারপর অশ্বপতি জনকে বললেন, আপনি কাকে আত্মা বলে উপাসনা করেন?

জন বললেন, আকাশকে।

অশ্বপতি বললেন, ইনি বহুল নামে বৈশ্বানর আত্মা এবং এই জন্যেই আপনি সন্তান ও ধনে বহুল হয়েছেন অন্ন-ভোজন করছেন ও প্রিয়বস্তু দর্শন করছেন। বৈশ্বানর আত্মাকে এইভাবে উপাসনা করলে ব্রহ্মতেজও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আকাশ আত্মার মধ্যদেহ। আপনি আমার নিকটে না এলে আপনার দেহের মধ্যভাগ বিশীর্ণ হত।

এরপর অশ্বপতি বুড়িল অশ্বতরাশ্বিকে বললেন, আপনি কাকে আত্মা-

রূপে উপাসনা করেন ?

বুড়িল বললেন, জলকে। রাজা বললেন, ইনি রয়ি নামে বৈশ্বানর আত্মা এবং এই জন্যই আপনি রয়ি অর্থাৎ ধনবান ও পুষ্টিমান, অন্ন ভোজন করছেন এবং প্রিয় বস্তু ও দর্শন করছেন। এইভাবে আত্মার উপাসনা করলে ব্রহ্মতেজও বর্তমান থাকে। কিন্তু জল আত্মার বস্তিদেশ। আপনি আমার নিকটে না এলে আপনার বস্তি বিশীর্ণ হত।

তারপর অশ্বপতি উদ্দালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গৌতম, আপনি কাকে আত্মা বলে উপাসনা করেন ?

উদ্দালক বললেন, পৃথিবীকে।

রাজা বললেন, প্রতিষ্ঠা নামে বৈশ্বানর আত্মা এবং এই জন্যই আপনি সন্ততি ও পশু লাভ করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এর উপাসনায় কুলে ব্রহ্ম-তেজও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ইনি আত্মার পাদদ্বয় বলে আমার নিকটে আপনি না এলে আপনার পাদদ্বয় শিথিল হত। কিন্তু আপনারা এই বৈশ্বানর আত্মাকে পৃথক ভাবে কল্পনা করে অন্ন ভোজন করছেন। যিনি এঁকে সর্বত্র ব্যপ্ত ও অপরিমেয় রূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্বভূতে ও সব আত্মাতে অন্ন-ভোজন করেন। সুতেজা এই বৈশ্বানর আত্মার মূর্ধা, বিশ্বরূপ এর চক্ষু, পৃথক বর্ত্মাত্মা প্রাণ, বহুল শরীরের মধ্যভাগ, রয়ি বস্তি, পাদদ্বয় পৃথিবী, বেদি বক্ষস্থান, কুশ লোম, গার্হপত্য অগ্নি-হৃদয় দক্ষিণাগ্নি মন ও আহবনীয় অগ্নি এঁর মুখ। সেই জন্য যে অন্ন প্রথম উপস্থিত হয়, তাহা হোম স্থানীয়। অন্নভোক্তা প্রাণায় স্বাহা বলে প্রথম আহুতিকে হোমরূপে অর্পণ করবে। প্রাণ তৃপ্ত হলে চক্ষু তৃপ্ত হয়, চক্ষু তৃপ্ত হলে আদিত্য তৃপ্ত হয়, আদিত্য তৃপ্ত হলে স্বর্গলোক তৃপ্ত হয়, স্বর্গলোক তৃপ্ত হলে দ্যৌ ও আদিত্য কর্তৃক যা কিছু অধিষ্ঠিত তা সমস্তই তৃপ্ত হয়। এই তৃপ্তির জন্য ভোক্তাও সন্ততি পশু অন্ন দেহ-কান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করে তৃপ্ত হন। তারপর ব্যানায় স্বাহা বলে দ্বিতীয় আহুতিকে হোম করবেন। এতে ব্যান তৃপ্ত হয় এবং ব্যান তৃপ্ত হলে কর্ণ তৃপ্ত হয়। কর্ণ তৃপ্ত হলে চন্দ্র তৃপ্ত হয়, চন্দ্র তৃপ্ত হলে দিক তৃপ্ত হয় এবং দিক তৃপ্ত হলে দিক ও চন্দ্র পরিচালিত সব কিছুই তৃপ্ত

হয়। এই তৃপ্তির জন্য ভোক্তা সন্ততি পশু অন্ন দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ-জনিত তৃপ্তি লাভ করেন। তারপর অপানায় স্বাহা বলে তৃতীয় আহুতির হোম করবেন। এতে অপান তৃপ্ত হয়। অপান তৃপ্ত হলে বাক্ তৃপ্ত, তাতে অগ্নি তৃপ্ত এবং অগ্নির তৃপ্তিতে পৃথিবী তৃপ্ত হয়। পৃথিবী তৃপ্ত হলে পৃথিবী ও অগ্নির পরিচালিত সব কিছুই তৃপ্ত হয়। আর এই তৃপ্তির জন্য ভোক্তা প্রজা পশু অন্ন দেহ লাবণ্য ও ব্রহ্মতেজ লাভ করে তৃপ্ত হন। তারপর সমানায় স্বাহা বলে চতুর্থী আহুতি হোম করবেন। এতে সমান তৃপ্ত হয়। সমান তৃপ্ত হলে মন তৃপ্ত হয়, মন তৃপ্ত হলে পর্জন্য ও পর্জন্য তৃপ্ত হলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হয়। বিদ্যুৎ তৃপ্ত হলে যা কিছু বিদ্যুৎ ও পর্জন্য দ্বারা পরিচালিত সে সমস্তই তৃপ্ত হয়। এই তৃপ্তির জন্য অন্নভোক্তা প্রজা পশু অন্ন দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করে তৃপ্ত হন। এর পর উদানায় স্বাহা বলে পঞ্চম আহুতির হোম করবেন। তাতে উদান তৃপ্ত হয়। উদান তৃপ্ত হলে ত্বক তৃপ্ত হয়, ত্বক তৃপ্ত হলে বায়ু ও বায়ু তৃপ্ত হলে আকাশ তৃপ্ত হয়। আকাশ তৃপ্ত হলে বায়ু ও আকাশ পরিচালিত সব কিছুই তৃপ্ত হয়। আর এই তৃপ্তির জন্য ভোক্তা প্রজা পশু অন্ন দেহকান্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করে তৃপ্ত হন। যে এই বৈশ্বানর বিদ্যা না জেনে অগ্নিহোত্র হোম করে তার জ্বলন্ত অঙ্গার ত্যাগ করে ভস্মে আহুতি দেবার মতো হয়। যিনি এসব জেনে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাঁর সর্বলোক সর্বভূতে সব আত্মাতে হোম করা হয়। ইষীকার তুলা আগুনে নিক্ষেপ করলে যেমন দগ্ধ হয়ে যায়, তেমনি এসব জেনে অগ্নিহোত্র হোম করলে সমস্ত পাপ সম্যক দগ্ধ হয়ে যায়। এই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি চণ্ডালকে উচ্ছিষ্ট দিলেও তা বৈশ্বানর আত্মাতে হোম করা হয়। এই বিষয়ে শ্লোক আছে—এই পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত শিশু যেমন মাতার উপাসনা করে, তেমনি সমস্ত চরাচর প্রাণীই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদ

আরুণির শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র ছিল। পিতা তাকে বললেন, তুমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন কর। আমাদের বংশে কেউই বেদাধ্যায় না করে ব্রহ্ম-বন্ধুর ন্যায় হয় নি। শ্বেতকেতু বারো বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গিয়ে চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করল। তারপর সে গম্ভীর-চিত্ত পণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হয়ে গৃহে ফিরে এল। পিতা তাঁকে বললেন, শ্বেতকেতু, তুমি তো মহামনা পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হয়ে ফিরে এসেছ, কিন্তু তুমি কি আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল যা দিয়ে অশ্রুত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় ও অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়?

শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করল, এ আবার কী রকম উপদেশ?

পিতা বললেন, একটি মৃৎপিণ্ড জানলেই সমস্ত মৃন্ময় বস্তু জানা যায়। বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, একটি নাম। মাটি সত্য। মৃন্ময় বস্তু তার বিকার। কিন্তু এই বিকার আর কিছু নয়, শুধু শব্দাত্মক। একটি সুবর্ণ পিণ্ড জানলেই সমস্ত সুবর্ণের বস্তু জানা যায় অথবা একটি নরুন জানলেই সমস্ত লোহার জিনিস জানা যায়। তার কারণ বিকার-শব্দ-মূলক, নাম মাত্র এবং সুবর্ণ বা লৌহই সত্য। সেই উপদেশও ঠিক এই রকম।

পুত্র বলল, পূজনীয় উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই এ জানতেন। জানলে বললেন না কেন? সুতরাং আপনি আমাকে তা বলুন।

পিতা বললেন, তাই বলছি। পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ রূপে বর্তমান ছিল। অনেকে বলেন যে তার আগে এই জগৎ অসৎ রূপে বর্তমান ছিল এবং সেই অসৎ থেকেই সৎ উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? অসৎ থেকে সৎ উৎপন্ন হতে পারে, কী ভাবে? তাই হলে অদ্বিতীয় সৎ রূপেই বর্তমান ছিল। সেই সৎ স্বরূপ সংকল্প করতৃপ্ত হয় এর্মি বহু হই, আমি জন্ম নেই। তারপর তেজ সৃষ্টি করলেন।

তেজ সংকল্প করল, আমি বহু হই, আমি জন্ম নেই। তারপর সেই তেজ জল সৃষ্টি করল। সেই জন্যই পুরুষ যখন যেখানে শোকার্ত বা ঘর্মাক্ত হয়, সেখানেই তেজ থেকে জল উৎপন্ন হয়। সেই জল সঙ্কল্প করল, আমি বহু হই, আমি জন্ম নেই। সেই জল অন্ন সৃষ্টি করল। এই জন্যই যখন যেখানে বৃষ্টিপাত হয়, সেখানেই অন্ন উৎপন্ন হয়।

প্রাণীর উৎপত্তির তিনটি কারণ। তারা অণ্ডজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। সেই দেবতা সঙ্কল্প করলেন, আমি জীবাত্মা রূপে এই তিন দেবতায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। তারপর তিনি জীবাত্মা রূপে তেজ জল ও অন্নে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নাম ও রূপ ব্যক্ত করলেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ করেছিলেন। কী ভাবে তাদের ত্রিবৃৎ করেছিলেন, তা আমার কাছে শোন। অগ্নির লোহিত রূপ তেজের, শুক্ল রূপ জলের ও কৃষ্ণরূপ অন্নের। সুতরাং অগ্নি থেকে অগ্নিত্ব গেল। যা বিকার, তা শব্দাত্মক, নামমাত্র। এই যে তিনটি রূপ, শুধু তাই সত্য। সূর্যের লোহিত রূপ তেজের, শুক্ল রূপ জলের, কৃষ্ণ রূপ অন্নের। সুতরাং সূর্য থেকে সূর্যত্ব গেল। বিকার শুধু শব্দাত্মক, নামমাত্র। এই তিনটি রূপই সত্য। চন্দ্রের লোহিত রূপ তেজের, শুক্লরূপ জলের ও কৃষ্ণরূপ অন্নের। সুতরাং চন্দ্র থেকে চন্দ্রত্ব গেল। বিকার কেবল শব্দাত্মক, নামমাত্র। এই তিনটি রূপই সত্য। বিদ্যুতের লোহিত রূপ তেজের, শুক্লরূপ জলের ও কৃষ্ণরূপ অন্নের। সুতরাং বিদ্যুৎ থেকে বিদ্যুত্ব গেল। বিকার বাক্যমূলক, শুধু নাম। এই যে তিনটি রূপ, শুধু তাই সত্য। এ কথা জেনেই পুরাকালের মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়রা বলেছিলেন, আজ থেকে কেউ আমাদের এমন কোন কথা বলতে পারবে না যা আমরা শুনি নি, চিন্তা করি নি বা আমাদের জানা নেই। এ কথা বলার কারণ, এই কথা থেকেই তাঁরা সব কিছু অবগত হয়েছিলেন। যা লোহিত মনে হত, তাঁরা তা তেজের রূপ বলে বুঝেছিলেন। শুক্লকে জলের রূপ ও কৃষ্ণকে অন্নের রূপ বলে বুঝেছিলেন। যা অবিজ্ঞাত বলে মনে হত, তা এই দেবতাদেরই সংযোগ বলে বুঝেছিলেন। এই তিন দেবতা পুরুষকে পেয়ে প্রত্যেকে যেরূপ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়ে থাকে তা আমার কাছে শোন। অন্ন ভোজনের

পর্ব তিন ভাগ হয়—স্থূল অংশ পুরীষ, মধ্যম মাংস ও সূক্ষ্ম অংশ মন হয়। জল পানের পর ত্রিধা হয়—স্থূল অংশ মূত্র, মধ্যম রক্ত ও সূক্ষ্ম অংশ প্রাণ হয়। ঘৃতাদি তেজও ভোজনের পর ত্রিধা বিভক্ত হয়—স্থূল অংশ অস্থি, মধ্যম মজ্জা ও সূক্ষ্ম অংশ বাক্ হয়। মন অন্নময়, প্রাণ জল-ময় ও বাক্ তেজময়।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি পুনরায় আমাকে বুঝিয়ে দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। দধি মন্থন করা হলে যে সূক্ষ্ম অংশ উপরে ওঠে তা ঘৃত। ঠিক এই ভাবেই ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্ম অংশ মনরূপে পরিণত হয়। এই ভাবে পান করা জলের সূক্ষ্ম অংশ প্রাণরূপে পরিণত হয় এবং তেজস্কর বস্তু ভুক্ত হবার পর বাক্‌রূপে পরিণত হয়। মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাক্ তেজময়।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি আবার আমাকে বুঝিয়ে দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। পুরুষ ষোড়শ কলাযুক্ত। পনের দিন ভোজন না করে শুধু জলপান কোরো। প্রাণ বিয়োগ হবে না। কারণ প্রাণ জলময়।

শ্বেতকেতু পনের দিন ভোজন করল না। তারপর পিতার নিকটে গিয়ে বলল, আমি কী বলব ?

পিতা বললেন, ঋক্ যজু ও সাম মন্ত্র উচ্চারণ কর।

শ্বেতকেতু বলল, এ সব আমার নিকটে প্রতিভাত হচ্ছে না।

পিতা বললেন, বিরাট আগুনেরও যখন খদ্যোতের মতো ক্ষুদ্র একটি অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, তখন তা দিয়ে বড় কিছু দগ্ধ করা যায় না। তোমারও ষোড়শ কলার একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে বেদ বুঝতে পারছিলে না। তুমি আহার কর। পরে আমার কথা বুঝতে পারবে।

শ্বেতকেতু ভোজন করে পিতার নিকটে গেল এবং পিতা তাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, সে সবেই ব্যুৎপত্তি দেখাল।

পিতা বললেন, বৃহৎ অগ্নির অবশিষ্ট অঙ্গার খণ্ডকে যদি তৃণ দিয়ে আবার প্রজ্বলিত করা হয়, তবে তা দিয়ে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ দগ্ধ করা

যায়। তোমারও ষোড়শ কলার যে কলা অবশিষ্ট ছিল, তা অন্নে বর্ধিত হয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে। তাই দিয়েই তুমি বেদ বুঝতে পারছ। হে সৌম, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাক্ তেজময়।

পিতার উপদেশ শ্বেতকেতু বুঝতে পারল।

উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন, আমার নিকটে সুষুপ্তি তত্ত্ব শোন। যখন এই পুরুষ নিদ্রিত হয়, তখন সে সৎ স্বরূপের সঙ্গে সম্মিলিত হয় এবং সেই সময়ে সে স্বীয় রূপ পায়। সে তখন স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বলেই লোকে তাকে সুষুপ্ত শব্দে নির্দেশ করে। সূত্রে আবদ্ধ পাখি যেমন চারিদিকে উড়ে বেড়ালেও অন্যত্র আশ্রয় না পেয়ে বন্ধন স্থানকেই আশ্রয় করে থাকে, তেমনি মনও চারিদিকে বিচরণ করে অন্যত্র আশ্রয় না পেয়ে প্রাণকেই অবলম্বন করে থাকে। মন প্রাণেই আবদ্ধ হয়ে আছে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথাও আমার কাছে শোন। এই পুরুষ ক্ষুধার্ত হলে জল অন্নকে যথাস্থানে নিয়ে যায়। নেতাদের যেমন গোনায় অশ্বনায় বা পুরুষনায় বল হয়, তেমনি জলকে অশনায় বা ভোজনের নেতা বলা হয়। এইখানে এই ভাবে এই শুঙ্গ বা রূপ শরীর উৎপন্ন হয়। এ যে কারণ বিহীন নয়, তা জেনো। অন্ন ছাড়া এই দেহের মূল কোথায়? এই ভাবে অন্নরূপ অঙ্কুর দিয়ে এর কারণস্বরূপ জলকে জানো, জলরূপ অঙ্কুর দিয়ে মূলস্বরূপ তেজকে জানো এবং এই অঙ্কুর স্বরূপ তেজ দিয়ে কারণ ভূত সৎস্বরূপকে জানো। সৎস্বরূপই এই ভূতবর্গের মূল, আয়তন ও প্রতিষ্ঠা। এই পুরুষ যখন তৃষ্ণার্ত হয়, তখন পান করা জলকে যথা-স্থানে নিয়ে যায় তেজ এবং পুরুষনায় প্রভৃতির ন্যায় জলের নেতারূপী তেজকে উদন্যা বলা হয়। এই ভাবেই দেহরূপ এই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। এ যে মূল্যবিহীন নয় তা জেনো। জল ভিন্ন এই দেহের মূল আর কোথায়? জলরূপ অঙ্কুর দিয়ে কারণরূপ তেজকে অন্বেষণ কর। চরাচর এই সমস্তই সৎ থেকে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও তাতেই বিলীন হয়। এই তিন দেবতা পুরুষকে পেয়ে প্রত্যেকে যেভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। মুমূর্ষু পুরুষের বাক্ মনের সঙ্গে মিলিত হয়, মন প্রাণের সঙ্গে, প্রাণ তেজের সঙ্গে এবং তেজ পরম দেবতায় মিলিত হয়। এই

সূক্ষ্মতম বস্তুই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। মধুকর যেমন নানা বৃক্ষের রস আহরণ করে একত্র করে এবং রসের আর যেমন পৃথক পরিচয় থাকে না, তেমনি সমস্ত প্রাণী সৎ স্বরূপকে পেয়েও তা জানতে পারে না। সিংহ ব্যাঘ্র বৃক বরাহ কীট-পতঙ্গ ও মশক ইহলোকে যেভাবে ছিল, সুষুপ্তির পর জাগ্রত হলেও পূর্ব ভাবই প্রাপ্ত হয়। এই সূক্ষ্মতম সৎবস্তুই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। পূর্ব দেশের নদীগুলি পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়, পশ্চিম দেশের নদীগুলি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। তারা সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে পুনরায় সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্র হয়। তারা যেমন আর জানতে পারে না যে তারা কোন্ নদী ছিল, তেমনি জীবেরাও সৎ স্বরূপ থেকে এসে জানতে পারে না যে তারা সৎ স্বরূপ থেকে এসেছে। এই সূক্ষ্মতম সৎ বস্তুই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। এই মহান বৃক্ষের মূলে যদি কেউ আঘাত করে, তবে সেই বৃক্ষ জীবিত থেকেই রস ক্ষরণ করে। কেউ মধ্যভাগে আঘাত করলেও সে জীবিত থেকে রস ক্ষরণ করে, কেউ অগ্রভাগে আঘাত করলেও সে জীবিত থেকেই রস ক্ষরণ করে। এই বৃক্ষ জাবাত্মায় অনুব্যপ্ত হয়ে অবিরাম রস পান করে সানন্দে অবস্থান করে। যদি জীব এই বৃক্ষের একটি শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেই শাখা শুকিয়ে যায়। দ্বিতীয় শাখা পরিত্যাগ করলে তাও শুকিয়ে যায়। এই ভাবে তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করলে তাও শুকিয়ে যায় এবং সমস্ত বৃক্ষ পরিত্যাগ করলে বৃক্ষই শুকিয়ে যায়। তুমি জেনো যে জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে দেহ মৃত হয়, কিন্তু জীব মৃত হয় না। এই সূক্ষ্মতম বস্তুই জগতের

আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলল, আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ থেকে একটি ফল আহরণ কর।

শ্বেতকেতু বলল, এই এনেছি।

একে ভেঙে ফেল।—ভাঙা হয়েছে।

এখানে কী দেখছ?—অণুর মতো বীজ।

এই বীজের একটি ভেঙে ফেল।—ভাঙা হয়েছে।

এখানে কী দেখছ?—কিছুই না।

উদ্দালক বললেন, বীজের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম অংশ আছে, তুমি তা দেখছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই এই বিরাট ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে। আমার কথায় শ্রদ্ধা রাখো। এই অণিমাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। এই লবণখণ্ড জলে রেখে পরে প্রাতে আমার নিকটে এসো।

শ্বেতকেতু তাই করল। উদ্দালক তাকে বললেন, রাত্রে জলে যে লবণ রেখেছিলে তা আনো।

শ্বেতকেতু অনুসন্ধান করে তা পেল না, কারণ তা জলে বিলীন হয়ে গেছে। উদ্দালক বললেন, এর উপর থেকে জল পান কর। কেমন?

শ্বেতকেতু বলল, লবণাক্ত।

উদ্দালক বললেন, এর নিচে থেকে জল পান কর। কী রকম?

শ্বেতকেতু বলল, লবণাক্ত।

উদ্দালক বললেন, এই জল ফেলে আমার নিকটে এসো।

শ্বেতকেতু তাই করল। উদ্দালক বললেন, লবণ এর মধ্যে চিরদিনই আছে। সৌম, এই রকমই এই দেহে সৎস্বরূপকে দেখতে পাও না, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বর্তমান আছেন। অণিমাই এই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বললেন, আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। কোন পুরুষের চোখ বেঁধে যদি তাকে গন্ধার দেশ থেকে কোন নির্জন স্থানে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে দিক্-ভ্রান্ত হয়ে কখনও পূর্ব কখনও পশ্চিম কখনও দক্ষিণমুখ হয়ে চীৎকার করে বলবে, চোখ বেঁধে আমাকে এখানে এনে ফেলে দিয়েছে। তখন যদি কেউ তার চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে বলে, এই দিকে গন্ধার. এই দিকে যাও, তাহলে সে গ্রাম থেমে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসা করে অভিজ্ঞ ও বিচারে সমর্থ হয়ে গন্ধার প্রদেশেই উপস্থিত হয়। এই ভাবেই আচার্য-বান পুরুষ জানেন, যত দিন দেহ থেকে মুক্ত না হব, তত দিনই বিলম্ব, তারপর সৎ স্বরূপকে লাভ করব। এই অণিমাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলল, আমাকে আবার উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। জ্ঞাতিরা রোগ সন্তপ্ত পুরুষকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি আমাকে চেনো? তার বাক্ যতক্ষণ মনে বিলীন না হয়, মন প্রাণে বিলীন না হয়, প্রাণ তেজে বিলীন না হয় ও তেজ পরম দেবতায় বিলীন না হয়, ততক্ষণ সেই পুরুষ তাদের চিনতে পারে। পরে যখন বাক্ মনে লীন হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজ পরম দেবতায় লীন হয়, তখন সেই পুরুষ তাদের চিনতে পারে না। এই অণিমাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলল, আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন।

পিতা বললেন, তাই হোক। যদি কোন পুরুষের হাত বেঁধে এনে বলা হয়, এই ব্যক্তি চুরি করেছে, এর জন্য কুঠার উত্তপ্ত কর। সে যদি চুরি করে থাকে, তাহলে সে নিজেকে অসত্য বলে প্রতিপন্ন করবে। সেই অসত্যমনা অসত্য দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদন করে তপ্ত কুঠার গ্রহণ করবে, দগ্ধ হবে এবং অবশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যদি সে চুরি না করে থাকে, তাহলে সে নিজেকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করবে। সেই সত্যাভি-সন্ধ পুরুষ নিজেকে সত্য দিয়ে আচ্ছাদন করবে, সে দগ্ধ হবে না ও অবশেষে মুক্তি লাভ করবে। সে যেমন এখানে দগ্ধ না হয়ে মুক্ত হয়, তেমনি সত্যপরায়ণ ব্যক্তি পরলোকে পাপদগ্ধ হয় না। সে মুক্তিলাভ

করে ও সত্য স্বরূপকে লাভ করে। এই অণিমাই সমস্ত জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। তত্ত্বমসি। পিতা এইভাবে উপদেশ দিলে শ্বেতকেতু তা বিশেষরূপে বুঝতে পেরেছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

নারদ-সনৎকুমার সংবাদ

নারদ সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, ভগবন, আমাকে শিক্ষা দিন।

সনৎকুমার বললেন, তুমি যা জান তা আগে বল, তারপর আমি তার বেশি বলব।

নারদ বললেন, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ চতুর্থ অথর্ববেদ ইতিহাস-পুরাণ নামে পঞ্চম বেদ বেদের বেদ ব্যাকরণ পিতৃশ্রাদ্ধতত্ত্ব গণিত দৈব বিদ্যা-নিধি কালতত্ত্ব বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র একায়ন বা নীতিশাস্ত্র দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ধনুর্বেদ নক্ষত্রবিদ্যা সর্প ও দেবজনবিদ্যা—এই সব আমি জানি। এই রকম বিদ্বান হয়েও আমি শুধু মন্ত্রবিৎ আত্মবিৎ নিই। আপনার মতো ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকে মগ্ন। আপনি আমাকে শোকের পরপারে নিয়ে যান।

সনৎকুমার বললেন, তুমি যা কিছু অধ্যয়ন করেছ, তা নাম মাত্র। ঋগ্বেদাদি সমস্ত বিদ্যাই নাম। নামের উপাসনা কর। নামকে যিনি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি নামের গতির সমান দূরে যথেচ্ছ গমন করতে পারেন।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, নামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

সনৎকুমার বললেন, নিশ্চয়ই আছে। বাক্ অবশ্যই নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ঋগ্বেদাদি সমস্ত বিদ্যা, স্বর্গ পৃথিবী বায়ু আকাশ জল তেজ দেবগণ মানুষ পশু পাখি তৃণ বনস্পতি শ্বাপদ কীট পতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী, ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতি ও

অপ্রীতিকর বিষয়—এ সমস্তই বাক্ বিজ্ঞাপিত করে। বাক্ না থাকলে ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর—কিছুই বিজ্ঞাপিত হত না। বাক্ এই সমস্তই বিজ্ঞাপিত করে বলে বাকের উপাসনা কর। বাক্‌কে যিনি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, তিনি বাকের গতির সমান দূর পর্যন্ত যথেচ্ছ গমন করতে পারেন।

নারদ বললেন, বাকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?

সনৎকুমার বললেন, নিশ্চয়ই আছে। মন বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাতের মুঠি যেমন দুটি আমলকি বদরী বা বিভীতক ফল ধারণ করে, তেমনি মনও বাক্ ও নামকে ধারণ করে। কারণ মন যখন স্থির করে যে অধ্যয়ন করি তখন সে অধ্যয়ন করে, যখন স্থির করে যে কাজ করি তখন কাজ করে, যখন স্থির করে যে আমি পুত্র ও পশু পেতে চাই তখন সে সব লাভ করে, যখন স্থির করে আমি ইহলোক ও পরলোক লাভ করতে চাই তখন তা লাভ করে। মনই আত্মা, মনই লোক, মনই ব্রহ্ম। মনকেই উপাসনা কর। মনকে যিনি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের গতির সমান দূর পর্যন্ত তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি হয়ে থাকে।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, মনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?

সনৎকুমার বললেন, নিশ্চয়ই আছে। সংকল্প মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রথমে মন সংকল্প করে, পরে চিন্তা করে, পরে বাক্‌কে প্রেরণ করে, তারপর তাকে নামে প্রেরণ করে। নামে মন্ত্র ও মন্ত্রে কর্ম এক হয়। সংকল্পই এ সমস্তর গতি ও আত্মা, সংকল্পেই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। সংকল্প করেছিল দ্যুলোক ও ও পৃথিবী, বায়ু ও আকাশ, জল ও তেজ। এদের সংকল্পেই বৃষ্টি সংকল্প করে, বৃষ্টির সংকল্পেই অন্ন, অন্নের সংকল্পে প্রাণ, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্র, মন্ত্রের সংকল্পে কর্ম, কর্মের সংকল্পে লোক এবং লোকের সংকল্পেই সকলে সংকল্প করে। সংকল্পের উপাসনা কর। সংকল্পকে যিনি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি তাঁর সংকল্পিত সমস্ত লোক প্রাপ্ত হন, নিজে ধ্রুব হয়ে ধ্রুব-লোক লাভ করেন, সুপ্রতিষ্ঠিত হন ও ব্যথাশূন্য হয়ে ব্যথারহিত লোকে যান। সংকল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে সংকল্পের গতি পর্যন্ত যথেচ্ছ গতি পাওয়া যায়।

সংকল্পের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। চিত্ত সংকল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষ প্রথমে অনুভব করে, তারপর সংকল্প করে, তারপর মনন করে, তারপর বাক্‌কে নিযুক্ত করে, তারপর তাকে নাম উচ্চারণ করতে প্রেরণ করে। নামে মন্ত্র ও মন্ত্রে কর্ম এক হয়। চিত্তেই সংকল্পাদির গতি, চিত্তই এদের আত্মা এবং চিত্তই এদের প্রতিষ্ঠা। বহুবিৎ মানুষও যদি বিবেচনা শক্তি রহিত হয়, তবে লোকে বলে যে সে থেকেও নেই, সে বিদ্বান হলে এমন চিত্তহীন হত না। আবাব অল্পবিৎ মানুষ যদি চিত্তবান হয়, তবে সবাই তার কথা শুনতে চায়। চিত্তই এদের একমাত্র গতি, চিত্তই এদের আত্মা ও প্রতিষ্ঠা। চিত্তেরই উপাসনা কর। চিত্তকে যিনি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সব লোকের বিষয়ে অন্তরে বিবেচনা করেন তাই লাভ করেন। ধ্রুব হয়ে ধ্রুবলোকে, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত লোকে ও ব্যথাশূন্য হয়ে ব্যথারহিত লোকে যান। চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে চিত্তের সমান দূরে যথেচ্ছ গতি হয়।

চিত্তের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। চিত্তের চেয়ে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যান করছে, অন্তরীক্ষ স্বর্গ জল পর্বত দেবতা ও মানুষও যেন ধ্যান করছে। মানুষের মধ্যে যিনি মহত্ত্ব লাভ করেন, তিনি যেন ধ্যানফলের অংশভাগী হন। যারা ক্ষুদ্র কলহপ্রিয় ক্রূর ও কুৎসাপ্রিয়, তারাও। তাই এই ধ্যানের উপাসনা কর। ব্রহ্মরূপে ধ্যানের উপাসনা করলে ধ্যানের মতোই যথেচ্ছ গতি হবে।

ধ্যানের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?

নিশ্চয়ই আছে। বিজ্ঞান ধ্যানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানে ঋগ্বেদাদি সমস্ত বিদ্যা ও পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব ভূত ও প্রাণী, ধর্ম ও অধর্ম থেকে ইহলোক ও পরলোক পর্যন্ত সব কিছুই বিজ্ঞান দিয়ে জানা যায়। এই বিজ্ঞানের উপাসনা কর। বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় জগৎ লাভ হয়। যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁর বিজ্ঞা-নের সমান যথেচ্ছ গতি লাভ হয়।

বিজ্ঞানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। বল বিজ্ঞানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। একজন বলবান ব্যক্তি শত বিজ্ঞানীকেও কাঁপাতে পারে। বলবান হলে উদ্যমশীল হতে পারে, উদ্যমশীল হয়ে পরিচর্যা করতে পারে, পরিচর্যা করে উপবেশন দেখা শোনা চিন্তা করা বোঝা কর্ম ও বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। বলেই পৃথিবী অবস্থিত, অন্তরীক্ষ দ্যুলোক পর্বত দেবতা মানুষ পশুপাখি তৃণ বনস্পতি শ্বাপদ কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত ও স্বর্গাদি লোক অবস্থিত। তাই বলেরই উপাসনা কর। বলকে ব্রহ্মরূপে উপসনা করলে বলের সমান যথেচ্ছ গতি হয়।

বলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। অন্ন বলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য দশ দিন দশ রাত্রি অন্ন গ্রহণ না করে জীবিত থাকলেও দেখতে শুনতে চিন্তা করতে বুঝতে কাজ করতে বা জানতে পারে না। কিন্তু আহার করলে এ সমস্তই পারে। কাজেই অন্নের উপাসনা কর। অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে অন্নযুক্ত ও পানযুক্ত লোক লাভ হয় এবং অন্নের গতির সমান যথেচ্ছ গতি হয়।

অন্নের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। জল অন্নের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য সুবৃষ্টি না হলে অল্প অন্ন উৎপন্ন হবে ভেবে প্রাণ দুঃখিত হয়, আর সুবৃষ্টি হলে অনেক অন্ন হবে বলে প্রাণ আনন্দিত হয়। এই সমস্ত জলের মূর্তি। এই যে পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যুলোক পর্বত দেবতা মানুষ পশু পাখি তৃণ বনস্পতি শ্বাপদ কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী—এই সমস্তই জলের মূর্তি। তাই এই জলেরই উপাসনা কর। জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় এবং জলের গতির সমান দূর পর্যন্ত গতি লাভ করা যায়।

জলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?

নিশ্চয়ই আছে। তেজ জলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই তেজ যখন বায়ুকে আশ্রয় করে আকাশ উত্তপ্ত করে, তখন লোকে বলে, বড় গরম, গা পুড়ছে, বৃষ্টি হবে। তেজ এই অবস্থার পর জল সৃষ্টি করে। সেই জন্য

মেঘ গর্জন উর্ধ্বগামী ও তির্যকগামী বিদ্যুতের সঙ্গে বিচরণ করে। লোকে বলে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি হবে। তেজই এই অবস্থার পরে জল সৃষ্টি করে। কাজেই তেজের উপাসনা কর। তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে তেজোময় প্রকাশবান ও তমোহীন লোক লাভ হয় এবং তেজের গতির সমান যথেচ্ছ গতি হয়।

তেজের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি?

নিশ্চয়ই আছে। আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আকাশেই চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ নক্ষত্র ও অগ্নি অবস্থান করছে। আকাশের সাহায্যে মানুষ আহ্বান করে শোনে ও প্রত্যুত্তর দেয়। আকাশেই আনন্দ লাভ করে ও দুঃখ ভোগ করে। আকাশেই সবার জন্ম ও আকাশের অভিমুখেই উদ্‌-গম। তাই আকাশেরই উপাসনা কর। আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে জ্যোতির্ময় বাধাহীন ও সুবিস্তীর্ণ লোক লাভ হয় এবং আকাশের গতির সমান স্বাধীন আচরণ হয়।

আকাশের চেয়েও কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি?

নিশ্চয়ই আছে। স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য স্মৃতি না থাকলে বহু লোক একত্র হয়েও কিছু শুনতে মনন করতে বা জানতে পারে না। কিন্তু যদি তারা স্মরণ করতে পারে, তাহলে তারা শুনতে চিন্তা করতে ও জানতেও সমর্থ হয়। স্মৃতির সাহায্যেই পুত্র ও পশুকে জানা যায়। তাই স্মৃতির উপাসনা কর। স্মৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে যত দূর স্মৃতির গতি তত দূর স্বাধীন আচরণ করা যায়।

স্মৃতির চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

নিশ্চয়ই আছে। আশা স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আশায় উদ্দীপিত হয়ে স্মৃতি মন্ত্র অধ্যয়ন করে, কর্মের অনুষ্ঠান করে, পুত্র ও পশু চায়, ইহলোক ও পরলোক লাভ করতে চায়। তাই এই আশার উপাসনা কর। আশাকে যিনি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, আশাতেই তার কামনা পূর্ণ ও প্রার্থনা সফল হয়। যত দূর আশার গতি, তিনিও তত দূর যথেচ্ছ যেতে পারেন।

আশার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?

নিশ্চয়ই আছে। প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রথচক্রের অর যেমন তার নাভিতে নিহিত থাকে, তেমনি সব কিছুই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ দ্বারাই প্রাণ কাজ করে, প্রাণই প্রাণকে দান করে, প্রাণই প্রাণের উদ্দেশে দান করে। প্রাণই পিতা মাতা ভ্রাতা ভাগিনী আচার্য ও ব্রাহ্মণ। কেউ যদি পিতা মাতা ভ্রাতা ভাগিনী আচার্য বা ব্রাহ্মণকে সম্মান না দেখিয়ে রুক্ষভাবে প্রত্যুত্তর করে তবে লোকে বলে, ধিক তোমাকে, তুমি পিতৃহন্তা, মাতৃহন্তা, ভ্রাতৃ বা ভগিনীহন্তা, আচার্যহন্তা বা ব্রাহ্মণহন্তা। কিন্তু এঁরা বিগত প্রাণ হলে যদি কেউ শূল দিয়ে দেহ একত্র ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দগ্ধ করে, তাহলেও কেউ বলে না, তুমি এঁদের হত্যাকারী। প্রাণই এই সমস্ত। যিনি এইভাবে দেখেন, মনন করেন ও এই রকম জ্ঞান লাভ করেন, তিনি অতিবাদী অর্থাৎ অতিরিক্ত তত্ত্বের বক্তা হন। যদি কেউ তাঁকে অতিবাদী বলে, তবে তিনি তা অস্বীকার না করে বলেন, আমি অতিবাদীই। কিন্তু যিনি সত্য স্বরূপকে জেনে অতিবাদী হন, তিনিই অতিবাদী।

ভগবন, আমি সত্য স্বরূপকে জেনে অতিবাদী হতে চাই।

তাঁকে বিশেষ রূপে জানতে চাওয়া উচিত।

আমি তাই চাই।

মানুষ যখন বিশেষরূপে জানে, তখনই সত্য বলে। বিশেষরূপে না জেনে সত্য বলে না। এই বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানতে চাওয়া কর্তব্য।

আমি বিজ্ঞানকেই জানতে চাই।

মানুষ যখন মনন করে, তখনই বিশেষরূপে জানে। মনন না করলে জানতে পারে না। এই মননকেই বিশেষরূপে জানতে চাইতে হয়।

আমি মননকেই বিশেষরূপে জনতে চাই।

মানুষ যখন শ্রদ্ধাশীল হয়, তখনই মনন করতে পারে, শ্রদ্ধাশীল না হলে মনন করতে পারে না। এই শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানতে চাওয়া দরকার।

আমি তাই চাই।

মানুষ যখন নিষ্ঠাবান হয়, তখনই শ্রদ্ধাশীল হয়। নিষ্ঠাবান না হলে শ্রদ্ধা-শীল হয় না। এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানতে চাওয়া উচিত।

আমি তাই চাই।

লোকে যখন কর্ম সম্পাদন করে, তখনই নিষ্ঠাবান হয়। কর্ম না করলে নিষ্ঠাবান হয় না। এই কৃতিকেই বিশেষরূপে জানবার চেষ্টা করা উচিত। আমি তাই করতে চাই।

মানুষ যদি সুখ লাভ করে, তবেই কর্ম করে। সুখলাভ না করলে কর্ম করে না। এই সুখকেই বিশেষরূপে জানতে ইচ্ছা করা উচিত।

আমি তাই ইচ্ছা করি।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং। যা ভূমা, তাই সুখ, যা অল্প তাতে সুখ নেই। ভূমাই সুখ। এই ভূমাকে বিজ্ঞাত হতে চাইবে। এই ভূমাকেই বিশেষরূপে জানতে চাই।

যাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তা-ই ভূমা। যাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয়, অন্য কিছু শ্রুত হয়, অন্য কিছু বিজ্ঞাত, তা-ই অল্প। যা ভূমা তা অমৃত, আর যা অল্প তা মরণশীল।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

সনৎকুমার বললেন, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অথবা কোন মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নন। লোকে এই জগতে গরু ঘোড়া হাতি সোনা দাস ভার্যা ক্ষেত ও বাসগৃহকে মহিমা বলে। কিন্তু আমি এ রকম মহিমার কথা বলছি না। কারণ এদের একটি অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই অধোভাগে, ঊর্ধ্বে পশ্চাতে পুরোভাগে দক্ষিণে ও বামে, তিনিই এই সমুদয়। আমিই অধোভাগে ঊর্ধ্বে পশ্চাতে পুরোভাগে দক্ষিণে ও বামে, আমিই এই সমুদয়। আত্মাই অধোভাগে ঊর্ধ্বে পশ্চাতে পুরোভাগে দক্ষিণে ও বামে, আত্মাই এই সমুদয়। যিনি এই রকম দর্শন করেন, মনন করেন ও বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্বরাট্ হন। আর যে এরকম ছাড়া অন্য রকম জানে, সে অন্যের অধীন হয় এবং ক্ষয় লোক লাভ করে। সমস্ত লোকেই তার গতি সীমিত হয়। এই বিষয়ে শ্লোক আছে—তত্ত্বদর্শী মৃত্যু রোগ ও দুঃখ দর্শন করেন না। তিনি সব দেখেন ও সব লাভ করেন। সৃষ্টির পূর্বে তিনি

এক, তারপর তিন পাঁচ সাত ও নয় প্রকার হন। পুনরায় তাঁকে একাদশ একশো দশ ও এক হাজার বিশ বলা হয়। আহার শুদ্ধি হলে সত্ত্ব শুদ্ধি হয়, সত্ত্ব শুদ্ধি হলে স্মৃতি নিশ্চল হয়, স্মৃতি লাভ হলে সমস্ত গ্রন্থি মোচন হয়।

ভগবান সনৎকুমার নারদের সকল মালিন্য দূর করে তাঁকে অন্ধকারের পরপার দেখিয়েছিলেন। পণ্ডিতরা সনৎকুমারকে পরম জ্ঞানী বলে থাকেন।

অষ্টম অধ্যায়

পরলোক ও ব্রহ্মলোক

এর পর এই ব্রহ্মপুর বা শরীরে এই যে পদ্মের আকার ক্ষুদ্র গৃহ, এর মধ্যে এক ক্ষুদ্র আকাশ আছে। এরই মধ্যে যা তা অন্বেষণ করতে হবে। তাকেই বিশেষরূপে জানবার ইচ্ছা করতে হবে। এ কথা শুনে শিষ্যরা যদি আচার্যকে এই প্রশ্ন করেন, তবে আচার্য বলবেন, বাহিরের আকাশ যত বড় হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশও তত বড়। এরই মধ্যে নিহিত স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র এবং দেহবান আত্মার ইহলোকে যা আছে ও যা নেই, সেই সমস্ত। শিষ্যরা যদি আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্রহ্মপুরে যদি সর্বভূত ও সমস্ত কামনা নিহিত থাকে, তবে এই দেহ জরাগ্রস্ত বা ধ্বংস হলে কী অবশিষ্ট থাকে? উত্তরে আচার্য বলবেন, দেহের জরায় অন্তরস্থ আকাশ জীর্ণ হয় না, দেহ নষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না। এ হল সত্য স্বরূপ ব্রহ্মপুর। এতেই সমস্ত কামনা নিহিত আছে। ইনিই আত্মা, ইনি পাপ জরা মৃত্যু শোক ও ক্ষুধা রহিত, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি রাজার আদেশ অনুসারে কাজ করে, তবে সে যে বস্তু জনপদ বা ক্ষেত্র পেতে চায় সে তাই পায়। কিন্তু কর্মলব্ধ এই সব বস্তু যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি পরলোকেও পুণ্যার্জিত লোক বিনষ্ট হয়ে থাকে। ইহলোকে যে এই আত্মা ও সত্য কামনা না জেনে চলে যায়, সে সর্বলোকে পরাধীন হয়। যিনি এ সব জেনে যান

সর্বলোকে তাঁর স্বাধীন গতি হয়।

তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তবে সঙ্কল্প মাত্রই পিতৃগণ তাঁর নিকটে উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোক সম্পন্ন হয়ে মহিমাযুক্ত হন। তিনি মাতৃলোক কামনা করলে মাতাগণ তাঁর সঙ্কল্পমাত্র এসে উপস্থিত হন এবং তিনি মাতৃলোক সম্পন্ন হয়ে মহিমান্বিত হন। তিনি ভ্রাতৃলোক কামনা করলে সঙ্কল্প মাত্রই ভ্রাতাগণ তাঁর নিকটে উপস্থিত হন এবং তিনি ভ্রাতৃলোক সম্পন্ন হয়ে মহিমান্বিত হন। তিনি ভগিনীলোক কামনা করলে সঙ্কল্প মাত্রই ভগিনীগণ তাঁর নিকটে উপস্থিত হন এবং তিনি ভগিনীলোক সম্পন্ন হয়ে মহীয়ান হন। তিনি যদি সখীলোককামী হন, তাহলে সখীরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হন। তিনি গন্ধমাল্য রূপ লোক পেতে চাইলে সেই লোকই তাঁর নিকটে উপস্থিত হন, অন্নপানরূপ লোক চাইলে তাই তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়, গীতিবাদ্য লোক কামনা করলে সেই লোকই উপস্থিত হয়। আর যদি নারী লোক কামনা করেন, তবে সঙ্কল্পমাত্র নারীরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হয় এবং তিনি নারীলোক সম্পন্ন হয়ে মহিমান্বিত হন। তিনি যা চান ও যা যা কামনা করেন, সঙ্কল্প মাত্র তা তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি তা পেয়ে মহিমান্বিত হন।

কিন্তু এই সব সত্য কামনা অসত্যে আবৃত। আত্মায় এ সব বিদ্যমান থাকলেও তা অসত্যে আচ্ছাদিত। এই জন্যই এর কোন আত্মীয় ইহ-লোক থেকে চলে গেলে সে আর তাকে পৃথিবীতে দেখতে পায় না। যে আত্মীয়রা জীবিত আছে ও যাদের মৃত্যু হয়েছে এবং ইচ্ছা করেও মানুষ যা লাভ করতে পারে না, এই সমস্তই সেই হৃদয়াকাশে গিয়ে পাওয়া যায়। মানুষের সমস্ত সত্য কামনা সেখানে বর্তমান। কিন্তু সে সমস্তই অসত্যের আবরণে আবৃত। অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি যেমন ক্ষেতের উপরে বার বার বিচরণ করেও সোনা খুঁজে পায় না, তেমনি প্রাণীরা অহরহ ব্রহ্ম-লোকে গিয়েও সত্য বস্তু পায় না, কারণ তা অসত্যে আচ্ছাদিত। এই আত্মা হৃদয়ে। অয়ম্ হৃদি, এইজন্যই হৃদয়ম। যিনি এই কথা জানেন, তিনি অহরহ স্বর্গে যান ও সুষুপ্তির সময় হৃদয়ের আকাশে ব্রহ্মলাভ করেন। আচার্য বললেন, আর এই যে সম্প্রসাদ, যিনি শরীর থেকে উত্থিত

হয়ে পরমজ্যোতি সম্পন্ন স্বরূপে প্রকাশিত হন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের নামই সত্য। সৎ তি যম্— সত্যের এই তিনটি অক্ষর। সৎ অমৃত, তি মর্ত্য ও যম্ দিয়ে এই উভয়কে নিয়মিত করা হয়। যিনি এ কথা জানেন, তিনি অহরহ স্বর্গে যান।

এই যে আত্মা, ইনি সেতুস্বরূপ। লোকসমূহ যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, এইজন্য ইনি বিধৃত হয়ে আছেন। অহোরাত্র এই সেতু পার হতে পারে না। জরা মৃত্যু শোক সুকৃতি দুষ্কৃতি—কিছুই এ পার হতে পারে না। সমস্ত পাপ এখান থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কারণ ব্রহ্মলোক পাপ-হীন। সেই জন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হলে অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়, আহত ক্লেশ-রহিত ও সন্তপ্ত সন্তাপহীন হয়। সেইজন্য সেতু উত্তীর্ণ হলে রাত্রি ও দিন হয়। কারণ ব্রহ্মলোক নিত্য বিভাসিত। যাঁরা ব্রহ্মচর্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, ব্রহ্মলোক তাঁদেরই। সেখানে তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন।

যাকে যজ্ঞ বলা হয়, তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ যিনি জ্ঞাতা, তিনি ব্রহ্মচর্য দ্বারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যাকে ইষ্ট বলা হয়, তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ ব্রহ্মচর্য সহকারে অনুসন্ধান করেই আত্মাকে লাভ করা হয়। যাকে সত্রায়ণ বলা হয়, তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারাই সৎস্বরূপ থেকে আত্মার ত্রাণ লাভ করা হয়। যাকে মৌন বলা হয় তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারাই আত্মাকে অবগত হয়ে মনন করা হয়। যাকে অনাশকায়ন অর্থাৎ অনশন বলা হয়, তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা হয়, তার নাশ হয় না। যাকে অরণ্যায়ন বলা হয়, তাও ব্রহ্মচর্য। কারণ এই পৃথিবী থেকে তৃতীয় স্বর্গে—ব্রহ্মালোক— অর ও ণ্য নামে দুটি সমুদ্র আছে। সেখানে ঐরম্মদীয় নামে সরোবর সোমরস স্রাবী অশ্বত্থ বৃক্ষ অপরাজিতা নামে ব্রহ্মের পুরী এবং ব্রহ্মার নির্মিত একটি স্বর্ণমণ্ডপ আছে।

হৃদয়ের সব নাড়ী, এ সমস্তই পিঙ্গল শুক্ল নীল পীত লোহিত বর্ণের সূক্ষ্ম রসে পূর্ণ। আদিত্যই পিঙ্গল, ইনিই শুক্ল নীল পীত ও লোহিত বর্ণ। একটি মহাপথ যেমন বিস্তৃত হয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায়, তেমনি সূর্যের রশ্মিও এক লোক থেকে অন্য লোকে যায়। ঐ আদিত্য

এই থেকেই রশ্মি বিস্তৃত হয়ে সমস্ত নাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নাড়ী থেকে বিস্তৃত হয়ে পুনরায় সূর্যে প্রবেশ করে। জীব নিদ্রিত হয়ে যখন এক হয় ও সম্যক প্রসন্নতা লাভ করে এবং স্বপ্ন দেখে না, তখন সে এই সমস্ত নাড়ীতে প্রবেশ করে। কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না এবং সে তেজ সম্পন্ন হয়। মানুষ যখন অত্যন্ত দুর্বল হয়, তখন সকলে তাকে চারিদিক ঘিরে জিজ্ঞাসা করে, আমাকে চেনো কি? যতক্ষণ সে এই দেহ ছেড়ে চলে না যায়, ততক্ষণ সে তাদের চিনতে পারে। যখন এই পুরুষ দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয়, তখন এই সব রশ্মি দ্বারা ঊর্ধ্বে ওঠে। ওম্ অক্ষরের ধ্যান করতে করতে যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বে গমন করে। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যেতে মনের যে সময় লাগে, সেই সময়ে সে আদিত্যে চলে যায়। এই আদিত্যই ব্রহ্মলোকের দ্বার। বিদ্বানরাই এখানে প্রবেশ করে। যারা বিদ্বান নয়, তারা প্রবেশ করতে পারে না। এই বিষয় এই শ্লোক আছে—হৃদয়ের একশো একটি নাড়ী আছে, তাদের একটি মূর্ধা পর্যন্ত গেছে। যিনি এই নাড়ী দিয়ে ঊর্ধ্ব দিকে যান, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্য নাড়ীগুলি বিভিন্ন দিকে যাবার জন্য তাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না।

প্রজাপতি ও ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ

প্রজাপতি এক সময় বলেছিলেন, যে আত্মা পাপরহিত, জরা মৃত্যু শোক-রহিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণারহিত, যিনি সত্যবান ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁকেই অন্বেষণ করতে হবে ও বিশেষ রূপে জানতে হবে। যিনি তাঁকে অনুসন্ধান করে অবগত হন, তিনি সমস্ত লোক ও কাম্য বস্তু লাভ করেন। দেবতা ও অসুররা লোক-পরম্পরায় এই উপদেশের কথা শুনেছিলেন। তাঁরা বল-লেন, যে আত্মাকে অনুসন্ধান করলে সমস্ত লোক ও কাম্য বস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মার অনুসন্ধান করব। এই উদ্দেশে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ও অসুরদের মধ্যে বিরোচন প্রজাপতির নিকটে গেলেন। তাঁরা পরস্পরকে না জেনেই সমিধ হাতে প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হলেন এবং দুজনেই বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাস করলেন।

তারপর প্রজাপতি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী প্রয়োজনে তোমরা এখানে বাস করলে ?

তাঁরা বললেন, আত্মার সম্বন্ধে যে কথা আপনার বাণী বলে পরিচিত, সেই আত্মাকে জানবার জন্য আমরা দুজনে এখানে বাস করেছি।

প্রজাপতি সেই দুজনকে বললেন, চোখে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। তিনি আরও বললেন, ইনিই অমৃত অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে পুরুষ জলে ও দর্পণে দৃষ্ট হয়, ইনি কে ?

প্রজাপতি বললেন, এতে আত্মাই পরিদৃষ্ট হন। জলপূর্ণ পাত্রে নিজেকে দেখে আত্মার বিষয় যা বুঝবে না, তা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো।

তাঁরা জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের দেখলেন। তখন প্রজাপতি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখলে ?

তাঁরা বললেন, আমরা লোম ও নখ পর্যন্ত আত্মার সম্পূর্ণ প্রতিরূপ দেখলাম।

প্রজাপতি তাঁদের বললেন, সুন্দর অলঙ্কার পরে সুসজ্জিত ও পরিষ্কৃত হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে দেখ।

তাঁরা তাই করলে প্রজাপতি তাঁদের জিজ্ঞসা করলেন, কী দেখলে ?

তাঁরা বললেন, আমরা যেমন সুন্দর বসন ও ভূষণে সজ্জিত ও পরিষ্কৃত, জলের মধ্যেও তেমনি।

প্রজাপতি বললেন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম।

তারপর দুজনে শান্ত হৃদয়ে প্রত্যাগমন করলেন।

তাঁদের চলে যেতে দেখে প্রজাপতি মনে মনে বললেন, এরা আত্মাকে উপলব্ধি না করেই ও আত্মাকে অবগত না হয়েই চলে গেল। এদের মধ্যে যে একে উপনিষদ বা প্রকৃত জ্ঞান বলে গ্রহণ কববে, সে দেবতা বা অসুর যেই হোক বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

অসুররাজ বিরোচন শান্ত হৃদয়ে অসুরদের নিকটে গিয়ে তাদের এই উপনিষদ শিক্ষা দিলেন, এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করবে ও দেহেরই পরিচর্যা করবে। দেহকে মহিমান্বিত করলে ও দেহের পরিচর্যা করলেই

ইহলোক ও পরলোক উভয়ই লাভ করা যায়। এই জন্যই অদ্যাপি দানহীন শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞরহিত ব্যক্তিকে অসুর বলা হয়। এই হল অসুরদের উপনিষদ। তারা গন্ধমাল্য বসন ও অলঙ্কারে মৃত ব্যক্তির দেহ সজ্জিত করে। কারণ তারা মনে করে যে এই ভাবেই তারা পরলোক জয় করবে।

ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদ

ইন্দ্র দেবতাদের নিকটে যাবার পূর্বেই এইরূপ আশঙ্কাগ্রস্ত হলেন, এই দেহ সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হলে প্রতিবিম্বও সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, সুবসন পরিহিত হলে তাও সুবসন পরিহিত হয়, এ পরিষ্কৃত হলে ও-ও পরিষ্কৃত হয়। এই ভাবে অন্ধ হলে প্রতিবিম্বিও অন্ধ হয়, খঞ্জ হলে খঞ্জ হয়, হাত-পা ছিন্ন হলে প্রতিবিম্বেরও হাত-পা ছিন্ন হয়, এর বিনাশ হলে তারও বিনাশ হয়। এ বিদ্যায় তো আমি মঙ্গল দেখছি না! ইন্দ্র সমিধ হাতে পুনরায় ফিরে এলেন। প্রজাপতি তাঁকে দেখে বললেন, ইন্দ্র, তুমি তো শান্ত হৃদয়ে বিরোচনের সঙ্গে প্রস্থান করেছিলে, কী ইচ্ছা করে তুমি আবার ফিরে এলে?

ইন্দ্র বললেন, ভগবন, এই শরীর অলঙ্কৃত হলে ছায়াদেহও অলঙ্কৃত হয়। এই শরীর বিনষ্ট হলে এও তো বিনষ্ট হয়। এ বিদ্যাতে আমি মঙ্গল দেখছি না। প্রজাপতি বললেন, ইন্দ্র, ঠিক তাই। তোমার নিকটে এ আমি পুনরায় ব্যাখ্যা করব। তুমি আরও বত্রিশ বৎসর বাস কর।

ইন্দ্র আরও বত্রিশ বৎসর বাস করলেন। তারপর প্রজাপতি তাঁকে বললেন, যিনি স্বপ্নাবস্থায় পূজ্যমান হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা, তিনি অমৃত ও অভয়, তিনিই ব্রহ্ম।

তারপর ইন্দ্র শান্ত হৃদয়ে চলে গেলেন। কিন্তু দেবতাদের নিকটে উপস্থিত হবার পূর্বে তাঁর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল, যদিও অন্ধ হলে স্বপ্ন পুরুষ অন্ধ হয় না, দেহ খঞ্জ হলে তা খঞ্জ হয় না, শরীরের দোষে তা দূষিত হয় না, দেহকে বিনাশ করলেও তা বিনষ্ট হয় না। দেহের অশ্রুপাতে তার অশ্রুপাত হয় না, তথাপি নিদ্রিতাবস্থায় মনে হয় যে

স্বপ্নপুরুষকে কেউ বিনাশ করছে, কেউ তার পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছে, স্বপ্ন-পুরুষ যেন দুঃখ অনুভব করছে, রোদন করছে। এই উপদেশেও আমি কল্যাণ দেখছি না। ইন্দ্র সমিধ হাতে পুনরায় ফিরে এলেন। প্রজাপতি তাঁকে বললেন, ইন্দ্র, তুমি তো শান্ত হৃদয়ে চলে গিয়েছিলে, কী মনে করে আবার তুমি ফিরে এলে ?

ইন্দ্র বললেন, ভগবন, অন্ধ হলে যদিও স্বপ্নাত্মা অন্ধ হয় না, খঞ্জ হলে খঞ্জ হয় না, শরীরের দোষে দূষিত হয় না, শরীরকে বিনাশ করলে বিনষ্ট হয় না, তথাপি স্বপ্নে দেখা যায় যে একে যেন কেউ বিনাশ করছে, এর পিছনে কেউ ধাবিত হচ্ছে, যেন দুঃখ ভোগ করছে, রোদন করছে, এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখছি না।

প্রজাপতি বললেন, এ এই রকমই। আমি আবার তোমার নিকটে এ ব্যাখ্যা করব। তুমি আরও বত্রিশ বৎসর বাস কর।

ইন্দ্র আরও বত্রিশ বৎসর বাস করলেন, তারপর প্রজাপতি বললেন, এই যে প্রসুপ্ত জীব এক হন, প্রসন্নতা লাভ করেন এবং স্বপ্ন দর্শনে বিরত হন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।

ইন্দ্র তখন শান্ত হৃদয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু দেবগণের নিকটে উপস্থিত হবার পুর্বেই তাঁর এই আশঙ্কা দেখা দিল, এই সময়ে সুষুপ্ত আত্মা জানতে পারেন না যে আমি কে এবং প্রাণীদেরও জানতে পারেন না। এই সময়ে ইনি যেন বিনাশ প্রাপ্ত হন। তাই এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখছি না। সমিধ হাতে ইন্দ্র পুনরায় ফিরে এলেন। প্রজাপতি তাঁকে বললেন, ইন্দ্র, তুমি তো শান্ত হৃদয়ে ফিরে গিয়েছিলে, আবার কী মনে করে ফিরে এলে ?

ইন্দ্র বললেন, ভগবন, এই সময়ে ইনি নিজের বিষয়ই জানতে পারেন না যে ইনিই আমি এবং প্রাণীদেরও জানতে পারেন না। এই সময়ে ইনি যেন বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই উপদেশে আমি তাই কল্যাণ দেখছি না।

প্রজাপতি বললেন, ইন্দ্র, এ এই রকমই। এই আত্মার বিষয় তোমাকে আমি পুনরায় উপদেশ দেব, এ ছাড়া অন্য কিছু ব্যাখ্যা করব না। তুমি আরও পাঁচ বৎসর বাস কর।

ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসর বাস করলেন। সব শুদ্ধ একশো এক বৎসর হল। এই জন্যই লোকে বলে থাকে, ইন্দ্র প্রজাপতির নিকটে একশো এক বৎসর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাস করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, ইন্দ্র, এই শরীর মরণশীল ও মৃত্যুর বশ। এতেই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। যাঁর শরীর আছে, তিনিই সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তাঁর সুখ দুঃখের বিরাম নেই। অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করতে পারে না। বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ মেঘ গর্জন—এসবও অশরীর। এরা যেমন আকাশ থেকে উঠে পরম জ্যোতিষ্মান হয়ে নিজ নিজ রূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি প্রসন্ন আত্মা এই শরীর থেকে উঠে পরম জ্যোতিষ্মান হয়ে বিরাজ করেন। তিনি তখন উত্তমপুরুষ। তখন স্ত্রীলোকের সঙ্গে হোক বা যানে আরোহণ করে হোক বা জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গেই হোক, তিনি আহার করে ক্রীড়া করে ও আনন্দ উপভোগ করে বিচরণ করেন। যে দেহে তাঁর উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন তিনি ভুলে যান। অশ্ব যেমন রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারপর এই চক্ষুস্বরূপ আকাশ যাঁর অনুগত, সেখানেই আছেন চাক্ষুষ পুরুষ। তাঁকে দেখবার জন্যই চক্ষু। দেহের মধ্যে যিনি বুঝতে পারেন যে আমি এ আঘ্রাণ করছি, তিনিই আত্মা। নাসিকা শুধু ঘ্রাণ করবার জন্য। যিনি বুঝতে পারেন যে আমি বাক্য বলছি, তিনিই আত্মা। বাক্ কেবল বাক্য উচ্চারণের জন্য। যিনি বুঝতে পারেন যে আমি শ্রবণ করছি, তিনিই আত্মা। কর্ণ শুধু শ্রবণের জন্য। যিনি জানেন যে আমি মনন করছি, তিনিই আত্মা। মন তাঁর দৈব চক্ষু, তিনি এই দিয়ে সমস্ত কাম্য বস্তু দেখে আনন্দ পান। এই যে ব্রহ্মলোকে দেবতারা—এঁরা সেই আত্মার উপাসনা করেন। সেই জন্য তাঁরা সর্বলোক ও সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করেন। যিনি এই ভাবে আত্মাকে জেনে বিশেষ রূপে অনুভব করেন, তাঁরও সমস্ত লোক ও কাম্যবস্তু আয়ত্ত হয়।

প্রজাপতি এই কথাই বলেছিলেন।

শ্যামবর্ণ থেকে বিচিত্র বর্ণে গমন করি, আবার বিচিত্র থেকে শ্যামবর্ণে। অশ্ব যেমন রোম কাঁপায়, তেমনি আমি পাপ দূর করি। চন্দ্র যেমন রাহুর

মুখ থেকে মুক্ত হয়, আমিও তেমনি শরীর থেকে মুক্তি পাই। তারপর কৃতাত্মা হয়ে অসৃষ্ট ব্রহ্মলোক লাভ করি।

আকাশ নাম রূপের প্রকাশক। এই নাম ও রূপ যাঁর অভ্যন্তরে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা। আমি প্রজাপতির সভাগৃহে গমন করি। আমি ব্রাহ্মণের যশ, রাজার যশ, বৈশ্যের যশ লাভ করেছি। আমি যশের যশ। আমি যেন আর শ্বেতবর্ণ দন্তহীন ভক্ষক হয়ে ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল গৃহে গমন না করি, আমার যেন পুনর্জন্ম না হয়।

ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু মানুষদের এই কথা বলেছিলেন। যিনি আচার্যকুলে গুরু সেবা করে অবসর সময়ে যথাবিধি অধ্যয়ন করেন, তারপর গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে আসেন এবং পবিত্র স্থানে বেদাভ্যাস করেন, ধার্মিক পুত্রের জনক হন, আত্মায় সমস্ত ইন্দ্রিয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তীর্থ ভিন্ন অন্যত্র হিংসা ত্যাগ করেন, তিনি যাবজ্জীবন এই আচরণ করে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁকে আর প্রত্যাবর্তন করতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না তাঁর।

ছান্দোগ্য উপনিষদ সমাপ্ত

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষৎ

১. তৈত্তিরীয়

অবতারণা

বেদব্যাস বেদ বিভাগ করে যজুর্বেদ তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে অধ্যয়ন করান। বৈশম্পায়ন এই বেদ তাঁর যে শিষ্যদের অধ্যয়ন করান, তাঁদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যতম। মহীধরের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে বৈশম্পায়ন কোন কারণে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে এই বেদ পরিত্যাগ করতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর যোগের প্রভাবে তাঁর অধীত বিদ্যা বমন করেন এবং গুরুর আজ্ঞায় অন্য শিষ্যরা তিত্তিরি পক্ষী হয়ে তা গ্রহণ করেন। বুদ্ধি-মালিন্যের জন্য এই যজুর্বেদ কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং তা কৃষ্ণ যজুর্বেদ নামে পরিচিত হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতা এর অন্য নাম। সূর্যের কৃপায় যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় যে যজুর্বেদ লাভ করেন তা শুক্ল যজুর্বেদ নামে অভিহিত। তাঁর পিতা বাজসনির নামে এর অন্য নাম বাজসনেয় সংহিতা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদ তথা তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তর্গত। এটি শীক্ষা ব্রহ্মানন্দ ও ভৃগু এই তিন বল্লীতে বিভক্ত। শীক্ষা বল্লীর প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণের বিজ্ঞান, পরে বিদ্যার্থীকে আচার্য বিদ্যা সমাপ্তির পর নীতিজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছেন। সব শেষে কয়েকটি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে অন্নপ্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ এই পঞ্চকোষের স্বরূপ ও ব্রহ্মানন্দ বিষয়ের বর্ণনা। ভৃগু বল্লীতে পিতা-পুত্রের উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁকে প্রাপ্তির উপায় বলা হয়েছে। পুত্র ভৃগু তাঁর পিতা বরুণের নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব জেনে নিচ্ছেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ খুব প্রাচীন। এর আলোচ্য বিষয় খুব স্পষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত। এতে শিক্ষা ও জীবনের আদর্শ সুন্দরভাবে চিত্রিত। অন্ন বা জড় পদার্থ থেকে আনন্দময় ব্রহ্ম চৈতন্যের ক্রমবিকাশের কথা পাওয়া যায়। আনন্দ থেকেই এই

জগতের সৃষ্টি, আনন্দে তার স্থিতি, আনন্দেই লয়। এই চেতনা থেকেই ব্রহ্মকে জানা যায়—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

গ্রন্থারম্ভ

ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমান ভাবে রক্ষা করুন, সমান ভাবে বিদ্যার ফল ভোগ করান। আমরা উভয়ে যেন সমান ভাবে বিদ্যা লাভের উপযুক্ত সামর্থ্য অর্জন করি। আমাদের অধ্যয়ন সার্থক হোক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের সমস্ত বিঘ্নের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

শীক্ষা বল্লী

সূর্য আমাদের কল্যাণকারী হোন, বরুণ অর্যমা ইন্দ্র বৃহস্পতি ও বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকারী হোন। ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ু, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মই বলব। তোমাকেই ঋতরূপে বলব, সত্য স্বরূপ বলব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে ও বক্তাকে রক্ষা করুন। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

শীক্ষা অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণ প্রণালী ব্যাখ্যা করব। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণে প্রযত্ন ও সাম অর্থাৎ সমতা এবং নিয়মিত পদ বা বাক্য—এ সব শিক্ষণীয় বিষয়। এইভাবে শীক্ষা অধ্যায় বলা হল।

আমাদের দুজনের সমান যশ হোক, সমান ব্রহ্ম তেজ হোক। এরপর অধিলোক অধিজ্যোতিষ অধিবিদ্য অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম এই পাঁচটি বিষয় অবলম্বনে সংহিতা ব্যাখ্যা করব। এদের মহাসংহিতা বলা হয়। এখন অধিলোক অর্থাৎ লোক বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হচ্ছে। পৃথিবী পূর্বরূপ অর্থাৎ সংহিতার প্রথম বর্ণে পৃথিবী, তার শেষ অক্ষরে দ্যুলোক, মধ্যে আকাশ, আর ঐ দুই বর্ণের সংযোগে বায়ু দৃষ্টি করতে হবে। এই হল অধিলোক। এইবারে অধিজ্যোতিষ অর্থাৎ জ্যোতির্বিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে অগ্নি, শেষ বর্ণে আদিত্য, মধ্যবর্ণে

জলময় চন্দ্র এবং দুই বর্ণের মিলনে বিদ্যুৎ। এই হল অধিজ্যোতিষ। এর পর অধিবিদ্য অর্থাৎ বিদ্যা বিষয়ক দর্শনের কথা বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে আচার্য, শেষ বর্ণে শিষ্য, মধ্য বর্ণে বিদ্যা, দুই বর্ণের সংযোগে বেদপাঠ। এই হল অধিবিদ্য। এর পর অধিপ্রজ অর্থাৎ প্রজাবিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে মাতা, শেষ বর্ণে পিতা, মধ্য বর্ণে সন্তান এবং দুই বর্ণের মিলনে সন্তানের জন্ম। এই হল অধিপ্রজ। এর পর অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহ বিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে। সংহিতার প্রথম বর্ণে নিম্ন অধর, শেষ বর্ণে ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ, মধ্যে বাক্ অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণ স্থান তালু এবং দুই বর্ণের সংযোগে জিহ্বা। এই হল অধ্যাত্ম। একে মহাসংহিতা বলা হয়। যিনি মহাসংহিতার এই ব্যাখ্যা জেনে উপাসনা করেন, তিনি সন্তান পশু ব্রহ্মতেজ ভোজনীয় দ্রব্য ও স্বর্গলোকের সঙ্গে মিলিত হন।

যে ওঙ্কার বেদের মধ্যে প্রধান এবং যিনি বিশ্বরূপ, অমৃতরূপ বেদ থেকে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, সেই ওঙ্কাররূপী ইন্দ্র আমাকে মেধা দিয়ে তৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃত ধারণ করতে পারি। আমার শরীর ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের যোগ্য হোক, আমার জিহ্বা মধুর ভাষী হোক এবং কান দিয়ে যেন অনেক কিছু শুনতে পারি। তুমি ব্রহ্মের কোশ বা আধার হও। কিন্তু তুমি লৌকিক জ্ঞানে আচ্ছাদিত, তুমি আমার শোনা জ্ঞান রক্ষা কর। হে ওঙ্কার, যে স্ত্রী সর্বদা আমার জন্য বস্ত্র গাভী খাদ্য ও পানীয় আনেন, বৃদ্ধি করেন ও চিরকাল তাদের সুব্যবস্থা করেন, তুমি লোমশ পশু ও অন্যান্য পশুদের সঙ্গে সেই স্ত্রীকে আমার জন্য আনো। বিদ্যালাভের জন্য ব্রহ্মচারীরা সব দিক থেকে আমার কাছে আসুক, বিবিধভাবে ও প্রকৃষ্ট রূপে আসুক ও দম বা ইন্দ্রিয় দমন অভ্যাস করুক। তারা আমার নিকটে শম বা মনঃ সংযম শিখুক। জন সমাজে আমি যেন যশস্বী হই। ধনীদের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ হই। হে ভগবন, ব্রহ্ম কোশ স্বরূপ তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি। বহু শাখার নদীতে আমি নিজেকে শুদ্ধ করছি। হে বিধাতা, জল যেমন নিচের দিকে বয়ে যায় ও মাস সম্বৎসরে মিশে যায়, তেমনি ব্রহ্মচারীরা সমস্ত দিক

থেকে আমার কাছে আসুক। তুমি সবার বিশ্রাম স্থান। তুমি আমার নিকটে প্রতিভাত হও, আমাকে প্রাপ্ত হও সর্বতো ভাবে।

ভূঃ ভুবঃ ও স্বুবঃ এই তিনটি প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি। চতুর্থ হল মহঃ। মহাচমসের পুত্র মহাচমস্য নামে ঋষি এ জেনেছিলেন। এই মহঃ-ই ব্রহ্ম ইনিই আত্মা। অন্য সব দেবতা এর বিবিধ অঙ্গ। ভূঃ হল পৃথিবী, ভুবঃ অন্ত-রীক্ষ এবং স্বুবঃ দ্যুলোক। আদিত্যই মহঃ, তার কারণ আদিত্যের জন্য সমস্ত লোক বর্ধিত হয়। ভূঃ হল অগ্নি, ভুবঃ বায়ু ও স্বঃ আদিত্য। চন্দ্র মহঃ। কারণ চন্দ্রের দ্বারা সমস্ত জ্যোতিষ্ক মহিমান্বিত হয়। আবার ভূঃ ঋক্। ভুবঃ সাম ও স্বঃ যজুর্বেদ। মহঃ ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্মের দ্বারা সমগ্র বেদ মহিমান্বিত হয়। ভূঃ প্রাণ, ভুবঃ অপান, স্বুবঃ ব্যান এবং মহঃ অন্ন। অন্নের দ্বারা প্রাণ বর্ধিত হয়। এই চার ব্যাহৃতি আবার চার ভাগে বিভক্ত হয়ে চার রকম হয়। যিনি এদের সম্যক্ জেনে উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানতে পারেন। এই ব্রহ্মবিদকে সমস্ত দেবতা উপহার দেন।

হৃদয়ের আকাশে অবস্থিত আছেন বিজ্ঞানময় অমৃত স্বরূপ জ্যোতির্ময় পুরুষ। দুই তালুর মধ্যে স্তনের ন্যায় লম্বমান যে মাংস খণ্ড ও যেখানে বিভক্ত হয়েছে কেশের মূল, সেখানে মাথার কপাল ভেদ করে নির্গত সুষুম্না নাড়ীই ইন্দ্র যোনি এবং এই পথে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উপাসক ভূঃ রূপ অগ্নি ও ভুবঃ রূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন। স্বুবঃ রূপ আদিত্যে ও মহঃ রূপ ব্রহ্মেও প্রতিষ্ঠিত হন। এই সবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন ও মনের পতিকে লাভ করেন। তিনি বিজ্ঞান ও বাক্‌পতি হন, চক্ষু ও কর্ণের অধিপতি হন। এ সবের চেয়েও বড় হয়ে তিনি আকাশ-শরীর সত্যাত্মা প্রাণায়াম মন আনন্দ শান্তি সমৃদ্ধ ও অমৃত ব্রহ্ম হন। হে প্রাচীন যোগ্য, এই ভাবেই ব্রহ্মের উপাসনা কর।

পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যুলোক দিক ও অবান্তর দিক, অগ্নি বায়ু আদিত্য চন্দ্র ও নক্ষত্র, জল ওষধি বনস্পতি আকাশ ও আত্মা—এই ভাবে অধিভূতের কথা বলা হল। এইবারে অধ্যাত্মের কথা বলা হচ্ছে। প্রাণ ব্যাণ অপান উদান ও সমান, চোখ কান মন বাক্ ও ত্বক, চর্ম মাংস স্নায়ু অস্থি ও

মজ্জা—এইভাবে বিধান করে ঋষি বলেছেন, এই সমস্তই পাংক্ত বা পঞ্চাত্মক। পাংক্ত দ্বারাই পাংক্ত প্রীত বা পূর্ণ হয়।
ওম্ এই অক্ষরই ব্রহ্ম। এ সমস্তই ওঙ্কার। ওম্ সম্মতি জ্ঞাপক। ওম্ শোনাও বলে যাজ্ঞিকরা দেবতাদের মন্ত্র শোনান। সামবেদীরা ওম্ উচ্চারণ করে সাম গান করেন। ওম্ শোন বলে স্তোত্র পাঠকরা শস্ত্র নামের স্তোত্র পাঠ করেন। যজুর্বেদীরা সমস্ত কর্মেই ওম্ উচ্চারণ করেন। ওম্ বলে ব্রহ্মা অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন। অগ্নিহোত্রীরা ওম্ বলেই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দেন। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নের পূর্বে ব্রহ্মকে যেন পাই এই চিন্তা করে ওম্ বলেন। এর ফলেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।
ঋত স্বাধ্যায় ও প্রবচন অর্থাৎ অধ্যাপনা, সত্য তপস্যা ইন্দ্রিয় দমন চিত্ত সংযম অগ্নির পরিচর্যা অতিথি সেবা লৌকিক আচার পালন সন্তানের জন্ম স্ত্রীসম্ভোগ বংশ রক্ষা স্বাধ্যায় প্রবচন রথীতর গোত্রীয় সত্যকচার মতে এ সমস্ত সত্যই কর্তব্য, পুরুশিষ্টির পুত্র তপোনিত্যের মতে এই সবই তপস্যা। মুদ্গলের পুত্র নাক বলেন যে স্বাধ্যায় ও প্রবচন অর্থাৎ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই কর্তব্য। কারণ এই হল তপস্যা।
আমি বৃক্ষের প্রেরয়িতা অর্থাৎ কর্মের প্রবর্তক, গিরি পৃষ্ঠের মতো আমার কীর্তি, আমি পরম পবিত্র। সূর্যে যেমন অমৃত, তেমনি আমিও অমৃতময়। আমি ধনের মতো দীপ্তিমান। আমি সুমেধা অমৃত ও অক্ষয়। ত্রিশঙ্কু এই কথাই বেদের বচন বলেছিলেন।
বেদ অধ্যাপনা করে আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন, সত্য বল, ধর্মাচরণ কর, স্বাধ্যায়ে অমনযোগী হয়ো না। আচার্যের জন্য প্রিয় ধন আহরণ করে প্রজাতন্তু ছিন্ন করবে না। সত্যে ধর্মে কুশলে ভাল কাজে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অমনোযোগী হবে না। দেব ও পিতৃকার্যে অমনোযোগী হবে না, মাতা পিতা আচার্য বা অতিথি দেবতা কার, এই রকম হও। যে কাজ নিন্দনীয় নয় সেই কাজ কর, ইতর কাজ নয়। আমাদের যা সুচরিত, তোমার তাই উপাস্য, অন্য ইতর কাজ নয়। অন্য আচরণ উচিত নয়। যে সব ব্রাহ্মণ আমাদের চেয়ে শ্রেয়, তুমি তাদের আসন দিয়ে শ্রম দূর করবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। অশ্রদ্ধায়

দান অনুচিত। শ্রী অর্থাৎ সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবে। দান করবে নম্র হয়ে, সম্ভ্রমের সঙ্গে ও মিত্র ভাবে। আর যদি শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম বা আচার সম্বন্ধে সংশয় হয়, তবে সেখানকার বিচারক্ষম কর্তব্যপরায়ণ আচারনিষ্ঠ দয়ালু ও নিষ্কাম ব্রাহ্মণদের কর্ম ও আচারের অনুসরণ করবে। আর তাঁদের কারও আচরণের বিষয়ে যদি কেউ অভিযোগ বা সংশয় প্রকাশ করে, তবে সেখানকারই বিচারক্ষম কর্মনিষ্ঠ যেভাবে রত থাকেন তুমিও সেই ভাবেই থাকবে। এই আদেশ, এই উপদেশ, এই বেদ উপনিষদ, এই অনুশাসন। এই ভাবেই অনুষ্ঠান করবে। এই উপাস্য। দেবতারা কল্যাণকারী হোন। ব্রহ্মকে নমস্কার। আমি সত্য বলেছি। ওঁ শান্তি।

ব্রহ্মানন্দ বল্লী

দেবতারা কল্যাণকারী হোন। ব্রহ্মকে নমস্কার। আমি সত্য বলছি। ওঁ শান্তি।

ব্রহ্মবিদ পরম ব্রহ্মকে লাভ করেন। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানময় ও অনন্ত। যিনি পরম আকাশে গুহায় নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন। সেই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধি, ওষধি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে পুরুষ উৎপন্ন হয়েছে। এই পুরুষ অন্নরসের বিকার। তার এই মাথা, দক্ষিণ ও বাম পক্ষ, এই আত্মা, এই পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা, এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে।—

পৃথিবীর সমস্ত জীব অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অন্নেই বাঁচে এবং অন্ত কালে অন্নেই লীন হয়। অন্ন প্রাণীর শ্রেষ্ঠ বলে তাকে সর্বৌষধ বলা হয়। যাঁরা অন্নকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করেন, তাঁরা সমস্ত অন্ন পান। অন্ন থেকেই জীব উৎপন্ন হয় ও অন্নে বর্ধিত হয়। অন্ন প্রাণীর খাদ্য এবং প্রাণীকে ভক্ষণ করে অন্ন। এই জন্যই এর অন্ন নাম। এই অন্নরসময় কোশের অভ্যন্তরে প্রাণময় আত্মা আছে। তার দ্বারাই ইহা পূর্ণ। সেই

প্রাণময় আত্মারও পুরুষের আকার। সেই পুরুষের অনুযায়ী এই পুরুষ-কার। প্রাণবায়ু তার মাথা, ব্যাণ দক্ষিণ পক্ষ, অপান উত্তর পক্ষ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। এ সম্বন্ধেও এই শ্লোক আছে। দেবতারা প্রাণে অনুপ্রাণিত। মানুষ ও পশুরাও প্রাণের শক্তিতে ক্রিয়াশীল। প্রাণই প্রাণীর আয়ু। সেই জন্য প্রাণকেই সকলের আয়ু বলা হয়। যিনি প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি পূর্ণ আয়ু পান। এই যে প্রাণময়, ইনি অন্নরসময় দেহে অধিষ্ঠিত আত্মা। প্রাণময় আত্মা থেকে ভিন্ন আর একটি আত্মা আছেন, তিনি প্রাণময়ের অন্তঃস্থ আত্মা। সেই মনোময়ের দ্বারাই প্রাণময় আত্মা পূর্ণ। ঐ প্রাণময় পুরুষাকৃতির অনু-যায়ী পুরুষাকার। যজুর্মন্ত্র তাঁর মাথা, ঋক্ দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, তাদেশ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ তাঁর আত্মা, এবং অথর্ব ও আঙ্গিরস পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। এই বিষয়েও এই শ্লোক আছে।—

মনের সঙ্গে না পেয়ে বাক্য যেখান থেকে ফিরে আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন তাঁর আর কখনও ভয় থাকে না। এ সেই পূর্বোক্ত প্রাণ-ময়ের শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। ঐ মনোময় হতে ভিন্ন অথচ তাঁরই অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছে, তা বিজ্ঞানময়। এরই দ্বারা মনোময় আত্মা পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকৃতি বিশিষ্ট। এঁর পুরুষাকৃতিও মনো-ময়ের পুরুষাকৃতিরই মতো। শ্রদ্ধা এর মাথা, ঋক দক্ষিণ পক্ষ, সত্য উত্তর পক্ষ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়েও একটি শ্লোক আছে।—

বিজ্ঞান যজ্ঞ বিস্তার করে, কর্মও বিস্তার করে। সমস্ত দেবতা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন। বিজ্ঞানকে যদি কেউ ব্রহ্ম বলে জানে এবং যদি তা থেকে বিচ্যুত না হয়, তাহলে দেহের মধ্যেই পাপ ত্যাগ করে সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করে। এই বিজ্ঞানময় পূর্বোক্ত মনো-ময়ের শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। এই বিজ্ঞানময় আত্মা হতে ভিন্ন, অথচ তারই অভ্যন্তরে আর একটি আনন্দময় আত্মা আছে। সেই বিজ্ঞানময় এই আনন্দময় দ্বারা ব্যাপ্ত। এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতি এবং বিজ্ঞানময়েরই পুরুষাকৃতির অনুরূপ। প্রিয় তাঁর মস্তক, হর্ষ তাঁর দক্ষিণ

পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ তাঁর আত্মা এবং ব্রহ্ম পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা।
এই বিষয়েও একটি শ্লোক আছে।—

যদি কেউ ব্রহ্ম অসৎ বলে জানেন, তবে তিনি অসৎ হন। ব্রহ্ম আছেন বলে যদি কেউ জানেন, তাহলে এই জ্ঞানের জন্য ব্রহ্মবিদরা তাঁকে সৎ বলে জানেন। সেই বিজ্ঞানময়ের এই হল শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা।
কোন অজ্ঞানী মানুষ মৃত্যুর পর ঐ লোকে যায় কি? অথবা কোন বিদ্বান মৃত্যুর পর এই লোক পায় কি?
তিনি ইচ্ছা করলেন, আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব। তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করে সব কিছু সৃজন করলেন এবং সে সব সৃষ্টি করে তার মধ্যেই প্রবেশ করলেন। তাতে প্রবেশ করে তিনি সত্য ও অসত্য নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অনৃত এই সব যা কিছু আছে তা সমস্তই হলেন। ব্রহ্মই এই সব রূপে হয়েছেন বলে ব্রহ্মবিদ তাঁকে সত্য নামে অভিহিত করেন। এই বিষয়েও একটি শ্লোক আছে।—
এই জগৎ আগে অসৎ ছিল। তা থেকেই সৎ-এর জন্ম হল। তিনি নিজেই নিজেকে এই রূপ করলেন। এই জন্য তাঁকে সুকৃত বলা হয়। সেই সুকৃত রসস্বরূপ। জীব এই রস পেয়ে আনন্দিত। যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকত, তবে কে অপান ক্রিয়া আর কে প্রাণ ক্রিয়া করত? জীবকে ইনিই আনন্দ দেন। জীব যখন এই অদৃশ্য অশরীর অনিরুক্ত অনিলয় ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখনই সে নির্ভয় হয়। আর অবিদ্বান ব্যক্তি যখন এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান করে তখনই তার ভয় হয়। বিবেকহীন ভেদজ্ঞানীর কাছে সেই ব্রহ্মই ভয়ের কারণ হন। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।—
এই ব্রহ্মের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, এঁরই ভয়ে সূর্য উদিত হয় এবং এঁরই ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হচ্ছেন। যদি কেউ বয়সে যুবা, সাধুচিত্ত, বেদজ্ঞ, সর্বোত্তম শাসক, দৃঢ়দেহী ও বলবান হয় এবং যদি এই ধন-সমৃদ্ধ সমগ্র পৃথিবী তার করায়ত্ত হয়, তবে তার যে আনন্দ হবে, মানুষের পক্ষে তাই সর্বোত্তম আনন্দ। মানুষ-গন্ধর্ব ও শ্রোত্রিয় অর্থাৎ

বেদজ্ঞও পুরুষের আনন্দ সমান। দেব-গন্ধর্বদের আনন্দ এর শতগুণ, কিন্তু কামনারহিত বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দ এরই সমান। এরও শতগুণ চিরলোক পিতৃপুরুষের আনন্দ। কিন্তু কামনাহীন বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। এরও শত গুণ হল দেবলোকে জাত দেবতাদের আনন্দ। আর এরই সমপরিমাণ হন বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দ। কর্মদেব দেবতাদের এক পূর্ণ। আনন্দ এরও শতগুণ। কামনাহীন শ্রোত্রিয়দের আনন্দ তারই সমান। এরও শতগুণ আনন্দ দেবতাদের এবং এও শ্রোত্রিয়দের আনন্দের সমান। ইন্দ্রের এক আনন্দ এরও শতগুণ, এরও শতগুণ বৃহস্পতির এক আনন্দ। কামনাহীন শ্রোত্রিয়র আনন্দও এরই সমান। প্রজাপতির এক আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ, কামনাহীন শ্রোত্রিয়েরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এরও শতগুণ ব্রহ্মার এক আনন্দ, কামনাহীন, শ্রোত্রিয়ের আনন্দও এরই সমান। সেই যে আত্মা পুরুষে ও আদিত্যে আছেন, তিনি অভিন্ন। যিনি এ কথা জানেন তিনি ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন।

যে ব্রহ্মকে না পেয়ে বাক্য ও মন ফিরে আসে, তাঁরই উপলব্ধির আনন্দ যিনি জানেন তাঁর আর কোন ভয় থাকে না। কেন আমি সাধু কাজ করি নি, কেন আমি পাপ করেছি, এই রকম চিন্তা তাঁকে তাপ দেয় না। যিনি এই রূপ জানেন, তিনি এই দেখে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন। কারণ যিনি এরূপ জানেন, তিনিই এই উভয়কে আত্মভাবে দেখে আত্মাকে তৃপ্ত করেন। এই হল উপনিষৎ।

ভৃগু বল্লী

ওঁ শান্তি।

বরুণের পুত্র ভৃগু পিতার নিকটে গিয়ে বললেন, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলুন।

তিনি তাঁকে এই কথা বললেন, অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাক্য— এরাই উপলব্ধির দ্বার। প্রাণী যাঁ থেকে জন্মায়, যাঁর জন্যে বাঁচে ও অন্তিমে

যাঁতে ফিরে গিয়ে লীন হয়, তাঁকে জানতে ইচ্ছা কর। তিনিই ব্রহ্ম।
ভৃগু তখন তপস্যা করলেন। তপস্যা করে ভৃগু জানলেন যে অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন থেকেই প্রাণী জন্মায়, অন্নেই জীবিত থাকে এবং অন্তিমে অন্নে ফিরে গিয়ে তাতেই বিলীন হয়। এই কথা জেনে তিনি পুনরায় পিতার নিকটে এসে বললেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলুন।
পিতা তাঁকে বললেন, তপস্যায় ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা কর তপস্যাই ব্রহ্ম।
ভৃগু তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি জানলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ থেকেই সমস্ত প্রাণী জন্মায়, জন্মের পর প্রাণ দিয়েই জীবিত থাকে, প্রাণেই ফিরে গিয়ে বিলীন হয়। এই কথা জেনে তিনি পুনরায় পিতা বরুণের নিকটে এসে বললেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাকে বলুন।
পিতা তাঁকে বললেন, তপস্যা করেই তাঁকে জানতে চাও। তপস্যাই ব্রহ্ম।
ভৃগু তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি জানলেন যে মনই ব্রহ্ম। মন থেকেই প্রাণীর জন্ম, জন্মের পর মনের জন্য বাঁচে এবং মনেই ফিরে গিয়ে প্রবেশ করে। এই কথা জেনে তিনি পুনরায় পিতা বরুণের নিকটে এসে বললেন, ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলুন।
পিতা তাঁকে বললেন, তপস্যাতেই তাঁকে জানতে চাও। তপস্যাই ব্রহ্ম।
ভৃগু তপস্যা করলেন। তপস্যা করে ভৃগু জানলেন যে বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। তপস্যা করে ভৃগু জানালেন যে বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। বিজ্ঞান থেকেই প্রাণীরা জন্মায়, জন্মের পর বিজ্ঞানের দ্বারাই বাঁচে এবং বিজ্ঞানেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। এই কথা জেনে তিনি পুনরায় পিতা বরুণের নিকটে এসে বললেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলুন।
পিতা তাঁকে বললেন, তপস্যায় ব্রহ্মকে জানবার চেষ্টা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম।
ভৃগু তপস্যা করলেন। তপস্যা করে ভৃগু জানতে পারলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকে প্রাণীরা জন্মায়, জন্মের পর আনন্দে বেঁচে থাকে এবং আনন্দেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। এই ভার্গবী বারুণী বিদ্যা হৃদয়ের পরম আকাশে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই ভাবে জানেন, তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত

হন, অন্নবান ও অন্নাদ হন, প্রজাপশুও ব্রহ্মতেজে মহান হন, কীর্তিতেও মহান হন।

অন্নের নিন্দা করবে না, এই ব্রত। প্রাণই অন্ন ও শরীর অন্নের ভোক্তা। প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত এবং শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই ভাবেই অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত। তাই যিনিই জানেন যে অন্নেই অন্ন প্রতিষ্ঠিত, তিনিই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অন্নবান ও অন্নাদ হন। প্রজা পশু ও ব্রহ্ম-তেজে মহান হন, কীর্তিতেও।

অন্নকে পরিত্যাগ করবে না। এ একটি ব্রত। জলই অন্ন, জ্যোতি অন্নাদ। জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতির মধ্যে জল প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান অন্নাদ হন, প্রজা পশু ব্রহ্মতেজ ও কীর্তিতে মহান হন।

অন্নকে বর্ধিত করবে, এও ব্রত। পৃথিবী অন্ন, আকাশ অন্নাদ। পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান অন্নাদ হন। প্রজা পশু ব্রহ্মতেজ ও কীর্তিতে মহান হন।

বাসের জন্য আগত কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না, এও তাঁর ব্রত। সে জন্য যে কোন প্রকারে তিনি বহু অন্ন সংগ্রহ করবেন। তাঁর জন্যই অন্ন রন্ধন করা হয়েছে, অভ্যাগতকে তিনি এই কথা বলবেন। অন্নদাতা এই যে মুখ্য বৃত্তি অবলম্বনে অন্ন সংগ্রহ করে তা রন্ধন করে অতিথিকে দেন, এতে তাঁর মুখ্য বৃত্তিতেই অন্নপ্রাপ্তি হয়। মধ্যম বৃত্তিতে সংগৃহীত অন্ন অতিথিকে রেঁধে দিলে মধ্যম বৃত্তিতেই অন্নপ্রাপ্তি হয় এবং অধম বৃত্তিতে সংগৃহীত অন্ন দানে অধম বৃত্তিতেই অন্ন সংস্থান হয়। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর পূর্বোক্ত ফল হয়।

বাক্যে কল্যাণরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে, পায়ুতে ত্যাগরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করবে। বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে, পশুতে যশরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতি-

রূপে উপস্থে সন্তানের জন্ম দানের অমৃত ও আনন্দরূপে, আকাশে সমস্তরূপে তাঁর উপাসনা করবে। এইভাবে যিনি সবার প্রতিষ্ঠারূপে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাবান হন। তারপর ব্রহ্মকে মহত্ত্ব অর্থাৎ মহত্ত্বরূপে উপাসনা করবে। তাতে মহান হবে। তারপর মন-রূপে উপাসনা করবে, তাতে মননশীল হবে। তাঁকে নমরূপে উপাসনা করবে, তাতে কাম্যবস্তু নত হবে। তাঁকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবে, তাতে ব্রহ্মবান হবে। তাঁকে ব্রহ্মের পরিমর অর্থাৎ আকাশরূপে উপাসনা করবে, একে দ্বেষকারী শত্রুদের মৃত্যু হবে, অপ্রিয় শত্রুরাও বিনষ্ট হবে। যিনি এই পুরুষে ও যিনি ঐ আদিত্যে ; তাঁরা এক। যিনি এ কথা জানেন, তিনি এই লোক থেকে প্রয়াণ করে এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তারপর প্রাণময় আত্মাকে পেয়ে পরে মনোময় আত্মার সাক্ষাৎ পান। ক্রমে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। শেষে নিজের ইচ্ছা মতো এই লোকে বিচরণ করে এই সাম গান করতে থাকেন। অহো অহো অহো বলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নাদ, আমি অন্নাদ, আমি অন্নাদ। আমি শ্লোকক্বৎ, আমি শ্লোকক্বৎ, আমি শ্লোকক্বৎ। আমি ঋতের প্রথম জাত, দেবতাদেরও পূর্ববর্তী, অমৃতের নাভি। যিনি আমাকে দান করেন, তিনি এই ভাবেই আমাকে রক্ষা করেন। যিনি অন্নরূপী আমাকে অন্ন-দান করেন না, আমি তাঁকে ভক্ষণ করি। আমি এই বিশ্ব ভুবন হয়েছি, আমার সুবর্ণ জ্যোতি। যিনি এই রকম জানেন, তিনি সমস্ত ফল লাভ করেন। ইতি উপনিষৎ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ সমাপ্ত

২. কঠ

অবতারণা

কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার কাঠক বা কঠ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলে এই উপনিষদের নাম হয়েছে কঠ উপনিষদ। রচনা পদ্যে, তিনটি করে

বল্লীর ছুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টি যে ভাবে শেষ হয়েছে, তা দেখে মনে হয় যে দ্বিতীয় অধ্যায়টি পরবর্তীকালের সংযোজন। তুই অধ্যায়ে ভাষার পার্থক্য আছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়েরই পরিবর্ধিত রূপ। ব্রহ্ম বিদ্যার সঙ্গে যোগবিধি যুক্ত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৫তম সূক্তের দেবতা যম এবং ঋষিকুমার। এই সূক্তের প্রভাব এই উপনিষদেও লক্ষ্য করা যায়। যম ও নচিকেতার পরিচিতি আখ্যায়িকার সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলা হয়েছে। এই উপাখ্যানটি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা কিছু পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঋষি বাজশ্রবমের পুত্র নচিকেতা। এই নামের অর্থ 'যে জানে নি'। নচিকেতা জানে না, কিন্তু জানবার বাসনা তার প্রবল। পিতা যজ্ঞ করছেন, যজ্ঞে গাভী দান করা হবে। কিন্তু যে গাভীগুলি সংগৃহীত হয়েছে তা বৃদ্ধ তুর্বল ও অস্থিচর্মসার। এই অকর্মণ্য গাভী দান করা হবে দেখে কিশোর বয়সী নচিকেতার মনে হল যে পিতা ছলনা করছেন। তার কারণ সে জানে যে যাজ্ঞিক এই যজ্ঞে প্রিয় বস্তু দান করবেন, এই রীতি। অত্যন্ত পীড়িত ও তুঃখিত মনে নচিকেতা তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি তো তোমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমায় কাকে দান করবে? পিতাকে নিরুত্তর দেখে নচিকেতা বার বার এই প্রশ্ন করতে লাগল। শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা বাজশ্রবম বললেন, তোমায় আমি মৃত্যুর রাজা যমকে দিলাম। এর পর নচিকতা যমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে সে যমের নিকটে তিনটি বর পেল। প্রথম ও দ্বিতীয় বরে পিতার ক্ষমা ও অগ্নিবিদ্যা লাভ করল। তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্মার স্বরূপ জানতে চাইল। এই বর লাভের যোগ্যতা নচিকেতার আছে কিনা, তা নানা প্রলোভনে পরীক্ষা করে যম তাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন।—

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষোঽন্তরাত্মা যদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ২।৩।১৭

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বদাই সবার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জা তৃণ থেকে তার মধ্যেকার ইষীকাকে বার করার মতো নিজের শরীর থেকে ধৈর্য সহকারে তাঁকে স্বতন্ত্র করবে। তাঁকে বিশুদ্ধ ও অমৃত বলে জানবে।

যজ্ঞ বা উপাসনা শুধু সামাজিক আচার নয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা হৃদয়কে শুদ্ধ করে ভগবানে ভক্তির সঞ্চার করে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হয় মানুষ। এই উপনিষদের শিক্ষা হল এই।

কঠ উপনিষদ উৎকৃষ্ট উপনিষদগুলির অন্যতম এবং জনপ্রিয়। শ্রাদ্ধ বাসরে এই উপনিষদ পাঠের বিধান আছে।

গ্রন্থারম্ভ

ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমানভাবে রক্ষা করুন, আমাদের উভয়কে সমানভাবে বিদ্যার ফল ভোগ করান। আমরা উভয়ে যেন সমভাবে বিদ্যা লাভের সামর্থ্য অর্জন করতে পারি। আমাদের অধ্যয়ন তেজস্বী হোক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের সমস্ত বিঘ্নের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

পুরাকালে বাজশ্রবস নামে ঋষি যজ্ঞফলের জন্য কোনও যজ্ঞে সর্বস্ব দান করেছিলেন। তাঁর নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। দক্ষিণার জন্য যখন গাভীদের নেওয়া হচ্ছিল, তখন সাধুচিত্ত কুমারের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। তিনি ভাবলেন যে এইসব গাভী, যাদের জলপান তৃণ ভক্ষণ ও দুগ্ধ দোহন শেষ হয়ে গেছে এবং এখন ইন্দ্রিয়শক্তিহীন, তাদের দান করে দাতা আনন্দ নামে আনন্দহীন লোকে যায়। তিনি পিতাকে বললেন, আপনি আমায় কাকে দেবেন? দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও এই একই কথা বললেন। তখন পিতা তাকে বললেন, তোমায় আমি যমকে দিলাম।

নচিকেতা ভাবলেন, বহুর মধ্যে আমি প্রথম বা বহুর মধ্যে আমি মধ্যম। যমের এখন কী করণীয় আছে যা আজ তিনি আমায় দিয়ে করাবেন! এই ভেবে নচিকেতা পিতাকে বললেন, পূর্বে পূর্ব পুরুষের যে আচরণ করেছেন তা ভেবে দেখুন, এখন সজ্জনেরা যা করেন তাও ভেবে দেখুন। মরণশীল মানুষ শস্যের ন্যায় নষ্ট হয়, পুনরায় জন্মায়।

তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতিথি অগ্নির ন্যায় গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করেন। লোকে অগ্নিরূপ সেই ব্রাহ্মণের এই রকম শান্তি করে থাকে। হে বৈবস্বত যম, জল আনো। যার গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণ অনাহারে বাস করেন, সেই অল্প বুদ্ধি পুরুষের আশা ও প্রতীক্ষা এবং তার সাধুসঙ্গ ও প্রিয়-বাক্যের ফল নষ্ট হয়। তার পুণ্য কাজের ফল লাভও হয় না। তার পুত্র ও পশু সমস্তই অতিথি ব্রাহ্মণের অনশন রূপ পাপে বিনষ্ট হন।

যম বললেন, হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে নমস্কার। আমার মঙ্গল হোক। হে ব্রাহ্মণ, তুমি নমস্য অতিথি হয়েও আমার গৃহে অনশনে তিন রাত্রি বাস করেছ, সেই জন্য সেই তিন রাত্রির জন্য তিনটি বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা বললেন, হে মৃত্যু, আমার পিতা গৌতম যাতে শান্ত সংকল্প প্রসন্ন চিত্ত ও আমার প্রতি বিগত ক্রোধ হন এবং আপনার কাছ থেকে ফিরে গেলে যেন আমাকে চিনতে পারেন, তিন বরের মধ্যে এইটিই আমাকে প্রথম বর দিন।

যম বললেন, তোমার পিতা অরুণের পুত্র উদ্দালক আমার আদেশে তোমাকে চিনতে পেরে পূর্বের মতোই হবেন। তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে প্রমুক্ত দেখে বিগত ক্রোধ হয়ে সুখে রাত্রি যাপন করবেন।

নচিকেতা বললেন, স্বর্গলোকে কোন ভয় নেই, আপনি সেখানে নেই। লোকে সেখানে জরার ভয় পায় না, ক্ষুধা তৃষ্ণা অতিক্রম করে শোকাতীত হয়ে তারা স্বর্গের আনন্দ অনুভব করে। হে মৃত্যু, যে অগ্নি দ্বারা স্বর্গ-বাসী অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই স্বর্গীয় অগ্নির কথা আপনি জানেন। দ্বিতীয় বরে আপনি শ্রদ্ধাবান আমাকে সেই অগ্নির কথা বলুন, আমি এই প্রার্থনা করি।

হে নচিকেতা, স্বর্গলাভের উপায় যে অগ্নিবিদ্যা, তা জেনে আমি তোমাকে

বলছি। আমার কথা উপলব্ধি কর। তুমি জেনো যে এই অগ্নি অনন্ত লোক প্রাপ্তির উপায়, জগতের প্রতিষ্ঠা ও গুহায় নিহিত।

যম তাঁকে এই সমস্ত লোকের আদি অগ্নির বিষয় বললেন। অগ্নি চয়নের জন্য যে প্রকারের ও যতগুলি ইষ্টকের দরকার এবং যে ভাবে অগ্নি চয়ন করতে হয়, তা বললেন। নচিকেতা তাঁর সব কথা পুনরাবৃত্তি করেন তাঁর উপরে তুষ্ট হয়ে। প্রীয়মান মহাত্মা মৃত্যু তাঁকে বললেন, এই বিষয়ে আজ তোমাকে পুনরায় বর দিচ্ছি, এই অগ্নি তোমারই নামে হবে। এই অনেক রূপা শব্দময়ী রত্নমালা গ্রহণ কর। যিনি তিনজনের সঙ্গে সন্ধি করে তিনবার নচিকেতা অগ্নিতে ত্রিবিধ কর্ম করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং ব্রহ্ম থেকে জাত স্তবনীয় সর্বজ্ঞ দেবতাকে জেনে ও আত্মভাবে দেখে অত্যন্ত শান্তি লাভ করেন। যে বিদ্বান তিনবার নচিকেতা অগ্নি চয়নের কথা জেনে এইভাবে অগ্নি চয়ন করেন, তিনি দেহত্যাগের পূর্বেই মৃত্যুর পাশ ছেদন করে শোকাতীত হয়ে স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন। হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরে যা চেয়েছিলে, তোমাকে সেই স্বর্গীয় অগ্নিবিদ্যা দিলাম। সকলে এই অগ্নিকে তোমার নামেই অভিহিত করবে। এইবারে তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা বললেন, মৃত মানুষের সম্বন্ধে এই যে সংশয় আছে—কেউ বলেন এ আছে, কেউ বলেন এ নেই, আপনার উপদেশে আমি তা জানতে চাই। এটিই আমার তৃতীয় বর।

যম বললেন, এ বিষয়ে পুরাকালে দেবতাদেরও সংশয় ছিল। এ অতি সূক্ষ্ম ধর্ম বলে সহজবোধ্য নয়। নচিকেতা, তুমি অন্য বর নাও। আমাকে উপরোধ কোরো না, এ বর তুমি আমার কাছে চেও না।

নচিকেতা বললেন, হে মৃত্যু, আপনি বলছেন যে পুরাকালে দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয়ান্বিত ছিলেন এবং বিষয়টি সহজবোধ্য নয়। কিন্তু আপনার মতো বক্তাও আর পাওয়া যাবে না। তাই এর সমান আর কোন বরও নেই।

যম বললেন, শতায়ু পুত্র পৌত্র চাও, বহু হস্তি অশ্ব পশু বা স্বর্ণ চাও, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চাও, নিজেও যত শরৎ বাঁচতে ইচ্ছা করে তত দিন

জীবন ধারণ কর। যদি অন্য বর এর তুল্য মনে কর, যেমন, চিরদিনের জন্য জীবিকা, তা হলে তাই চাও। নচিকেতা, তুমি মহা ভূমিপ্রতি হও, তোমাকে আমি সমস্ত কাম্য-বস্তু ভোগের অধিকার দিচ্ছি। মর্ত্য-লোকে যা দুর্লভ সেই সমস্ত কাম্যবস্তু স্বচ্ছন্দে প্রার্থনা কর। রথে এই সতূর্য রমণীরা আছে, এই রকম রমণী মানুষের লভ্য নয়। নচিকেতা, আমার প্রদত্ত এদের দিয়ে তুমি নিজের পরিচর্যা করাও। মরণ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন কোরো না।

নচিকেতা বললেন, হে মৃত্যু, ভোগ কাল থাকবে কিনা সন্দেহ, ভোগেই মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ ক্ষয় হয়। তার সমস্ত জীবনও অল্প। তাই এই সমস্ত বাহন তোমারই থাক, নৃত্য গীতও তোমার জন্যই থাক। বিত্তে মানুষের তৃপ্তি হয় না। আপনাকে যখন দেখেছি, তখন বিত্ত পাব এবং যত দিন আপনি প্রভু থাকবেন, তত দিন বেঁচেও থাকব। কিন্তু ঐ বরই আমার বরণীয়। পৃথিবীর জরামরণশীল কোন মানুষ জরাহীন অমরদের নিকটে উপস্থিত হয়ে সব জেনেও বর্ণ রতি ও প্রমোদের অনিত্যতা ভেবে অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দ অনুভব করবে। হে মৃত্যু, যে বিষয়ে লোকে আছে কি নেই সন্দেহ করে, সেই মহান পরলোক বিষয়ে জ্ঞানের কথা আমাকে বলুন। এই যে গূঢ় ও অনুপ্রবিষ্ট বর, এ ছাড়া আর কোন বর নচিকেতা চায় না।

দ্বিতীয় বল্লী

শ্রেয় এক এবং প্রেয় অন্য। তারা উভয়ে নানা অর্থে পুরুষকে আবদ্ধ করে। তাদের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁর মঙ্গল হয়। আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি বিচ্যুত হন। শ্রেয় এবং প্রেয় একসঙ্গে মানুষের কাছে আসে। যিনি ধীর তিনি সম্যক বিবেচনা করে তাদের ভিন্ন করেন এবং প্রেয়র চেয়ে শ্রেয়কেই ভাল বলে বরণ করেন। যাঁরা মন্দবুদ্ধি তাঁরাই যোগক্ষেম বা যা পাই নি তা পাবার জন্য ও যা পেয়েছি তা রক্ষার জন্য প্রেয়কেই বরণ করেন। নচিকেতা, তুমি মানুষের প্রিয় ও আপাত রমণীয় কাম্যবস্তুর বিচার করে তা ত্যাগ করেছ। বহুলোক যাতে নিমজ্জিত

হয় সেই মূল্যবান রত্নমালা তুমি গ্রহণ কর নি। যা অবিদ্যা এবং যা বিদ্যা নামে জ্ঞাত, তা অত্যন্ত বিপরীত ও ভিন্নগতি। কিন্তু নচিকেতা, তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী বলেই মনে করি। তার কারণ বহু কাম্য বস্তু তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। যারা অবিদ্যার অন্তরে বাস করে অথচ নিজেদের ধীর ও পণ্ডিত ভাবে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা এক অন্ধের দ্বারা চালিত অন্য অন্ধের মতো কুটিল পথে গিয়ে ঘুরে মরে। সর্বদা প্রমাদকারী ধনমোহে মূঢ় বিবেকহীন লোকের নিকটে পরলোকের বিষয় প্রতিভাত হয় না। এই লোকই আছে ও পরলোক নেই, যে এই রকম মনে করে সে পুনঃপুনঃ আমার বশ হয়। যা শ্রবণের জন্য বহু লোকের লভ্য নয় ও শ্রবণ করেও বহুলোক যা জানতে পারে না, তার বক্তা দুর্লভ। এ লাভ করে কুশল ব্যক্তি এবং কুশল ব্যক্তি দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্লভ। হীনব্যক্তির উপদেশে এ সম্যক রূপে জানা যায় না। তার কারণ নানা ভাবে একে চিন্তা করা হয়। অনধিকারী ব্যক্তি বললে এর গতি হয় না। তার কারণ এ অণুরও অণু এবং তর্কাতীত। প্রিয়তম, তুমি যে মতি পেয়েছ, তা তর্কে পাওয়া যায় না। অন্যে অর্থাৎ যোগ্য লোক বললেই তাতে প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়। নচিকেতা, তুমি নিশ্চয়ই সত্য ধারণে সক্ষম। আমরা যেন তোমার মতোই জিজ্ঞাসু হই। ধনরত্ন অনিত্য এবং অধ্রুব দিয়ে ধ্রুব বস্তু যে পাওয়া যায় না, তা আমি জানি। তাই আমি অনিত্য দ্রব্যে নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে এই নিত্য পদ পেয়েছি। নচিকেতা, তুমি কামনার পরিসমাপ্তি, জগতের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের অনন্ত ফল, অভয়ের পার, স্তবনীয় মহৎ ও বিস্তীর্ণ গতি, এই সব দেখে বিচার করে তা পরিত্যাগ করেছ। অতি কষ্টে দর্শনযোগ্য, গূঢ় ভাবে অনুপ্রবিষ্ট বুদ্ধির গুহায় নিহিত, ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গম স্থানে স্থিত, সনাতন সেই দেবকে অধ্যাত্মযোগের উপলব্ধির দ্বারা মনন করে জ্ঞানী হর্ষ শোক ত্যাগ করেন। এ কথা শুনে ও সম্যক গ্রহণ করে মরণশীল মানুষ প্রবুদ্ধ হয়ে ধর্ম থেকে অবিচলিত ও সূক্ষ্ম তাঁকে পেয়ে ও আনন্দময়কে লাভ করে নিজে আনন্দিত হন। নচিকেতার নিকট এই সদ্ম বা মোক্ষলাভের পথ উন্মুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নচিকেতা বললেন, ধর্ম ও অধর্মের অতীত, এই দৃশ্যমান কার্য-কারণের অতীত, ভূত ও ভবিষ্যতের অতীত যা আপনি দেখছেন, তা আমাকে বলুন।

যম বললেন, সমস্ত বেদ যে পদকে পাবার কথা বলেন, সমস্ত তপস্যা যাঁকে ব্যক্ত করে, যাঁকে পাবার ইচ্ছায় লোকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, তোমাকে সেই পদ আমি সংক্ষেপে বলছি। ওম্ সেই পদ। এই অক্ষরই সেই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই সেই পরম ব্রহ্ম। এই অক্ষরকে জেনে যে যা ইচ্ছা করে, তার তাই হয়। এই উপায়ই শ্রেষ্ঠ, এই উপায়ই প্রকৃষ্ট। এই আশ্রয়কে জেনে ব্রহ্মলোকে মহান হওয়া যায়।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥১।২।১৮

এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। কোন কিছু থেকে হয় নি, এর থেকেও কোন কিছু হয় নি। এই আত্মা অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ। শরীরে হত হলেও হয় না।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১।২। ১৯

হন্তা যদি অপরকে হনন করবে মনে করে এবং হতব্যক্তি যদি আত্মাকে হত মনে করে, তবে তারা উভয়েই জানে না যে এই আত্মা অপরকে হনন করে না, নিজেও হত হয় না।

অনোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান, আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥ ১।২।২০

অণুর চেয়েও অণু, মহতের চেয়েও মহান আত্মা এই জীবের গুহায় নিহিত আছে। কামনাহীন বীতশোক ব্যক্তি ধাতুর প্রসাদে আত্মার সেই মহিমা দেখতে পায়। আত্মা এক স্থানে থেকেও দূরে ভ্রমণ করে, শুয়ে থেকেও সর্বত্র যায়। সেই মদ ও অমদ দেবতাকে আমি ছাড়া আর কে জানতে পারে!

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ১।২।২২

শরীরে অশরীর, অনিত্য বস্তুতে নিত্য, মহান ও সর্বব্যাপী আত্মাকে মনন করে ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ ১।২।২৩

এই আত্মা প্রবচন বা বেদাধ্যয়নে লভ্য নয় মেধায়ও না, বহু শাস্ত্র শুনেও পাওয়া যায় না। ইনি যাকে বরণ করেন, সেই তাঁকে লাভ করে। তারই কাছে এই আত্মা স্বীয় তনু প্রকাশ করেন।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।

নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ ১ ২।২৪

যে দুশ্চরিত থেকে বিরত নয়, যে অশান্ত অসমাহিত এবং মন যার অশান্ত সে এঁকে পায় না। প্রজ্ঞানের দ্বারাই এঁকে পেতে হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাঁর ভোজ্য অন্ন, মৃত্যু যাঁর ভোজনেব উপকরণ, তিনি যেখানে অবস্থিত তা এই ভাবে কে জানে!

তৃতীয় বল্লী

যম বললেন, এই জগতে সুকৃতের ঋত পানকারী যে দুই জন পরম হৃদয়াকাশে গুহায় প্রবিষ্ট আছেন, ব্রহ্মবিদ্‌রা তাদের ছায়া ও আতপের মতো বলেন। যাঁরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক ও যাঁরা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন, তাঁরাও এই কথা বলেন। যাজ্ঞিকদের সেতু নাচিকেত অগ্নিকে আমরা জানতে সক্ষম এবং যারা উত্তীর্ণ হতে চায় তাদের অভয় পার স্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মও আমবা জানতে পারি।

আত্মনং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ১।৩।৩

আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলে জেনো, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে বল্গা বলে জেনো।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ১।৩।৪

মনীষিরা ইন্দ্রিয়দের অশ্ব বলে থাকেন এবং তাদের ভোগ্য বিষয়গুলিকে

বলেন অশ্বের বিচরণ স্থান। ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মা এই সবের ভোক্তা, এই কথাই বলেন তাঁরা।

যস্তবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।

তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ১।৩।৫

যার বুদ্ধিরূপ সারথি বিবেকহীন ও অসংযত মনের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত, তার ইন্দ্রিয়রা সারথির দুষ্ট অশ্বের মতো তার বশে থাকে না। কিন্তু যে সংযত মনের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিজ্ঞানবান হয়, তার ইন্দ্রিয়রা সারথির সৎ অশ্বের মতো বশের যোগ্য হয়। যে অবিজ্ঞানবান, অমনস্ক ও সদা অশুচি, সেই রথী পরমপদ পায় না, পায় সংসারকে। যে বিজ্ঞানবান, সমনস্ক ও সদা শুচি, তিনি পরম পদ লাভ করেন ও সেখান থেকে পুনরায় জন্মান না। যে মানুষের বিজ্ঞান সারথি ও মন বল্গা, তিনি পথের পরপারে যান। তা-ই বিষ্ণুর পরম পদ। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ শ্রেষ্ঠ, অর্থ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহান আত্মা। মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। তিনিই পরাকাষ্ঠা, তিনিই শ্রেষ্ঠ গতি। এই আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন বলে প্রকাশিত হন না। যাঁরা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁরাই শুধু তাঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে দেখতে পান। সেই প্রাজ্ঞ বাক্‌কে মনে সংযত করবেন, মনকে জ্ঞানরূপ আত্মায় সংযত করবেন, জ্ঞানকে মহান্ আত্মায় নিয়োগ করবেন এবং সেই মহান্ আত্মাকে শান্ত পরমাত্মায় সমর্পণ করবেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ ১।৩।১৪

ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে পেয়ে জ্ঞান লাভ কর। মেধাবীরা বলেন, যে ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়, সেই পথও তেমনি দুর্গম। যে আত্মা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ও রসবর্জিত, গন্ধহীন, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও ধ্রুব, তাকে জেনে জীব মৃত্যু-মুখ থেকে মুক্ত হয়।

মৃত্যু প্রোক্ত নচিকেতার এই সনাতন উপাখ্যান বলে ও শুনে মেধাবী

ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হন। যিনি সংযত চিত্ত হয়ে এই পরম গুহ্য উপাখ্যান ব্রাহ্মণদের সভায় অথবা শ্রাদ্ধকালে শোনান, তাতে তিনি অনন্ত ফল দিতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

স্বয়ম্ভু জীবের ইন্দ্রিয় বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। সেইজন্য তারা বাহিরটা দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখতে পায় না। কোন ধীর ব্যক্তির অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছা হলে বিষয় থেকে চক্ষুরাদি নিবৃত্ত করে প্রত্যক্ আত্মাকে দর্শন করেন। যারা বালক বুদ্ধি, তারা বাহিরের কাম্য বস্তুই চায়, তাই তারা সর্বব্যাপী মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। যাঁরা ধীর, তাঁরা অমৃতত্বকেই ধ্রুব জেনে কোন অধ্রুব বস্তু এখানে প্রার্থনা করেন না। যার দ্বারা রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মৈথুন জানা যায়, তার পর আর কী পরিশিষ্ট থাকে? এই সেই আত্মা। স্বপ্ন ও জাগ্রত এই উভয় অবস্থাতেই লোকে যার দ্বারা দেখে, সেই মহান বিভু আত্মাকে মনন করে ধীর ব্যক্তি শোক করেন না। যিনি এই মধুভোজী জীবরূপী আত্মাকে ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তারূপে অতি নিকটে জানেন, তারপর তিনি আর কিছুই গোপন করতে চান না। এই সেই আত্মা। যিনি প্রথমে তপস্যায় জাত, জলেরও পূর্বে যাঁর জন্ম, গুহায় প্রবেশ করে, যিনি পঞ্চভূতের সঙ্গে অবস্থিত, তাঁকে যিনি বিশেষ ভাবে দেখেন, তিনি তাঁকেই দেখেন। দেবতাময়ী অদিতি প্রাণরূপে সম্ভূত হয়েছেন, পঞ্চভূতে তিনি অভিব্যক্ত গুহায় প্রবেশ করে অবস্থিত। গর্ভিণীদের সুভৃত গর্ভের মতো অরণি কাষ্ঠে নিহিত জাতবেদ অগ্নি জাগরণশীল যজ্ঞোপকরণবান মানুষের দ্বারা প্রতি দিন পূজিত হন। ইনিই সেই। যাঁ থেকে সূর্য উদিত হন এবং যাতে অস্তমিত হন, তাঁতেই সমস্ত দেবতা অর্পিত, কেউই তাঁকে কখনও অতিক্রম করতে পারে না। তিনিই সেই। যা এখানে, তা সেখানে। যা সেখানে, এখানেও তার অনুরূপ। যে এখানে ভিন্ন রূপ দেখে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকেই

পায়। এখানে যে কিছুই অন্য রকম নেই, তা মন দিয়েই পাওয়া যায়। যে এখানে ভিন্ন রূপ দেখে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকেই পায়। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ শরীরের মধ্যে বাস করেন। ইনিই যে ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, এই জ্ঞান হলে নিজেকে আর গোপন করার ইচ্ছা হয় না। ইনিই সেই। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ নির্ধূম জ্যোতির মতো। ইনিই ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। ইনি আজও আছেন, কালও থাকবেন। ইনিই সেই। দুর্গম স্থানে বৃষ্টির জল যেমন পর্বতের নিচে নানা ধারায় প্রবাহিত হয়, এইভাবে ধর্ম বা গুণাবলী পৃথক দেখে তাদের অনুগমন করে। হে গৌতম, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল ফেললে যেমন তা শুদ্ধই থাকে, জ্ঞানী মননশীল ব্যক্তির আত্মাও ঠিক তেমনি।

দ্বিতীয় বল্লী

অজ ও অকুটিল আত্মার একাদশ দ্বার বিশিষ্ট পুরকে তিনি তাঁর অধীনে নিযুক্ত করে শোক করেন না, বিমুক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করেন। ইনিই সেই। তিনি সূর্যরূপে আকাশে, বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে, হোতারূপে বেদীতে, অতিথিরূপে গৃহে, মানুষে, শ্রেষ্ঠ পদার্থে, ঋতে, আকাশে, জলজাত শঙ্খাদিতে, গোজাত শস্যে, যজ্ঞেজাত দ্রব্যে, পর্বতেজাত নদীতে সর্বত্র তিনি ঋত ও বৃহৎ। প্রাণকে ঊর্ধ্বে উন্নয়ন করেন, অপানকে অধোগামী করেন এবং মধ্যে আসীন বামনকে সমস্ত দেবতা উপাসনা করেন। দেহীর শরীরস্থ ইনি পতনশীল হয়ে দেহ থেকে বিচ্যুত হলে এই দেহে আর কী অবশিষ্ট রইল। ইনিই সেই। কোন মরণশীল মানুষ প্রাণ দিয়ে জীবন ধারণ করে না। অপান দিয়েও না। এরা যাতে উপাশ্রিত, সেই অন্য কিছুর জন্যই বেঁচে থাকে। হে গৌতম, এইবারে তোমাকে এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম এবং মরণের পর আত্মার যা হয় তার বিষয়ে বলব। কোন দেহী নিজের ধর্ম ও জ্ঞান অনুসারে শরীর গ্রহণের জন্য যোনি আশ্রয় করে এবং অন্য দেহী স্থাণু দেহ ধারণ করে। প্রাণী নিদ্রিত হলে যে পুরুষ নানা কাম্যবস্তু নির্মাণ করতে জেগে থাকেন, তাঁকে শুদ্ধ ব্রহ্ম ও অমৃত বলা হয়। সমস্ত লোক তাঁরই আশ্রিত এবং কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে

পারে না। তিনিই সেই। একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট থেকে নানা রূপে প্রতিরূপ হয়েছে। তেমনি সর্বভূতের এক অন্তরাত্মাও নানা রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন ও তাদের বাহিরেও আছেন। একই বায়ু যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে নানা রূপে প্রতিরূপ হয়েছে, তেমনি সর্বভূতের এক অন্তরাত্মাও নানা রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন এবং তাদের বহিরেও আছেন। সূর্য যেমন সর্বলোকের চক্ষু হয়েও চাক্ষুষ বাহ্য দোষে লিপ্ত হন না, তেমনি সর্বভূতের এক অন্তরাত্মাও লোক দুঃখে লিপ্ত হন না, কারণ তিনি বাহ্য। সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হয়েও সকলের নিয়ন্তা এবং এক রূপকেই বহু প্রকার করেন। যে ধীর ব্যক্তি তাঁকে আত্মস্থ দেখতে পান, তাঁর শাশ্বত সুখ হয়, অন্যের হয় না। নিত্যদের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনদের মধ্যে যিনি চেতন, তিনি এক হয়েও বহুর কাম্যবস্তুর বিধান করেন। যে ধীর ব্যক্তি তাঁকে স্বরূপে দর্শন করেন, তাঁর শাশ্বতী শান্তি হয়, অন্যের হয় না। তিনি এই অনির্দেশ্য পরম সুখকে 'তিনিই এই' মনে করেন। তাঁকে আমি কীভাবে জানব? তিনি কি নিজেই প্রকাশ পান? সেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্র তারকাও না। বিদ্যুতেরও দীপ্তি নেই। অগ্নিই বা কী ভাবে দীপ্তি পাবে। সমস্ত দীপ্তিমান তাঁরই অনুগত হয়ে সমস্ত দীপ্তি পায়। তাঁরই দীপ্তিতে সবাই দীপ্তি পান।

তৃতীয় বল্লী

এই অশ্বত্থ ঊর্ধ্বমূল শাখা নিম্নগামী সনাতন। এরই মতো শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, অমৃত। তাঁতে সমস্ত লোক আশ্রিত। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। তিনিই সেই। এই যে জগৎ, এ প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। তিনি উদ্যত বজ্র পুরুষের ন্যায় মহা ভয়ের কারণ। যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন। এঁর ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য উত্তাপ দেয়। এঁরই ভয়ে ইন্দ্র বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়। ইহলোকে যদি কেউ শরীর ধ্বংস হবার পূর্বেই তাঁকে জানতে সমর্থ হয়, তাহলে এ জীবনেই সে বন্ধনমুক্ত হয়। তা না হলে পুনরায় তাকে পৃথিবীতে শরীর ধারণ করতে হয়। যেমন দর্পণে তেমনি আত্মায়, যেমন

স্বপ্নে তেমনি পিতৃলোকে, যেমন জলে তেমনি গন্ধর্বলোকে এবং ব্রহ্ম-লোকে ছায়া ও আতপের ন্যায় তাঁকে দেখা যায়। পৃথক ভাবে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়দের পৃথক ভাব। এদের উদয় ও অস্ত আছে। এ কথা জানেন বলে ধীর ব্যক্তি শোক করেন না। ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে সত্ত্ব বা বুদ্ধি উত্তম, সত্ত্ব থেকে মহান আত্মা বড় এবং মহৎ থেকে অব্যক্ত উত্তম। অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যাপক ও অলিঙ্গ পুরুষ শ্রেষ্ঠ। তাঁকে জেনে জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে। এঁর রূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বিষয় নয়, এই-জন্যই কেউ তাঁকে চোখে দেখতে পায় না। হৃদয়ের মনীষা ও মননেই ইনি প্রকাশিত হন। যাঁরা একে জানেন, তাঁরা অমৃত হন। যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সঙ্গে অবস্থান করে এবং বুদ্ধিও কোন চেষ্টা করে না, সেই অবস্থাকেই পরম গতি বলা হয়। সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলে মনে করা হয়। যোগী তখন অপ্রমত্ত হন। যোগই হিত ও অহিতের কারণ। বাক্য দিয়েওতাঁকে পাওয়া যায় না, মন দিয়ে না। চোখ দিয়েও না। তিনি আছেন, এ কথা যিনি বলেন তিনি ছাড়া অন্য লোক তাঁকে কেমন করে উপলব্ধি করবে। তিনি আছেন, এই ভাবেই তাঁকে উপ-লব্ধি করতে হবে এবং তত্ত্ব ভাবে। এই উভয়ের মধ্যে 'তিনি আছেন' এই ভাবে যিনি উপলব্ধি করেছেন, তত্ত্বভাব তাঁর নিকটেই প্রকাশিত হয়। যে সমস্ত কামনা পুরুষের হৃদয় আশ্রয় করে আছে, সেই সব যখন বিনষ্ট হয়, তখন মরণশীল মানুষ অমৃত হয় এবং এখানেই ব্রহ্ম লাভ করে। ইহলোকে যখন হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন মরণশীল মানুষ অমৃত হয়। এই পর্যন্তই অনুশাসন। হৃদয়ের একশো এক নাড়ী আছে। তাদের মধ্যে একটি মস্তক ভেদ করে নিঃসৃত হয়েছে। সেইটি দ্বারা ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। নানাবিধ গতির অন্যান্য নাড়ী উৎক্রমণের কারণ হয়। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অন্তরাত্মা পুরুষ সবার হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জা তৃণ থেকে ইষীকা বার করার মতো ধৈর্য সহকারে নিজের শরীর থেকে তাঁকে ভিন্ন করবে। তাঁকে বিশুদ্ধ ও অমৃত বলে জানবে।

তারপর নচিকেতা মৃত্যু-প্রোক্ত এই বিদ্যা সমুদয় ও যোগবিধি লাভকরে

ব্রহ্মপ্রাপ্ত নির্মল ও মৃত্যুর অতীত হলেন। অন্য সকলেও এইভাবে আত্মার জ্ঞানলাভ করেন। তাতে তিনিও এই রকম হন।

কঠ উপনিষদ্ সমাপ্ত

৩. শ্বেতাশ্বতর

অবতারণা

এই উপনিষদটিও কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত এবং অনেক পরবর্তীকালের রচনা বলে স্বীকৃত। শ্বেত শব্দের অর্থ শুদ্ধ এবং অশ্বতরের অর্থ ইন্দ্রিয়। তাই শ্বেতাশ্বতর শব্দে সংযতেন্দ্রিয় বোঝায়। কিন্তু এই উপনিষদের প্রবক্তা হলেন শ্বেতাশ্বতর নামে একজন ঋষি।

উপনিষদটি পদ্যে রচিত এবং ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিশ্বের আদি কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন নিয়েই গ্রন্থের আরম্ভ। প্রথম অধ্যায়ে প্রচলিত অনেকগুলি মত খণ্ডন করে পরম দেবতার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ বিধির উপদেশ ও নির্দেশ। তৃতীয় অধ্যায়ে পরম পুরুষের বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়েও একই ধরনের কথা। পরম পুরুষই রুদ্র, তিনিই শিব। পঞ্চম অধ্যায়ে ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা। ষষ্ঠ ও শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে পরম দেবতাই বিশ্বের কারণ।

এই উপনিষদে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ, পৌরাণিক দেববাদ ও সাংখ্যীয় যোগবাদের ছায়াপাত ঘটেছে। বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব দেখে মনে হয় যে বৈদিক উপনিষদগুলির মধ্যে এই উপনিষদখানিই বোধহয় সকলের শেষে রচিত হয়েছে। এতে সমকালীন দার্শনিক মতের প্রভাব থাকায় পরবর্তী কালে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার উভয় চেষ্টায় শিবিরের আচার্যরাই এই উপনিষদ থেকে সমর্থন আহরণ করেছেন।

এই উপনিষদেরও শঙ্কর ভাষ্য আছে। কিন্তু পণ্ডিতরা তাকে আচার্য শঙ্করের রচনা বলে মনে করেন না। এই ভাষ্যের সঙ্গে অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্যের ভাষা রচনাভঙ্গি ও প্রতিপাদ্য বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

গ্রন্থারম্ভ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। এই সব সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পূর্ণ থেকেই অভিব্যক্ত। সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

তিনি আমাদের উভয়কে সমান ভাবে রক্ষা করুন, আমাদের উভয়কে সমান ভাবে বিদ্যার ফল ভোগ করান। আমরা উভয়ে যেন সমান ভাবে বিদ্যা লাভের সামর্থ্য লাভ করি। আমাদের অধ্যয়ন তেজস্বী হোক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি।

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মবাদীরা বললেন, ব্রহ্ম কী কারণ? আমরা কোথা থেকে জাত? কার দ্বারা জীবন ধারণ করি? প্রলয় কালে কোথায় থাকি? হে ব্রহ্মবিদগণ, কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা সুখ দুঃখে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? কাল স্বভাব নিয়তি যদৃচ্ছা পঞ্চভূত বা পুরুষ কারণ কিনা তা চিন্তনীয়, এদের সংযোগও কারণ নয়। কেননা এদের সংযোগের জন্য আত্মা আছে। সুখ দুঃখ ভোগের হেতু বলে আত্মা বা জীবও সৃষ্টির কাজে অক্ষম। ঋষিরা স্বগুণে ধ্যান যোগের অনুগত হয়ে নিগূঢ় দেবাত্ম শক্তি দেখেছিলেন। সেই এক কাল ও আত্মাযুক্ত নিখিল কারণ পরিচালনা করেন। একনেমি যুক্ত ত্রিবৃত্ত ষোড়শান্ত অর্ধশত অর বিংশতি প্রত্যয় ও ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত বিশ্বরূপ পাশে আবদ্ধ ত্রিমার্গভেদ যুক্ত ও দুই নিমিত্ত মোহে আবদ্ধ সেই ব্রহ্মচক্রকে ধ্যান করছি। পঞ্চেন্দ্রিয় যার জলস্রোত, পঞ্চভূতে যা উগ্র ও চক্র, পঞ্চপ্রাণ যার উর্মি, পঞ্চ জ্ঞানের আদি কারণ মন যার মূল, শব্দাদি পঞ্চবিষয় যার আবর্ত, পঞ্চ দুঃখ যার স্রোতবেগ এবং পঞ্চভাব যার পর্ব তাকে ধ্যান করছি। জীব নিজেকে

ও নিজের প্রেরয়িতাকে পৃথক মনে করে সেই সর্ব জীবের আধার ও লয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্ম চক্রে ভ্রমণ করে। তারপর তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত হলে সে অমৃতত্ব লাভ করে। এই পরম ব্রহ্ম উদ্‌গীত হয়েছেন, তাঁতে তিন ভাব আছে, তিনি সুপ্রতিষ্ঠা এবং অক্ষর। এখানে অন্তরনিহিতকে জেনে ব্রহ্মবিদরা ব্রহ্মে লীন হন ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত হন। পরস্পর সংযুক্ত ক্ষর ও অক্ষর ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই বিশ্বকে ঈশ্বর ভরণ করছেন। অনীশ অর্থাৎ ঈশ্বর শক্তিহীন আত্মা ভোক্তৃ ভাবের জন্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সমস্ত পাশ থেকে মুক্ত হয় দেবতাকে জেনে। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ও অজ্ঞ জীব উভয়েই অজ ও জন্মরহিত। ঈশ্বর প্রভু, জীব প্রভুত্বহীন। ভোক্তা ও ভোগার্থযুক্ত এক অজা বা প্রকৃতি আছে। বিশ্বরূপ আত্মা অনন্ত ও অকর্তা। যখন জ্ঞানী জানতে পারেন যে ব্রহ্মই এই তিন, তখন তিনি মুক্ত হন। প্রধান বা প্রকৃতি ক্ষর অর্থাৎ পরিবর্তনশীল এবং হর বা ঈশ্বর অমৃত ও অক্ষর। সেই এক দেবতাই প্রকৃতি ও জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর ধ্যান, তাঁর সঙ্গে যোগ ও তত্ত্বভাবে অন্তকালে বিশ্বমায়ার নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়। এই ব্রহ্মকে সর্বদা নিজের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত বলে জানবে। এর বেশি আর কিছু জানবার নেই। ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরিতার অর্থাৎ জীব জগৎ ও ঈশ্বর এই তিনকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। এ জানলেই মুক্তি হবে। অগ্নির উৎপত্তি স্থান অরণি কাঠ ঘর্ষণের পূর্বে তা দেখা যায় না, কিন্তু তাই বলে তার লিঙ্গ অর্থাৎ দাহিকা শক্তির বিনাশ হয় না। ইন্ধন যোনি অর্থাৎ কাঠের ঘর্ষণে পুনরায় তা দেখা যায়। ঠিক এই ভাবেই আত্মা প্রণয়ের দ্বারা দেহে অনুভূত হয়। নিজের দেহকে নিম্ন অরণি ও প্রণবকে উত্তর অরণি করে ধ্যান-মন্থনের অভ্যাসে দেবতাকে নিগূঢ় অগ্নির মতো দেখবে। তিল থেকে যেমন তৈল, দধিতে ঘৃত, নদীর স্রোতে জল ও অরাণ কাঠের মধ্যে অগ্নি, তেমনি সত্য ও তপস্যায় যিনি তাঁর অন্বেষণ করেন তিনি তাঁর আত্মাতেই আত্মাকে গ্রহণ করেন। দুধের মধ্যে ঘৃতের ন্যায় আত্মবিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা লভ্য সর্বব্যাপী আত্মাকে উপনিষদে পরম শ্রেয়ো বলা হয়েছে। সেই ব্রহ্মই উপনিষদের পরম শ্রেয়ো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সবিতা প্রথমে আমার মন ও বুদ্ধিকে পরমাত্মায় যুক্ত করবার জন্য অগ্নির জ্যোতি এই পার্থিব শরীরে আহরণ করুন। পরমাত্মায় যুক্ত মন নিয়ে আমরা সবিতা দেবতার অনুমতিতে স্বর্গ লাভের ধ্যানে যথাশক্তি সচেষ্ট হব। মনকে পরমাত্মায় যুক্ত করে তাঁর অভিমুখী ইন্দ্রিয় দেবতাদের বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে সবিতা আমাকে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মাকে উপলব্ধি করবার উপযুক্ত শক্তি দিন। যে বিপ্ররা মননে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মায় যুক্ত করেন, তাঁদের কর্তব্য বৃহৎ ও সর্বজ্ঞ দেবতা সূর্যের মহা প্রশংসা করা। এই প্রজ্ঞাবিৎ দেবতাই সমস্ত ক্রিয়ার বিধান করছেন।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ ২।৫

ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণ, তোমাদের নমস্কার করে আমি শাশ্বত ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত করছি। আমার এই শ্লোক সাধুদের পক্ষে বিস্তৃত হোক। হে অমৃতের পুত্রগণ, আপনারা যাঁরা দিব্যধামে আছেন তাঁরা শুনুন। যেখানে অরণি মন্থনে অগ্নি উৎপন্ন হয়, বায়ু নিরুদ্ধ হয় ও সোমরস উথলে পড়ে সেই যজ্ঞে মন ধাবিত হয়। সূর্যের প্রসাদে সনাতন ব্রহ্মের উপাসনা করবেন, তাতে নিষ্ঠা করবেন। এতে পূর্তাদি কাজ আর বিক্ষিপ্ত করবে না। শরীরের তিন অংশ উন্নত ও সমভাবে স্থাপন করে মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়দের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করে বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলায় সমস্ত ভয়াবহ স্রোত উত্তীর্ণ হন। এই যোগে চেষ্টান্বিত হয়ে প্রাণবায়ুকে সংযত করে প্রাণ ক্ষীণ হতেই নাসিকা দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করবে। বিদ্বান ব্যক্তি অপ্রমত্ত হয়ে দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের মতো এই মনকে সংযত করবেন। যে স্থান সমতল ও পবিত্র, শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জিত, শব্দ জল ও আশ্রয়ের জন্য মনের অনুকূল এবং চোখের পীড়াদায়ক নয়, এই রকম বায়ুবেগশূন্য গুহায় থেকে যোগ অভ্যাস করবে। যোগের

সময় নীহার ধূম সূর্য বায়ু অগ্নি খদ্যোৎ বিদ্যুৎ স্ফটিক ও চন্দ্র এই সব রূপ ব্রহ্মের অভিব্যক্তিরূপে অগ্রবর্তী হয়। পৃথিবী জল বায়ু তেজ ও আকাশ অভিব্যক্ত হলে পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশিত হয়। যোগাগ্নিময় শরীর পাবার পর তার আর রোগ জরা ও মৃত্যুভয় থাকে না। যোগীরা বলেন যে শরীরের লঘুতা, আরোগ্য ও লোভশূন্যতা, বর্ণের প্রসাদ ও স্বরের সৌষ্ঠব, সুগন্ধ ও মূত্র পুরীষের অল্পতা—এই সব যোগের প্রথম সিদ্ধি। মৃত্তিকালিপ্ত ধাতুর খণ্ড যেমন ধৌত হবার পর পুনরায় উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি দেহীও আত্মতত্ত্ব দর্শনের পর কৃতার্থ ও বীতশোক হয়। যোগযুক্ত ব্যক্তি যখন দীপের মতো প্রকাশমান আত্মতত্ত্বদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তখন তিনি অজ ও ধ্রুব সর্বতত্ত্বে বিশুদ্ধ দেবতাকে জেনে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই দেবতাই সমস্ত দিক ও অবান্তর দিক, তিনিই সকলের পূর্বে জাত, তিনিই গর্ভের অন্তরে বর্তমান, তিনিই জন্মেছেন, তিনিই জন্মাবেন, এবং তিনিই সর্বতোমুখী হয়ে সবার অন্তরে বিদ্যমান। যে দেবতা অগ্নিতে ও জলে, যিনি ওষধী ও বনস্পতিতে, বিশ্বভুবনে যিনি অনুপ্রবিষ্ট, সেই দেবতাকে নমস্কার।

তৃতীয় অধ্যায়

যে মায়াবী ঈশ্বর তাঁর ঐশী শক্তিতে শাসন করেন, নিজের শক্তিতেই সমস্ত লোক নিয়ন্ত্রিত করেন এবং যিনি উদ্ভবে ও সম্ভবে একই থাকেন, তাঁর তত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা অমৃত হন। রুদ্র একমাত্র বলে ব্রহ্মবিদরা দ্বিতীয় কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। যিনি এই সব লোক নিজের ঐশী শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই জীবের অন্তরে আছেন। তিনিই বিশ্ব ভুবন সৃষ্টি করে পালন করেন ও অন্তকালে সংহার করেন। সমস্ত প্রাণীর চোখ যাঁর চোখ, সমস্ত প্রাণীর মুখ যাঁর মুখ, সমস্ত প্রাণীর বাহু যাঁর বাহু এবং সমস্ত প্রাণীর পা যাঁর পা, সেই দেবতাই মানুষকে দুই বাহু ও পাখিকে দুই পাখা দিয়ে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যিনি দেবতাদের উদ্ভব ও প্রভবের হেতু, যিনি বিশ্বের অধিপতি সর্বদর্শী রুদ্র, সৃষ্টির পূর্বে

যিনি হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দিন। হে রুদ্র গিরিশন্ত, তোমার যে মঙ্গলময় সৌম ও পুণ্যরূপ, সেই মঙ্গলময় মূর্তিতে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর। হে গিরিশন্ত গিরিত্র, ক্ষেপণের জন্য যে বাণ তুমি হাতে নিয়েছ, তা কল্যাণময় কর। তা দিয়ে তুমি আমাদের কাউকে বা জগৎকে বিনাশ কোরো না। জগৎ থেকে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার অতীত, মহৎ সব শরীরে বর্তমান ও সবার অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, জগৎ পরিবেষ্টনকারী সেই ঈশ্বরকে মেনে জীব অমৃত হয়।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৩।৮

অজ্ঞানের অতীত আদিত্য-বর্ণ মহান পুরুষকে আমি জানি। তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে এড়ানো যায়। অমৃত লাভের অন্য পথ আর নেই। যাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছু নেই, যাঁর চেয়ে সূক্ষ্মতরও কিছু নেই এবং মহৎও আর কিছু নেই, যিনি বৃক্ষের মতো স্তব্ধ ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সেই পুরুষের দ্বারাই সমস্ত পূর্ণ। যিনি জগতের উত্তরতর, তিনি অরূপ। যাঁরা এ কথা জানেন, তাঁরা অমৃত হন। অন্যরা দুঃখ ভোগ করেন। সেই ভগবান সকলের মুখ মস্তক ও গ্রীবা, সমস্ত প্রাণীর গুহায় অবস্থিত ও সর্বব্যাপী। সেই জন্যই তিনি সর্বগত ও মঙ্গলময়। এই পুরুষই মহান্ প্রভু। সুনির্মল পরমপদ যা থেকে পাওয়া যায়, সেই বুদ্ধি সত্তাকে তিনিই প্রেরণ করেন। তিনিই সবার নিয়ন্তা, অব্যয় জ্যোতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সবার হৃদয়ে অন্তরাত্মা রূপে সর্বদা সন্নিবিষ্ট। সেই জ্ঞানপুরুষ বুদ্ধি ও মননেই প্রকাশিত হয়। এ কথা যাঁরা জানেন তাঁরা অমৃত হন। এই পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্র চক্ষু ও পদ বিশিষ্ট। তিনি জগতের সর্বদিকে ব্যপ্ত আছেন এবং নাভের দশ অঙ্গুলি উপরে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। যা আছে, যা হয়েছে ও যা হবে, সে সমস্তই পুরুষ। তিনি অমৃতের নিয়ন্তা এবং অন্নে যা বর্ধিত হয় তারও। সব দিকে তাঁর হাত ও পা, সব দিকে তাঁর চোখ মাথা ও মুখ, সব দিকে যাঁর কান। জগতের সব তিনি আবৃত করে আছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও গুণের প্রকাশক হয়েও তিনি নিজে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্জিত। তিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা এবং

সকলেরই বৃহৎ শরণ স্থাবর জঙ্গলাদি সমস্ত লোকের নিয়ন্তা সেই পরমাত্মা নবদ্বার বিশিষ্ট দেহপুরে দেহী রূপে অবস্থিত থেকে বাহিরের বিষয় গ্রহণ করেন। তাঁর হাত পা নেই, তবু তিনি দূরগামী ও সমস্ত ধারণ করে আছেন। তাঁর চোখ নেই, তবু তিনি সব দেখেন। কান নেই, তবু সব শোনেন। তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য জানেন, কিন্তু তাঁকে জানাবার কেউ নেই। ব্রহ্মবিদরা তাঁকেই প্রথম ও মহান পুরুষ বলেন। অণু হতেও অণু, মহৎ হতে মহত্তর এই আত্মা জীবের গুহায় নিহিত। তাঁরই প্রসাদে সেই সংকল্প বর্জিত ঈশ্বর ও তাঁর মহিমা দেখে বীতশোক হওয়া যায়। সবার আত্মাস্বরূপ আকাশের মতো সর্বগত অজর শাশ্বত এই আত্মাকে আমি জানি। এঁর জ্ঞানকে ব্রহ্মবাদীরা জন্ম নিবৃত্তির কারণ বলেন এবং নিত্য অভিবাদন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

এক ও অবর্ণ সেই নিহিতার্থ আত্মা আদিতে বিবিধ শক্তির যোগে অনেক বর্ণের বিধান করেন এবং অন্তে তাঁতেই এই বিশ্বের লয় হয়। সেই দেবতা আমাদের শুভবুদ্ধি সংযুক্ত করুন। তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই জল, তিনিই শুক্র অর্থাৎ শুদ্ধ বা জ্যোতির্ময়, তিনিই ব্রহ্ম ও তিনিই প্রজাপতি। তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ হও, তুমি কুমার, আবার তুমিই কুমারী হও। জীর্ণ হয়ে তুমি দণ্ডের সাহায্যে স্খলিত পদে চল। তুমিই আবার বিশ্বরূপ হয়ে জন্মগ্রহণ কর। তুমিই নীল পতঙ্গ, তুমিই লোহিত চক্ষু হরিৎ বর্ণের পাখি, তুমিই তড়িৎগর্ভ মেঘ। তুমিই সমস্ত ঋতু ও সমুদ্র। তুমি অনাদি ও সর্বব্যাপী রূপে বর্তমান এবং তোমা হতেই বিশ্ব ভুবনের জন্ম হয়েছে। নিজের অনুরূপ বহু প্রজা সৃষ্টিকারী লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণের এক অজা বা প্রকৃতিকে সেবাপরায়ণ হয়ে ভোগ করে, এক অজ বা বদ্ধজীব। অন্য অজ বা মুক্ত জীব এই ভুক্তভোগীকে ত্যাগ করে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৪।৬

দুটি সুপর্ণ বা পাখি পরস্পর যুক্ত ও সখ্যভাবাপন্ন হয়ে এক বৃক্ষ আশ্রয় করে আছে। তাদের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে। অন্য তা ভোজন না করে শুধু দেখে। পুরুষ একই বৃক্ষে নিমগ্ন হয়ে শক্তিহীনতার জন্য মুহ্যমান হয়ে শোক করে। যখন সে উপসনা ও ঈশ্বরের সেবায় তাঁর মহিমা দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়। ঋক্ মন্ত্রের আকাশরূপ যে অক্ষর ব্রহ্মে সমস্ত দেবতারা আশ্রিত, তাঁকে যে জানে না ঋক্ মন্ত্র তার কী করবে! যারা তাঁকে জানে, তারাই কৃতার্থ। সমস্ত বেদ, যজ্ঞ, ক্রতু বা উপাসনা, ব্রত, অতীত ও ভবিষ্যৎ এবং বেদ যা কিছু বলে তার সমস্তই তাঁর থেকে উৎপন্ন। মায়াবী ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও সমস্ত জীব এই মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আছে। এই মায়াকে প্রকৃতি ও মায়াবীকে মহেশ্বর বলে জানবে। তাঁর অবয়বের বস্তুতেই এই সমস্ত জগৎ ব্যপ্ত। যে এক সব যোনিতে অধিষ্ঠিত, যাঁর থেকে সবই জন্মে ও সবই যাঁর মধ্যে ফিরে যায়, সেই নিয়ন্তা বরদ পূজ্য দেবতাকে অনুভব করে চিরশান্তি লাভ করেন। যিনি দেবতাদের উদ্ভব ও প্রভবের হেতু, যিনি বিশ্বের অধিপতি সর্বদর্শী রুদ্র, সৃষ্টির পূর্বে যিনি হিরণ্য গর্ভকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধি দিন। যিনি দেবতাদের অধিপতি, সমস্ত লোক যাঁতে আশ্রিত, যিনি শাসন করেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীকে, সেই আনন্দময় দেবতাকে আমরা হবিদ্বারা পূজা করি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিদ্যার গহনে স্থিত বিশ্বের স্রষ্টা অনেক রূপে এই বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁকে মঙ্গলময় জেনে চিরশান্তি লাভ করা যায়। স্থিতিকালে তিনিই এই ভুবনের রক্ষক ও বিশ্বের অধিপতি। সর্বভূতে তিনি গূঢ় ভাবে অবস্থিত। ব্রহ্মর্ষি ও দেবতারা যাঁতে যুক্ত থাকেন, তাঁকে জেনে মৃত্যুপাশ ছিন্ন করা যায়। ঘৃতের উপরের মণ্ডের মতো অতি সূক্ষ্ম, সর্বভূতে গূঢ় ভাবে বিদ্যমান মঙ্গলময়কে জেনে এবং বিশ্বের পরিবেষ্টনকারী এক দেবতাকে বুঝে সমস্ত পাশ মোচন হয়। এই বিশ্বকর্মা মহাত্মা দেবতা সর্বদা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, হৃদয়ের মনীষা ও মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। এ কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা অমৃত হন। যখন অন্ধকার ছিল না, দিন ও রাত্রি ছিল না, সৎ ও

অসৎ ছিল না, তখন ছিলেন শুধু মঙ্গলময় অক্ষর। আদিত্যমণ্ডলবর্তী পুরুষের আরাধ্য সেই দেবতা থেকেই পুরাতন প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে। এঁকে কেউ ঊর্ধ্বে গ্রহণ করতে পারে না, নিম্নেও না, মধ্যেও না। যার নাম মহৎ যশ, তার কোন উপমা নেই। এঁর রূপ দৃষ্টির সম্মুখে থাকে না, কেউ এঁকে চোখ দিয়ে দেখে না। যাঁরা এই হৃদয়ে স্থিত দেবতাকে হৃদয় ও মনন দিয়ে জানেন, তাঁরা অমৃত হন।

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ৪।২১

হে রুদ্র, তুমি অজাত, তাই কোন ভীরু তোমার শরণ নিয়েছে। তোমার দক্ষিণ মুখ অর্থাৎ চিন্ময় রূপে সর্বদা আমাকে রক্ষা কর। রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের পুত্র পৌত্র, শতবৎসর আয়ু, গরু ঘোড়া ও বীর ভৃত্য-দের বিনাশ কোরো না। কারণ আমি সর্বদাই হব্য দ্রব্য নিয়ে আমাদের রক্ষা করবার জন্য তোমাকে আহ্বান করি।

পঞ্চম অধ্যায়

যে অক্ষর ও অনন্ত পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়ই গূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাদের মধ্যে অবিদ্যা ক্ষর অর্থাৎ সংসার লাভের কারণ এবং বিদ্যা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভের কারণ। আর যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে নিয়মিত করেন, তিনি অন্য কেহ। যিনি এক হয়েও সমস্ত বস্তুতে সমস্ত রূপে সমস্ত উৎপত্তি স্থানে অধিষ্ঠিত, যিনি সকলের আগে জাত, সর্বজ্ঞ, কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানে পূর্ণ করেছেন এবং তাঁকে জন্মাতেও দেখেছেন, তিনি অন্য কেহ। এই দেবতা এই ক্ষেত্রে এক একটি জাল নানাভাবে বিস্তার করে পুনরায় প্রত্যাহার করেন। মহাত্মা ঈশ্বর লোকপালদের অনুরূপভাবে সৃষ্টি করে সকলের উপরে আধিপত্য করেন। সূর্য যেমন উপর নিচ ও চারিপাশের সমস্ত দিক প্রকাশিত করে দীপ্তি পান, তেমনি সেই ঐশ্বর্যবান বরণীয় অদ্বিতীয় দেবতা নিজের স্বরূপ পদার্থকে নিয়মিত করেন। বিশ্বের কারণ যে দেবতা বস্তুর স্বভাবকে

নিষ্পাদিত করেন, যিনি পরিণামী পদার্থের রূপান্তর সাধন করেন, যিনি এক হয়েও সমস্ত বিশ্বে অধিষ্ঠিত, তিনিই সমস্ত গুণকে নিজের কাজে নিয়োজিত করেন। বেদের গুহ্য উপনিষদগুলিতে সেই তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মকে জানেন। যে সব প্রাচীন দেবতা ও ঋষিরা তাঁকে জেনেছিলেন, তাঁরা তন্ময় হয়ে অমৃত হয়েছিলেন। যিনি গুণান্বিত ও ফলের কর্মকর্তা, তিনি স্বকৃত কর্মের উপভোক্তা। তিনি বিশ্বরূপ, ত্রিগুণ, ত্রিবর্ত্মা, প্রাণের অধিপতি এবং স্বকর্ম অনুসারে বিচরণ করেন। যিনি অঙ্গুষ্ঠ মাত্র, রবির তুল্য রূপ, সঙ্কল্প অহঙ্কার সমান্বিত, বুদ্ধির ও শরীরের গুণযুক্ত, তিনি লোহার কাঁটার অগ্রভাগের মতো অতি সূক্ষ্ম অপর কোন বস্তু বলে প্রতীয়মান হন। সেই জীব কেশাগ্রের শতভাগের একভাগেরও মতো সূক্ষ্ম বলে জানবে। আবার সেই জীবই স্বরূপে অনন্ত। এই জীব স্ত্রী নন, পুরুষও নন, আবার নপুংসকও নন। ইনি যখন যে দেহ গ্রহণ করেন, তখন সেই দেহ দ্বারাই রক্ষিত হন। জীব সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি ও মোহের ফলে ভোগস্থানে ক্রমানুসারে নিজের কর্মের অনুরূপ রূপ লাভ করে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্বারা নিজের শরীর বৃদ্ধি করে। দেহী স্বগুণে স্থূল ও সূক্ষ্ম বহুরূপ আবৃত করে। সেই সব রূপের ক্রিয়াগুণ ও শরীরের গুণের দ্বারা সংযোগ কর্তা আত্মা বিভিন্ন বলে দৃষ্ট হন। অনাদি, অনন্ত, অবিদ্যার গ্রহণে স্থিত, অনেক রূপে অভি-ব্যক্ত. বিশ্বের স্রষ্টাকে এক, অদ্বিতীয় ও বিশ্বব্যাপী জেনে জীব সংসারের সমস্ত পাশ মুক্ত হয়। যিনি ভাবগ্রাহ্য, অশরীরী, সৃষ্টি ও লয়ের কারণ, মঙ্গলময় ও ষোড়শ কলার সৃষ্টিকর্তা, সেই দেবতাকে যাঁরা জানেন তাঁরা তনু ত্যাগ করেন অর্থাৎ তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোন কোন পণ্ডিত ভ্রান্ত হয়ে স্বভাবকে জগতের কারণ বলে থাকেন, আবার অন্যে কালকে কারণ বলেন। এই জগতে দেবতার মহিমাতেই এই ব্রহ্ম চক্র আবর্তিত হচ্ছে। যাঁর দ্বারা এই সমস্ত আবৃত, যিনি জ্ঞাতা, কালের

কর্তা, গুণী ও সর্ববিদ, তাঁর দ্বারা নিয়মিত হয়ে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের কর্ম প্রকাশিত হয়, এইরূপ চিন্তা করবে। সেই কর্ম করে পুনরায় দেখে, তত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্ব যোগ করে এক দুই তিন বা আট মূল তত্ত্ব এবং কাল ও সূক্ষ্ম আত্মগুণের সঙ্গে যোগ সাধন করে তিনি অবস্থান করেন। গুণান্বিত কর্ম আরম্ভ করে যিনি সমস্ত ভাব স্ব-কাজে নিয়োজিত করেন, তাদের অভাবে কর্মক্ষয়ের সময় কৃতকর্ম নাশ করে তিনি তত্ত্ব থেকে ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হন। তিনি আদি, সংযোগ নিমিত্ত হেতু, ত্রিকালের অতীত, কলারহিত বলে দৃষ্ট হন। বিশ্বরূপ ভবভূত পূজনীয় সেই দেবতাকে স্ব-চিত্তে স্থিত বলে পূর্বে উপাসনা করে মুক্ত হওয়া যায়। তিনি সংসার-বৃক্ষ ও কালের অতীত। যাঁর প্রভাবে জগৎ প্রপঞ্চ আবর্তিত হয় সেই ধর্মের পোষক, পাপনাশক, ঐশ্বর্যবান অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে উপলব্ধি করে জীব মুক্ত হয়।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬।৭

সেই ঈশ্বরদের পরম মহেশ্বর, সেই দেবতাদের পরম দেবতা, প্রজাপতি-দের প্রভু, অক্ষর ব্রহ্মেরও শ্রেষ্ঠ, ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবতাকে আমরা জানি। তাঁর কার্য বা কারণ নেই, তাঁর সমান বা তাঁর চেয়ে বড় কাউকে দেখা যায় না, তাঁর বিবিধ পরাশক্তি, স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলক্রিয়া শোনা যায়। এই জগতে তাঁর কোন প্রভু নেই, কোন শাসক নেই, তাঁর কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই। তিনিই সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়ের দেবতাদেরও অধিপতি। তাঁর কোন জনক নেই, কোন অধিপতিও নেই। স্বরূপত এক-মাত্র দেবতা হয়েও মাকড়শা যেমন তন্তু দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে, তেমনি অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে জাত নামরূপ কর্মে নিজেকে আবৃত করেন। ব্রহ্মের সঙ্গে তিনি আমাদের ঐক্য বিধান করুন। এক অদ্বিতীয় দেবতা সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি সর্বব্যাপী, সকল জীবের অন্তরস্থিত আত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সকল প্রাণীর আবাস, সর্বদ্রষ্টা, চেতয়িতা, উপাধিবর্জিত ও নির্গুণ। যিনি বহু নিষ্ক্রিয় পদার্থের একমাত্র নিয়ন্তা, যিনি এক বীজকে বহুপ্রকার করেন, তাঁকে যে ধীর ব্যক্তিরা নিজের

মধ্যে দেখেন, তাঁদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্যের হয় না। যিনি নিত্যদের নিত্যতা ও চেতনগণের চৈতন্য সম্পাদন করেন, এক হয়েও যিনি বহুর কাম্য বিধান করেন, সাংখ্য যোগে লভ্য সেই দেবতাকে জেনে জীব সমস্ত পাশ মুক্ত হয়। যেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্র তারকাও না। এই বিদ্যুৎও দীপ্তি দেয় না। এই অগ্নি কোথায় পাবে! তাঁর দীপ্তিতেই সবাই দীপ্তি পায়, তার দীপ্তিতেই সবাই দীপ্যমান।

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ৬।১৫

এই ভুবনের মধ্যে এক হংস অর্থাৎ পরমাত্মা আছেন। তিনিই সলিলে সন্নিবিষ্ট অগ্নিস্বরূপ। তাঁকেই জেনে জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে। মুক্তির আর অন্য পথ নেই। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বের জ্ঞাতা, স্বয়ম্ভু, কালের প্রবর্তক, গুণী ও সর্ববিদ। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক, গুণের নিয়ন্তা এবং সংসার মোক্ষ স্থিতি ও বন্ধনের হেতু। তিনি তন্ময়, অমৃত, ঈশ্বর, জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী ও এই ভুবনের রক্ষক। তিনি নিত্য এই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। জগৎ-শাসনের অন্য কোন হেতু নেই। যিনি ব্রহ্মাকে পূর্বে ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর জন্য বেদবিদ্যা প্রেরণ করেছেন, মুক্তি-কামী হয়ে আমি নিজের বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই দেবতার শরণ নিচ্ছি। নিরবয়ব নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দোষ, নির্লিপ্ত, অমৃতলাভের শ্রেষ্ঠ সেতু দগ্ধ-কাষ্ঠ অগ্নির মতো সেই দেবতার আমি শরণ নিচ্ছি। মানুষ যেদিন চর্ম দিয়ে আকাশ বেষ্টন করবে, সেই দিনই ঈশ্বরকে না জেনেও তার দুঃখের অবসান হবে। শ্বেতাশ্বতর তপস্যার এভাবে ও দেবতার প্রসাদে ব্রহ্মকে জেনে তারপর সন্ন্যাসীদের ঋষি-সেবিত পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব বলেছিলেন। পুরাকালে প্রকাশিত বেদান্তের এই পরম গুহ্যবিদ্যা অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবে না। অযোগ্য পুত্র ও শিষ্যকেও দান করবে না। যাঁর দেবতায় পরা ভক্তি এবং যেমন দেবতায় তেমনি গুরুতে, সেই মহাত্মার কাছেই এর অর্থ প্রকাশিত হবে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ সমাপ্ত

শুক্ল যজুর্বেদীয় উপনিষদ

১. ঈশ

অবতারণা

তৈত্তিরীয় উপনিষদের অবতারণায় বলা হয়েছে যে বেদব্যাস বেদ বিভাগ করে যজুর্বেদ তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে অধ্যয়ন করান। বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য এই বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু গুরুর আদেশে তা উদ্‌গীরণ করে সূর্যের তপস্যা করেছিলেন। অনেকে বলেন যে সূর্য বাজী অর্থাৎ অশ্বের রূপ ধারণ করে তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তারই নাম শুক্ল যজুর্বেদ। এইজন্য শুক্ল যজুর্বেদের অপর নাম বাজসনের সংহিতা। বাজসনি শব্দের অর্থ অন্নদান যার ব্রত। এই অর্থে সূর্যকে বাজসনি বলা যায়। তার পুত্র এই অর্থে বাজসনেয়। জানা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম ছিল বাজসনি এবং বৈদিক সাহিত্যে তিনি তাঁর পিতার নামেও পরিচিত। যাজ্ঞবল্ক্যের পনের জন শিষ্যের মধ্যে মাধ্যন্দিন একজন। বাজসনের সংহিতার মাধ্যন্দিন শাখাই এখন প্রচলিত। অর্থাৎ শুক্ল যজুর্বেদের যে চল্লিশটি অধ্যায় এখন প্রচলিত তা বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিন সংহিতা নামেও অভিহিত। শেষ অধ্যায়টিই ঈশোপনিষৎ। অন্যান্য উপ-নিষৎ বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অংশ। কিন্তু ঈশোপনিষদ মূল বেদেরই অংশ। এইজন্য একে বাজসনেয়ী সংহিতোপনিষদও বলা হয়। ঈশ নাম হবার কারণ এইশব্দটি দিয়েই এই উপনিষদের আরম্ভ।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

এই জগতে গতিশীল যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের বাসের জন্য অর্থাৎ তাঁরই দ্বারা আচ্ছাদিত। ত্যাগ দিয়ে তা ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ করবে না। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে অকস্মাৎ হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র ভস্মীভূত হয়ে গেলেও শুধু এই মন্ত্রটির জন্যই হিন্দুধর্ম হিন্দুর মনে চিরকাল সজীব

হয়ে থাকবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেরও আকস্মিক পরিবর্তন এনেছিল এই মন্ত্র। মাত্র আঠারোটি মন্ত্র নিয়ে এই উপনিষদ। এক ও বহু, জ্ঞান ও কর্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি আপাতবিরুদ্ধ বিষয়ের সমন্বয় করা হয়েছে এই উপনিষদে। প্রবুদ্ধ সার্থক এই উপনিষদের শ্রোতা। তার উদ্দেশ্য জ্ঞানের ও অজ্ঞানের, মুক্তির ও কর্মের এবং ব্রহ্ম ও জগতের সমন্বয় সাধন, উৎক্রান্তি দিয়ে পার্থিব জীবনের রূপান্তর করে পরম ত্যাগের উপরে দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠা। অতি অল্প কথায় সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধান করা হয়েছে এই উপনিষদে।

গ্রন্থারম্ভ

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। এই সব সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পূর্ণ থেকেই অভিব্যক্ত। সেই পূর্ণত্ব থেকে পূর্ণ গ্রহণ করলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

এই জগতে গতিশীল যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের বাসের জন্য অর্থাৎ তাঁরই দ্বারা আচ্ছাদিত। ত্যাগ দিয়ে তা ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ করবে না। নিষ্কাম কর্ম করেই এই জগতে শত বৎসর জীবিত থাকতে চাইবে। মানুষ এইভাবে কর্ম করলে কর্মে লিপ্ত হবে না। এ ছাড়া মুক্তির অন্য পথ নেই। যে জন আত্মহন অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ যারা বোঝে না, তারা দেহ ত্যাগ করে অসূর্যা বা সূর্যহীন অন্ধ তমসাবৃত লোকে যায়। ১—৩।

ব্রহ্ম এক ও অচল হয়েও মনের চেয়ে বেশি বেগবান। ইনি সকলের পূর্বে যান বলে দেবতারাও এঁকে পান না। ইনি স্থির থেকেও দ্রুতগামী সবাইকে অতিক্রম করে যান। মাতরিশ্বা অর্থাৎ প্রাণশক্তি জল অর্থাৎ জগতের সমস্ত শক্তিকে ধারণ করেন। তিনি চলেন, চলেন না। তিনি দূরে, তিনি নিকটেও। তিনি এই সমস্তের অন্তরে, তিনি সবার বাহিরেও। কিন্তু যিনি নিজের আত্মাতেই সর্বভূতকে দেখেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে, তার জন্য তিনি নিজেকে গোপন করতে চান না। ৬।

যাঁর আত্মাই সর্বভূত হয়েছে, এই রকম জ্ঞানী ও একদর্শীর কাছে মোহই

বা কী আর শোকই বা কী। ৪—৭।

তিনি সর্বত্র গেছেন। তিনি জ্যোতির্ময়, অশরীরী, ক্ষতহীন, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বোপরি বিদ্যমান ও স্বয়ম্ভু। তিনি নিত্যকাল ধরে যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেবার বিধান করেছেন। যারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যারা বিদ্যা-তেই বড়, তারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। বিদ্যা ও অবিদ্যায় পৃথক ফল, এ কথা পণ্ডিতরা বলেছেন। আমরাও ধীর ব্যক্তির নিকটে এ কথা শুনেছি। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে এক সঙ্গে জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন। ৮—১১।

যারা অসম্ভূতি বা প্রকৃতির উপাসনা করে, তারা দৃষ্টিহীন অন্ধকারে প্রবেশ করে। আবার যারা কেবল সম্ভূতির বা প্রকৃতি থেকে জাত হিরণ-গর্ভের উপাসনায় রত, তারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনায় পৃথক ফল হয়, এ কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। ধীর ব্যক্তির নিকটে আমরাও একথা শুনেছি। যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ এই উভয়কে এক যোগে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে সম্ভূতি দ্বারা অমৃত লাভ করেন। ১২—১৪।

হে জগতের পোষক সূর্য, তোমারই হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে। সত্যধর্মা আমার দৃষ্টির জন্য তুমি তা অপসারিত কর। হে পূষা, হে একর্ষি, হে যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতি তনয়, তোমার রশ্মি সংহত কর, তেজ সঙ্কুচিত কর। তোমার যে কল্যাণময় রূপ, সেই রূপ আমি দেখছি। এই যে পুরুষ, আমিই তিনি।

সোঽহমস্মি। ১৫—১৬।

এর পর আমার প্রাণবায়ু অমৃত অনিলে মিলে যাক, এই শরীর ভস্মসাৎ হোক। ওঁ ক্রতু স্মরণ কর, কৃতকর্ম স্মরণ কর। হে ক্রতু অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মক মন, যা স্মরণ করবার তা স্মরণ কর, নিজের কৃতকর্মও স্মরণ কর। হে অগ্নি, সম্পদ লাভের জন্য আমাদের সুপথে নিয়ে যাও। হে দেবতা, তুমি আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান ও কর্মের কথা জানো। আমাদের

কুটিল পাপরাশি বিযুক্ত কর। আমরা তোমাকে অনেক নমস্কার করছি। ১৭—১৮।

ঈশোপনিষদ সমাপ্ত

২. বৃহদারণ্যক

অবতারণা

শুক্ল যজুর্বেদের বহু শাখার মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাই সমধিক প্রসিদ্ধ। শতপথ এই উভয় শাখারই ব্রাহ্মণ। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ চতুর্দশ খণ্ডই বৃহদারণ্যক উপনিষদ। এই দুই শাখার উপনিষদ এক হলেও স্থলবিশেষ পার্থক্য আছে। সাধারণ ভাবে কাণ্ব শাখার পাঠই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশের আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত বলে একে সংহিতোপনিষদ না বলে আরণ্যকোপনিষদ্ বলা হয়। আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে এই উপনিষদটি আকারে বৃহৎ ও অরণ্যে উপদিষ্ট হয়েছে বলেই এর নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদ। শুধু আকারে বৃহৎ নয়, এটি ভাবেও মহৎ, প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে আলোচনা, তা নীরস ও দুর্বোধ্য বলে মনে হয় এবং একাধিকবার পাঠ না করলে অর্থ বোধ হয় না।

এই গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়কে মধু কাণ্ড বলা হয়। এতে ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যের বিস্তৃত উপদেশ। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়কে যাজ্ঞবল্ক্য বা মুনি কাণ্ড বলা হয়। এতে জল্প অর্থাৎ পরপক্ষ-নিরাসের জন্য খণ্ডনমূলক যুক্তি এবং বাদ অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য বিচার—এর দ্বারা একত্ব প্রতিষ্ঠিত করায় বৃহৎ এই বিশেষণটি সার্থক হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে খিল কাণ্ড বলে। এতে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ে আরও অনেক কথা বলা হয়েছে।

সম্পূর্ণ উপনিষদটি একসঙ্গে সঙ্কলিত হয়েছে বলেও মনে হয় না। আচার্যদের বংশ পরিচয় নানা স্থানে আছে এবং তা অভিন্ন নয়। মৈত্রেয়ী

ব্রাহ্মণও কিছু পরিবর্তিত আকারে দুই জায়গায় পাওয়া যায়। এই সব থেকেই সন্দেহ হয় যে একাধিক ব্যক্তি এই উপনিষদটি সঙ্কলন করেছেন। তবে এতে নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র থাকে না এমন দেহ বিষয়ক আলোচনাও এতে আছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে সেকালের ঋষিরা সমগ্র জীবনকেই ধর্ম বলে মনে করতেন।

গ্রন্থারম্ভ

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। এই সব সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পূর্ণ থেকেই অভিব্যক্ত। সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক। ওঁ শান্তি।

প্রথম অধ্যায়

মানস অশ্বমেধ

উষাই যজ্ঞার্হ অশ্বের মাথা। সূর্য তার চোখ, বায়ু প্রাণ, অগ্নি বৈশ্বানর এর বিবৃত মুখ, সংবৎসর দেহ। দৌ এর পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ, উদর, পৃথিবী খুর, দিকেরা পার্শ্বদ্বয়, অবান্তর দিকেরা পার্শ্বের অস্থি, ঋতুরা অঙ্গ, মাস ও অর্ধমাস সন্ধিস্থল, দিন ও রাত্রিরা পাদ, নক্ষত্ররা অস্থি, মেঘ মাংস, বালুকারাশি তার উদয়েব অর্ধজীর্ণ খাদ্য, নদীরা নাড়ী, পর্বতেরা যকৃত ও ক্লোম, ওষধি ও বনস্পতি লোম. উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য যথাক্রমে পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ। অশ্ব যে জৃম্ভন করে তা বিদ্যুৎ সঞ্চার, তার গাত্র-কম্পন মেঘ গর্জন, মূত্রত্যাগ বারিবর্ষণ এবং অশ্বের হ্রেষারবই শব্দ। অশ্বের সম্মুখে মহিমা নামে যে পাত্র রাখা হয়, দিবস সেই পাত্র। অশ্বকে লক্ষ্য করে এ উৎপন্ন হয়েছে। পূর্ব সমুদ্র এর উৎপত্তিস্থল। মহিমা নামে যে পাত্র এর পশ্চাতে রাখা হয়, তা রাত্রি। এও অশ্বকে লক্ষ্য করে উৎপন্ন হয়েছে। এর উৎপত্তিস্থল পশ্চিম সমুদ্র। অশ্বের উভয় দিকে স্থাপন করা হবে, এর জন্যই মহিমা নামের গ্রহদ্বয় উৎপন্ন হয়েছে। হয়

নাম নিয়ে এ দেবতাদের বহন করেছিল, বাজ। নামে গন্ধর্বদের, অর্বা নামে অসুরদের এবং অশ্ব নামে মানুষদের। সমুদ্রই এর বন্ধু। এর উৎপত্তিস্থলও সমুদ্র।

পূর্বে এখানে কিছুই ছিল না, সবই আবৃত ছিল অশনায়া রূপ মৃত্যু দিয়ে। কারণ অশনায়াই মৃত্যু। তারপর মৃত্যু সংকল্প করলেন, আমি আত্ম-বান্ হই। তিনি অর্চনা করে বিচরণ করলেন। সেই অর্চনাকারী মৃত্যু থেকে জল উৎপন্ন হল। তিনি ভাবলেন, আমার জন্যই ক অর্থাৎ জল উৎপন্ন হয়েছে। ইহাই অর্কের অর্কত্ব। যিনি এই রকম জানেন, তাঁর জন্য জল সমাগম হয়। জলই অর্ক। জলের যে শর ছিল, তাই কঠিন হয়ে পৃথিবী হল। সেই সৃষ্টি কাজে মৃত্যু শ্রান্ত হয়েছিলেন। সেই শ্রান্ত ও উত্তপ্ত মৃত্যু থেকেই তেজের রস অগ্নি উৎপন্ন হল। অগ্নি নিজেকে তিন ভাগ করলেন—এই তিন ভাগের এক এক ভাগ হল অগ্নি আদিত্য ও বায়ু। প্রাণও ত্রিধাবিভক্ত হলেন। পূর্ব দিক তাঁর মাথা, দুদিকে দুই বাহু। পশ্চিম কোণ তাঁর পুচ্ছ, দুদিকে দুই উরু। দক্ষিণ ও উত্তর তাঁর দুই পার্শ্ব। দ্যুলোক তাঁর পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ উদর ও পৃথিবী বক্ষ। সেই অর্ক রূপী মৃত্যু জলে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ কথা জানেন, তিনি যে কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তিনি কামনা করলেন, আমার দ্বিতীয় দেহ উৎপন্ন হোক। তিনি মন দিয়ে বাক্যের সঙ্গে মিথুনভাবে সম্মিলিত হলেন। তাতে যে বীজ হয়েছিল, তা সংবৎসর হল। এর পূর্বে সংবৎসর ছিল না। তত পরিমাণ কাল তিনি তাকে ধারণ করেছিলেন, তারপর তাকে সৃষ্টি করলেন। সে উৎপন্ন হলে তিনি তাকে গ্রাস করবার জন্য মুখ ব্যাদান করলেন। নবজাতক ভান্ শব্দ উচ্চারণ করল। তাই বাক হল। তিনি ভাবলেন, যদি একে হিংসা করি, তবে অল্পই অন্ন সৃষ্টিতে সমর্থ হবে। তখন তিনি বাক্ ও দেহের সহযোগে ঋক্ যজুঃ সাম ছন্দ যজ্ঞ মানুষ পশু প্রভৃতি সবকিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি যা সৃষ্টি করলেন, তাই ভক্ষণ করার সঙ্কল্প করলেন। তিনি এ সব আহার করেন, এ অদিতির আদিতিত্ব। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সকলের ভোক্তা ও সব বস্তুই তাঁর অন্ন হয়।

মৃত্যু কামনা করলেন, আমি মহাযজ্ঞে পুনর্বার যজন করব। তিনি শ্রান্ত হয়ে তপস্যা করলেন। শ্রান্ত ও তপ্ত সেই মৃত্যু থেকে যশ ও বীর্য নির্গত হল। প্রাণই এই যশ ও বীর্য। প্রাণ উৎক্রান্ত হলে তাঁর শরীর স্ফীত হতে লাগল। মন তাঁর শরীরেই রইল। তিনি কামনা করলেন, আমার এই দেহ মেধ্য হোক এবং আমি এর দ্বারা আত্মবান হই। তাঁর দেহ স্ফীত হয়েছিল। এইজন্য তিনি অশ্ব হয়েছিলেন এবং মেধ্যও হয়েছিলেন। এই ভাবেই অশ্বমেধ নাম হল। যিনি এ কথা জানেন, তিনি অশ্বমেধ তত্ত্ব জানেন। সেই পশুকেও যুক্ত রেখে তিনি তার কথা চিন্তা করলেন। এক বৎসর পর তিনি তাকে নিজের জন্য হিংসা করলেন। অন্যান্য পশুকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করলেন। এইজন্য সে সব পশুকে প্রাজাপত্য রূপে হিংসা করা হয়। এই যে সূর্য তাপ বিকিরণ করেন, ইনিই অশ্বমেধ। সংবৎসর এঁর আত্মা, পার্থিব অগ্নিই অর্ক, পৃথিবী প্রভৃতি লোক এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অর্ক ও অশ্বমেধ এই দুই—এরা আবার একই দেবতা। যিনি এ কথা জানেন তিনি পুনর্বার মৃত্যুকে জয় করেন। মৃত্যু এঁর আত্ম স্বরূপ হয় এবং তিনি দেবতাদের সঙ্গে অভিন্ন হন।

পাপের উৎপত্তি ও দেবতাদের অমৃতত্বলাভ

দেবতা ও অসুর প্রজাপতির দুই সন্তান। এদের মধ্যে দেবতারা কনিষ্ঠ ও অসুররা জ্যেষ্ঠ। তাঁরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দেবতারা বলেছিলেন, আমরা যজ্ঞে উদ্‌গীথ দ্বারা অসুরদের পরাজিত করব। তাঁরা বাক্‌কে বলেছিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান কর। বাক্ বললেন, তাই হোক। বাক্ তাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করেছিলেন—বাক্ দিয়ে যে ভোগ লাভ হয়, তা সমস্ত দেবতা ভোগ করুক; কিন্তু বাক্ যে কল্যাণ বাক্য বলে, তা নিজের হোক। অসুররা জানতে পারলেন, দেবতারা এই উদ্‌গাতা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে। এইজন্য তাঁরা বাক্‌কে আক্রমণ করে তাকে পাপে বিদ্ধ করেছিলেন। লোকে যে অনুচিত বাক্য বলে, এ সেই পাপ।

তারপর তাঁরা প্রাণকে বলেছিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গান কর।

প্রাণ বললেন, তাই হোক। প্রাণ তাঁদের জন্য উদ্গীথ গান করেছিলেন—প্রাণ দিয়ে যা ভোগ হয় তা সব ইন্দ্রিয় ভোগ করুক, আর প্রাণ যে কল্যাণ আঘ্রাণ করে তা নিজের হোক। অসুররা জানতে পেরেছিলেন যে দেবতারা এই গান দিয়ে তাঁদের পরাজিত করবে। তাই তাঁরা প্রাণকে আক্রমণ করে পাপবিদ্ধ করেছিলেন। লোকে যে অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে, তা সেই পাপ।

তারপর তাঁরা চোখকে বললেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। চোখ বললেন, তাই হোক। তারপর চোখ তাঁদের জন্য উদ্গান করলেন—চোখ দিয়ে যে ভোগ হয় তা সব ইন্দ্রিয়ের হোক, কিন্তু যে কল্যাণ সে দেখে তা শুধু নিজের হোক। অসুররা জানতে পারলেন, তাঁরা এই উদ্গাতা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে। এইজন্য তাঁরা চোখকে আক্রমণ করে তাকে পাপবিদ্ধ করেছিলেন। লোকে যে কুরূপ দেখে তা এই পাপ।

তারপর তাঁরা কানকে বললেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। কান বললেন, তাই হোক। তিনি তাদের জন্য উদ্গান করেছিলেন—কান দিয়ে যে ভোগ হয় তা সব ইন্দ্রিয় ভোগ করুক, কিন্তু সে যে কল্যাণবাণী শোনে তা নিজের হোক। অসুররা জানতে পেরেছিলেন, তাঁরা এই উদ্গাথা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে এইজন্য তাঁরা কানকে আক্রমণ করে তাকে পাপবিদ্ধ করেছিলেন। লোকে যে অপ্রিয় বিষয় শোনে, তা এই পাপ।

তারপর তাঁরা মনকে বলেছিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। মন বললেন, তাই হোক। তখন মন তাঁদের জন্য উদ্গান করেছিলেন—মনে যে সুখ লাভ হয় তা সব ইন্দ্রিয় ভোগ করুক, কিন্তু মন যে কল্যাণ সংকল্প করে তা নিজের হোক। অসুররা জানতে পেরেছিলেন, দেবতারা এই উদ্গাথা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে। এইজন্য তাঁরা মনকে আক্রমণ করে তাকে পাপবিদ্ধ করেছিলেন। মন যে অশুভ সঙ্কল্প করে তা সেই পাপ। এইভাবে সমস্ত দেবতা পাপযুক্ত হলেন এবং অসুররা তাঁদের পাপবিদ্ধ করেছিলেন।

এরপর দেবতারা মুখস্থিত প্রাণকে বললেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গান কর। প্রাণ বললেন, তাই হোক। প্রাণ তাঁদের জন্য উদ্‌গান করেছিলেন। অসুররা জানতে পেরেছিলেন, দেবতারা এই উদ্‌গাতা দিয়ে আমাদের পরাজিত করবে। তাঁরা তাঁকে আক্রমণ করে পাপবিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঢিল যেমন পাথরকে আঘাত করতে গিয়ে নিজেই নষ্ট হয়, তেমনি তাঁরাও মুখ্য প্রাণকে বিনাশ করতে গিয়ে নিজেরাই বিধ্বস্ত হলেন এবং চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হলেন। এইভাবে দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হল এবং অসুররা পরাভূত হলেন।

তারপর দেবতারা বললেন, যিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইলেন, তিনি কোথায় ছিলেন? তিনি আস্য অর্থাৎ মুখের মধ্যে ছিলেন। এইজন্য তাঁর নাম অয়াস্য এবং অঙ্গের রস বলে আঙ্গিরস। এই দেবতা দূর নামে প্রসিদ্ধ, কারণ মৃত্যু এঁর থেকে দূরে। যিনি এ কথা জানেন, মৃত্যু তাঁর নিকট থেকেও দূরে যান। সেই দেবতা এই সমস্ত দেবতার পাপরূপ মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দিকের শেষে পাঠিয়েছেন এবং তাদের পাপও সেখানে রেখেছেন। আমি পাপরূপ মৃত্যুর অধীন হলাম, এ কথা যাতে বলতে না হয় সেইজন্য ঐ দেশের লোকের নিকটে বা সীমান্তেও যাবে না। সেই দেবতা এঁদের মৃত্যুর অতীত করেছিলেন। তিনি বাক্‌কেই প্রথমে বহন করে নিয়ে গেলেন। বাক্ মৃত্যুকে অতিক্রম করে অগ্নিস্বরূপ হলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অগ্নি দীপ্তি পেতে লাগলেন। তারপর প্রাণ বা প্রাণের ইন্দ্রিয়কে বহন করে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে তিনি বায়ু হয়ে প্রবাহিত হতে লাগলেন। তারপর তিনি চোখকে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে তিনি আদিত্য হয়ে উত্তাপ দিতে লাগলেন। তারপর তিনি কানকে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে তিনি দিক হয়ে বর্তমান আছেন। তারপর তিনি মনকে বহন করে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে মন চন্দ্র হয়ে দীপ্যমান হলেন। যিনি এ সব জানেন, মুখ্য প্রাণ তাঁকে মৃত্যুর পরপারে বহন করে নিয়ে যান। তিনি গান করে নিজের জন্য অন্নাদি লাভ করেছিলেন। প্রাণীরা যা আহার করে, তা প্রাণের সাহায্যেই করে। পাপ অন্নেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

তারপর দেবতারা বললেন, এই অন্ন তুমি গান করে নিজের জন্য পেয়েছ। আমাদেরও এই অন্নের ভাগী কর। প্রাণ বললেন, তোমরা আমাতে প্রবেশ কর। 'তাই হোক' বলে তাঁরা সবাই তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন। এইজন্যই প্রাণ ভোজন করলেই সব ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হন। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর জ্ঞাতিরা তাঁর আশ্রয় নেয় এবং তিনি তাদের ভর্তা ও নেতা হন। তিনিই অন্নভোক্তা ও সবার অধিপতি হন। এই বিদ্বানের সঙ্গে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেষ্টা করলে সে জ্ঞাতি পালনে অক্ষম হয়। কিন্তু অনুগত ও অনুবর্তী হয়ে পোষ্যপালন করতে চাইলে তাতে সমর্থ হয়।

অঙ্গের রস বলে তাঁর নাম আঙ্গিরস। প্রাণই অঙ্গের রস। এইজন্য শরীরের কোন অঙ্গ থেকে প্রাণ উৎক্রান্ত হলে সেই অঙ্গই শুকিয়ে যায়। প্রাণ বৃহস্পতি। বাক্য বৃহতী এবং প্রাণ তার পতি। এইজন্যই এঁর নাম বৃহস্পতি। প্রাণই ব্রহ্মণস্পতি। বাক্য ব্রহ্ম এবং প্রাণ তার পতি। এইজন্য এঁর নাম ব্রহ্মণস্পতি। এই প্রাণই সাম। বাক্ই সাম। ইহা স ও অম্ উভয়ই। তাই সামের সামত্ব। প্রাণ পোকা, মশক, হাতি ও ত্রিলোকের সমান। এইজন্য এর নাম সাম। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সামের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। এই প্রাণই উদ্গীথ। প্রাণই উৎ, কারণ প্রাণ দিয়েই সমস্ত উত্তব্ধ অর্থাৎ বিধৃত হয়। আর বাক্ই গীথা। সুতরাং এ উৎ ও গীথা উভয়ই। এইজন্যই এর নাম উদ্গীথ। এই বিষয়ে শোনা যায় যে চিকিতানপুত্র ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞে সোমপান করবার সময় বলেছিলেন, অয়াস্য আঙ্গিরস যদি অন্য ভাবে উদ্গান করে থাকেন তো সোমরাজা আমার মাথা নিপাত করুন। তিনি উদ্গীথকে বাক্ ও প্রাণ রূপেই ভজনা করেছিলেন। যিনি সামের এই তত্ত্বধন জানেন, তিনি ধনলাভ করেন। স্বরই তাঁর ধন। ঋত্বিকের কাজ করতে হলে সুস্বর চাইবেন এবং সুস্বর বাক্যে ঋত্বিকের কাজ করবেন। এইজন্য সকলে মধুর স্বরের ঋত্বিক দেখতে চায়। কারণ তিনি সুকণ্ঠ সম্পদের অধি-

কারী। সামের এই সম্পদ যিনি জানেন, তিনি সম্পদ লাভ করেন। যিনি সামের সুবর্ণ জানেন, তাঁর সুবর্ণ লাভ হয়। স্বরই তাঁর সুবর্ণ। যিনি সামের প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। বাক্‌ই সামের প্রতিষ্ঠা, কারণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েই এই প্রাণ সামরূপে গীত হয়। কেউ কেউ বলেন যে ইহা অন্নে প্রতিষ্ঠিত হয়েই সামরূপে গীত হয়।

পবমান মন্ত্রের ব্যাখ্যা

এইবারে পবমান নামে মন্ত্রের জপ ব্যাখ্যা করা হবে। প্রস্তোতা যখন প্রস্তাব অংশ গান আরম্ভ করবেন, তখন এই মন্ত্র জপ করবেন—অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃতোর্মামৃতং গময়েতি। অসৎ থেকে আমাকে সৎস্বরূপে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। যখন তিনি বল-বেন, অসৎ থেকে আমাকে সৎস্বরূপে নিয়ে যাও, তখন বুঝতে হবে যে মৃত্যুই অসৎ ও সৎই অমৃত। তাই তিনি বলেন যে আমাকে অমৃত কর। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও, এর অর্থ অন্ধকারই মৃত্যু ও জ্যোতিই অমৃত। সুতরাং তিনি যে বলেন অমৃতে নিয়ে যাও, তাতে কিছুই অস্পষ্ট নেই। অবশিষ্ট স্তোত্রগুলি গান করে নিজের জন্য অন্নাদ্য লাভ করবে। সেইজন্য এই মন্ত্র উচ্চারণের সময়ে উদ্‌গাতা ফল কামনা করে বর চাইবে। এই জ্ঞানসম্পন্ন উদ্‌গাতা নিজের বা যজ্‌মানের জন্য যে ফল কামনা করেন, তা উদ্‌গান করেই লাভ করেন। এই জ্ঞানেই লোক জয় করা যায়। সামকে যিনি এই ভাবে জানেন, তাঁর লোক প্রাপ্তি হবে না ভাবার কারণ নেই।

সৃষ্টির কথা

পূর্বে এই জগৎ আত্মারূপে বর্তমান ছিল। সেই আত্মা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না। তিনি প্রথমেই বললেন, আমি আছি। এই ভাবে অহম্ নাম হল। সেইজন্য এখনও লোকে প্রথমে অহম্ ও পরে অন্য নাম বলে। এর পূর্বেই তিনি সমস্ত পাপ দগ্ধ

করেছিলেন বলে তাঁর নাম পুরুষ। যিনি এ কথা জানেন, তিনি এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে দগ্ধ করতে পারেন। তিনি ভীত হয়েছিলেন। একজন লোক একাকী থাকলে ভয় পায়। তিনি ভাবলেন, আমি ছাড়া আর কিছুই যখন নেই, তখন আমি ভয় পাব কেন? এতেই তাঁর ভয় দূর হল। ভয় তো দ্বিতীয় বস্তু থেকেই। কিন্তু তিনি আনন্দ পেলেন না। সেই জন্যই কেউ একাকী থাকলে আনন্দ পায় না। তিনি আর একজন চাইলেন। স্ত্রী ও পুরুষ আলিঙ্গনবদ্ধ হলে যতটা হয়, তিনি ততটাই ছিলেন। তাই নিজের দেহকে দুই ভাগ করলেন। এতেই পতি ও পত্নী হল। এই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, প্রত্যেকে নিজে অর্ধ বিফলে বা প্রস্ফুটিতের মতো। এই জন্য এই শূন্য স্থান স্ত্রী দিয়ে পূর্ণ হয়। তিনি সেই পত্নীতে মিথুন ভাবে উপগত হয়েছিলেন। তা থেকেই মানুষের উৎপত্তি।

সেই স্ত্রী ভাবলেন, আমাকে নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন করে ইনি কী ভাবে আমাতে উপগত হচ্ছেন! আমি তিরোহিত হই। তিনি গো হলেন, অন্য জন বৃষ হয়ে তাতে উপগত হলেন। তাতে গো উৎপন্ন হল। একজন অশ্বা হতেই অন্য জন অশ্ব হলেন, গর্দভী হলে গর্দভ হলেন এবং তাতেই তিনি সমাগত হলেন। এই ভাবে এক ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তু উৎপন্ন হল। একজন অজা, অন্য জন অজ হলেন। একজন মেষী, অন্য জন মেষ হলেন। তিনি তাতে উপগত হলেন। এই ভাবেই ছাগ ও মেষ উৎপন্ন হল। পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত মিথুন তিনি এইভাবে সৃষ্টি করলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমিই এই সৃষ্টি, কারণ আমিই এই সমস্ত সৃষ্টি করেছি। কাজেই তিনি সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েছেন। যিনি এই কথা জানেন, সৃষ্টি বিষয়ে তিনিই স্রষ্টা হন।

তারপর এইভাবে মন্থন করেছিলেন। মুখ ও হাত থেকে অগ্নি সৃষ্টি করলেন। এইজন্য মুখ ও হাতের ভিতর লোম নেই। লোকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার যজ্ঞ করতে বলে, কিন্তু সব দেবতাই প্রজাপতির সৃষ্টি। তিনিই এই সব দেবতা। সমস্ত আর্দ্র বস্তু তিনি শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন। ইহাই সোম। এই সমস্ত অন্ন ও অন্নাদ। সোম অন্ন ও অগ্নি অন্নভোক্তা।

এটাই ব্রহ্মের অতি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি যে নিজের শ্রেষ্ঠ অংশ থেকে দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন'এবং নিজে মর্ত হয়েও অমরদের সৃষ্টি করেছেন, এই জন্যই এ তাঁর অতি সৃষ্টি। যিনি এ কথা জানেন তিনি তাঁর এই অতি সৃষ্টিতে স্রষ্টা হন।

আত্মার কথা

এই সমস্ত অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত তখন ছিল। তারপর এ নাম রূপে অভিবাক্ত হল। এর এই নাম, এর এই রূপ। সেইজন্য এখনও এই জগৎ এই নামরূপে ব্যাকৃত হয়েছে। ক্ষুর যেমন ক্ষুরধানে বা অগ্নি অগ্নিকুলায়ে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি আত্মাও এই দেহে নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। লোকে তাঁকে দেখতে পায় না। লোকে যা দেখে তা অপূর্ণ। এ যখন নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করে তখন তার নাম প্রাণ, যখন বাক্য উচ্চারণ করে তখন তার নাম বাক্, যখন দেখে তখন নাম চোখ, যখন শোনে তখন নাম কান, যখন মনন করে তখন নাম হয় মন। এ সমস্তই তাঁর কর্মের বিভিন্ন নাম। এইজন্য যে আত্মাকে পৃথক ভেবে উপাসনা করে, সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। এই রকম আত্মা অপূর্ণ, এইজন্যই একে পৃথক মনে হয়। এঁকে আত্মা ভেবেই উপাসনা করবে। কারণ আত্মাতেই এই সমস্ত এক হয়। এই আত্মাকে সকলের জানা উচিত। এই আত্মার দ্বারাই সমস্ত জানা যায়। পদচিহ্ন দেখে যেমন পলাতক পশুকে খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি আত্মাকে জানতে পারলেই সব জানা যায়। যিনি এই কথা জানেন, তিনি কীর্তি ও যশের অধিকারী হন।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ে ইন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, সবার চেয়ে প্রিয়। অন্য কিছুকে যে আত্মার চেয়ে প্রিয়তর বলে মনে করে, কোন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি তাকে 'তোমার প্রেমাস্পদ মরে যাবে' বললে তাই ঘটে। কারণ তার এই সত্য বলার যোগ্যতা আছে। তাই আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করবে। আত্মাকে যে প্রিয়রূপে উপা-

সনা করে, তার প্রেমাস্পদের মৃত্যু হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান

ব্রহ্মবিদরা বলেন, মানুষ যে মনে করে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা আমরা এই রকম হব, কিন্তু সেই বিদ্যার ফলে ব্রহ্ম কি সব পেয়েছিলেন ? এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই বর্তমান ছিল। তিনি জেনেছিলেন, আমিই ব্রহ্ম। এই জন্যই তিনি সর্বাত্মক হয়েছেন। দেবতাদের মধ্যে যিনি এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনিও সর্বাত্মক হলেন। ঋষি ও মানুষদের ক্ষেত্রেও এই রকম। তাই দেখে ঋষি বামদেব জেনেছিলেন, আমি মনু ও সুত হয়েছিলাম। সেই জন্য এখনও যিনি 'আমি ব্রহ্ম' বলে জানেন, তিনি সবই হন। তাঁর সব কিছু পাবার ব্যাপারে দেবতারাও বাধা দিতে পারেন না। কারণ তিনি সর্বভূতের আত্মা হন। অপরপক্ষে 'আমি অন্য ও আমার উপাস্য দেবতা অন্য' এই ভেবে যে অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে কিছুই জানে না। পশু যেমন মানুষের নিকটে, সেও দেবতাদের নিকটে তেমনি। যেমন বহু পশু মানুষের সেবা করে, তেমনি এক এক ব্যক্তি দেবতাদের সেবা করে। একটা পশু চলে গেলে মানুষের দুঃখ হয়, বহু পশু গেলে অনেক বেশি দুঃখ হয়। এই জন্যই দেবতারা চান না যে মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে।

পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মরূপে বর্তমান ছিল। তিনি একাকী ছিলেন বলে কিছু করতে সক্ষম হন নি। সেই জন্য তিনি শ্রেয়োরূপী ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করলেন। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র বরুণ সোম রুদ্র পর্জন্য যম মৃত্যু ও ঈশান এঁরা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। এই জন্যই রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়র নিচে উপবেশন করে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কেই এই যশ দেন। ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়র উৎপত্তি স্থল। এই জন্য যদিও রাজা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন, যজ্ঞের শেষে কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন। যে ব্রাহ্মণকে হিংসা করে, সে নিজের উৎপত্তি স্থলকেই হিংসা করে। সে অধিকতর পাপী হয়, যেমন লোকে পাপী হয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হিংসা করে।

ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করেও তিনি কর্মক্ষম হলেন না। সেই জন্য তিনি বৈশ্য জাতি সৃষ্টি করলেন। যেমন বসু রুদ্র আদিত্য বিশ্বদেব ও মরুৎগণ। দেবতাদের মধ্যে এঁরা গণদেবতা বলে পরিচিত। এতেও তিনি কর্মক্ষম হলেন না। তাই তিনি পূষণরূপী শূদ্র জাতি সৃষ্টি করলেন। এরা মানুষকে পোষণ করে। এই পৃথিবীই পূষা। কারণ পৃথিবী সব কিছুই পোষণ করে। এতেও তিনি সব কাজে সক্ষম হলেন না বলে শ্রেয়োরূপী ধর্মকে সৃষ্টি করলেন। ইহা ক্ষত্রিয়রও ক্ষত্রিয়। এইজন্য ধর্মের চেয়ে বলশালী আর কিছু নেই। বলহীন লোকও ধর্মের সাহায্যে বলবানকে শাসন করে। যা ধর্ম, তাই সত্য। তাই লোকে সত্যবাদীকে লক্ষ্য করে বলে, এ ধর্ম বলছে। আর ধার্মিককে লক্ষ্য করে বলে, এ সত্য বলছে। তাই ধর্ম ও সত্য একই।

এইভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র ও বৈশ্য হল। তিনি দেবতাদের মধ্যে অগ্নি ও মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ হলেন। ক্ষত্রিয় রূপ ধরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য রূপ ধরে বৈশ্য ও শূদ্র রূপ ধরে শূদ্র হলেন। সেই উপাসক দেবতাদের মধ্যে অগ্নিতে ভোগ্যলোক কামনা করে এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণকে কামনা করে। কারণ এই দুই রূপেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েছেন। আত্মতত্ত্ব না জেনে যে ইহলোক থেকে চলে যায়, সে আত্মাকে জানে না বলে আত্মা তাকে রক্ষা করে না। এ কথা যার জানা নেই, সে এই পৃথিবীতে পুণ্য কর্ম করলেও পরিণামে তা ক্ষয় হয়। তাই আত্মাকেই স্বলোক বলে উপাসনা করবে। আত্মাকে যিনি স্বলোক বলে উপাসনা করেন, তাঁর কর্ম ক্ষয় হয় না। কারণ তিনি যা চান, তা আত্মা থেকেই সৃষ্টি করেন।

এই আত্মা সকল প্রাণীর আশ্রয়। সে যে হোম ও যজ্ঞ করে, তাতে সে দেবতাদের লোক হয়। সে যে বেদপাঠ করে তাতে ঋষিদের, সে যে পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করে তাতে পিতৃগণের, সে যে মানুষকে বাসস্থান ও অন্ন দান করে তাতে মানুষের এবং পশুদের যে তৃণ ও জল দান করে তাতে পশুদের আশ্রয় হয়। তার গৃহের পশু পাখি ও পিপীলিকা পর্যন্ত যে সব প্রাণী অন্ন পেয়ে জীবিত থাকে, সে তাদেরও আশ্রয় হয়। কেউ যেমন নিজের লোকের বিনাশ চায় না, তেমনি এই রকম

জ্ঞানী ব্যক্তিও কারও অনিষ্ট চায় না। শাস্ত্রে এই মীমাংসা হয়েছে।

পঞ্চবিধ সম্পদ

পূর্বে এই জগৎ আত্মারূপেই বিদ্যমান ছিল। তিনি চাইলেন, আমার পত্নী হোক, আমি সন্তান উৎপন্ন করি। আমার বিত্ত হোক, আমি কর্ম সম্পন্ন করি। এই সমস্ত কামনা। এর চেয়ে বেশি ইচ্ছা করলেও কেউ পায় না। এইজন্য এখনও অকৃতদার ব্যক্তি কামনা করে, আমার পত্নী হোক, আমি সন্তান উৎপন্ন করি। আমার বিত্ত হোক, আমি কর্ম করি। যতক্ষণ সে এ সব পায় না, ততক্ষণ সে নিজেকে অপূর্ণ ভাবে। তার পূর্ণতা হয় এইভাবে—মন তার আত্মা অর্থাৎ পতি, বাক্ জায়া ও প্রাণ সন্তান। চোখ মানবীয় সম্পদ, জীবন চোখ দিয়েই সেই সম্পদ লাভ করে, কান দৈব সম্পদ, কান দিয়ে এই বিষয় শোনে। শরীর এর কর্ম। কারণ শরীর দিয়েই মানুষ কর্ম করে। এই হ'ল পঞ্চবিধ যজ্ঞ, পঞ্চবিধ পশু, পঞ্চবিধ পুরুষ। যা কিছু আছে, সে সবই পঞ্চবিধ। যিনি এ কথা জানেন, তিনি এই সমস্ত লাভ করেন।

সপ্তবিধ অন্ন

পিতা যখন মেধা ও তপস্যায় সাত রকম অন্ন সৃষ্টি করেছিলেন, তার একটি সর্বসাধারণকে ও দুটি দেবতাদের দিয়েছিলেন এবং তিনটি নিজের জন্য রেখে একটি দিয়েছিলেন পশুদের। যাদের প্রাণ আছে ও যাদের নেই, তারা সকলেই সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যদিও সবাই সর্বদা অন্ন ভোজন করছে তবু অন্ন ক্ষয় হয় না কেন? যিনি অন্নের এই অক্ষয়ত্বের বিষয় জানেন, তিনি প্রতীক দিয়ে অন্ন-ভোজন করেন এবং বল লাভ ও দেবত্ব-লাভ করেন। এইগুলি শ্লোক।

পিতা যে উপাসনা ও কর্মের সাহায্যে সাত প্রকার অন্ন উৎপাদন করলেন এর অর্থ তিনি উপাসনা ও কর্মের সাহায্যেই উৎপাদন করেছিলেন। একটি অন্ন ভোক্তার সার্বজনীন, এই কথার অর্থ লোকে যা ভোজন করে তা সর্ব সাধারণের অন্ন। যে এর উপাসনা করে, এই কথার অর্থ যে এই

অন্ন আত্মসাৎ করে, সে পাপ থেকে মুক্ত হয় না। কারণ এই অন্ন সর্ব সাধারণের ভোজনের জন্য। দেবতাদের জন্য তিনি দুটি সৃষ্টি করলেন, এর অর্থ দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি ও বলি উৎসর্গ করা। এইজন্য আহুতি ও বলি এই দুই-ই করা হয়। অনেকে বলেন যে দর্শ ও পূর্ণমাস অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার যাগ, এই দুই অন্ন। এই জন্যই কিছু কামনা করে ইষ্টিযাগাদি করবে না। পশুদের একটি অন্ন দেবে, এই অন্নের অর্থ দুগ্ধ। কারণ মানুষ ও পশু প্রথমে দুগ্ধ পান করেই জীবন ধারণ করে। এইজন্যই নবজাতককে প্রথমে ঘৃত লেহন ও পরে স্তন্যপান করানো হয় এবং নবজাত বৎস সম্বন্ধে লোকে বলে সে এখনও তৃণভোজী হয় নি। এ সমস্তই সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। এর অর্থ যারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করে ও যারা করে না অর্থাৎ সজীব ও নির্জীব সকলেই দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত।
এই বিষয়ে অন্য ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, দুগ্ধ দিয়ে এক বৎসর হোম করে লোকে পুনর্মৃত্যু জয় করে। এ কথা ঠিক নয়। পূর্বে যা বলা হয়েছে তা যিনি জানেন, তিনি যেদিন হোম করেন সেই দিনই পুনর্মৃত্যু জয় করেন। সর্বদা ভক্ষণ করেও সেই অন্ন ক্ষয় হয় না কেন? এর অর্থ, ভোক্তা জীবই অক্ষয়ের হেতু, কারণ তিনি এই অন্ন বারবার উৎপাদন করেন। যিনি এই অক্ষয়ের কারণ জানেন, এর অর্থ জীবই অক্ষয়ের কারণ। কারণ তিনিই ভাবী কর্ম ও উপাসনায় অন্ন উৎপাদন করেন। তিনি এই কাজ না করলে অন্ন অবশ্যই ক্ষয় হবে। তিনি প্রতীকের দ্বারা অন্ন আহার করেন। এর অর্থ প্রতীক অর্থাৎ তিনি প্রধানরূপে আহার করেন, দেবত্ব ভাব প্রাপ্ত হন এবং অমৃত ভোগ করে জীবন ধারণ করেন। ইহা প্রশংসা।
নিজের জন্য তিনি তিনটি অন্ন স্থির করলেন, এর অর্থ মন বাক্‌ ও প্রাণ এই তিনকে তিনি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করলেন। লোকে বলে, আমি আনমনা ছিলাম, তাই দেখি নি বা শুনি নি। অতএব মনের দ্বারাই লোকে দর্শন ও শ্রবণ করে। কাম সঙ্কল্প সংশয় শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতি অধৃতি লজ্জা প্রজ্ঞা ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন। পিছন থেকে স্পৃষ্ট হলেও মন দিয়ে তা জানা যায়। সমস্ত ধ্বনিই বাক্। বাক্ বস্তু নির্ণয়ে সমর্থ, কিন্তু নিজে

অপরের প্রকাশ্য নয়। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান ও অন—এ সমস্তই প্রাণ। দেহ পিণ্ড এদের বিকার, তা বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়। এরাই তিন লোক—বাক্ ইহলোক, মন অন্তরীক্ষ ও প্রাণ দ্যুলোক। এরাই তিন বেদ—বাক্ ঋগ্বেদ, মন যজুর্বেদ ও প্রাণ সামবেদ। এরাই দেবতা, পিতৃগণ ও মানুষ—বাক দেবতা, মন পিতৃগণ ও প্রাণ মানুষ। এরাই পিতা মাতা ও সন্তান—মন পিতা, বাক্ মাতা ও প্রাণ সন্তান। এরাই বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য ও অবিজ্ঞাত—যা কিছু বিজ্ঞাত তা বাকের রূপ, কারণ বাক্ বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞাত বস্তু হয়ে বাক্ তাঁকে রক্ষা করে। যা কিছু বিস্পষ্ট জানতে ইচ্ছা হয়, তা মনের রূপ। কারণ মন বিজিজ্ঞাস্য। মনই বিজিজ্ঞাস্য বস্তু হয়ে তাঁকে রক্ষা করে। যা কিছু অবিজ্ঞাত তা প্রাণের রূপ। কারণ প্রাণ অবিজ্ঞাত। প্রাণই অবিজ্ঞাত বস্তু হয়ে তাঁকে পালন করে। পৃথিবী বাকের শরীর এবং অগ্নি তার প্রকাশাত্মক রূপ। তাই বাক্ পৃথিবী ও অগ্নি সমান দূর বিস্তৃত। দ্যুলোক এই মনের শরীর এবং আদিত্য তার জ্যোতির্ময় রূপ। তাই মন দ্যুলোক ও আদিত্য সমান দূর বিস্তৃত। তারা পরস্পর মিলিত হলেন এবং সেই মিলনে প্রাণ জন্মালেন। সেই প্রাণ পরম প্রভু। তিনি প্রতিপক্ষবিহীন, কারণ দ্বিতীয় কেউ থাকলে প্রতিপক্ষ হয়। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর প্রতিপক্ষ থাকে না। জল এই প্রাণের শরীর, চন্দ্র তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ। প্রাণ জল ও চন্দ্র সমান দূর বিস্তৃত। এঁরা সবাই সমান, সবাই অনন্ত। যিনিই এঁদের পরিচ্ছিন্ন রূপে উপাসনা করেন, তিনিই সসীম লোক জয় করেন। যিনি অনন্ত রূপে এঁদের উপাসনা করেন, তিনি অনন্তলোক জয় করেন।

প্রজাপতির ষোড়শ কলা

সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতির ষোলটি কলা আছে। পনের তিথি তাঁর পনের কলা এবং ধ্রুব ষোড়শ কলা। তিথির দ্বারা তিনি বর্ধিত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হন। এই ষোল কলার সাহায্যে তিনি অমাবস্যা তিথিতে সমস্ত প্রাণীকে ব্যাপ্ত করে অবস্থান করেন এবং পর দিন উত্থিত হন। সুতরাং এই দেব-

তার সম্মানে অমাবস্যার রাতে কোন প্রাণীর এমনকি কৃকলাসেরও প্রাণ বিচ্ছিন্ন করবে না। যিনিই এইজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই ঐ সম্বৎসরাখ্য ষোড়শকল প্রজাপতি। বিত্ত তাঁর পনের কলা এবং দেহ ষোড়শ কলা। বিত্তেই দেহের ক্ষয় বৃদ্ধি হয়। এই দেহপিণ্ড চক্রনাভির মতো। এইজন্য কেউ সর্বস্ব নাশের মতো হীন-দশাগ্রস্ত হয়েও সশরীরে বেঁচে থাকলে লোকে বলে, ইনি কেবল চক্র শলাকাদিহীন হয়েছেন।

লোকত্রয় সম্প্রত্তিকর্ম ও প্রাণব্রত

মনুষ্যলোক পিতৃলোক ও দেবলোক, এই তিনটি লোক আছে। মনুষ্য-লোক একমাত্র পুত্রের দ্বারা জয় করতে পারা যায়, অপরের দ্বারা নয়। পিতৃলোক কর্মের দ্বারা এবং দেবলোক বিদ্যায় জয় করতে হয়। এই তিন লোকের মধ্যে দেবলোকই সর্বোত্তম। সেইজন্যই বিদ্যার প্রশংসা করতে হয়।

অতঃপর সম্প্রত্তি অর্থাৎ মৃত্যুকালে পিতার পুত্রকে উপদেশ। পিতা যখন মরবেন মনে করেন, তখন পুত্রকে ডেকে বলেন, তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক। পুত্র উত্তর দেন, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক। এই বক্তব্যের অর্থ, আমার বেদাধ্যয়ন ব্রহ্ম শব্দে অনুষ্ঠেয়, যজ্ঞ যজ্ঞ শব্দে ও লোক লোক শব্দে সংগৃহীত হল। পুত্র এই সব নিয়ে আমাকে পৃথিবী থেকে উদ্ধার করবে। এইজন্যই সকলে উপদেশ প্রাপ্ত পুত্রকে লোকপ্রাপ্তির হেতু বলে মনে করে এবং তাকে উপদেশ দিয়ে থাকে। এই জ্ঞান লাভ করে পিতা যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তিনি প্রাণের সঙ্গে এই পুত্রেই প্রবেশ করেন। তিনি যদি প্রমাদ-বশত কোন কর্তব্য কর্ম না করে থাকেন, তবে পুত্রই তাঁকে এই সমস্ত থেকে উদ্ধার করে। এইজন্য তার নাম পুত্র। পুত্রের দ্বারাই পিতা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এরপর অমর দৈব প্রাণ তাঁতে প্রবেশ করে। পৃথিবী ও অগ্নি থেকে দৈব বাক্ তাতে প্রবেশ করে। এর দ্বারা লোকে যা যা বলে তাই সম্পন্ন হয়। দ্যুলোক ও আদিত্য থেকে দৈব মন তাতে প্রবেশ করে। এই দৈব মনের দ্বারাই আনন্দলাভ করা যায় এবং শোক

করতে হয় না। জল ও চন্দ্র থেকে দৈব প্রাণ তাঁতে প্রবেশ করে। যা সঞ্চারিত হয়ে বা না হয়ে ব্যথিত ও বিনষ্ট হয় না। তা-ই দৈব প্রাণ। এই জ্ঞান যার আছে, তিনি সর্বভূতের আত্মা হন। এই সব প্রাণী যে শোক করে থাকে, তাদের শোক তাদের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকে। জ্ঞানীর নিকটে কেবল পুণ্যই যায়, পাপ দেবতাদের স্পর্শ করতে পারে না।

ব্রত বিষয়ের মীমাংসা এই রকম। প্রজাপতিইন্দ্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন। সেই ইন্দ্রিয়রা পরস্পরের কাছে স্পর্ধা করতেলাগল। বাক্ সঙ্কল্প করল, আমি বাক্য বলব। চোখ সঙ্কল্প করল, আমি দর্শন করব। কান সঙ্কল্প কবল, আমি শ্রবণ করব। অন্যান্য ইন্দ্রিয়রাও নিজের কর্মানুযায়ী এক-একটি সঙ্কল্প করল। মৃত্যু শ্রম রূপ ধারণ করে এঁদের নিকটে এসে সবাইকে বশ করল। সবাইকে নিজের অধীন করে তাদের কার্য সম্পা-দনে বাধা দিল। এইজন্যই বাক্ চোখ ও কান শ্রান্ত হয়। কিন্তু মৃত্যু মধ্যম প্রাণকে আয়ত্ত করতেপারে নি। তাই ইন্দ্রিয়রা তাঁকেই জানবার জন্য সঙ্কল্প করল। তারা বলল, ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি কর্ম করুন বা না করুন, ইনি কিছুতেই শ্রান্ত হন না। আমরা সকলে এর রূপ ধারণ করি। তারপর তারা প্রাণের রূপ ধারণ করেছিল। এইজন্য তারা প্রাণ, এই নামেই পরিচিত। এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করেন সেই কুল তাঁর নামেই পরিচিত হয়। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যে স্পর্ধা করে, সে শীর্ণ হয় এবং বিশীর্ণ হয়ে অবশেষে মরে যায়। ইহাই অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা।

এর পর অধিদৈবত ব্যাখ্যা। অগ্নি সঙ্কল্প করল, আমি প্রজ্বলিত হব। আদিত্য সঙ্কল্প করল, আমি উত্তাপ দেব। চন্দ্র সঙ্কল্প করল, আমি কিরণ দিতে থাকব। এই ভাবে অন্যান্য দেবতারাও তাদের প্রবৃত্তি অনুসারে এক এক সংকল্প করল। ইন্দ্রিয়দের মধ্যে যেমন মধ্যম প্রাণ, তেমনি দেবতাদের মধ্যে বায়ু। অন্যান্য দেবতারা মলিন হয়, কিন্তু বায়ু ম্লান হয় না। যিনি বায়ু, তিনি অস্তবিহীন দেবতা।

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—সূর্য যাঁর থেকে উদিত হয় এবং যাতে অস্ত যায়, তিনি কে? সূর্য প্রাণ থেকেই উদিত হয়ে প্রাণেই অস্ত যান।

দেবতারা তাঁকেই ধর্মরূপে ধারণ করেছে। আজও তিনি, কালও তিনি। দেবতারা প্রাচীনকালে যে ব্রত নিয়েছিলেন, আজও সেই ব্রত অনুসারে কাজ করছেন। সুতরাং এই ব্রত আচরণ করবে—আমি যেন পাপ রূপ মৃত্যু দ্বারা অভিভূত না হই। এই ভেবে প্রাণন ও অপানন কার্য করবে। কেউ যদি কোন ব্রত নেয়, তাহলে সে যেন তা সমাপ্ত করে। এই ব্রত পালন করলে দেবতাদের সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ হবে।

নাম রূপ ও কর্ম

নাম রূপ ও কর্ম—জগৎ এই ত্রিবিধ পদার্থস্বরূপ। বাক্ নামের উক্থ অর্থাৎ উৎপত্তি স্থল। কারণ এর থেকেই নাম উত্থিত হয়। বাক্ নামের সাম। কারণ ইহা নামের সঙ্গে সমভাব প্রাপ্ত। ইহা নামের ব্রহ্ম, কারণ নামকে ইহা ধারণ করে। চক্ষু রূপের উক্থ, কারণ এর থেকেই রূপ উত্থিত হয়। ইহা রূপের সাম, কারণ রূপের সঙ্গে ইহা সমভাব প্রাপ্ত। ইহা সমস্ত রূপের ব্রহ্ম, কারণ ইহাই সমস্ত রূপকে ধারণ করে থাকে। শরীর কর্ম সমূহের উক্থ। কারণ শরীর থেকেই কর্ম উত্থিত হয়। ইহাই কর্মের সাম, কারণ কর্মের সঙ্গে ইহা সমভাব প্রাপ্ত। ইহা কর্মের ব্রহ্ম, কারণ ইহা কর্মকে ধারণ করে থাকে। ইহা তিন হয়েও এক, আত্মা এক হয়েও তিন। ইহাই অমৃত এবং সত্য দ্বারা আচ্ছাদিতা। প্রাণই অমৃত, নাম রূপই সত্য। নাম রূপের দ্বারাই প্রাণ আচ্ছাদিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ

একদা বালাকি নামে গর্গবংশীয় এক দৃপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কাশী-রাজ অজাতশত্রুকে বললেন, আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দেব। অজাতশত্রু বললেন, আপনি যে এই কথা বললেন, এর জন্য আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি। লোকে শুধু 'জনক জনক' বলেই ধাবিত হয়।

গার্গ্য বললেন, আদিত্যে ঐ যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এই বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বভূতের মূর্ধা এবং দীপ্তিমান —এই রূপে আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বভূতের মূর্ধা ও দীপ্তিমান হন।

গার্গ্য বললেন, চন্দ্রে ঐ যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এই বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি মহান শ্বেতবাস ও সোমরাজা—এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি একে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁর গৃহে অহরহ সুত ও প্রসুত সম্পন্ন হয় এবং তাঁর অন্নের কখনও ক্ষয় হয় না।

গার্গ্য বললেন, বিদ্যুতে ঐ যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এই বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি তেজস্বী—এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন এবং তাঁর সন্তানও তেজস্বী হয়।

গার্গ্য বললেন, আকাশে ঐ যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এঁর বিষয় উপদেশ দেবেন না। ইনি পূর্ণ ও অচঞ্চল —এই ভাবে আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি সন্ততি ও পশুতে পূর্ণ হন এবং তাঁর বংশ এ জগতে বিলুপ্ত হয় না।

গার্গ্য বললেন, বায়ুতে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এঁর বিষয়ে আপনি উপদেশ দেবেন না। ইনি ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ অপরাজিত সেনা—এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি জয়শীল অজেয় ও শত্রুঘ্ন হন।

গার্গ্য বললেন, অগ্নিতে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন না, এঁর বিষয় উপদেশ দেবেন না। ইনি বিষাসহি অর্থাৎ সহনশীল, এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এইভাবে এঁর উপাসনা করেন, তিনি পরসহিষ্ণু হন এবং তাঁর সন্তানও

পরসহিষ্ণু হয়।
গার্গ্য বললেন, জলে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এঁর বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি প্রতিরূপ—এইভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তাঁর নিকটে অনুকূল বিষয় আসে. প্রতিকূল বিষয় আসে না। আর এর জন্যই আত্মসদৃশ সন্তান জন্মে।
গার্গ্য বললেন, দর্পণে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এর বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি দীপ্তিশীল—এইভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন. তিনি দীপ্তিমান হন। তাঁর সন্তান এবং যাঁদের সঙ্গেই তিনি সম্মিলিত হন, তাঁদের সকলকে দীপ্তিতে অতিক্রম করেন।
গার্গ্য বললেন, গমনশীল ব্যক্তির পিছনে যে শব্দ হয়, আমি তাঁকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এঁর বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেবেন না। ইনি অণু অর্থাৎ প্রাণ—এইভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে পূর্ণায়ু হন, সময়ের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয় না।
গার্গ্য বললেন, দিকে এই যে পুরুষ, আমি এঁকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, তাঁর বিষয়ে উপদেশ দেবেন না। ইনি অনপগ অর্থাৎ নিত্য সহচর। এই ভাবেই আমি এঁকে উপাসনা করি। যিনি এইভাবে তাঁর উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ সহায় লাভ করেন এবং তাঁর স্বজন বিচ্ছেদ হয় না।
গার্গ্য বললেন, এই যে ছায়াময় পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এঁর বিষয়ে আপনি উপদেশ দেবেন না। ইনি মৃত্যু, এই ভাবেই আমি এঁর উপাসনা করি। যিনি এঁকে এইভাবে উপাসনা করেন, ইহকালে তিনি পূর্ণায়ু হন, কাল পূর্ণ হবার আগে মৃত্যু তাঁর নিকটে আসে না।
গার্গ্য বললেন, আত্মাতে এই যে পুরুষ, এঁকেই আমি ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বললেন, না, এঁর বিষয়ে আপনি উপদেশ দেবেন

না। আমি এঁকে সংযত বুদ্ধি বলে উপাসনা করি। যিনি এইভাবে এঁর উপাসনা করেন, তিনি সংযতাত্মা হন এবং তাঁর সন্তানও সংযত বুদ্ধি হয়।

এর পর গার্গ্য নীরব হলেন। এবং অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করলেন, এই-খানেই শেষ?

গার্গ্য বললেন, হ্যাঁ, এই পর্যন্তই।

অজাতশত্রু বললেন, এই মাত্র জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানা যায় না।

তখন গার্গ্য বললেন, আমি শিষ্যরূপে আপনার নিকটে উপস্থিত হয়েছি। অজাতশত্রু বললেন, একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশের জন্য কোন ক্ষত্রিয়ের নিকটে উপস্থিত হবেন--এ প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত রীতি। যাই হোক, আমি ব্রহ্মোপদেশ দেব।

তারপর তিনি তাঁর হাত ধরে উঠলেন এবং দুজনে এক নিদ্রিত পুরুষের নিকটে এলেন। অজাতশত্রু তাঁকে এই নামে ডাকলেন, হে মহান, হে শুক্লাম্বর, হে জ্যোতিষ্মান, হে সোম। কিন্তু তিনি উঠলেন না। তাঁকে হাত দিয়ে বার বার ঠেলে জাগালেন। তখন তিনি উঠলেন। অজাত-শত্রু বললেন, যখন এই ব্যক্তি নিদ্রিত ছিলেন, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ কোথায় ছিলেন? কোথা থেকে ইনি এখন এলেন?

গার্গ্য এর উত্তর জানতেন না। অজাতশত্রু বললেন, যখন ইনি এই ভাবে নিদ্রিত ছিলেন, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞানে প্রাণের বিজ্ঞান গ্রহণ করে হৃদয়ের অভ্যন্তরের আকাশে শয়ন করেন। যখন এই পুরুষ প্রাণের বিজ্ঞান গ্রহণ করেন, তখন নিদ্রিত হন। তখন প্রাণ বাক্ চোখ কান ও মনও গৃহীত হয়। যখন এই পুরুষ স্বপ্নে বিচরণ করেন, তখন তাঁর অবস্থা এই রকম হয়—তিনি যেন মহারাজা মহা-ব্রাহ্মণ, বা উচ্চে নীচে গমন করেন। রাজা যেমন তাঁর অমাত্যদের নিয়ে নিজের জনপদে যথেচ্ছ বিচরণ করেন, তেমনি এই পুরুষও ইন্দ্রিয়-দের নিয়ে নিজের শরীরে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। পুরুষ যখন সুষুপ্ত হন এবং কোন বিষয়েই জানতে পারেন না, তখন তিনি হিতা নামের যে বাহাত্তর হাজার নাড়ী হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে সারা শরীরে ব্যাপ্ত আছে,

তাতেই বেষ্টিত হয়ে তিনি শুয়ে থাকেন। এ যেন শিশু বা মহারাজা বা মহাব্রাহ্মণ এক শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করে শুয়ে আছে। মাকড়শা যেমন নিজের শরীরের সূত্র দিয়ে ঊর্ধ্বে যায়, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন চতুর্দিকে ছড়ায়, তেমন আত্মা থেকেও সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক দেবতা ও প্রাণী উৎপন্ন হয়। সেই আত্মার উপনিষদ 'সত্যের সত্য'। ইন্দ্রিয়রা সত্য, ইনি তাদের সত্য।

যিনি এই শিশু বৎসকে তার আধান ও প্রত্যাধান অর্থাৎ আশ্রয় ও অবস্থানের স্থান এবং স্থূনা ও দাম অর্থাৎ খুঁটি ও দড়ি—এই সবের সঙ্গে জানেন, তিনি সাতজন বিদ্বেষকারী শত্রুকে বিনাশ করেন। শরীরস্থ এই মধ্যম প্রাণই শিশু বা বৎস, দেহ তার আধান বা আশ্রয়, মস্তক প্রত্যাধান বা আধার, প্রাণ স্থূনা বা খুঁটি এবং অন্ন দাম বা দড়ি। ক্ষয়-রহিত সাতজন এই প্রাণের সেবা করেন। চোখের রক্ত রেখা অবলম্বন করে রুদ্র এর অনুগত আছেন, চোখের জল অবলম্বন করে পর্জন্য বা মেঘ, চোখের তারা অবলম্বন করে আদিত্য, চোখেরই কালো অংশ অবলম্বন করে অগ্নি ও সাদা অংশ অবলম্বন করে ইন্দ্র এবং নিচের ও উপরের নেত্রপল্লব অবলম্বন করে যথাক্রমে পৃথিবী ও স্বর্গদেবতা এঁতে অনুগত আছেন। যিনি এরূপ জানেন, তাঁর অন্নাভাব হয় না। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—একটি চমস বা পাত্র, তার মুখ নিচে এবং তলা উপরে। এতে সব রকম যশ নিহিত আছে। এর তীরে সাতজন ঋষি আছেন। অষ্টম স্থানী বাক্ ব্রহ্ম বা মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। মুখ নিচে ও তলা উপরে এই চমসটি মস্তক, ইন্দ্রিয়রাই সব রকম যশ, ইন্দ্রিয়দেরই ঋষি বলা হয়েছে, বাক্ অষ্টম স্থানে থেকে বাক্য উচ্চারণ করেন। দুই কান গোতম ও ভরদ্বাজ, দুই চোখ বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, দুই নাসারন্ধ্র বশিষ্ঠ ও কশ্যপ, বাক্ অত্রি, কারণ বাগিন্দ্রিয় দিয়ে অন্ন ভোজন করা হয়। যাঁকে অত্রি বলা হয়, তাঁরই নাম অত্তি অর্থাৎ ভোজন। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমস্ত বস্তুর ভোক্তা হন এবং সমস্ত বস্তুই তাঁর অন্ন হয়।

ব্রহ্মের দুই রূপই মূর্ত্য ও অমূর্ত্য, মর্ত্য ও অমৃত, স্থিতিশীল ও গতিশীল, সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ অব্যক্ত। বায়ু ও অন্তরীক্ষ থেকে যা ভিন্ন তা মূর্ত,

তা-ই মর্ত্য, স্থিত ও সৎ। যিনি উত্তাপ দেন, তিনিই এই মূর্তের মর্ত্যের স্থিতিশীলের ও সত্তাশীলের রস। তিনিই ভূতত্রয়ের রস। বায়ু ও অন্তরীক্ষই অমূর্ত রূপ। তা অমৃত, গমনশীল ও ত্যৎ অর্থাৎ অব্যক্ত সত্তা। সূর্যমণ্ডলের পুরুষই এই অমূর্তের, অমৃতের গমনশীলের ও ত্যৎ সত্তার রস। এই পর্যন্ত দেবতা বিষয়ে বলা হল।

এর পর অধ্যাত্ম বিষয়ে বলা হচ্ছে। প্রাণ ও দেহের অন্তরাকাশ থেকে যা ভিন্ন, তা মূর্ত। তা-ই মর্ত্য, স্থিতিশীল ও সৎ। চোখ এই মূর্তের, মর্ত্যের, স্থিতিশীলের ও সত্তাশীলের রস। এই যে প্রাণ ও দেহের অন্তরাকাশ তা-ই অমূর্ত, তা অনৃত, গতিশীল ও ত্যৎ। ডান চোখে যে পুরুষ, তিনিই এই অমূর্তের, অমৃতের, গতিশীলের ও ত্যৎ সত্তার রস।

এই পুরুষের রূপ হলুদে রঞ্জিত পরিচ্ছদের মতো পীতবর্ণ মেষলোমের মতো পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ কীটের মতো রক্তবর্ণ, এবং অগ্নিশিখার মতো, পুণ্ডরীকের মতো ও চমকিত বিদ্যুতের মতো। যিনি এ কথা জানেন, তিনি বিদ্যুতের ঝলকের মতো স্ত্রী লাভ করেন। এর পর ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ নেতি নেতি—ইহা নয়, ইহা নয়। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, এর চেয়ে অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নেই। তারপর সতস্য সত্যম—সত্যের সত্য। এই এর নাম। প্রাণ বা ইন্দ্রিয়রা সত্য এবং ইনি তাঁদের সত্য।

মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, মৈত্রেয়ী, আমি এখান থেকে উচ্চতর আশ্রমে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছি, তোমার সম্মতি চাই। তোমার সম্মতি থাকলে এই কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের অবসান করতে চাই।

মৈত্রেয়ী বললেন, ভগবন, সমগ্র পৃথিবী যদি বিত্তে পূর্ণ হয় তবে আমি কি তা দিয়ে অমর হতে পারব?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তোমার জীবন হবে সম্পদশালী ব্যক্তির মতো। বিত্তে অমৃতের আশা নেই।

মৈত্রেয়ী বললেন, যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং? যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহীতি। তা দিয়ে অমর হতে পারব না, তা দিয়ে

আমি কী করব ? আপনি যা জানেন, কেবল তাই আমাকে বলুন।
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তুমি আমার প্রিয়া ছিলে, এখনও প্রিয় বাক্য বলছ। এসো, বোসো। আমি তোমার কাছে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি। আমি বলছি, আমার কথায় মনোযোগ দাও।
তিনি বললেন, পতির প্রতি প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, পতি প্রিয় হয় আত্ম প্রীতির জন্যই। এই ভাবে জায়া পুত্র বিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় লোক দেবতা প্রাণী প্রভৃতি কোন বস্তুই সেই বস্তুর প্রতি প্রীতির জন্য প্রিয় হয় না, এ সমস্তই প্রিয় হয় আত্ম প্রীতির জন্য। মৈত্রেয়ী, তাই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে ধ্যান করতে হবে। আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞানদ্বারা এই সমস্তই অবগত হওয়া যায়। যিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতি, লোকসমূহ বা দেবতাদের, প্রাণী-বর্গ বা সমস্ত বস্তুকে আত্মা হতে পৃথক বলে মনে করেন, তাহলে সেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতি, লোক সমূহ বা দেবতাগণ, প্রাণীবর্গ বা সমস্ত বস্তুই তাঁকে পরিত্যাগ করবেন। এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেবতাগণ, এই প্রাণীবর্গ ও সমস্ত বস্তুই আত্মা। যেমন দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা বাজানো হতে থাকলে তা থেকে নির্গত বিশেষ ধ্বনিগুলিকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা অথবা ঐ বাদ্য-বাদককে গ্রহণ করেল ঐ শব্দও গৃহীত হয়, তেমনি আত্মা থেকে নির্গত সমস্ত বস্তুকেও স্বতন্ত্র ভাবে জানা যায় না। আত্মাকে জানলেই জগৎকে জানা যায়। যেমন আর্দ্র কাঠে জ্বালানো আগুন থেকে আলাদা ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ ইতিহাস পুরাণ বিদ্যা উপনিষদ শ্লোক সূত্র অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা এ সমস্তই পরমাত্মার নিঃশ্বাসের মতো। সমুদ্র যেমন সমস্ত জলরাশির মিলনের আধার, ত্বক্ সমস্ত স্পর্শের, নাসিকা গন্ধের, জিহ্বা রসের, চোখ রূপের, কান শব্দের, মন সঙ্কল্পের, হৃদয় বিদ্যার, হাত কর্মের, উপস্থ আনন্দের, পায়ু মলত্যাগের, পা পথের ও বাক্ বেদের একমাত্র গতি, তেমনি আত্মা সব কিছুর একায়ন।
জলে লবণ নিক্ষেপ করলে যেমন তা জলেই মিলে যায় এবং সেই লব-

ণের খণ্ড আর তোলা যায় না, অথচ জলের যে কোন স্থানে সেই লব-
ণের আস্বাদ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি এই মহাভূত অনন্ত অপার ও
বিজ্ঞানময় এই ভূতবর্গ থেকে উত্থিত হয়ে এতেই আবার বিলীন হয়।
মৃত্যুর পর তার আর কোন সংজ্ঞা থাকে না।
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, প্রিয়ে, আমি এই কথাই তোমাকে বলছি।
মৈত্রেয়ী বললেন, মৃত্যুর পর আর কোন সংজ্ঞা থাকবে না বলে আপনি
আমাকে এ বিষয়ে বিভ্রান্ত করলেন।
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমি মোহজনক কোন কথা বলছি না। বিশেষ
রূপে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যই এ যথেষ্ট। যেখানে মনে হয় যেন দ্বিতীয়
বস্তু আছে, সেখানে একজন অপরকে আঘ্রাণ করে। এক অপরকে
দেখে, এক অপরের কথা শোনে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক
অপরের কথা চিন্তা করে ও এক অপরকে জানে। কিন্তু যখন এঁর কাছে
সমস্ত আত্মা হয়ে যায়, তখন তিনি কাকে আঘ্রাণ করবেন, কিরূপে কাকে
দেখবেন, শুনবেন, অভিবাদন করবেন, চিন্তা করবেন বা জানবেন! যাঁর
দ্বারা এ সমস্তই জানা যায়, তাঁকে কীরূপে জানবেন? প্রিয়ে, বিজ্ঞাতাকে
জানবেন কী ভাবে?

মধু বিদ্যা

এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে
যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজোময় ও অমৃত-
ময় শারীর পুরুষ, এঁরা উভয়েই মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত
বস্তু। এই জল সর্বভূতের মধু এবং সবভূতও জলের মধু। এই জলে যে
তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে শুক্রাভিমানী তেজোময়
ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু।
এই অগ্নি সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যে
তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে বাঙ্ময় তেজোময় ও
অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু।
এই বায়ু সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যে

তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে প্রাণরূপী তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই আদিত্য সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই আদিত্যের মধু। এই আদিত্যে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে চক্ষুস্থিত তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। দিকসমূহ সর্বভূতের আত্মা এবং সর্বভূতও দিকসমূহের মধু। এই দিকসমূহে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে শ্রবণাভিমানী ও প্রতিধ্বনিতে অবস্থিত তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে মানস তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই বিদ্যুৎ সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও বিদ্যুতের মধু। এই বিদ্যুতে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে তেজে অবস্থিত তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই মেঘ গর্জন সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও মেঘগর্জনের মধু। এই মেঘ গর্জনে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে শব্দ ও কণ্ঠস্বরে অভিমানী তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই আকাশ সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও আকাশের মধু। এই আকাশে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু।

এই ধর্ম সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও ধর্মের মধু। এই ধর্মে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে ধর্মাভিমানী তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই সত্য সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও সত্যের মধু। এই সত্যে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই মানবজাতি সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও মানবজাতির মধু। এই মানবজাতিতে

যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ ও এই দেহে যে মনুষ্যজাতিতে অভিমানী তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই আত্মা সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও আত্মার মধু। এই দেহে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই জীবাত্মারূপী তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এঁরাও মধু। ইনিই আত্মা, অমৃত, ব্রহ্ম ও সমস্ত বস্তু। এই আত্মা সমস্ত ভূতের অধিপতি ও সর্বভূতের রাজা। রথনাভিতে ও রথনেমিতে যেমন চক্রকাশলাকাগুলি নিহিত থাকে, তেমনি সর্বভূত, সমস্ত লোক ও সমস্ত আত্মা এই আত্মাতে সন্নিবিষ্ট আছে। অথর্বায় পুত্র দধ্যঙ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই মধু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কক্ষীবান ঋষি ইহা অবগত হয়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—হে নেতৃদ্বয়, দধ্যঙ্ আথর্বন অশ্বশির দিয়ে তোমাদের মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। মেঘের গর্জন যেমন বৃষ্টিকে প্রকাশিত করে, ধনলাভের জন্য আমিও তেমনি তোমাদের এই শ্রেষ্ঠ কর্ম প্রকাশিত করব।

দধ্যঙ্ আথর্বন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন জেনে কক্ষীবান ঋষি এই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দধ্যঙ্ আথর্বন ঋষির স্কন্ধে অশ্ব মুণ্ড সংযোজন করেছিলে। হে অদ্ভুতকর্মা আথর্বন ত্বষ্টার নিকট থেকে যে মধুবিদ্যা লাভ করেছিলেন, তা অতি গুহ্য হলেও তিনি সত্য পালন করবার জন্য সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। দধ্যঙ্ আথর্বন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই মধু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন জেনে ঋষি বলেছিলেন, তিনি দ্বিপদ শরীরসমূহ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে পক্ষী হয়ে পুরুষরূপে নানা দেহে প্রবেশ করেছিলেন। এই পুরুষ সর্ব দেহে শয়ান। এমন কিছু নেই যা এঁর দ্বারা আচ্ছাদিত নয় বা ইনি তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নন।

দধ্যঙ্ আথর্বন অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন জেনে ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ ঋষি বলেছিলেন, তিনি প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হয়েছেন। ইহা এঁর রূপ প্রকাশ করবার জন্য। ইনি মায়ায় বহুরূপে প্রকাশিত হন। শত ও দশ অশ্ব সংযোজিত হয়েছে। ইহা অর্থাৎ এই আত্মাই অশ্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইহা দশ সহস্র, বহু ও অনন্ত। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই

কারণরহিত, কার্যরহিত, অন্তররহিত বাহ্যরহিত। এই আত্মাই ব্রহ্ম ও সর্বানুভূ। ইহাই অনুশাসন।

অতঃপর আচার্য ও শিষ্য পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মকে নমস্কার।

তৃতীয় অধ্যায়

জনকের যজ্ঞ ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

বিদেহ রাজ জনক বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চালের অনেক ব্রাহ্মণ সমবেত হয়েছিলেন। এই সব ব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, জনক তা জানতে চাইলেন। এইজন্য তিনি এক হাজার গরু অবরুদ্ধ করে তাদের প্রত্যেকের দুই শৃঙ্গে দশ পাদ করে স্বর্ণ মুদ্রা বেঁধে দিলেন। তারপর বললেন, পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এইসব গাভী নিয়ে যান।

ব্রাহ্মণরা কেউ সাহস করলেন না। তারপর যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে বললেন, সৌম সামশ্রব, এই গাভীদের নিয়ে যাও।

শিষ্য গাভীদের বার করে নিয়ে গেল। ব্রাহ্মণরা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ইনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, এর প্রমাণ কী?

বিদেহ জনকের অশ্বল নামে একজন হোতা ছিলেন। তিনি বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই কি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করছি। কিন্তু এখন আমরা গো-লাভ করতেই ইচ্ছুক।

এরপর হোতা অশ্বল তাঁকে প্রশ্ন করবেন বলে স্থির করলেন। তিনি বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এ সমস্তই মৃত্যুর দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মৃত্যুর বশীভূত, তখন কী উপায়ে যজমান মৃত্যুর হাত থেকে আত্যন্তিক মুক্তি লাভ করবে?

যাজ্ঞবাক্য বললেন, হোতা নামে ঋত্বিকের দ্বারা, অগ্নি ও বাক্য দ্বারা। বাক্যই যজ্ঞের হোতা। বাক্য তাই অগ্নি, তাই মুক্তি, তাই অতিমুক্তি।

অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন অহোরাত্রে ব্যাপ্ত ও তার

বশীভূত, তখন যজমান এই অহোরাত্রির হাত থেকে কী উপায়ে অতিমুক্তি লাভ করতে পারে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, অধ্বর্যু নামের ঋত্বিকের দ্বারা, চক্ষু ও আদিত্য দ্বারা ঃ চক্ষুই যজ্ঞের অধ্বর্যু, এবং এই চক্ষুই আদিত্য। তাই অধ্বর্যু। মুক্তিও অতিমুক্তিও তাই।

অশ্বথ বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্ত যখন শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে ব্যাপ্ত এবং তাদেরই বশীভূত, তখন যজমান এই শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের হাত থেকে অতিমুক্তি লাভ করবেন কী ভাবে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, উদ্‌গাতা নামে ঋত্বিকের দ্বারা, বায়ু ও প্রাণের দ্বারা ঃ এই যে প্রাণ, তাই বায়ু। তাই উদ্‌গাতা, তাই মুক্তি এবং তাই অতিমুক্তি।

অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই অন্তরীক্ষ যখন অবলম্বনহীন বলে মনে হয়, তখন যজমান কী ভাবে স্বর্গলোকে গমন করে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ব্রহ্মা নামে ঋত্বিকের দ্বারা, মন ও চন্দ্র দ্বারা। এই মনই চন্দ্র, তাই ব্রহ্মা, তাই মুক্তি এবং তাই অতিমুক্তি।

এই পর্যন্ত অতিমোক্ষ বিষয়ের উপদেশ, তারপর ফলপ্রাপ্তির কথা।

অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, কতগুলি ঋক্ দিয়ে আজ হোতা এই যজ্ঞ করবেন ?—তিনটি ঋকে।

সেই তিনটি কী কী ?—পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা এবং শয্যাই তৃতীয়।

ঐগুলি দিয়ে তিনি কী জয় করবেন ?—এই যা কিছু প্রাণী।

অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই অধ্বর্যু আজ এই যজ্ঞে কয় প্রকার আহুতি দেবেন ?—তিন রকম।

সেই তিনটি কী কী ?—যে সব আহুতি হুত হয়ে সমুজ্জ্বল হয়, শব্দায়মান হয় ও নিম্নে প্রবেশ করে।

তাদের দ্বারা কী জয় করবেন ?—যে আহুতি সমুজ্জ্বল হয় তাতে দেবলোক জয় করবেন, কারণ দেবলোক দীপ্যমান। যে আহুতি শব্দায়মান হয় তাতে পিতৃলোক জয় করেন, কারণ পিতৃলোক কোলাহলময়। যে আহুতি নিম্নে প্রবেশ করে, তাতে মনুষ্যলোক জয় করেন, কারণ মনুষ্যলোক নিম্নে অবস্থিত।

অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই ব্রহ্মা আজ কয়জন দেবতার দ্বারা যজ্ঞকে দক্ষিণ দিকে রক্ষা করবেন ?—একজনের দ্বারা।

কে সেই একজন ?—মন। মন অনন্ত বলে পরিচিত এবং বিশ্বদেবগণও অনন্ত। মন দিয়ে তিনি অনন্তলোক জয় করেন।

অশ্বল বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আজ এই যজ্ঞে উদ্‌গাতা কয় প্রকার স্তোত্র গান করবেন ?—তিন প্রকার।

সেই তিনটি কী কী?—পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা এবং শস্যা তৃতীয়া।

অধ্যাত্ম বিষয়ের স্তোত্রগুলি কী কী ?—প্রাণই পুরোনুবাক্যা, অপান যাজ্যা ও ব্যান শস্যা।

তাদের দ্বারা কী জয় করেন ?—পুরোনুবাক্যায় পৃথিবী, যাজ্যায় অন্ত-রীক্ষ ও শস্যায় দ্যুলোক জয় করেন।

এর পর হোতা অশ্বল ক্ষান্ত হলেন।

অতঃপর জারৎকারব আর্তভাগ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কয়টি এবং অতি গ্রহ কয়টি ?—গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি।

তারা কে কে?—প্রাণই গ্রহ, তা অপান রূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ অপানের দ্বারা গন্ধ আহরণ করা হয়। বাক্‌ই গ্রহ, সে নামরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ বাকের দ্বারা লোকে নাম উচ্চারণ করে। জিহ্বাই গ্রহ, যে রসরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ জিহ্বা দ্বারা লোকে রস আস্বাদন করে। চক্ষুই গ্রহ, সে রূপ নামক অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ চোখ দিয়ে লোকে রূপ দেখে। শ্রবণই গ্রহ, সে শব্দ নামক অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ কান দিয়ে লোকে শোনে। মনই গ্রহ, সে কাম রূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ মন দিয়ে লোকে কাম্য বিষয় কামনা করে। হস্তদ্বয়ই গ্রহ, যে কর্মরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ হাত দিয়েই লোক কাজ করে। ত্বকই গ্রহ, সে স্পর্শরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ ত্বকের দ্বারাই লোকে স্পর্শ অনুভব করে। এরাই আটটি গ্রহ ও আটটি অতিগ্রহ।

আর্তভাগ বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এ সমস্তই যখন মৃত্যুর অন্ন, তখন এমন কোন্‌ দেবতা আছেন, মৃতু যাঁর অন্ন হতে পারে?—অগ্নিই মৃত্যু, এ

আবার জলের অন্ন যিনি এ কথা জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন।
আর্তভাগ বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই ব্রহ্মজ্ঞানী যখন মরেন, তখন তাঁর ইন্দ্রিয়াদি দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয় কি হয় না?
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, হয় না, তারা তাঁতেই বিলীন হয়। তখন দেহ স্ফীত হয় এবং বায়ুপূর্ণ হয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়ে থাকে।
আর্তভাগ বললেন, যজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ যখন মরেন, তখন কোন্ বস্তু এঁকে ত্যাগ করে না? —নাম। নাম অনন্ত, বিশ্বদেবগণও অনন্ত। সেই জ্ঞানের ফলে তিনি অনন্তলোক জয় করেন।
আর্তভাগ বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রে, শ্রবণ দিকে, শরীর পৃথিবীতে, হৃদয়াকাশ মহাকাশে, লোম ওষধিতে ও কেশ বনস্পতিতে লীন হয় এবং শুক্র ও শোণিত জলে নিহিত হয়, তখন ঐ ব্যক্তি কী আশ্রয় করে থাকে?
—হে সোম্য আর্তভাগ, আমার হাতে হাত দাও, এর তত্ত্ব আমরা দু জনেই মাত্র নিরূপণ করব। এ বিষয়টি জনবহুল স্থানে নির্ণীত হবে না।
তাঁরা নির্গত হয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা যা বলেছিলেন, তা কর্ম সম্বন্ধেই বলেছিলেন এবং যার প্রশংসা করেছিলেন, তা কর্মেরই প্রশংসা। এইজন্যই লোকে পুণ্যের ফলে পুণ্যবান হয় এবং পাপের ফলে পাপী।
তারপর জারৎকারব আর্তভাগ নিবৃত্ত হলেন।
তারপর লাহ্যায়নি ভুজ্যু তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা ব্রতচারী হয়ে মদ্র দেশে পর্যটন করেছিলাম। এইসময়ে আমরা কাপ্যপতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হলাম। তাঁর কন্যা গন্ধর্বাবিষ্টা ছিলেন। সেই গন্ধর্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আঙ্গিরস সুধন্বা। তাঁকে যখন লোকসমূহের সীমা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তাঁকে বলেছিলাম, পারিক্ষীতেরা কোথায় গেছেন? সেই ভাবেই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, পারিক্ষীতেরা কোথায় গেছেন?
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, সেই গন্ধর্ব বলেছিলেন, অশ্বমেধযাজীরা যেখানে যান, তাঁরা সেখানেই গিয়েছেন।
অশ্বমেধযাজীরা কোথায় যান?—সূর্যের রথ একদিনে যতটা পথ অতি-

ক্রম করে, তার বত্রিশগুণ এই লোকের পরিমাণ। এর দ্বিগুণ স্থান আবৃত করে পৃথিবী এই লোকের চারিদিকে অবস্থিত। এর দ্বিগুণ স্থান আবৃত করে সমুদ্র ঐ পৃথিবীর চারিদিকে অবস্থিত। এখন ক্ষুরের ধারা বা মক্ষিকার পক্ষ যেমন সূক্ষ্ম, ব্রহ্মাণ্ডের কপালদ্বয়ের মধ্যবর্তী অবকাশও তেমনি। যজ্ঞাগ্নি শ্যেনরূপে তাঁদের বহন করে বায়ুকে অর্পণ করলেন। বায়ু তাঁদের ধারণ করে যেখানে অশ্বমেধযাজীরা থাকেন সেখানেই নিয়ে গেলেন। এই ভাবে সেই গন্ধর্ব বায়ুরই প্রশংসা করেছিলেন। সুতরাং বায়ুই ব্যষ্টি এবং বায়ুই সমষ্টি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন।

ভুজ্যু লাহ্যায়নি এতেই বিরত হলেন।

এরপর উষস্ত চাক্রায়ণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁর বিষয়ে আমার নিকট বিশেষ রূপে বলুন।—সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মাটি সর্বান্তর?—যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া করেন, অপানের দ্বারা অপানক্রিয়া করেন, ব্যানের দ্বারা ব্যানক্রিয়া করেন, এবং উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনি আপনার আত্মা।

উষস্ত চাক্রায়ণ বললেন, কেউ যেমন অননুরূপ ভাবে বলে, গরু এই রকম বা ঘোড়া এই রকম, আপনার এই বিপরীত নির্দেশও সেই রকম হল। যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁরই কথা আমায় বিশেষ রূপে বলুন।—সর্বান্তরবর্তী ইনিই আপনার আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্‌টি সর্বান্তর?—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে কেউ দেখতে পায় না, শ্রবণের শ্রোতাকে কেউ শুনতে পারে না, মনের মননকারীকে কেউ ভাবতে পারে না, বুদ্ধির বিজ্ঞাতাকে কেউ জানতে পারে না। সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা। এ ছাড়া সমস্তই বিনাশী।

উষস্ত চাক্রায়ণ এতেই নিরস্ত হলেন।

এরপর কহোল কৌষীতক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁরই কথা আমায় বিশেষ রূপে বলুন।—সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য কোন্‌টি সর্বান্তর ?—যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা শোক মোহ জরা ও মৃত্যুর অতীত, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা। যা পুত্রের কামনা, তাই যখন বিত্তের কামনা এবং যা বিত্তের কামনা তাই যখন লোকের কামনা, কারণ উভয়ই কামনা, তখন এই আত্মাকে জেনে ব্রাহ্মণেরা এই সব কামনা ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করবেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণ নিঃশেষে আত্মবিদ্যা লাভ করে সেই বল অবলম্বনে মননশীল হবেন। মনন ও অমনন নিঃশেষে জেনে ব্রাহ্মণ হলেন।

সেই ব্রাহ্মণ কী রকম আচারশীল হন ?—তিনি যে রকম আচারীই হোন, তিনি ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ্য ছাড়া আর সমস্তই বিনাশী।

কহোল কৌষীতকেয় এতেই বিরত হলেন।

এরপর গার্গী বাচক্নবী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন জলে ওতপ্রোত, তখন জল কাতে ওতপ্রোত?—গার্গী, বায়ুতে।

বায়ু কাতে ওতপ্রোত ?—অন্তরীক্ষ লোকে।

অন্তরীক্ষ লোক কাতে ওতপ্রোত ?—গন্ধর্বলোকে।

গন্ধর্ব লোক কাতে ওতপ্রোত ?—আদিত্যলোকে।

আদিত্য লোক কাতে ওতপ্রোত ?—চন্দ্রলোকে।

চন্দ্র লোক কাতে ওতপ্রোত ?—নক্ষত্রলোকে।

নক্ষত্র লোক কাতে ওতপ্রোত ?—দেবলোকে।

দেবলোক কাতে ওতপ্রোত ?—প্রজাপতিলোকে।

প্রজাপতি লোক কাতে ওতপ্রোত ? ব্রহ্মালোকে।

ব্রহ্মালোক কাতে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, গার্গী, অতিপ্রশ্ন করবেন না, আপনার যেন মুণ্ডপাত না হয়। যে দেবতা অতি প্রশ্নের বিষয় হতে পারেন না, আপনি তাঁরই সম্বন্ধে অতি প্রশ্ন করছেন।

গার্গী বাচক্নবী এতেই বিরত হলেন।

এর পর উদ্দালক আরুণি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, যজ্ঞশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আমরা মদ্র দেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করেছিলাম। তাঁর স্ত্রী গন্ধর্বাবিষ্টা হয়েছিলেন। সেই গন্ধর্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করে-

ছিলাম, আপনি কে ? তিনি বলেছিলেন, আমি কবন্ধ আথর্বন। তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যদেরও বললেন, তুমি সেই সূত্রকে জান কি, যাঁর দ্বারা এই জীবন পরজীবন ও সর্বভূতসংগ্রথিত রয়েছে ? পতঞ্চল কাপ্য বললেন, আমি তা জানি না। তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যদের বললেন, যে কেউ সেই সূত্র ও সেই অন্তর্যামীকে এইরূপে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিদ, লোকবিদ, দেববিদ, বেদবিদ, ভূতবিদ, আত্মবিদ ও সর্ববিদ। এই কথা তিনি তাঁদের বলেছিলেন। আমি তা জানি। যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সূত্রকে এবং সেই অন্তর্যামীকে না জেনেও যদি আপনি এই সব ব্রহ্মগবী নিয়ে যান, তবে আপনার মস্তক নিপতিত হবে।

গৌতম, আমি সেই সূত্রকে ও সেই অন্তর্যামীকে অবশ্যই জানি।

জানি জানি, এই কথা যে কেউ বলতে পারেন। যে রূপে জানেন তা বলুন।

তিনি বললেন, গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র। বায়ু রূপ সূত্রের দ্বারা এই জীবন, পর জীবন ও সমস্ত প্রাণী সংগ্রথিত আছে। এইজন্যই মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে বলে, এর অবয়র বিস্রস্ত হয়েছে। কারণ বায়ুরূপ সূত্রেই তারা সংগ্রথিত।

যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। এবারে অন্তর্যামীর কথা বলুন।

যিনি পৃথিবীতে অর্থাৎ পৃথিবী দেবতার অন্তরবর্তী রূপে বিদ্যমান থাকেন, পৃথিবী দেবতা যাঁকে জানেন না, পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থেকে পৃথিবী দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা।

এই ভাবে যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, দ্যুলোকে, আদিত্যে, চন্দ্র তারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে, অধিভূত বিষয়ে সর্বভূতে ও অধ্যাত্ম বিষয়ে প্রাণে, বাকে, চোখে, কানে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে এবং জীবের জীবে অবস্থিত, তার থেকে পৃথক এবং সে যাকে জানে না, অথচ সেই যাঁর শরীর এবং তারই অভ্যন্তরে থেকে তাকেই নিয়ন্ত্রিত করছেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা। তিনি অদৃষ্ট, কিন্তু সকলের দ্রষ্টা অশ্রুত কিন্তু সকলের স্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু সকলের

শ্রোতা, তাঁকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি সকলের মনন কর্তা, তিনি অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। ইনি ছাড়া কেউ দ্রষ্টা নেই, শ্রোতা নেই, মনন কর্তা নেই, বিজ্ঞাতা নেই। ইনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা। ইনি ছাড়া আর সবই বিনাশী।

এর পর উদ্দালক আরুণি বিরত হলেন।

অনন্তর বাচক্লবী বললেন, ব্রাহ্মণগণ, আমি এঁকে দুটি প্রশ্ন করব। ইনি যদি এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবে আপনারা কেউই এঁকে ব্রহ্ম বিচারে পরাস্ত করতে পারবেন না।

ব্রাহ্মণেরা বললেন, গার্গী, জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি। যেমন কাশী বা বিদেহের বীরপুত্র ধনুতে জ্যা রোপণ করে শত্রুবিদারী দুটি শর হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়, আমিও তেমনি দুটি প্রশ্ন নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনি আমাকে এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিন।

গার্গী, প্রশ্ন করুন।

গার্গী বললেন, যা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যা পৃথিবীর নিম্নে এবং যা দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে, যা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই সব যা কিছু পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, তা কিসে ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, যা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে ও পৃথিবীর নিম্নে এবং এই দ্যাবা পৃথিবীর অন্তরস্থ, যা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এইরূপ লোকে যা বলে এ সমস্তই আকাশে ওতপ্রোত আছে।

গার্গী বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, আপনাকে নমস্কার। অপর প্রশ্নের জন্য মনকে প্রস্তুত করুন।

গার্গী, প্রশ্ন করুন।

গার্গী বললেন, এই আকাশ কিসে ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, গার্গী, ব্রহ্মজ্ঞরা এঁকেই সেই অক্ষর বলে থাকেন। তিনি স্থূল নন, অণু নন, হ্রস্ব নন, দীর্ঘ নন, লোহিত নন, স্নেহবস্তু নন, ছায়া নন, অন্ধকারও নন, তিনি বায়ু নন, আকাশ নন, তিনি অ-সঙ্গ, অ-রস, অ-চক্ষু, অ-কর্ণ, বাকহীন, মনহীন, তেজরহিত, প্রাণরহিত, মুখ-

রহিত, তিনি অপরিমেয়, অন্তররহিত ও বাহ্যরহিত। তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন না এবং তাঁকেও কেউ ভক্ষণ করে না। গার্গী, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হয়ে আছে। দ্যুলোক ও পৃথিবীও। নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসরও বিধৃত হয়ে আছে। এই অক্ষরের প্রশাসনে শ্বেত পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের নদীগুলি যার যে দিকে গতি সে সেই দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। এই অক্ষরের প্রশাসনেই মানুষ বদান্যদের প্রশংসা করে এবং দেবতারা যজমানের ও পিতৃগণ দর্বী হোমের অনুগত হন। এই অক্ষরকে না জেনেই যে আহুতি দেয় এবং বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করে, তার সেই কাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই অক্ষর পুরুষকে না জেনে যে ইহলোক ত্যাগ করে, সে কৃপার পাত্র। আর যে এই অক্ষরকে জেনে ইহলোক থেকে প্রস্থান করে, সে ব্রাহ্মণ। এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দেখেন। তাঁকে শোনা যায় না, কিন্তু তিনি শোনেন। তাঁকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন। তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন আর কোন দ্রষ্টা নেই, শ্রোতা নেই, মন্তা নেই, বিজ্ঞাতাও নেই। গার্গী, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত হয়ে আছে।

গার্গী বললেন, শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, এঁকে নমস্কার করেই যদি এঁর কাছে নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাই যথেষ্ট মনে করতে পারেন। ব্রহ্ম বিচারে আপনারা কেউই এঁকে পরাস্ত করতে পারবেন না।

এর পর বাচক্নবী গার্গী বিরত হলেন।

বিদগ্ধ শাকল্য তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতাদের সংখ্যা কত?

যাজ্ঞবল্ক্য এই নিবিদের দ্বারা নির্ণয় করে বললেন, বিশ্বদেবগণের নিবিদে যত জন তত অর্থাৎ তিনশো তিন ও তিন হাজার তিন।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয় জন?

তিনি বললেন, তেত্রিশ।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয় জন?

তিনি বললেন, ছয়।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয় জন ?

তিনি বললেন, তিন।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয়জন ?

তিনি বললেন, দুই।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয়জন ?

তিনি বললেন, দেড়।

শাকল্য বললেন, উত্তম, দেবতারা ঠিক কয় জন ?

তিনি বললেন, এক।

শাকল্য বলেলন, উত্তম। সেই তিনশো তিন ও তিন হাজার তিন কাঁরা।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, দেবগণ মাত্র তেত্রিশ জন, অপরেরা তাঁদেরই বিভূতি।

সেই তেত্রিশ জন কাঁরা ?—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য। এই কজনে মিলে একত্রিশ। ইন্দ্র ও প্রজাপতি তেত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করেন।

বসুগণ কাঁরা ? —অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ, এঁরাই বসুগণ। কারণ সমস্ত পদার্থই এঁদের মধ্যে নিহিত আছে। সেই জন্যই এঁদের নাম বসুগণ।

রুদ্রগণ কাঁরা ?—মানুষের দেহের দশটি ইন্দ্রিয় এবং তার মন দিয়ে একাদশ। তাঁরা যখন এই মর্ত্য দেহ থেকে উৎক্রান্ত হন, তখন রোদন করে থাকেন এবং সে সময়ে সবাইকে রোদন করান। এই জন্য তাঁরা রুদ্র।

আদিত্যগণ কাঁরা ?—সম্বৎসরে বারো মাস আছে। এঁরাই আদিত্য, কারণ এঁরা এ সমস্তকে আদান অর্থাৎ গ্রহণ করে যান। তাঁরা সমস্তকে আদান করেন বলেই আদিত্য।

ইন্দ্র ও প্রজাপতি কে ?—ইন্দ্র মেঘ গর্জন এবং যজ্ঞই প্রজাপতি।

কোন্‌টি মেঘ গর্জন ?—বজ্র।

যজ্ঞ কোন্‌টি ?—পশুবৃন্দ।

ছয় জন দেবতা কাঁরা ?—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আদিত্য ও দ্যুলোক। এঁরাই ছয়, কারণ এঁরাই সমস্ত হয়ে থাকেন।

তিনজন দেবতা কাঁরা ?—এই তিন লোক। কারণ সমস্ত দেবতা এঁদের অন্তর্ভুক্ত।

সেই দুজন দেবতা কাঁরা ?—অন্ন ও প্রাণ।

দেড় জন দেবতা কে ?—যিনি বায়ুরূপে প্রবাহিত হন। অনেকে বলেন, এই বায়ু যখন মাত্র একাই প্রবাহিত হন, তখন তিনি দেড় হলেন কেমন করে ? ইনি আছেন বলেই সমস্ত প্রাণী অধিক ঋদ্ধিশালী হয়, তাই তিনি অধি-অর্ধ অর্থাৎ দেড়।

একজন দেবতা কে ?—প্রাণ। ইনিই ব্রহ্ম এবং এঁকেই ত্যৎ বলে।

পৃথিবীই যাঁর আয়তন, অগ্নি যাঁর লোক, মন জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, তিনিই জ্ঞানী।

আপনি যাঁর কথা বললেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরম গতি সেই পুরুষকে আমি জানি। যিনি এই দেহে অবস্থিত, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করতে থাকুন।

তাঁর দেবতা কে ?—অমৃত।

যাজ্ঞবল্ক্য, কাম যাঁর আয়তন, হৃদয় যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরমগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।

আপনি যাঁর কথা বলছেন, তাঁকে আমি জানি। এই কামময় পুরুষই তিনি। শাকল্য আপনি প্রশ্ন করতে থাকুন।

তাঁর দেবতা কে ?—স্ত্রীলোক।

যাজ্ঞবল্ক্য, রূপ যাঁর আয়তন, চোখ যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—আপনি যাঁর বিষয়ে বলছেন, তাঁকে আমি জানি। এই যে আদিত্যস্থ পুরুষ, ইনিই তিনি। শাকল্য, আবার প্রশ্ন করুন।

এঁর দেবতা কে ?—সত্য।

যাজ্ঞবল্ক্য, আকাশ যাঁর আয়তন, কান যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—আপনি যাঁর বিষয়ে বলছেন, তাঁকে আমি জানি। যিনি শ্রবণে অভিমানী ও অতিশ্রবণ বেলায় অভিমানী, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন

করতে থাকুন।

তাঁর দেবতা কে?—সমস্ত দিক।

যাজ্ঞবল্ক্য, অন্ধকার যাঁর আয়তন, বুদ্ধি যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী। —আপনি যাঁর কথা বলছেন, তাঁকে আমি জানি। তিনিই এই ছায়াময় পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করে যান।

এঁর দেবতা কে?—মৃত্যু।

রূপ যাঁর আয়তন, চক্ষু লোক, মন জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—আপনি যাঁর বিষয়ে বলছেন, তাঁকে আমি জানি। দর্পণে এই যে পুরুষ, ইনিই তিনি। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করে যান।

এঁর দেবতা কে? প্রাণ।

যাজ্ঞবল্ক্য, জলে যাঁর আয়তন, হৃদয় চোখ, মন জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—আপনি যাঁর কথা বলছেন, তাঁকে আমি জানি। জলে এই যে পুরুষ, ইনিই তিনি। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করে যান।

এঁর দেবতা কে?—বরুণ।

জীবের বীজ যাঁর আয়তন, হৃদয় লোক ও মন জ্যোতি, সমস্ত আত্মার পরম গতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী।—আপনি যাঁর কথা বলছেন, আমি তাঁকে জানি। তিনিই এই পুত্রময় পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করে যান।

এঁর দেবতা কে?—প্রজাপতি। শাকল্য, এই ব্রাহ্মণেরা কি আপনাকে অঙ্গার দহন যন্ত্র করেছেন?

শাকল্য বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কী প্রকার ব্রহ্মকে জেনেছেন যে কুরু ও পাঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদের অপমান করছেন?

আমি সমস্ত দিক এবং তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও আশ্রয় এই সমস্তই জানি।

শাকল্য বললেন, তবে বলুন। পূর্ব দিকে আপনার কোন্ দেবতা?

আদিত্য আমার দেবতা।

সেই আদিত্য কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?—চক্ষুতে।

চক্ষু কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?—রূপে, কারণ লোকে চোখ দিয়েই রূপ দেখে।

রূপ কিসে প্রতিষ্ঠিত?—হৃদয়ে, কারণ হৃদয় দিয়েই লোকে রূপকে জানে। তাই রূপ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই। এই দক্ষিণ দিকে আপনার কোন্ দেবতা—

যম আমার দেবতা।

এই যম কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?—যজ্ঞে।

যজ্ঞ কিসে প্রতিষ্ঠিত?—দক্ষিণাতে।

দক্ষিণা কিসে প্রতিষ্ঠিত?—শ্রদ্ধায়, শ্রদ্ধাবান হয়েই লোকে দক্ষিণা দেয়। দক্ষিণা শ্রদ্ধাতেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রদ্ধা কিসে প্রতিষ্ঠিত?—হৃদয়ে। হৃদয়েই শ্রদ্ধা অবগত হওয়া যায়, অতএব হৃদয়েই শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত।

যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই। এই পশ্চিম দিকে তোমার কোন্ দেবতা?—

বরুণ আমার দেবতা।

এই বরুণ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।—জলে।

জল কিসে প্রতিষ্ঠিত?—জীবের বীজে।

এই বীজ কিসে প্রতিষ্ঠিত?—হৃদয়ে। এইজন্যই পিতার প্রতিরূপ সন্তান হলে লোকে বলে, যেন হৃদয় থেকে বেরিয়েছে, হৃদয়েই নির্মিত। অতএব বেড় বা শুক্র হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত।

যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রককমই বটে। এই উত্তর দিকে আপনার কোন্ দেবতা?—সোম আমার দেবতা।

এই সোম কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?—দীক্ষাতে।

দীক্ষা কিসে প্রতিষ্ঠিত?—সত্যে। এইজন্যই লোকে দীক্ষিত পুরুষকে বলে থাকে, সত্য বোলো, সত্যেই দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত।

সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত?—হৃদয়ে। হৃদয় দিয়েই লোকে সত্য জানে, অতএব সত্য হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত।

যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই রকমই। ধ্রুবের দিকে অর্থাৎ উর্ধ্বে তোমার কোন্ দেবতা?—অগ্নি আমার দেবতা।

এই অগ্নি কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?—বাক্যে।

বাক্য কিসে প্রতিষ্ঠিত?—হৃদয়ে।

হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, হে অহল্লিক অর্থাৎ নিশাচর, আপনি কি মনে করেন যে হৃদয় দেহ ছাড়া অন্যত্র থাকতে পারে! যদি এ অন্যত্র থাকত, তবে কুকুর এই দেহটা খেত, আর ছিন্নভিন্ন করত পাখি।

আপনি ও আপনার আত্মা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?—প্রাণে।

প্রাণ কিসে প্রতিষ্ঠিত?—অপানে।

অপান কিসে প্রতিষ্ঠিত?—ব্যানে।

ব্যান কিসে প্রতিষ্ঠিত?—উদানে।

উদান কিসে প্রতিষ্ঠিত? সমানে। সেই এই আত্মা 'নেতি নেতি' অর্থাৎ এ নয়, এ নয়। এঁকে গ্রহণ করা যায় না বলে ইনি অগ্রাহ্য, শীর্ণ হন না বলে অশীর্য, কিছুতে আসক্ত হন না বলে অসঙ্গ। ইনি অ-বদ্ধ, ব্যথা পান না, কেউ এঁকে হিংসা করেন না। এই অষ্ট আয়তন, অষ্ট লোক, অষ্ট দেবতা ও অষ্ট পুরুষ। যিনি এই সব পুরুষকে বিভাগ করেন ও এক করেন এবং যিনি এই সব অতিক্রম করে বর্তমান, আমি সেই উপনিষদ ব্রহ্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি যদি তাঁর বিষয়ে আমাকে বলতে না পারেন, তবে আপনার মাথা খসে পড়বে।

শাকল্য তাঁর বিষয়ে জানতেন না। তাই তাঁর মাথা খসে পড়ল। চোরেরা তাঁর অস্থিকে অন্য বস্তু মনে করে অপহরণ করল।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। কিংবা আপনারা সকলেই আমাকে প্রশ্ন করুন। অন্যথা আপনারা কেউ চাইলে আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে পারি, কিংবা আপনাদের সবাইকে প্রশ্ন করি।

কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কেউ সাহস করলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য তখন এই সব শ্লোক দিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করলেন।—এ কথা

সত্য যে বনস্পতি বৃক্ষ যেমন, মানুষও প্রকৃত পক্ষে ঠিক তেমনি। পত্র তার লোক, ত্বক তার বল্কল। মানুষের ত্বক থেকে রক্ত বেরোয়, রস ঝরে বৃক্ষের ত্বক থেকে। মানুষের আহত স্থান থেকে যেমন রক্ত বেরোয়, তেমনি আহত বৃক্ষ থেকেও রস বেরোয়। মানুষের মাংস বৃক্ষের শকল অর্থাৎ অন্তর্বল্কল, সেই ছয় স্নায়ুই বৃক্ষের কিনাট অর্থাৎ অন্তরতম বল্কল। অভ্যন্তরের অস্থি এর দারু অর্থাৎ কাঠ, একের মজ্জা অপরের মজ্জারই মতো। গাছ কাটলে মূল থেকে নতুন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষ মৃত্যুর কবলিত হলে কোন্ মূল থেকে পুনরায় উৎপন্ন হয়? রেত থেকে বলবেন না, কারণ জীবিত পুরুষেরই এ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৃক্ষ বীজ হতে উৎপন্ন, বৃক্ষের মৃত্যুর পরও নিশ্চয়ই তার উৎপত্তি হয়। বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করলে সে আর উৎপন্ন হয় না। মানুষ যদি মৃত্যুর কবলিত হয়, তবে সে কোন্ মূল থেকে উৎপন্ন হবে! একবার উৎপন্ন হলে পুনরায় জন্মায় না। কে তাকে উৎপন্ন করবে? বিজ্ঞান ও আনন্দময় ব্রহ্মই। ব্রহ্ম যেমন দাতার পরম গতি, তেমনি যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মাবিদ তাঁরও পরম গতি তিনিই।

চতুর্থ অধ্যায়

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

জনক বৈদেহ একদিন বসে ছিলেন। এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। জনক বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? পশু লাভের ইচ্ছা নিয়ে, না সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনার জন্য?
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন সম্রাট, আমার উদ্দেশ্য উভয়ই। আপনাকে অন্য কেউ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে যা বলেছেন, তাই প্রথমে শুনতে চাই।
জিত্বা শৈলিনি আমাকে বলেছেন, বাক্ই ব্রহ্ম।
যেমন মাতৃমান পিতৃমান আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দিয়ে থাকেন, তেমনি শৈলিনিও বলেছেন যে বাক্ই ব্রহ্ম। যার বাক্ নেই, তার কী আছে? কিন্তু এই বাকের আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন?

আমাকে বলেন নি।

সম্রাট, এই ব্রহ্ম এক পাদ।

যাজ্ঞবল্ক্য আপনিই এ বিষয়ে আমাদের বলুন।

বাগিন্দ্রিয়ই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা প্রজ্ঞা। এইভাবে এর উপাসনা করতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রজ্ঞার প্রকৃতি কী?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, সম্রাট, বাকই এর স্বরূপ। বাক্য দ্বারাই বন্ধুকে জানা যায়। ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট, হোম, অশন, পানীয়, ইহলোক, পরলোক সর্বভূত—এই সমস্তই বাক্‌ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। হে সম্রাট, বাক্‌ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে বাকের উপাসনা করেন, বাক্‌ তাঁকে পরিত্যাগ করে না, সকল প্রাণী তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আপনাকে আমি হাতির মতো বৃষভসহ সহস্র গাভী অর্পণ করছি।

আমার পিতা মনে করতেন, সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা না দিয়ে দান গ্রহণ করবে না। আপনাকে অন্য কেউ যা বলেছে, তাই আমরা শুনি।

উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমাকে বলেছেন, প্রাণই ব্রহ্ম।

যেমন মাতৃমান পিতৃমান আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দিয়ে থাকেন, তেমনি শৌল্বায়নও উপদেশ দিয়েছেন যে প্রাণই ব্রহ্ম। যার প্রাণ নেই, তার কী আছে? কিন্তু এর আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন?

আমাকে বলেন নি।

সম্রাট, এই বৃক্ষ এক পাদ।

যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমাদের উপদেশ দিন।

প্রাণই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা প্রিয়, এইরূপে এর উপাসনা করতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয়ের স্বরূপ কী?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, প্রাণই প্রিয়ের স্বরূপ। এই প্রাণের জন্যই লোকে অযাজ্য যাজন করে, অপ্রতিগৃহ্যের নিকটে দান গ্রহণ করে। এই প্রাণের প্রতি প্রীতিবশতই সে যে দেশে যায় সেখানেই মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত হয়। হে সম্রাট, প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে এর উপাসনা করেন, প্রাণ তাকে পরিত্যাগ করেন না। সব প্রাণী তার নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদহ বললেন, আমি হাতির মতো বৃষভসহ এক সহস্র গাভী দান করছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন যে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না দিয়ে দান প্রতিগ্রহণ করবে না। আপনাকে অন্য কেহ যা বলেছেন, তা আমরা শুনতে চাই।

বর্কু বার্ষ্ণ আমাকে বলেছেন, চক্ষুই ব্রহ্ম।

যেমন মাতৃমান পিতৃমান আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দিয়ে থাকেন, তেমনি বার্ষ্ণও বলেছেন যে চক্ষুই ব্রহ্ম। যাঁর দৃষ্টি নেই, তাঁর কী আছে? কিন্তু এর আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন?

আমাকে বলেন নি।

তাহলে এই ব্রহ্ম একপাদ।

যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমাদের বলুন।

চক্ষু এর আয়তন ও আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা সত্য, এইরূপে এর উপাসনা করতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য, সত্যের স্বরূপ কী?

সম্রাট, দ্রষ্টাকে যখন লোকে জিজ্ঞাসা করে তুমি দেখেছ? তখন সে যদি বলে আমি দেখেছি, তবে তা সত্য বলে গৃহীত হয়। সম্রাট, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে তাঁর উপাসনা করেন, সর্বভূত তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আমি হাতির মতো বৃষভসহ সহস্র গাভী আপনাকে দান করছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন, সম্যক উপদেশ না দিয়ে

প্রতিগ্রহণ করবেন না। আপনাকে অন্য কেউ যা বলেছেন, প্রথমে তা আমরা শুনি।

গর্দভীবিপীত ভারদ্বাজ আমাকে বলেছেন, শ্রোত্রই ব্রহ্ম।

যেমন মাতৃমান পিতৃমান ও আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দিয়ে থাকেন, ভারদ্বাজও তেমনি বলেছেন যে কর্ণই ব্রহ্ম। বধিরের কী আছে ? কিন্তু তার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কী তিনি বলেছেন ?

আমাকে তা বলেন নি।

সম্রাট, এই ব্রহ্ম এক পাদ।

যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমাদের বলুন।

কর্ণই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা অনন্ত, এইভাবে এর উপাসনা করতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ততা কী ?

দিক সমূহ। সেই জন্যই মানুষ যে দিকেই যাক না কেন, সে তার অন্ত পায় না। তাই দিক অনন্ত, আর এই দিকই কর্ণ। সম্রাট, কর্ণই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে এর উপাসনা করেন, কর্ণ তাঁকে পরিত্যাগ করে না, সমস্ত প্রাণী তাঁর নিকটে উপস্থিত হয় এবং তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আমি হাতির মতো বৃষভসহ সহস্র গাভী দান করছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন, সম্যক উপদেশ না দিয়ে দান প্রতিগ্রহণ করবে না। অন্য কেউ আপনাকে যা বলেছে, আমরা তা শুনি।

সত্যকাম জাবাল আমাকে বলেছেন যে মনই ব্রহ্ম।

যেমন মাতৃমান, পিতৃমান ও আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দেন, তেমনি জাবালও বলছেন যে মনই ব্রহ্ম। যাঁর মন নেই, তাঁর কী আছে ? কিন্তু এর আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন ?

আমাকে বলেন নি।

সম্রাট, এই ব্রহ্ম এক পাদ।

আপনি এ বিষয়ে আমাদের বলুন।

মনই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা আনন্দ, এই ভাবে একে উপাসনা করতে হবে।

আনন্দের ভাব কী?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, মনই আনন্দ। মন দিয়েই মানুষ স্ত্রী চায় এবং তাতে অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই পুত্রই আনন্দ। সম্রাট, মনই পরম ব্রহ্ম। যিনি এই কথা জেনে এর উপাসনা করেন, মন তাঁকে পরিত্যাগ করে না, সমস্ত প্রাণী তাঁর নিকটে যায় এবং তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আপনাকে আমি হাতির মতো বৃষভ ও সহস্র গাভী দান করছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন যে সম্যক উপদেশ না দিয়ে দান প্রতিগ্রহণ করবে না। অন্য কেউ যা বলেছেন, তা আমরা শুনি।

বিদগ্ধ শাকল্য আমাকে বলেছেন, হৃদয়ই ব্রহ্ম।

যেমন মাতৃমান, পিতৃমান ও আচার্যবান ব্যক্তি উপদেশ দেন, তেমনি শাকল্যও বলেছেন যে হৃদয়ই ব্রহ্ম। যার হৃদয় নেই, তার কী আছে? কিন্তু এর আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী, তা কি তিনি বলেছেন?

আমাকে বলেন নি।

সম্রাট, এই ব্রহ্ম এক পাদ।

যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি এ বিষয়ে আমাদের বলুন।

হৃদয়ই এর আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা স্থিতি, এই ভাবে এর উপাসনা করতে হবে।

স্থিতির প্রকৃতি ভূতের আয়তন, হৃদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা, সর্বভূত হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্রাট, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জেনে উপাসনা করেন, হৃদয় তাঁকে পরিত্যাগ করে না, সর্বভূত উপহার নিয়ে তাঁর নিকটে যায় এবং তিনি দেবতা হয়ে দেবতাদের নিকটে যান।

জনক বৈদেহ বললেন, আমি হাতির মতো বৃষভ সহ সহস্র গাভী দান

করছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার পিতা মনে করতেন যে সম্যক উপদেশ না দিয়ে দান প্রতিগ্রহণ করবে না।

জনক সিংহাসন থেকে উঠে বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, সম্রাট, দীর্ঘপথ অতিক্রমের ইচ্ছা থাকলে যেমন রথ বা নৌকা সংগ্রহ করতে হয়, তেমনি এই সব উপনিষৎ দ্বারা আপনার চিত্ত সংযত হয়েছে। আপনি পূজ্য ও ধনী হয়েছেন, বেদ অধ্যয়ন করেছেন, উপনিষদও আপনার অধীত। এই অবস্থায় পৃথিবী থেকে মুক্তিলাভ করে আপনি কোথায় যাবেন ?

আমি কোথায় যাব তা জানি না।

আপনি কোথায় যাবেন, এখন আমি আপনাকে সেই কথাই বলব।

তাই বলুন।

দক্ষিণ অক্ষিতে এই যে পুরুষ, এর নাম ইন্ধ। এর নাম ইন্ধ হলেও লোকে পরোক্ষ ভাবে এঁকে ইন্দ্র বলে। কারণ দেবতারা যেন পরোক্ষ প্রিয় ও প্রত্যক্ষদ্বেষী আর বাম অক্ষিতে যা পুরুষ রূপে দেখা যায়, তা এঁর পত্নী বিরাট। হৃদয়ের অভ্যন্তরের আকাশ এঁদের মিলনের স্থান। এঁদের অন্ন হল হৃদয়েরই অভ্যন্তরের এক লোহিত পিণ্ড। সেখানেই জালের মতো যে বস্তু, তাই এঁদের আবরণ। যে নাড়ীগুলো হৃদয় থেকে ঊর্ধ্ব দিকে গেছে, তা এঁদের সঞ্চরণ স্থান। সহস্র ভাগে বিভক্ত কেশ যত সূক্ষ্ম, এঁদের হিতা নামের নাড়ীগুলিও তেমনি সূক্ষ্ম এবং তারা হৃদয়ের অভ্যন্তরেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্নরস যখন সঞ্চারিত হয়, তখন এই সব নাড়ী দিয়েই প্রবাহিত হয়। এই জন্যই ইনি যেন এই শরীর আত্মার চেয়েও সূক্ষ্মতর অন্ন ভোজন করেন। এঁর পূর্ব দিক পূর্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক উত্তর প্রাণ, ঊর্ধ্ব দিক ঊর্ধ্ব প্রাণ ও নিম্ন দিকই অধোগামী প্রাণ। সব দিকেই সমস্ত প্রাণ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আত্মা নেতি নেতি অর্থাৎ এ নয় এ নয়—এই রূপ। এঁকে গ্রহণ করা যায় না বলে এ অগ্রাহ্য, শীর্ণ হয় না

বলে অশীর্ষ, কিছুতে আসক্ত হয় না বলে অসঙ্গ। ইহা অবদ্ধ, ব্যথিত হয় না, কেউ হিংসাও করে না। জনক, আপনি অভয় প্রাপ্ত হয়েছেন।
জনক বৈদেহ বললেন, ভগবন, আপনি আমাকে অভয় দিলেন, আপনারও অভয় লাভ হোক। আপনাকে নমস্কার। এই বিদেহবাসী এবং আমি আপনারই হলাম।
যাজ্ঞবল্ক্য এক সময়ে বৈদেহ জনকের নিকটে গিয়েছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, আমি কিছুই বলব না। কিন্তু পূর্বে জনক বৈদেহ ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ের মধ্যে অগ্নিহোত্রের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেই সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এক বর দিয়েছিলেন। জনক চেয়েছিলেন যে তিনি যেন ইচ্ছা মতো প্রশ্ন করতে পারেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে সেই বরই দিয়েছিলেন। তাই সম্রাট প্রথমে প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ কী রকম জ্যোতিবিশিষ্ট ?
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, সম্রাট, আদিত্যই এঁর জ্যোতি। আদিত্যরূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ উপবেশন করে, গমন করে, কর্ম করে ও প্রত্যাগমন করে।
যাজ্ঞবল্ক্য, এ তাই বটে। সূর্য অস্তমিত হলে কোন্ জ্যোতি পুরুষের সহায়ক হয় ?
তখন চন্দ্রই এর জ্যোতি হয়। চন্দ্র রূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ পূর্বোক্ত সমস্ত কাজ করে।
যাজবল্ক্য, ঠিক তাই। সূর্য ও চন্দ্র দুই-ই অস্তমিত হলে পুরুষের কী জ্যোতি ?
তখন অগ্নিই তাঁর জ্যোতি। অগ্নিরূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ সেই সব কাজ করে।
যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক তাই। অগ্নিও নির্বাপিত হলে পুরুষের কী জ্যোতি হয় ?
বাক্যই তখন তার জ্যোতি। বাক্য রূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ সেই সব কাজ করে। সেই জন্যই যখন নিজের হাতও দেখা যায় না, তখন বাক্য যে দিক থেকে উচ্চারিত হয় সেই দিকেই লোকে যায়।
যাজ্ঞবল্ক্য, ঠিক তাই। বাক্যও শান্ত হলে পুরুষের কী জ্যোতি হয়?
আত্মাই তখন পুরুষের জ্যোতি হয়। আত্মারূপ জ্যোতি দিয়েই পুরুষ

তখন সব কাজ করে।

এদের মধ্যে আত্মা কে?

প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, তিনিই হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃপুরুষ। তিনি এক থেকে উভয় লোকেই বিচরণ করেন, তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন। স্বপ্নাবস্থায় তিনি ইহলোক ও মৃত্যুময় রূপও অতিক্রম করেন। এই পুরুষ জন্মগ্রহণ করে শরীর লাভ করলে পাপের সঙ্গে সংসৃষ্ট হন। মৃত্যুর পর যখন তিনি উৎক্রমণ করেন, তখনই সেই পাপ পরিত্যাগ করেন। ইহলোক ও পরলোক সেই পুরুষের দুই স্থান। এদের সন্ধি অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা তৃতীয় স্থান। সেই সন্ধিতে অবস্থান করে এই পুরুষ ইহলোক ও পরলোক দুইই দেখেন। যে আশ্রয় অবলম্বন করে তিনি পরলোকে যান, তাই অবলম্বন করে তিনি পাপ ও আনন্দও দেখেন। তিনি যখন প্রসুপ্ত হন, তখন এই লোকের সমস্ত উপাদান নিয়ে নিজেই সমস্ত বিনাশ করে নূতন এক জগৎ নির্মাণ করে নিজেরই জ্যোতি দিয়ে স্বপ্ন দেখেন। আত্মা এই অবস্থায় স্বয়ং জ্যোতি রূপে বর্তমান থাকেন। সেখানে রথ, রথের বাহন এবং পথ নেই। আত্মাই তখন সে সব সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ হর্ষ ও প্রমোদ নেই, আত্মাই তা সৃষ্টি করেন। সেখানে জলাশয় পুষ্করিণী বা নদী নেই, আত্মা তাও সৃষ্টি করেন। তিনিই কর্তা। এই বিষয়ে এই সব শ্লোক আছে—নিদ্রায় শরীরকে নিশ্চেষ্ট করে নিজে সুপ্ত না হয়ে সেই পুরুষ সুপ্ত ইন্দ্রিয়দের দেখেন। এই হিরণ্ময় পুরুষ—এই এক হংস—শুদ্ধ জ্যোতিসম্পন্ন হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসেন। সেই অমৃত স্বরূপ প্রাণ দিয়ে শরীর রূপ নিকৃষ্ট নীড়টি রক্ষা করে নিজে সেই নীড়ের বাহিরে বিচরণ করেন। সেই এক হংস অমৃতস্বরূপ হিরণ্ময় পুরুষ যথেচ্ছ বিচরণ করেন। স্বপ্নাবস্থায় মানবাত্মা-রূপী সেই দেবতা ঊর্ধ্বে ও নিম্নে গিয়ে বহু রূপ সৃষ্টি করেন, কখনও স্ত্রীদের সঙ্গে আমোদ করেন, কখনও ভয় পান। লোকে তাঁর ক্রীড়াই দেখে, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। লোকে বলে, নিদ্রিতকে জাগাবে না, কারণ আত্মা যদি দেহে ফিরে না আসে, তবে সে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হবে। কেউ বলেন, এই জাগ্রত অবস্থাই আত্মার স্বপ্ন, কারণ

জাগ্রত অবস্থায় যা দেখেন তাই দেখেন সুপ্ত অবস্থায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়, এই অবস্থায় পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিরূপে বিরাজ করেন।

আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি, আপনি মোক্ষের বিষয়ে আরও কিছু বড় তত্ত্ব বলুন।

সেই পুরুষ প্রসন্ন অবস্থায় আরাম পেয়ে বিচরণ করেন এবং পুণ্য ও পাপ দেখে যে ভাবে গিয়েছিলেন সেই ভাবেই ফিরে আসেন। সেখানে তিনি যা দেখেন তাতে আসক্ত হন না। কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ।

যাজ্ঞবল্ক্য, এ ঠিক তাই। আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি, মোক্ষ বিষয়ে আরও বড় তত্ত্ব বলুন।

স্বপ্নাবস্থায় এই পুরুষ আরামে বিচরণ করেন এবং পুণ্য পাপ দেখে পুনরায় যথাযথ পথে উৎপত্তি স্থান অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি অনঙ্গ বলে স্বপ্নে যা দেখেন তাতে আসক্ত হন না।

যাজ্ঞবল্ক্য, এ ঠিক তাই। আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি, মোক্ষর জন্য আরও বড় তত্ত্ব বলুন।

এই আত্মা জাগ্রত অবস্থায় আরামে বিচরণ করে এবং পুণ্য পাপ দেখে বিপরীত ক্রমে যথাযথ পথে পুনরায় স্বপ্ন দেখবার জন্য স্বপ্ন স্থানেই ফিরে আসেন। মহামৎস্য যেমন নদীর এপার ওপার উভয় পারেই বিচরণ করে, তেমনি এই পুরুষও স্বপ্ন ও জাগ্রত এই উভয় অবস্থাতেই বিচরণ করেন। শ্যেন বা সুপর্ণ যেমন আকাশে বিচরণ করে শ্রান্ত হলে পাখা বন্ধ করে নিজের নীড়ের দিকে চলে, তেমনি সেই পুরুষ সুষুপ্তির দিকে যান। সেখানে সুপ্ত হলে তাঁর আর কোন কামনা থাকে না, কোন স্বপ্নও দেখেন না। এঁর হিতানামে যে সব নাড়ী আছে, তা সহস্র ভাগে বিভক্ত চুলের মতো সূক্ষ্ম এবং শুক্ল নীল পিঙ্গল হরিত ও লোহিত রসে পূর্ণ। স্বপ্নদ্রষ্টা যখন মনে করেন কেউ তাঁকে হত্যা করছে, বশীভূত করছে, হাতি তাড়া করছে বা বিদীর্ণ করছে, অথবা কোন গর্তে পড়ছেন, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যা দেখে ভয় পান, অবিদ্যার জন্য স্বপ্নেও সেই সব তাঁর সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু নিজেকে যখন দেবতা বা রাজা যা এই রকম কিছু ভাবেন, তখনই তাঁর পরম লোক প্রাপ্তি হয়। এই তাঁর কামনা-

রহিত পাপরহিত অভয় রূপ। প্রিয় স্ত্রী আলিঙ্গন করলে লোকে যেমন বাহ্য ও অন্তর জ্ঞান হারায়, তেমনি প্রাজ্ঞ আত্মা এই পুরুষকে আলিঙ্গন করলে বাহ্য ও অন্তর জ্ঞান লোপ পায়। তাঁর এই রূপই আপ্তকাম আত্ম-কাম অকাম ও শোকাতীত রূপ। এই অবস্থায় পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব এবং বেদ অবেদ। এই অবস্থায় তস্কর অতস্কর, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস নামে নিচু জাতি অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। পুণ্য ও পাপ এঁর অনু-গমন করে না। এই পুরুষ তখন হৃদয়ের সমস্ত শোক থেকে উত্তীর্ণ হন। অষুপ্ত অবস্থায় তিনি দেখেন না বলে মনে হয়, কিন্তু তখন তিনি দেখেও দেখেন না। কারণ দ্রষ্টা অবিনাশী বলে দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি দেখবেন। এ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেও আঘ্রাণ করেন না। অবিনাশী বলে ঘ্রাতার ঘ্রাণ কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি আঘ্রাণ করবেন। এই অবস্থায় তিনি রসাস্বাদন করেও রসাস্বাদন করেন না। অবি-নাশী বলে রসয়িতার রসাস্বাদন কখনও বিলুপ্ত হয় না। কারণ তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যার রসাস্বাদন তিনি করবেন। এই অবস্থায় তিনি বলেও বলেন না। অবিনাশী বলে বক্তার বাক্য বিলুপ্ত হয় না। তার থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি বল-বেন। এই অবস্থায় তিনি শুনেও শোনেন না। অবিনাশী বলে শ্রোতার শ্রুতি বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি শুনবেন। এই অবস্থায় তিনি মনন করেও মনন করেন না। অবি-নাশী বলে মন্তার মনন কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি মনন করবেন। এই অবস্থায় তিনি স্পর্শ করেও স্পর্শ করেন না। অবিনাশী বলে স্রষ্টার স্পর্শ কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি স্পর্শ করবেন। এই অবস্থায় তিনি জেনেও জানেন না। অবিনাশী বলে জ্ঞাতার জ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না। তাঁর থেকে বিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই যা তিনি জানবেন। যেখানে অন্য বস্তু আছে বলে মনে

হয় সেখানে একে অপরকে দেখে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, বলে, শোনে, চিন্তা করে, স্পর্শ করে ও জানে। তিনি জলের মতো স্বচ্ছ বা ভেদরহিত এক দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত। সম্রাট, ইহাই ব্রহ্মলোক।

যাজ্ঞবল্ক্য জনককে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, ইনিই পরম গতি, পরম সম্বাৎ, পরম লোক ও পরম আনন্দ। অন্যান্য জীব এই আনন্দের অংশ মাত্র ভোগ করে। যে ব্যক্তি মানুষদের মধ্যে সুস্থ, সমৃদ্ধ, অন্য সবার অধিপতি এবং সব রকম ভোগ্য বস্তুর অধিকারী, তার আনন্দ মানুষের পরম আনন্দ। মানুষের যা শতগুণ আনন্দ তা জিতলোক পিতৃগণের একটি আনন্দ। আবার তাঁদের শতগুণ আনন্দ, গন্ধর্ব লোকের একটি আনন্দ। কর্মদেবগণের একটি আনন্দ গন্ধর্ব লোকের শতগুণ। দেবতা হয়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের এক আনন্দ কর্মে যাঁরা দেবতা হয়েছেন তাঁদের শতগুণ। যিনি নিষ্পাপ অকামহত শ্রোত্রিয়, তাঁরও তাই। সম্রাট, এই হল পরম আনন্দ, এই ব্রহ্মলোক।

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বললে রাজা জনক বললেন, আমি আপনাকে এক সহস্র গাভী দান করছি, আমার মোক্ষের জন্য আরও উচ্চ তত্ত্ব বলুন।

এতে যাজ্ঞবল্ক্যের এই ভয় হল যে মেধাবী রাজা সমস্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অবরুদ্ধ করছেন। তিনি বললেন, স্বপ্নাবস্থায় আত্মা আরামে বিচরণ করে, পুণ্য ও পাপ দেখে পুনরায় যথাযথ পথে জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসেন। ভারাক্রান্ত রথ যেমন শব্দ করতে করতে চলে, তেমনি শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা ঊর্ধ্বশ্বাসী হলে প্রাজ্ঞ আত্মাদ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গমন করে। এই শরীর যখন জরা বা রোগে জীর্ণ হয়, তখন বৃন্তচ্যুত আম ডুমুর বা অশ্বত্থ ফলের মতো সেই পুরুষ সমস্ত অঙ্গ থেকে বিমুক্ত হয়ে যথাগত পথে প্রাণ লাভের জন্য যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থানে যায়। রাজা আসছেন জেনে শান্তিরক্ষক, বিচারক, রথচালক ও গ্রামের নেতাগণ যেমন গৃহ সজ্জিত করে অন্ন পানসহ তাঁর প্রতীক্ষা করে এবং 'এই আসছেন, এই আসছেন' বলে থাকেন, তেমনি এই রকম জ্ঞানীর জন্য সকল জীব প্রতীক্ষমাণ হয়ে বলে থাকে, ব্রহ্ম আসছেন, এই আসছেন। রাজা যখন প্রত্যাগমন করেন, তখন শান্তি-

রক্ষক বিচারক রথচালক ও গ্রামের নেতৃগণ যেমন তাঁর চারিদিকে সমাগত হয়, তেমনি এই শরীর আত্মা অন্তকালে উর্ধ্বশ্বাসী হলে প্রাণ বা ইন্দ্রিয়রা চতুর্দিকে সমাগত হয়। সেই আত্মা যখন সংজ্ঞাহীনের মতো দুর্বল হন এবং ইন্দ্রিয়রা তাঁর নিকটে আসে, তখন তিনি সমস্ত তেজের অবয়ব নিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করেন। এই চাক্ষুষ পুরুষ বিপরীত গতি প্রাপ্ত হলে মুমূর্ষু ব্যক্তির রূপ জ্ঞান আর হয় না। লোকে তখন বলে যে আত্মা একীভূত হয়েছে বলে দেখছে না, আঘ্রাণ করছে না, রসাস্বাদ করছে না, শুনছে না, চিন্তা করছে না, স্পর্শ করছে না ও কিছু জানছে না। তার হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হয় এবং সেই জ্যোতি দ্বারা এই আত্মা চক্ষু মূর্ধা বা অন্য কোন অঙ্গ থেকে বহির্গত হন। আত্মা উৎক্রমণ করলে প্রাণ তাঁর অনুগমন করে, মুখ্য প্রাণ অনুগমন করলে সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রাও অনুগমন করে। তখন আত্মা বিজ্ঞানময় হয়ে এই বিজ্ঞানময় পুরুষের অনুগমন করে। জোঁক যেমন একটি তৃণের অগ্রভাগ আশ্রয় করে অন্য তৃণে নিজেকে নিয়ে আসে, তেমনি এই আত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ করে অবিদ্যা পেরিয়ে অন্য আশ্রয়ের দিকে নিজেকে নিয়ে যায়। স্বর্ণকার যেমন একখণ্ড স্বর্ণ নিয়ে অভিনব ও অধিকতর উত্তম দ্রব্য নির্মাণ করে, তেমনি আত্মাও এই দেহ পরিত্যাগ করে অবিদ্যা পেরিয়ে পিতৃগণের বা গন্ধর্বগণের, কিংবা দৈব, প্রাজাপত্য, ব্রহ্মতুল্য অন্য কোন জীবের উপযোগী নবতর ও কল্যাণতর রূপ ধারণ করেন। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি বিজ্ঞানময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময় তেজময়, অতেজময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময় ধর্মময়, অধর্মময় ও সর্বময়। এই যে বলা হয় যে ইহা এইভাবে বা ঐভাবে গঠিত, এর অর্থ যে যেমন কাজ বা আচরণ করে সে সেই রকম হয় অর্থাৎ শুভকারী সাধু হয় ও পাপাচারী পাপী হয়। পুণ্য কাজের ফলে পুণ্যবান ও পাপের ফলে পাপী হয়। অনেকে বলেন, এই পুরুষ কামময়। সে যে রকম কামনাযুক্ত হয়, সেই রকম সংকল্পযুক্ত হয় এবং সেই রকম কাজ করে ফলও পায় সেই রকম। এই বিষয়ে শ্লোক আছে—পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়ে নিজ কর্ম-

সহ সেদিকেই যায়। এই লোকে মানুষ যে কর্ম করে সে তার ফল লাভ করে সেই লোক থেকে পুনরায় কর্মলোকে আসে। যে ফলাকাঙ্ক্ষী, তার এই রকম হয়। কিন্তু যে মানুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম বা আত্মকাম, তার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে---হৃদয়ে যে সব কামনা বর্তমান, সে সব দূরীভূত হলে মর্ত্য অমৃত হয় এবং এখানেই আত্মা ব্রহ্মলাভ করে। যেমন সাপের খোলস মৃত ও পরিত্যক্ত হয়ে বল্মীকে পড়ে থাকে, তেমনি এই শরীরও পড়ে থাকে। আর অশরীব অমৃত প্রাণই ব্রহ্ম, ইহা তেজস্বরূপ।

জনক বৈদেহ বললেন, আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করছি।

এই বিষয়ে এই সমস্ত শ্লোক আছে---এই যে সূক্ষ্ম পুরাতন পথ বিস্তৃত রয়েছে, এ আমি স্পর্শ করেছি, এ আমি পেয়েছি। ব্রহ্মবিদ ধীর ব্যক্তি দেহত্যাগের পর সেই পথে এই লোক থেকে ঊর্ধ্ব দিকে স্বর্গ লোকে যায়। বলা হয় যে এই পথে শুক্ল নীল পিঙ্গল হরিৎ ও লোহিত বর্ণ আছে। ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ এই পথ পেয়েছেন, ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ ও তেজময় ব্যক্তি এই পথে যান। যারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যারা বিদ্যায় রত তারা গভীরতর অন্ধকারে যায়। অনাদা নামে লোক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যারা বিদ্যাহীন ও অবোধ তারা মৃত্যুর পরে এই লোকে যায়। ইনিই আমি, এইভাবেই যিনি আত্মাকে অবগত হয়েছেন, তিনি কি ইচ্ছা করে কোন বস্তুর কামনায় এই শরীরের দুঃখে দুঃখী হবেন? এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ করেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন, তিনি বিশ্বের কর্তা, সকলেরই কর্তা। সকল লোক তাঁরই এবং তিনিই সকল লোকের। এই পৃথিবীতে থেকেই আমরা আত্মাকে অবগত হতে পারি। যদি তাঁকে জানতে না পারি, তবে আমাদের মহা বিনাশ। যাঁরা এই আত্মাকে জানেন, তাঁরা অমর হন। কিন্তু আর সবাই দুঃখ পান। যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশ্বর স্বপ্রকাশ আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না। যাঁর পিছনে দিন ও সংবৎসর আবর্তন করছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি আয়ু্ স্বরূপ ও অমৃত স্বরূপকে দেবতারা উপাসনা করেন। যাতে পাঁচ

পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আমি তাঁকেই আত্মা বলে মনে করি। অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জেনেই আমি অমৃত হয়েছি। যাঁরা তাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, ও মনের মন বলে জানেন, তাঁরাই সেই শাশ্বত ও আদি কারণ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জেনেছেন। মন দিয়েই তাঁকে দর্শন করতে হবে। এঁতে নানাত্ব নেই। যে এঁতে নানাত্ব দেখে, সে বার বার মৃত্যুর অধীন হয়। এই অপ্রমেয় ধ্রুব আত্মাকে একই রূপে দেখতে হবে। তিনি বিরজ, আকাশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জন্মরহিত, মহান ও ধ্রুব। ধীর ব্যক্তি তাঁকে জেনে প্রজ্ঞা সাধন করবেন। তিনি বহু শব্দ বা শাস্ত্রের অনুধ্যান করবেন না। কারণ তা বাক্ ইন্দ্রিয়ের গ্লানিকর। প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়ের অভ্যন্তরের আকাশে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি মহান অজ আত্মা। তিনি সকলের বশী, সকলের শাসন-কর্তা ও সকলের অধিপতি। সাধু কর্মে তিনি মহৎ হন না, অসাধু কর্মেও হীন হন না। ইনি সর্বেশ্বর, সর্বভূতের অধিপতি, ও সর্বভূতের পালক। লোকসমূহ যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায় তার জন্য তিনি সেতু ধারণ করে আছেন। ব্রাহ্মণরা তাঁকে বেদবাণী যজ্ঞ দান তপস্যা ও অনশন ব্রত দ্বারা জানতে চান। তাঁকে জেনেই মানুষ মুনি হয়। এই ব্রহ্মলোকের কাম-নায় সন্ন্যাসীরা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই জন্যই প্রাচীন কালের বিদ্বানরা সন্তান কামনা করেন নি। তাঁরা বলতেন, আমরা যখন ব্রহ্মরূপ লোক লাভ করেছি, তখন আমরা সন্তান দিয়ে কী করব। তাঁরা পুত্র বিত্ত ও লোক কামনা ত্যাগ করে ভিক্ষাচর্য অবলম্বন করেছিলেন। যা পুত্র কামনা, তাই বিত্ত কামনা। যা বিত্তের এষণা, তাই লোকের এষণা। এই উভয়ই কামনা। এই আত্মা 'নেতি নেতি' বা এ নয় এ নয়—এই রকম। এঁকে গ্রহণ করা যায় না বলে ইনি অগ্রহণীয়, ইনি শীর্ণ হন না বলে অশীর্ষ, কিছুতেই ইনি আসক্ত হন না বলে ইনি অসঙ্গ। ইনি অবদ্ধ, ব্যথা পান না এবং এঁকে কেউ হিংসা করে না। এইজন্য কেন আমি পাপ করেছি বা এইজন্য কেন আমি কল্যাণ করেছি—এই রকম কোন চিন্তাই জ্ঞানবানকে ব্যাকুল করে না। তিনি এই উভয় চিন্তাই অতি-ক্রম করেন, কৃত ও অকৃতকর্ম তাঁকে সন্তপ্ত করে না। একটি ঋকে এই

রকম বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা কর্মের দ্বারা বর্ধিত বা হ্রাস-প্রাপ্ত হয় না। এই মহিমার তত্ত্ব জানতে হবে। এই তত্ত্ব অবগত হলে পুরুষ আর কর্মে লিপ্ত হয় না। সেই জন্যই এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে নিজ আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন। সমস্ত বস্তুকেই তিনি আত্মরূপে দেখেন। পাপ তাঁকে সন্তপ্ত করতে পারে না, তিনিই পাপকে সন্তপ্ত করেন। তিনি নিষ্পাপ বিরজ ও সন্দেহ রহিত হয়ে ব্রাহ্মণ হন। ইহাই ব্রহ্মলোক।

যাজ্ঞবল্ক্য এই রকম বলবার পর জনক বললেন, এই উপদেশ পেয়ে আমি আপনাকে বিদেহ দেশ দান করছি এবং দাসের কর্মের জন্য নিজেকেও দাস করছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ইনিই মহান অজ আত্মা এবং অন্নদাতা ও ধনদাতা। যিনি এ সব জানেন, তিনি ধন লাভ করেন। ইনিই মহান অজ আত্মা, ইনিই অজর অমর অমৃত অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মই অভয়। যিনি এ সব জানেন, তিনি অভয় ব্রহ্ম হন।

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। এঁদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থা-শ্রম থেকে অন্য আশ্রমে যাবেন স্থির করে বললেন, মৈত্রেয়ী, আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে এখান থেকে যাচ্ছি। তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে আমি সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছি।

মৈত্রেয়ী বললেন, সমুদয় পৃথিবী যদি বিত্তে পূর্ণ হয়, আমি কি তার দ্বারা অমৃত হতে পারব?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না। উপকরণবান ব্যক্তিদের জীবন যেমন, তোমার জীবনও তেমনি হবে। বিত্ত দিয়ে অমৃতত্বের কোন আশা নেই।

মৈত্রেয়ী বললেন, যার দ্বারা আমি অমৃত হতে পারব না, তার দ্বারা আমি কী করব? এ বিষয়ে আপনি যা জানেন তা আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তুমি প্রিয়াই ছিলে, এখন আরও বেশি প্রিয় হলে।

তোমার কাছে আমি এর ব্যাখ্যা করছি, আমার কথায় মনোযোগ দাও।

তিনি বললেন, পতির প্রতি প্রীতিবশত পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। জায়ার প্রতি প্রীতিবশত জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। পুত্রদের প্রতি প্রীতিবশত পুত্ররা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্ররা প্রিয় হয়। বিত্তের প্রতি প্রীতি বশত বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়। পশুদের প্রতি প্রীতিবশত পশুরা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পশুরা প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি প্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই তারা প্রিয় হয়। লোকসমূহের প্রতি প্রীতির জন্যই তা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই তা প্রিয় হয়। দেবতা-দের প্রতি প্রীতির জন্যই তাঁরা প্রিয় হন না, আত্মপ্রীতির জন্যই তাঁরা প্রিয় হন। বেদের প্রতি প্রীতির জন্যই বেদ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই বেদ প্রিয় হয়। জীব বা বস্তুর প্রতি প্রীতির জন্যই তারা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই তারা প্রিয় হয়। এই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে নিদিধ্যাসন করতে হবে। মৈত্রেয়ী, এই আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন করলে ও অবগত হলে এ সমস্তই বিদিত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণকে যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, ব্রাহ্মণ তাকে পরিত্যাগ করবে। ক্ষত্রিয়কে যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, ক্ষত্রিয় তাকে পরিত্যাগ করবে। লোকসমূহকে যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, লোকসমূহ তাকে পরিত্যাগ করবে। দেবতাদের যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, দেবতারা তাকে পরিত্যাগ করবে। বেদকে যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, বেদ তাকে পরিত্যাগ করবে। সর্ব-ভূতকে যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, সর্বভূত তাকে পরিত্যাগ করবে। সমস্ত বস্তুকে যে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, সমস্ত বস্তু তাকে পরি-ত্যাগ করবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় লোকসমূহ দেবতা বেদ সর্বভূত ও বস্তু—এসমস্তই আত্মা। যেমন দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা বাজানো হতে থাকলে তা থেকে নির্গত বিশেষ ধ্বনিগুলিকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা অথবা ঐ সব বাদ্য-বাদককে গ্রহণ করলে

ঐ শব্দও গৃহীত হয়, তেমনি আত্মা থেকে নির্গত সমস্ত বস্তুকেও স্বতন্ত্রভাবে জানা যায় না। আত্মাকে জানলেই জগৎকে জানা যায়। যেমন আর্দ্র কাঠে জ্বালানো আগুন থেকে আলাদা ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ ইতিহাস পুরাণ বিদ্যা উপনিষদ শ্লোক সূত্র অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা—এ সমস্তই পরমাত্মার নিশ্বাসের মতো। সমুদ্র যেমন জলরাশির আধার, ত্বক্ স্পর্শের, নাসিকা গন্ধের, জিহ্বা রসের, চোখ রূপের, কান শব্দের, মন সংকল্পের, হৃদয় বিদ্যার, হাত কর্মের, উপস্থ আনন্দের, পায়ু মলত্যাগের, পা পথের ও বাক বেদের একায়ন, তেমনি আত্মা সব কিছুরই একায়ন। জলে লবণ নিক্ষেপ করলে যেমন তা জলেই মিলে যায় এবং সেই লবণের খণ্ড আর তোলা যায় না, অথচ জলের যে কোন স্থানে সেই লবণের আস্বাদ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি এই মহাভূত অনন্ত অপার ও বিজ্ঞানময় এই ভূতবর্গ থেকে উত্থিত হয়ে এতেই আবার বিলীন হয়। মৃত্যুর পর তার আর কোন সংজ্ঞা থাকে না। আমি তোমাকে এই কথাই বলছি।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথার পর মৈত্রেয়ী বললেন, আপনি আমাকে গভীর মোহের মধ্যে এনেছেন। আমি এ কথা বুঝতে পারছি না।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমি মোহজনক কিছু বলছি না। এই আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদবিহীন। যেখানে দ্বিতীয় বস্তু আছে বলে মনে হয়, সেখানে একজন অপরকে দর্শন করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, অভিবাদন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, স্পর্শ করে ও জানে। কিন্তু তার কাছে সবই যখন আত্মা হয়ে যায়, তখন কাকে দেখবে, আঘ্রাণ করবে, আস্বাদন করবে, শ্রবণ করবে, মনন করবে, স্পর্শ করবে ও জানবে। যার দ্বারা এ সমস্তই জানা যায়, তাকে কী ভাবে জানবে? এই আত্মা 'নেতি নেতি' অর্থাৎ এ নয়, এ নয়। একে গ্রহণ করা যায় না বলে অগৃহ্য, শীর্ণ হন না বলে অশীর্য, কিছুতে আসক্ত হন না বলে অসঙ্গ। ইনি অবদ্ধ, ব্যথা পান না, কেউ তাঁকে হিংসা করে না। বিজ্ঞাতাকে কী ভাবে জানবে, মৈত্রেয়ী, তুমি এই রকম উপদেশ পেলে। অমৃতত্ব এই পর্যন্তই।

এই বলে যাজ্ঞবল্ক্য প্রস্থান করলেন।

এর পর বংশ অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের পারম্পর্য বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মকে নমস্কার।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্ম

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। এই সব সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পূর্ণ থেকেই অভিব্যক্ত। সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। ওম্ আকাশই ব্রহ্ম। আকাশ পুরাতন, বায়ুর আধার —কৌরব্যায়ণী পুত্র এই কথা বলেছেন। ইহাই বেদ, ব্রাহ্মণেরা এইরূপ জানেন। এর দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

দেবতা মানুষ ও অসুররা প্রজাপতির এই সন্তানরা পিতার নিকটে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাস করেছিলেন। তারপর দেবতারা প্রজাপতিকে বললেন, আপনি আমাদের উপদেশ দিন।

প্রজাপতি তাঁদের নিকটে 'দ' অক্ষর উচ্চারণ করে বললেন, তোমরা কী জানলে?

দেবতারা বললেন, আমরা বুঝেছি দাম্যত অর্থাৎ দান্ত বা সংযতেন্দ্রিয় হও, এই কথা বললেন।

প্রজাপতি বললেন, ঠিকই বুঝেছ।

তারপর মানুষেরা বললেন, আপনি আমাদের উপদেশ দিন।

প্রজাপতি তাঁদের নিকটেও দ অক্ষর উচ্চারণ করে বললেন, তোমরা কী বুঝলে? তাঁরা বললেন, আমরা বুঝেছি দত্ত অর্থাৎ দান কর, এই কথা বললেন।

প্রজাপতি বললেন, ঠিকই বুঝেছ।

তারপর অসুররা প্রজাপতিকে বললেন, আপনি আমাদের উপদেশ দিন।

প্রজাপতি তাঁদের নিকটেও দ অক্ষর উচ্চারণ করে বললেন, কী বুঝেছ? তাঁরা বললেন, আমরা বুঝেছি দয়ধ্বম্ অর্থাৎ দয়া কর, এই কথা বললেন।

প্রজাপতি বললেন, ঠিকই বুঝেছ।

সুতরাং এই রকমই অনুশাসন,। মেঘের গর্জন এই দৈব বাক্যই প্রতি-ধ্বনিত করেছে দ দ দ—দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম—দমন কর, দান কর, দয়া কর। দম দান ও দয়া—এই তিনটিই শিক্ষা করবে।

যা হৃদয়, তাই প্রজাপতি। ইহাই হৃদয়, ইহাই সমস্ত। হৃদয় তিনটি অক্ষর যুক্ত—হৃ দ ও যম্। যিনি এই প্রকার জানেন, তার জন্য আত্মীয় ও অপর ব্যক্তিও উপহার আনে এবং তিনি স্বর্গলোকে যান। ইহাই তাই, অর্থাৎ হৃদয়ই তাই। তাই ছিল সত্য। যিনি এই প্রথম জাত মহৎ যক্ষকে সত্য ব্রহ্ম বলে জানেন, তিনি সমস্ত লোক জয় করেন এবং তাঁর শত্রুও পরাভূত হয়। সত্যই ব্রহ্ম।

পূর্বে এই জগৎ জলরূপে বর্তমান ছিল। এই জল সত্যকে সৃষ্টি করে-ছিল, সত্য ব্রহ্মাকে, ব্রহ্ম প্রজাপতিকে, প্রজাপতি দেবতাদের সৃষ্টি করে-ছিলেন। সেই দেবতারা সত্যেরই উপাসনা করে থাকেন। এই সত্য তিনটি অক্ষর যুক্ত—য তি এবং যম। প্রথম ও শেষ অক্ষর সত্য এবং মধ্যবর্তী অক্ষর অসত্য। সুতরাং এই অসত্য উভয় দিকে সত্যে আবে-ষ্টিত। এই জন্যেই সত্য ভাব পেয়েছে। যিনি এ কথা জানেন, অসত্য তাঁকে হিংসা করতে পারে না। সেই যে সত্য, তাই ঐ আদিত্য। এই যে আদিত্য মণ্ডলের পুরুষ ও ডান চোখে অবস্থিত পুরুষ, এঁরা পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। আদিত্য পুরুষ তাঁর রশ্মি দিয়ে চক্ষুর পুরুষে প্রতি-ষ্ঠিত এবং চক্ষুর পুরুষ প্রাণসমূহ দিয়ে ঐ আদিত্য পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। এই পুরুষ যখন মুমূর্ষু হয়, তখন সে আদিত্য মণ্ডলকে শুভ্র দেখে এবং এই সমস্ত রশ্মি এই পুরুষে প্রত্যাগমন করে না। এই সূর্যমণ্ডলে যে পুরুষ ভূঃ তাঁর শির, এই দুই শব্দেই একটি করে অক্ষর। ভুবঃ তাঁর দুই বাহু। এই দুটি শব্দে দুটি করে অক্ষর। স্বর্ তাঁর দুই পাদ। এতেও দুটি করে অক্ষর। অহঃ অর্থাৎ দিন এর উপনিষৎ। যিনি এ কথা জানেন, তিনি শাপ বিনাশ করেন ও ত্যাগ করেন। ডান চোখে যে পুরুষ। ভূঃ তার শির। দুটি শব্দেই একটি করে অক্ষর। ভুবঃ এর দুই বাহু। এর দুটি শব্দে দুটি করে অক্ষর। স্বর্ এর দুই পাদ। এতেও দুটি করে অক্ষর।

অহম্ অর্থাৎ আমি এর উপনিষৎ। যিনি এ কথা জানেন, তিনি পাপকে বিনাশ করেন ও ত্যাগ করেন। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে পুরুষ, তিনি মনোময়, জ্যোতি স্বরূপ এবং ব্রীহি ও যবের মতো। তিনি সকলের ঈশ্বর ও সবার অধিপতি। এজগতে যা কিছু, আছে তার সমস্তই তিনি শাসন করেন। লোকে বলে, বিদ্যুৎই ব্রহ্ম, বিদীর্ণ করে বলে নাম বিদ্যুৎ। যিনি এই রূপ জানেন, বিদ্যুৎ তাঁকে পাপ থেকে পৃথক করেন। বিদ্যুৎ-ই ব্রহ্ম। ব্যক্যকে ধেনু রূপে উপাসনা করবে। তার চারটি স্তন স্বাহাকার, বষট্‌কার হন্তাকার ও স্বধাকার। দেবতারা স্বাহাকার ও বষট্‌কার নামে দুটি স্তন পান করেন মানুষেরা হন্তাকার ও পিতৃগণ স্বধাকার স্তন পান করেন। প্রাণ এই বাক্য রূপ ধেনুর বৃষ এবং মন তার বৎস। পুরুষের অভ্যন্তরে যে অগ্নি, তা বৈশ্বানর। যে অন্ন ভোজন করা হয়, তা ঐ অগ্নিতে জীর্ণ হয়। কান ঢাকলে যে শব্দ শোনা যায়, সেই শব্দই তার ধ্বনি। মানুষ দেহত্যাগ করবার সময় এই ধ্বনি শুনতে পায় না।

ইহলোক থেকে মানুষ বায়ুতে যায়। বায়ু তার জন্য রথের চাকার মধ্যবর্তী ছিদ্রের সমান পথ রচনা করে। সেই ছিদ্র দিয়ে মানুষ ঊর্ধ্বে যায় এবং আদিত্যে উপস্থিত হয়। আদিত্যও তার জন্য একটি ছিদ্র উৎপন্ন করে, এটি লম্বর নামে বাদ্য যন্ত্রের ছিদ্রের সমান। সেই ছিদ্র দিয়ে সে আরও ঊর্ধ্বে চন্দ্রলোকে যায়। চন্দ্রও তার জন্য দুন্দুভির ছিদ্রের সমান একটি ছিদ্র উৎপন্ন করে। সেই পথে আরও ঊর্ধ্বে ধাবিত হয়ে সে শোকরহিত ও হিমরহিত লোকে উপস্থিত হয় ও সেখানেই চিরকাল বাস করে। মানুষ যে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে সন্তপ্ত হয়, এ পরম তপস্যা। মানুষ যে মৃতদেহকে অরণ্যে নিয়ে যায়, এও পরম তপস্যা। মানুষ যে মৃতদেহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, এও পরম তপস্যা। যিনি এ সব জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন।

অনেকে বলেন, অন্নই ব্রহ্ম। এ কথা সত্য নয়। কারণ প্রাণ না থাকলে অন্ন পচে যায়। কেউ বলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। এও সত্য নয়। কারণ অন্ন ছাড়া প্রাণ শুকিয়ে যায়। এই দুই দেবতা একধা প্রাপ্ত হলে তাদের পরমত্ব লাভ হয়। প্রাতৃদ তাঁর পিতাকে বললেন, যিনি এ কথা জানেন,

তাঁর কী কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারি? পিতা হাত নেড়ে বললেন, না প্রাতৃদ, অন্ন ও প্রাণের একত্বজ্ঞান লাভ করে কে ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারে? তারপর তিনি বললেন, বি, অন্ন এই বি, কারণ এই অন্নেই সমস্ত প্রাণী বিষ্টিতে অর্থাৎ আশ্রিত। তারপর বললেন, রম্, প্রাণই রম্। কারণ প্রাণেই সব প্রাণী রমন করে। যিনি এ কথা জানেন, সমস্ত প্রাণী তাঁতে আশ্রিত হয়ে থাকে ও তাঁকে রমন করে। প্রাণই উক্‌থ, কারণ প্রাণই এই সমস্ত উত্থাপন করে। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর থেকে উক্‌থবিৎ বীর পুত্র উত্থিত হয় এবং তিনি উক্‌থের সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। প্রাণই যজুঃ, কারণ প্রাণেই সকল প্রাণী যুক্ত হয়। যিনি এই কথা জানেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য সর্বভূত সম্মিলিত হয় এবং তিনি যজুর সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। প্রাণই সাম, কারণ সমস্ত প্রাণী প্রাণেই সম্মিলিত হয়। যিনি এ কথা জানেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য সর্বভূত সম্মিলিত হয় এবং তিনি সামের সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। প্রাণই ক্ষত্র, কারণ প্রাণই একে ক্ষত থেকে ত্রাণ করে। যিনি এ কথা জানেন, তিনি ত্রাণের জন্য অন্যের রক্ষিত-নন এবং ক্ষত্রের সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

গায়ত্রী মন্ত্র

ভূমি অন্তরীক্ষ ও দৌ এতে আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর একটি পাদেও আট অক্ষর। এর এক পাদ এই তিন লোক। যিনি এর এক পাদ জানেন, তিনি এই তিন লোকে যা কিছু আছে তা সবই জয় করেন। ঋকৃঃ যজুংষি ও সামানি এতেও আট অক্ষর। গায়ত্রীর একটি পাদেও আট অক্ষর। এর এক পাদই এই তিনটি। যিনি এ কথা জানেন, তিনি ত্রয়ী বিদ্যায় যা লাভ করা যায় তাই জয় করেন। প্রাণ অপান ও ব্যান এতেও আট অক্ষর এবং গায়ত্রীর এক পাদেও আট অক্ষর। এর এক পাদই এই। যিনি এর এক পাদ জানেন, তিনি যত প্রাণী আছে তা সমস্তই জয় করেন। আকাশের পরপারে যিনি উত্তাপ দিচ্ছেন, তিনি গায়ত্রীর দর্শনীয় তুরীয় পাদ। যা চতুর্থ, তাই তুরীয়। দর্শতম্ পদম্—এর অর্থ সেই

যাঁকে সূর্য মণ্ডলে দেখা যায়। পরোরজা শব্দের অর্থ যিনি সমস্ত আকাশের উপরিভাগে উত্তাপ দিচ্ছেন। গায়ত্রীর এই পাদকে যিনি জানেন তিনি শ্রী ও যশস্বী হয়ে উত্তাপ দেন। এই গায়ত্রী আকাশের উপরিভাগে সেই দর্শনীয় পাদে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুই সত্য, চক্ষু নিশ্চয়ই সত্য। তাই দুজন বিবদমান লোকের একজন যদি এসে বলে যে 'আমি দেখেছি' আর একজন বলে 'আমি শুনেছি', তাহলে যে দেখেছে বলে তার কথাই এখনও আমরা বিশ্বাস করি। তাই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই বল এবং সেই সত্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই লোকে বলে যে বল সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ভাবেই এই গায়ত্রী অধ্যাত্ম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রী গয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের ত্রাণ করে। গয়ই প্রাণ এবং ইহা প্রাণ সমূহকে ত্রাণ করে। গয়কে ত্রাণ করে বলেই এর গায়ত্রী নাম। আচার্য যে সাবিত্রী মন্ত্র শিক্ষা দেন, তা প্রাণ। তিনি যাকে এ শিক্ষা দেন, তার প্রাণকে রক্ষা করেন। অনেকে অনুষ্টুপ ছন্দের একটি মন্ত্রকে সাবিত্রী মন্ত্র বলে উপদেশ দেন। তাঁরা বলেন, বাক্যই অনুষ্টুপ এবং আমরা এই অনুষ্টুপ বাক্যই উপদেশ দিই। কিন্তু এরূপ করবে না। গায়ত্রী ছন্দের সাবিত্রী মন্ত্রেরই উপদেশ দেবে। এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বহু দান মনে করে ধন প্রতিগ্রহ করেন, তাও এই গায়ত্রীর এক পাদের সমান হবে না। যদি কেউ নানাবিধ ধর্ম পূর্ণ এই তিন-লোক দান রূপে প্রতিগ্রহ করেন, তাতে কেবল গায়ত্রীর প্রথম পাদ পাওয়া যায়। ত্রয়ী বিদ্যার ক্ষমতার সমান দান গ্রহণ করলে গায়ত্রী বিদ্যার দ্বিতীয় পাদ পাওয়া যায় এবং প্রাণবান জগৎ যত দূর বিস্তৃত তত দূর পর্যন্ত দান গ্রহণ করলেও গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ পাওয়া যায়। আকাশের উপরিভাগে যিনি উত্তাপ দিচ্ছেন, সেই দর্শনীয় তুরীয় পাদকে কেউই লাভ করতে পারে না। এই পরিমাণ দান কে প্রতিগ্রহ করতে পারে? সেই গায়ত্রীর স্তুতি এই রকম—গায়ত্রী, তুমি এক পদী, দ্বিপদী ও চতুষ্পদী। তুমি পদ বিহীনা, তোমাকে কেউ জানতে পারে না। আকাশের উপরিভাগে তোমার যে উজ্জ্বল তুরীয় পাদ তাকে নমস্কার। ঐ (শত্রু) যেন ইহা (নিজের বাঞ্ছিত বস্তু) লাভ করতে না পারে, কিংবা ঐ (শত্রু)

ব্যক্তির কামনা যেন পূর্ণ না হয়, কিংবা আমি যেন এ লাভ করতে পারি।

এই বিষয়ে বৈদেহ জনক বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে এই রূপ বলেছিলেন, তুমি বলেছিলে আমি গায়ত্রীবিৎ, তাহলে তুমি কেন হস্তি হয়ে ভার বহন করছ?

তিনি বললেন, হে সম্রাট, আমি গায়ত্রীয় মুখ বিষয়ে অবগত নই।

জনক বললেন, অগ্নিই তাঁর মুখ। লোকে যদি বহু পরিমাণ কাঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি তা সবই দগ্ধ করে। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন, তিনি সেই সমুদয় বিনাশ করে শুদ্ধ পূত অজর ও অমৃত হন।

সূর্য ও অগ্নির স্তব

হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে। হে পূষণ, সত্যধর্মার দৃষ্টির জন্য তা আবরণশূন্য কর। হে একর্ষি, হে যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতির পুত্র, তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ উপসংহার কর। তোমার প্রসাদেই তোমার কল্যাণময় রূপ দর্শন করি, ঐ যে সূর্যমণ্ডলের পুরুষ, তিনিই আমি। এখন প্রাণ বায়ু অমৃত বায়ুতে বিলীন হোক। শরীর ভস্মসাৎ হোক। হে মন, স্মরণ কর, নিজের কৃত কর্ম স্মরণ কর। হে অগ্নি, ধনের জন্য আমাদের সুপথে নিয়ে যাও। হে দেবতা, তুমি সমস্ত কর্মই বিদিত আছ। আমাদের নিকট থেকে কুটিল পাপ অপসারিত কর। বহু নমস্কার উক্তিতে তোমার পূজা করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ইন্দ্রিয়দের বিবাদ

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। এই কথা জানলে জ্ঞাতি ও নিজের ইচ্ছা মতো অন্যের মধ্যেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। যিনি বশিষ্ঠকে জানেন,

তিনি জ্ঞাতিদের মধ্যে বসিষ্ঠ হয়। বাকই বসিষ্ঠ। এই কথা জানলে জ্ঞাতি ও নিজের ইচ্ছা মতো অন্যের মধ্যেও বসিষ্ঠ হতে পারেন। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি সমভূমিতে ও দুর্গম স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা, কারণ চক্ষু দ্বারাই সমভূমি ও দুর্গম স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। এ কথা জানলে সমভূমি ও দুর্গম স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। যিনি সম্পৎকে জানেন, তিনি যা কামনা করেন তাই লাভ করেন। শ্রোত্রই সম্পৎ, এই শ্রোত্রেই বেদ সুসম্পন্ন হয়। যিনি এই রকম জানেন, তিনি যা কামনা করেন, তাই লাভ করেন। যিনি আয়তনকে জানেন, তিনি স্বজন ও অন্য লোকেরও আয়তন হন। মনই আয়তন। যিনি এ কথা জানেন, তিনি স্বজন ও অন্যান্য লোকের আশ্রয় হন। যিনি প্রজাপতিকে জানেন, তিনি সন্তান ও পশু লাভ করেন। জীবের বীজই প্রজাতি। যিনি এ কথা জানেন, তিনি সন্তান ও পশু লাভ করেন।

আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই নিয়ে বিবাদ করে ইন্দ্রিয়রা ব্রহ্মের নিকটে উপস্থিত হয়েছিল। তারা তাঁকে বলল, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ব্রহ্ম বললেন, তোমাদের মধ্যে যে চলে গেলে দেহ হীনতর হয়, সেই শ্রেষ্ঠ।

তখন বাক্ উৎক্রমণ করল। এক বৎসর প্রবাসে থেকে ফিরে এসে বলল, আমার অভাবে তোমরা কী ভাবে জীবন ধারণে সক্ষম হয়েছিলে?

তারা বলল, মূক যেমন কথা বলে না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কার্য করে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং জননেন্দ্রিয় দিয়ে সন্তানের জন্ম দেয়, তেমনি করে আমরাও জীবন ধারণ করেছি।

তখন বাক্ দেহে প্রবেশ করল এবং চোখ উৎক্রমণ করল। সেও এক বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে দিয়ে এসে তাদের বলল, আমাকে ছেড়ে তোমরা কী ভাবে জীবন ধারণ করলে?

তারা বলল, অন্ধরা যেমন চোখ দিয়ে দেখতে পায় না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কাজ করে, বাক দিয়ে কথা বলে, কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে জ্ঞান লাভ করে ও জননেন্দ্রিয় দিয়ে সন্তানের জন্ম দেয়, তেমনি করে

আমরাও জীবিত ছিলাম।

তারপর চোখ দেহে প্রবেশ করল এবং কান উৎক্রমণ করল। এক বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে সেও ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে ছেড়ে তোমরা কী ভাবে জীবন ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলে ?

তারা বলল, বধির যেমন কান দিয়ে শোনে না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কাজ করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে জ্ঞানলাভ করে ও জননেন্দ্রিয় দিয়ে সন্তান উৎপাদন করে, তেমনি করে আমরাও জীবিত ছিলাম।

তরপর কান দেহে প্রবেশ করল এবং মন উৎক্রমণ করল। সেও এক বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে ফিরে এসে বলল, আমাকে ছেড়ে তোমরা কী ভাবে জীবন ধারণ কবেছিলে ?

তারা বলল, নির্বোধ লোক যেমন মন দিয়ে কিছুই জানতে পারে না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কাজ করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে ও জননেন্দ্রিয় দিয়ে সন্তান উৎপাদন করে। তেমনি করে আমবাও জীবি• ছিলাম।

তখন মন দেহে প্রবেশ করল এবং জননেন্দ্রিয় উৎক্রমণ করল। সেও সম্বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে ফিরে এসে বলল, তোমরা আমাকে ছেড়ে কী ভাবে জীবন ধারণ করেছিলে ?

তারা বলল, ক্লীব যেমন জননেন্দ্রিয় দিয়ে সন্তান উৎপাদন করে না, কিন্তু প্রাণ দিয়ে প্রাণন কাজ করে, বাক্ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে ও মন দিয়ে জ্ঞান লাভ করে, তেমনি করে আমরাও জীবিত ছিলাম।

তারপর জননেন্দ্রিয় দেহে প্রবেশ করল এবং প্রাণ উৎক্রমণ করতে আরম্ভ করল। সিন্ধু দেশে উৎপন্ন খুব ভাল অশ্ব যেমন পাদ বন্ধনের খুঁটি উৎপাটন করে, সেই রকম ভাবে প্রাণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়দের উৎ-পাটিত করতে লাগল। তখন তারা বলল, ভগবন, তুমি উৎক্রমণ কোরো না। তোমাকে ছেড়ে আমরা জীবিত থাকতে পারব না।

প্রাণ বলল, তবে আমাকে বলি অর্পণ কর।

তারা বলল, তাই হবে। বাক্ বলল, আমি যে বিষয়ে বসিষ্ঠ, তুমিও সেই বিষয়ে বসিষ্ঠ হও। চোখ বলল, আমি যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা, তুমিও সেই বিষয়ে প্রতিষ্ঠা হও। কান বলল, আমি যে বিষয়ে সম্পৎ হই, তুমিও সেই বিষয়ে সম্পৎ হও। মন বলল, আমি যে বিষয়ে আয়তন হই, তুমিও সে বিষয়ে আয়তন হও। জননেন্দ্রিয় বলল, আমি যে বিষয়ে প্রজাতি হই, তুমিও সেই বিষয়ে প্রজাতি হও।

প্রাণ বলল, আমার অন্ন কী হবে? আমার বস্ত্র কী হবে?

তারা বলল, কুকুর কৃমি কীট পতঙ্গ পর্যন্ত যা কিছু আছে, সমস্তই তোমার অন্ন হল এবং জল হল তোমার বস্ত্র।

যিনি প্রাণের অন্ন কী জানেন, তাঁর নিকটে কোন খাদ্যই অভক্ষ্য নয়, কোন খাদ্যই তাঁর অগ্রহণীয় হয় না। এই রকম জ্ঞান সম্পন্ন শ্রোত্রিয় ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন যে এই রূপ করে তাঁরা প্রাণেরই নগ্নতা দূর করছেন।

আরুণি-প্রবাহন সংবাদ

শ্বেতকেতু আরুণেয় এক সময়ে পাঞ্চালদের সভায় গিয়েছিলেন। পরিচারকরা যখন জৈবলি প্রবাহনের সেবা করছিল, সেই সময়ে শ্বেতকেতু তাঁর নিকটে উপস্থিত হল। তাঁকে দেখে প্রবাহন বললেন, কুমার, পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন? শ্বেতকেতু বললেন, হ্যাঁ।

মৃত্যুর পরে মানুষ কী প্রকারে বিভিন্ন পথাবলম্বী হয়, তা কি তুমি জানো?—শ্বেতকেতু বলল, না।

কী প্রকারে মানুষ ফিরে আসে, তা কি জানো?—শ্বেতকেতু বলল, না।

মৃত্যুর পরে বহু লোক যেখানে গেলেও কেন তা পূর্ণ হচ্ছে না, তা কি জানো?—শ্বেতকেতু বলল, না।

কত বার আহুতি দিলে জল মানুষের মতো বাক্‌শক্তিযুক্ত হয়ে কথা বলে, তা কি তুমি জানো?—শ্বেতকেতু বলল, না।

পিতৃযান পথ ও দেবযান পথ পাবার উপায় কি তা কি তুমি জানো? এ বিষয়ে আমরা এই ঋষিবাক্য শুনেছি—যে দুই পথে গিয়ে মানুষ দেবলোক

ও পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, সেই দুই পথের কথা আমি শুনেছি। ঐ দু পথে গিয়ে এই সমস্ত একীভূত হয়। ঐ দুই মার্গ ই দ্যুলোক ও ভূলে কের মধ্যবর্তী।—শ্বেতকেতু বললেন, আমি এই সব প্রশ্নের একটির উত্তর জানি না।

প্রবাহন শ্বেতকেতুকে সেইখানে বাস করবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন কিন্তু সে এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে গৃহে প্রত্যাগমন করল। পিতা নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলে: তুমি সম্যক উপদিষ্ট।

পিতা বললেন, এ প্রশ্ন কেন?

রাজন্য বন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তার একটিওজা না।

প্রশ্নগুলি কি?

শ্বেতকেতু তার মুখ্য অংশসমূহ বলে বলল, এই সমস্ত।

পিতা বললেন, আমি যা জানি সে সমস্তই তোমাকে বলেছি। তু আমাদের বিষয়ে এই প্রকারই জানবে। এসো, আমরা সেখানে গি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করি।

আপনি যান।

প্রবাহন জৈবলি যেখানে থাকতেন, গৌতম সেখানে উপস্থিত হলেন প্রবাহন তাঁকে আসন দিলেন এবং জল এনে তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করলেন তিনি বললেন, ভগবান গৌতমকে বর দিতে চাই।

গৌতম বললেন, এই বর গ্রহণ করতে স্বীকার করলাম। আমার পুত্রে নিকটে যে বিষয়ে বলেছিলেন, আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিন।

তিনি বললেন, এ তো দৈব বরের মধ্যে, আপনি মানুষের উপযোগী ব দিন।

গৌতম বললেন, এ সকলেই জানে যে আমি সোনা গরু ঘোড়া দা পরিচারক ও বস্ত্র লাভ করেছি। আপনি আমাকে বহু অনন্ত ও অশে ফলপ্রদ বিদ্যা দানে কার্পণ্য করবেন না।

প্রবাহন বললেন, গৌতম, আপনি যথারীতি বিদ্যা লাভে যত্ন করুন।

তিনি বললেন, আমি শিষ্য রূপে আপনার নিকটে উপনীত হচ্ছি। প্রাচীন কালের শিক্ষার্থীরা শুধু বাক্য দিয়ে উপনীত হতেন। 'আমি উপনীত হলাম' এই বলে গৌতমও সেখানে বাস করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, আপনার পিতামহদের মতো আপনিও আমাদের অপরাধ নেবেন না। এর পূর্বে এই বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণের আয়ত্ত হয় নি। তথাপি আমি আপনাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেব। আপনি যখন এই ভাবে বিদ্যা লাভ করতে চাইছেন, তখন কে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে! গৌতম, ঐ দ্যুলোকই অগ্নি, আদিত্য এর সমিধ, রশ্মি এর ধূম, দিন এর অর্চি অর্থাৎ শিখা, দিক অঙ্গার, অবান্তর দিক বিস্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন। এই আহুতি থেকে সোমরাজা উৎপন্ন হন। গৌতম, পর্জন্যও অগ্নি। সংবৎসর এর সমিধ, মেঘ ধূম, বিদ্যুৎ অর্চি, অশনি অঙ্গার, গর্জন বিস্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এই অগ্নিতে সোমরাজাকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন এবং সেই আহুতি থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। গৌতম, এই লোক অগ্নি। পৃথিবী এর সমিধ, অগ্নি ধূম, রাত্রি অর্চি, চন্দ্রমা অঙ্গার, নক্ষত্র বিস্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এই অগ্নিতে বৃষ্টিকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন এবং বৃষ্টি থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়। গৌতম, এই পুরুষই অগ্নি, তার বিবৃত মুখ সমিধ, প্রাণ ধূম, বাক্ অর্চি, চোখ অঙ্গার, কান বিস্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এই অগ্নিতে অন্নকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন এবং সেই আহুতি থেকে রেত উৎপন্ন হয়। গৌতম, স্ত্রী পঞ্চম অগ্নি। উপস্থ এর সমিধ, লোম ধূম, যোনি অর্চি, মৈথুন অঙ্গার ও অভিনন্দ স্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এতে যে রেত আহুতি রূপে প্রদান করেন, তা থেকে পুরুষ উৎপন্ন হয়। যত দিন প্রাণ থাকে, তত দিন সে জীবিত থাকে। তারপর যখন তার মৃত্যু হয়, তখন একে অগ্নির আহুতির জন্যই আনা হয়। এর অগ্নিই অগ্নি, সমিধই সমিধ, ধূমই ধূম, অর্চিই অর্চি, অঙ্গারই অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গই বিস্ফুলিঙ্গ। দেবতারা এই অগ্নিতে পুরুষকেই আহুতিরূপে অর্পণ করেন। এই আহুতি থেকে অতিশয় দীপ্তিমান পুরুষ উৎপন্ন হয়। যাঁরা এই বিদ্যা জানেন এবং অরণ্যে শ্রদ্ধাকে সত্য রূপে উপাসনা করেন, তাঁরা সকলেই অর্চিতে গমন করেন।

সেই অর্চি থেকে দিনে, দিন থেকে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ থেকে সূর্যের উত্তরায়ণের ছয় মাসে, মাস থেকে দেবলোকে, দেবলোক থেকে আদিত্যে, আদিত্য থেকে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। তখন এক মনোময় পুরুষ সেখানে এসে এই বিদ্যুৎলোক প্রাপ্ত মানুষকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান। তারা সেই ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে চিরকাল বাস করেন। সেখান থেকে তাঁদের আর পুনরাবর্তন হয় না। আর তাঁরা যজ্ঞ দান ও তপস্যায় স্বর্গাদি লোকজয় করেন, তারা ধূমে গমন করে। ধূম থেকে রাত্রিতে, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ থেকে সূর্যের দক্ষিণায়নের ছয় মাসে, মাস থেকে পিতৃলোক, পিতৃলোক থেকে চন্দ্রলোকে গমন করে। তারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে অন্ন হয়। যজমান যেমন ক্ষয় ও বৃদ্ধিশীল সোমরাজাকে পান করেন, তেমনি দেবতারা অন্নে পরিণত মানুষকে ভক্ষণ করেন। যখন তাদের কর্ম ক্ষয় হয়, তখন তারা এই আকাশকে প্রাপ্ত হয়। আকাশ থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে আসে এবং অন্ন হয়। পুনরায় তারা পুরুষাগ্নিতে আহুত হয় এবং রোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। তারা বিভিন্ন লোকের অভিমুখে গিয়ে বার বার এই ভাবে আবর্তন করে। যারা এই উভয় পথের কোন পথই প্রাপ্ত হয় না, তারা কীট পতঙ্গ বা দংশ মশকাদি রূপে জন্মায়।

মন্থ কর্মাদি বিবিধ ক্রিয়া

যিনি কামনা করেন যে আমি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হই, তিনি উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে পুণ্য দিনে বারোদিনব্যাপী উপসদব্রতী হয়ে কংসাকার বা চমসাকার ঔডুম্বর পাত্রে সমস্ত ওষধি সংগ্রহ করবেন। ভূমি পরিষ্কার ও পরিলেপনের পর অগ্নি স্থাপন করে কুশ বিছিয়ে আজ্যকে যথাবিধি সংস্কার করে নেবেন। তারপর পুং নক্ষত্রে সেই মন্থ পাত্র নিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেবেন—হে জাতবেদ অগ্নি, যে দেবতারা বক্রমতি হয়ে পুরুষের কামনা বিনাশ করেন, তাঁদের উদ্দেশে আমি এই আজ্য আহুতি দিচ্ছি। তারা তৃপ্ত হয়ে সমস্ত কাম্য-বস্তু দিয়ে আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। স্বাহা। যে কুটিলমতি হয়ে তিনিই সকলের বিধাতা ভেবে আপনাকে আশ্রয় করে

বিদ্যমান থাকেন, আমি সেই সর্বসাধক দেবতার উদ্দেশে ঘৃত দিয়ে হোম করছি। স্বাহা। জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা, শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা। এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে স্রুবে সংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করবেন। এই ভাবে বাক্‌কে স্বাহা প্রতিষ্ঠাকে স্বাহা, চক্ষুকে স্বাহা সম্পদকে স্বাহা, শ্রোত্রকে স্বাহা আয়তনকে স্বাহা, মনকে স্বাহা প্রজাপতিকে স্বাহা এবং রেতকে স্বাহা—এই মন্ত্রে আহুতি দিয়ে প্রতিবারেই স্রুব সংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করবেন। অগ্নিকে স্বাহা সোমকে স্বাহা, ভূঃকে স্বাহা, ভুবঃকে স্বাহা, স্বঃকে স্বাহা ভূঃ ভুবঃ স্বঃকে স্বাহা, ব্রাহ্মণকে স্বাহা ক্ষত্রিয়কে স্বাহা, ভূতকে স্বাহা ভবিষ্যৎকে স্বাহা, সকলকে স্বাহা এবং প্রজাপতিকে স্বাহা—এই মন্ত্রে আহুতি দিয়ে প্রতিবারেই স্রুব সংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করবেন। তারপর মন্থ স্পর্শ করে বলবেন, তুমি গতিশীল, তুমি সমুজ্জ্বল, তুমি পূর্ণ, তুমি নিশ্চল, তুমি সকলের মিলন স্থল, যজ্ঞের প্রারম্ভে হিং উচ্চারণ করে তোমার পূজা করা হয়, উদ্‌গাতারা তোমার গান করেন, যজ্ঞের মধ্যভাগেও তোমার গান করেন, যজ্ঞের প্রারম্ভে অধ্বর্যুরা তোমার কথা শোনান, আগ্নীধ্ররা মধ্যভাগে পুনরায় তোমার কথা শোনান। আর্দ্র কাঠে তুমি সন্দীপ্ত হও, তুমি বিভু, তুমি প্রভু, তুমি অন্ন, তুমি জ্যোতি, তুমি নিধন ও তুমি সংবর্গ। তারপর তিনি হাতে মন্থ নিয়ে বলেন, তুমি সমস্ত অবগত আছ, আমরাও তোমার মহত্ত্বের রূপ অবগত আছি। সেই প্রাণ অবশ্যই রাজা, ঈশান ও অধিপতি। তিনি আমাকে রাজা, ঈশান ও অধিপতি করুন। তারপর তিনি এই মন্ত্রে মন্থকে ভক্ষণ করেন—তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্‌, মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীর্ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। সবিতার সেই বরণীয়—বায়ু মধুরূপে প্রবাহিত হোক, নদী মধুর রস ক্ষরণ করুক, ওষধি আমাদের নিকটে মধুর হোক। ভূঃ স্বাহা। যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণা দেন—, সোম আমাদের নিকট সুস্বাদ হোন, সূর্য সুখপ্রদ হোন, কিরণ আমাদের সুখকর হোক। স্বঃ স্বাহা। তারপর তিনি সমস্ত গায়ত্রী ও মধুমতীর পুনরাবৃত্তি করেন এবং সবশেষে এই বলে অবশিষ্ট মন্থ ভক্ষণ করেন—আমিই যেন এই সমস্ত হই। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। স্বাহা। পরে দুই হাত ধুয়ে

অগ্নির পিছনে পূর্ব মুখ হয়ে শয়ন করেন। প্রত্যূষে এই মন্ত্রে সূর্যকে প্রণাম করেন—তুমি দিকসমূহের অদ্বিতীয় পদ্ম, আমি যেন মানুষের মধ্যে অদ্বিতীয় পদ্ম হতে পারি। তারপর তিনি যে ভাবে এসেছিলেন, সেই ভাবে ফিরে অগ্নির পিছনে উপবেশন করে বংশ ব্রাহ্মণ জপ করেন।

উদ্দালক আরুণি শিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে এই উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, যদি কেউ এই মন্ত্র শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডেও সেচন করে, তবে তা থেকেও শাখা ও পল্লব উদ্‌গত হবে। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য পৈঙ্গ্য মধুককে এই উপদেশ দিয়ে একই কথা বলেছিলেন। পৈঙ্গ্য মধুক শিষ্য চুল ভাগবিত্তিকে তিনি তাঁর শিষ্য জ্যনকি আয়ুস্থূণকে, তিনি আবার তাঁর শিষ্য জাবাল সত্যকামকে এই উপদেশ দিয়ে একই কথা বলেছিলেন। সত্যকাম জাবাল তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন, যদি কেউ এই মন্ত্র শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডে সেচন করে, তবে তাতেও শাখা ও পল্লব উদ্‌গত হবে। পুত্র ও শিষ্য ভিন্ন আর কাউকে এই উপদেশ দেবে না।

উডুম্বর বৃক্ষ থেকে স্রুব চমস ইন্ধন ও অরণি প্রস্তুত হয়। ব্রীহি ওযব, তিল ও মাস, অণু ও প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসুর, খল্ব ও খলকুল স্য।—এই দশটি গ্রাম্য শস্য। তিনি এই সমস্ত নিষ্পেষিত করে দধি মধু ও ঘৃতে সিক্ত করেন এবং আজ্যের আহুতিরূপে অর্পণ করেন।

পৃথিবীই ভূতসমূহের সার, জল পৃথিবীর সার, ওষধি জলের সার, পুষ্প ওষধির সার, ফল পুষ্পের সার, পুরুষ ফলের সার এবং রেত পুরুষের সার। প্রজাপতি আলোচনা করলেন, এর জন্য আমি আধার সৃষ্টি করি। এই ভেবে তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করলেন। স্ত্রীর উপস্থকে বেদী, লোমকে কুশ, চর্মকে চর্ম ও মুষ্কদ্বয়কে অধিষবণদ্বয় বলে চিন্তা করবে। বাজপেয় যজ্ঞকারীর যে লোক বা ফলপ্রাপ্তি হয়, উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও অনুরূপ ফল লাভ হয়। এইরূপ জেনে যে অধোপহাস আচরণ করে, সে স্ত্রীলোকের সুকৃতি অর্জন করে। এ না জেনে অধোপহাস করলে তারা তার সুকৃতি ঢেকে রাখে। এই বিষয়টি জেনেই উদ্দালক আরুণি মুদ্‌গলপুত্র নাক ও কুমার হারিত বলেছিলেন, এরূপ অনেক নামে মাত্র ব্রাহ্মণ আছে, যারা এই তত্ত্ব না জেনে অধোপহাস করার ফলে বিকলেন্দ্রিয় ও

পুণ্যহীন হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে। জাগ্রত ও সুপ্ত অবস্থায় তাদের প্রভূত রেত স্খলন হয়। তা স্পর্শ করে এই মন্ত্র বলতে হবে—আজ আমার যে রেত পৃথিবীতে স্খলিত হল, অথবা যা ওষধি ও জলে নির্গত হয়েছে, তা আমি গ্রহণ করছি। তারপর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে তা নিয়ে পুনরায় বলবে, নির্গত রেতরূপ ইন্দ্রিয় আবার আমাতে ফিরে আসুক এবং দেহ কান্তি সৌভাগ্য ও তেজও ফিরে আসুক। অগ্নিতে আশ্রিত দেবতারা এই রেতকে যথাস্থানে স্থাপন করুন। এই বলে সেই রেত ভ্রূ বা স্তনঘরের মাঝে মর্দন করবে।

কেউ যদি জলে নিজের ছায়া দেখ, তাহলে এই মন্ত্র জপ করবে—দেবতারা আমাকে তেজ শক্তি যশ ধন ও সুকৃতি দান করুন। যে স্ত্রী ঋতুর পর মলিন বস্ত্র ত্যাগ করেছে, সেই লক্ষ্মীরূপা যশস্বিনীর নিকটে গিয়ে তাকে আহ্বান করবে। যদি সে কামনা না করে, তবে তাকে নিজের বশে আনবে। তাতেও যদি সে কামনা চরিতার্থ না করে, তবে হাত বা লাঠি দিয়ে প্রহার করে বলবে, আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশের দ্বারা তোমার যশ গ্রহণ করছি। এই বলে তাকে বশীভূত করবে। তার ফলে সেই স্ত্রী যশোহীন হবে। স্ত্রী যদি সেই পুরুষের কাম চরিতার্থ করে, তবে সে বলবে, আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশের দ্বারা তোমাতে যশ অর্পণ করছি। এর ফলে উভয়েই যশস্বী হয়। যে পুরুষ চায় যে স্ত্রী তার কাম চরিতার্থ করে, সে তাতে নিজের ইন্দ্রিয় সংযোগ করে মুখে মুখ মিলিয়ে ও তার উপস্থ স্পর্শ করে এই মন্ত্র জপ করবে—তুমি আমার প্রতি অঙ্গ থেকে সম্ভূত হও, হৃদয় থেকে জন্ম নাও, তুমি আমার সর্বাঙ্গের রস, তুমি একে বিষবাণ বিদ্ধা মৃগীর ন্যায় বশীভূত করে আমাকে আনন্দে মত্ত কর। যদি সে চায় যে স্ত্রী গর্ভধারণ না করে, তবে সেই স্ত্রীতে ইন্দ্রিয় সংযোগ করে মুখে মুখ মিলিয়ে নিশ্বাস ত্যাগের পর প্রশ্বাস গ্রহণ করে বলবে, আমার ইন্দ্রিয় ও রেত দ্বারা তোমার কাছ থেকে রেত পুনর্গ্রহণ করছি। এতে তার গর্ভ সঞ্চার হয় না। আর পুরুষ যদি চায় যে স্ত্রী গর্ভ ধারণ করুক, তবে আগের মতো ইন্দ্রিয় সংযোগ করে মুখে মুখ মিলিয়ে প্রশ্বাস গ্রহণের পর নিশ্বাস ত্যাগ করে বলবে, আমার ইন্দ্রিয় ও রেত

দ্বারা আমি তোমাতে রেত রক্ষা করছি।

যদি কারও স্ত্রীর উপপতি থাকে এবং সে যদি তার অনিষ্ট করতে চায়, তবে কাঁচা মাটির পাত্রে অগ্নি রেখে তাতে বিপরীত ভাবে শর কুশ বেছাবে। পরে কুশের অগ্রভাগ ঘৃতে সিক্ত করে অগ্নিতে বিপরীত ক্রমে উপপতির নাম উচ্চারণ করে এই রূপে আহুতি দেবে—তুমি আমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়েছ, তোমার প্রাণ ও অপানকে আমি গ্রহণ করছি। তুমি আমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়েছ, আমি তোমার সন্তান ও পশু গ্রহণ করছি। তুমি আমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়েছ, আমি তোমার ইষ্ট ও সুকৃতি গ্রহণ করছি। তুমি আমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়েছ, আমি তোমার আশা ও আকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করছি। এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাকে অভিশাপ দেন, সে ইন্দ্রিয়শক্তি রহিত ও সুকৃতিহীন হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে। সুতরাং এই রকম ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সঙ্গে উপহাস করতে যাওয়াও উচিত নয়।

যখন জায়ার ঋতুকাল উপস্থিত হয়, তখন তাকে তিন দিন অচ্ছিন্ন বাস পরিধান করে কংশ পাত্রে পান করতে হয়। কোন শূদ্র যেন তাকে স্পর্শ না করে। তিন রাত্রির পর তাকে স্নান করিয়ে ধ্যান ভাঙবার জন্য নিয়োগ করবে। যদি কেউ ইচ্ছা করে যে তার গৌরবর্ণ পুত্র হোক, এক বেদ অধ্যয়ন করুক ও পূর্ণ আয়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন ঘৃত সংযোগে করুন করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার পিঙ্গল চক্ষু কপিল বর্ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করুক, দুই বেদ অধ্যয়ন করুক ও পূর্ণায়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে দধিমিশ্রিত অন্ন ঘৃত সংযোগে রন্ধন করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার লোহিতাক্ষ শ্যামবর্ণ পুত্র হোক, তিন বেদ অধ্যয়ন করুক ও পূর্ণায়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে ঘৃত সংযোগে অন্নকে জলে সিদ্ধ করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার পণ্ডিত দুহিতা জন্মাক এবং পূর্ণায়ু লাভ করুক, তাহলে তারা উভয়ে ঘৃত সংযোগে তিলমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করে ভোজন করলে তাতে সমর্থ হবে। যদি কেউ চায় যে তার এমন এক পুত্র হোক

যে পণ্ডিত প্রখ্যাত ও সভায় বিচার সমর্থ হবে, রমণীয় কথা বলবে, সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করবে ও পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হবে, তাহলে তারা উভয়ে ঘৃত সংযোগে মাংসমিশ্রিত অন্ন রেঁধে ভোজন করবে। এই মাস তরুণ বলশালী বা অধিক বয়স্ক বৃষের হলে তারা সেই রকম সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হবে।

তারপর প্রত্যুষের দিকে স্থালীপাকের নিয়ম অনুসারে আজ্য সংস্কার করে স্থালীপাক থেকে অল্প অল্প হোমের দ্রব্য নিয়ে অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে অগ্নির উদ্দেশে স্বাহা অনুমতির উদ্দেশে স্বাহা, সত্য প্রস-বিতা সবিতৃদেবের উদ্দেশে স্বাহা। এইভাবে আহুতি দিয়ে পাত্রের অব-শিষ্ট অংশ গ্রহণ করে নিজে ভক্ষণ করে স্ত্রীকে ভক্ষণ করতে দেবে। তারপর দুই হাত ধুয়ে জলে জলপাত্র পূর্ণ করে এবং সেই জলে স্ত্রীকে এই বলে তিনবার সিক্ত করবে হে বিশ্বাবসু উত্থিত হয়ে অন্যত্র গমন কর, অন্য কোন যুবতীকে, পতিসহ কোন জায়াকে কামনা কর। তার পর সে সেই নারীর নিকটে গিয়ে বলবে, আমি অম্, তুমি সা ; তুমি সা, আমি অম্। আমি সাম, তুমি ঋক্। আমি দৌ, তুমি পৃথিবী। এসো, আমরা দুজনে চেষ্টা করি যেন আমাদের পুত্রসন্তান লাভ হয়। হে আকাশ ও পৃথিবী, তোমরা পৃথক হও। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সে স্ত্রীর দুই উরু বিযুক্ত করবে। তারপর নিজের ইন্দ্রিয় তাতে প্রবেশ করিয়ে মুখে মুখ মিলিয়ে তিন বার অনুলোম ক্রমে তার আপাদ-মস্তক মার্জনা করবে। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করে বলবে, বিষ্ণু তোমাকে গর্ভধারণে সক্ষম করুন, প্রজাপতি রেত সিঞ্চন করুন, ধাত্রী গর্ভ ধারণ করুন। হে সিনীবালি, তুমি গর্ভ ধারণ কর। হে পৃথুষ্টবা, তুমি গর্ভ ধারণ কর। হে পদ্মমালাধারী অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা গর্ভ ধারণ কর। অশ্বিনীদ্বয়ের যে দুটি হিরণ্ময় অরণী আছে, তার দ্বারা তাঁরা মন্থন করেন। আমি দশম মাসে পুত্র প্রসবের জন্য তোমার সেই গর্ভ তাতে আহুতি দিচ্ছি। পৃথিবী যেমন অগ্নিগর্ভা, আকাশ যেমন সূর্যের দ্বারা গর্ভবতী, দিকেরা বায়ুদ্বারা গর্ভিণী, তেমনি আমিও তোমাতে গর্ভাধান করি। সে তখন আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর উপরে জল সিঞ্চন করে বসবে, বায়ু যেমন পুষ্করিণীকে

সকল দিকে আন্দোলিত করে, তেমনি তোমার গর্ভ সর্বত্র সচল হয়ে জরায়ুসহ নির্গত হোক। ইন্দ্রের জন্য একটি আবৃত পথ নির্মিত আছে। হে ইন্দ্র, সেই পথ ধরে তুমি গর্ভ ও গর্ভ নিঃসরণ কালেরমাংসপেশীসহ নির্গত হও। পুত্রের জন্ম হলে পিতা অগ্নি জ্বেলে তাকে কোলে নেন এবং কাংস পাত্রে দধিমিশ্রিত ঘৃতে রেখে তা এই মন্ত্র উচ্চারণ করে অল্পে অল্পে আহুতি দেন—আমি যেন পুত্রের দ্বারা নিজের গৃহে বর্ধিত হয়ে সহস্র পোষণ করতে পারি। এবং বংশে প্রজা ও পশু যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। স্বাহা। আমাতে যে প্রাণ আছে, আমি তা মন দিয়ে তোমাতেআহুতি দিচ্ছি। স্বাহা। আমি যে অল্পাধিক কর্ম করেছি, শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞকারী অগ্নি তা অবগত হয়ে আমাদের হোম কর্মকে সুসম্পাদিত ও সুন্দররূপে আহুত করুন। তারপর পিতা তার ডান কানে মুখ এনে তিন বার বাক্ উচ্চারণ করবে এবং দধি মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করে তা হিরণ্ময় চমক দিয়ে শিশুকে পান করাবে এই মন্ত্র বলে—আমি তোমার জন্য ভূর্লোক স্থাপন করছি, ভুবর্লোক স্থাপনকরছি, স্বর্লোক স্থাপন করছি। আমি ভূঃভুবঃ ও স্বর্লোক তোমাতে স্থাপনকরছি। তারপর এই বলে তার নামকরণ করে, তুমি বেদ। এই তার সেই গুহ্য নাম। তারপর মাতাকে সন্তান দিয়ে তাকে স্তন পান করতে দেয়। বলে, সরস্বতী, তোমার যে স্তন থেকে নিত্য দুগ্ধ নিঃসৃত হয়, যা আনন্দপ্রদ, রত্নধা, ধনবান, কল্যাণপ্রদ, যা দিয়ে বিশ্বকে তুমি পোষণ কর, তা এখন এই শিশুর জন্য আমার জায়াকে দাও। তারপর মাতাকে স্মরণ করে বলবে, তুমি ইলা মৈত্রাবরুণী. বীর! তুমি বীর পুত্র প্রসব করেছ। তুমি আমাদের বীরবান করেছ। তুমি বীরবতী হও। এই শিশুর বিষয়ে লোকে এই রূপ বলে—তুমি পিতাকে অতিক্রম করেছ, পিতামহকেও অতিক্রম করেছ। যে এই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে সে স্ত্রী যশ ও ব্রহ্মতেজে সম্পন্ন হয়ে পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

সন্তান শিষ্য ও পরম্পরা

এর পর গুরু শিষ্য পারম্পর্য বলা হয়েছে। আদিত্য থেকে প্রাপ্ত এই শুক্ল যজুঃসমূহ বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার। ওঁ শান্তি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ সমাপ্ত

অথর্ব বেদীয় উপনিষৎ

১. প্রশ্ন

অবতারণা

অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ। উপনিষদের সংখ্যা অনেক হলেও প্রধান হল তিনটি : প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। প্রশ্ন উপনিষদ অথর্ব বেদেব পৈপ্পলাদ শাখর অন্তর্গত।

সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়নী, কৌশল্য, ভার্গব ও কবন্ধী—এই ছয়জন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আচার্য পিপ্পলাদের নিকটে এসে ছয়টি প্রশ্ন করেছিলেন। পিপ্পলাদ এই উপনিষদে প্রশ্নগুলির মীমাংসা করে দিয়েছিলেন বলে উপনিষদের নাম হয়েছে প্রশ্ন। এটি ছয়টি প্রশ্নে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রশ্নগুলি এই রকম :

১. জীবের জন্ম কোথা থেকে ?
২. কোন্ দেবতারা জীবের দেহ ধারণ করেন ও প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে কে প্রধান ?
৩. প্রাণের জন্ম কোথা থেকে, কী ভাবে জীবের দেহে আসে ও উৎক্রমণ করে ?
৪. এই পুরুষে কে ঘুমোয়, কে জেগে থাকে, স্বপ্ন দেখে কে ?
৫. ওঙ্কারের উপাসনায় কী লাভ হয় ?
৬. ষোড়শ কলার উদ্ভব ও গতি কী ?

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে প্রাণের উপাসনার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম চারটি প্রশ্নের উত্তরে প্রাণের মাহাত্ম্য বলবার পরে একটি আখ্যায়িকার সাহায্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য বর্ণনা। এই পর্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আলোচনা না হলেও ব্রহ্ম জীব ও জগতের সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত। শেষ প্রশ্নের উত্তরেই ষোড়শ কলাযুক্ত পুরুষের কথা বলা হয়েছে।

তাঁকে পেতে দূরে কোথাও যেতে হবে না, তিনি আছেন সবার হৃদয়ে প্রাণের প্রাণ হয়ে। ষোড়শ কলায় সমন্বিত হয়ে তিনিই নিজেকে জীব ও জগৎ রূপে অভিব্যক্ত করছেন।
উপনিষদখানি মূলত গদ্যে রচিত। স্থানে স্থানে কয়েকটি শ্লোক আছে। মুণ্ডক উপনিষদের সঙ্গে এর বিষয়বস্তুর এবং কেন উপনিষদের প্রাণ সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকার সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করার মতো।

গ্রন্থারম্ভ

দেবগণ, আমি যেন আমার কান দিয়ে কল্যাণের কথা শুনি, চোখ দিয়ে দেখি মঙ্গলময় বস্তু। স্থির ও দৃঢ় শরীরে তোমাদের স্তুতি করে যেন দেবহিত আয়ু লাভ করি। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

প্রথম প্রশ্ন

ভরদ্বাজের পুত্র সুকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, গর্গবংশজাত সৌর্যায়নী, অশ্বলপুত্র কৌসল্য, বিদর্ভদেশেজাত ভৃগুপুত্র ভার্গব ও কত্যপুত্র কবন্ধী ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। পরব্রহ্মের তত্ত্ব জানবার জন্য পূজনীয় আচার্য পিপ্পলাদই সমস্ত বলবেন ভেবে তাঁরা যজ্ঞের সমিধ হাতে তাঁর নিকটে উপস্থিত হলেন। সেই ঋষি তাঁদের বললেন, তোমরা পুনরায় তপস্যা ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধা নিয়ে এক বৎসর গুরু গৃহে বাস কর, তার পর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন কোরো। আমার জানা থাকলে তোমাদের সবই বলব। এক বৎসর অতীত হবার পর কত্যপুত্র কবন্ধী ঋষির নিকটে এসে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, কোথা থেকে এই সব প্রাণী জন্ম লাভ করে?
পিপ্পলাদ তাঁকে বললেন, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করবার জন্য তপস্যা করে রয়ি ও প্রাণ এই মিথুন উৎপাদন করলেন এবং ভাবলেন যে এরাই তাঁর বহু প্রকারের প্রজা উৎপাদন করবে। আদিত্যই প্রাণ, রয়িই চন্দ্র। মূর্ত ও অমূর্ত সমস্তই রয়ি। অমূর্ত থেকে পৃথক যে মূর্ত রূপ, সেই মূর্তিই রয়ি। সূর্য যে পূর্ব দিকে উদিত হন, তাতে তিনি পূর্ব দিকের সমস্ত প্রাণকে নিজের রশ্মির সন্নিহিত করে নেন। তারপর তিনি দক্ষিণ-

পশ্চিম উত্তর নিম্ন উর্ধ্ব ও অন্যান্য দিক এবং জগতের সবকিছু প্রকাশিত করে সমস্ত প্রাণকে নিজের রশ্মিতে সঞ্জীবিত করেন। সেই সর্ব জীবাত্মক বিশ্বরূপ প্রাণ ও অগ্নি উদিত হচ্ছেন। ঋক্ মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে, সহস্র রশ্মিমান, শতধা হয়ে বর্তমান, প্রজাদের প্রাণ সূর্য উদিত হচ্ছেন। জ্ঞানীকে সূর্যকে বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতবেদ, সকলের আশ্রয়, একমাত্র জ্যোতি ও তাপদাতা বলে জানেন। সংবৎসরই প্রজাপতি, দক্ষিণ ও উত্তর তাঁর দুই অযন। 'তাতা করলাম' এই মনে করে যাঁরা নিয়ত ইষ্ট ও পূর্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা চন্দ্রলোক জয় করেন এবং নিশ্চয়ই পৃথিবীতে ফিবে আসেন। এই জন্য যে ঋষিরা সন্তান কামনা করেন, তাঁরা দক্ষিণ মার্গ প্রাপ্ত হন। ইহাই রয়ি এবং পিতৃযান নামে অভিহিত। অন্য লোকেরা তপস্যা ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যায় সূর্যরূপ আত্মাকে অন্বেষণ করে উত্তব মার্গে আদিত্যকে জয় করেন। এই আদিত্যই সমস্ত প্রাণের আশ্রয়, অমৃত অভয়, পরম গতি এবং এখান থেকে জীব ফিরে আসে না। ইহাই নিরোধ অর্থাৎ এখানেই ভ্রমণের নিবৃত্তি। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে - কালবিদ্‌রা আদিত্যকে পঞ্চ পাদযুক্ত, দ্বাদশ আকৃতি বিশিষ্ট, দ্যুলোকের পরার্ধে অবস্থিত, জলবর্ষণকারী পিতা বলেছেন। অন্য কালবিদ্‌রা বলেন, উর্ধ্বদেশে সাতটি চক্র ও ছয়টি অর বিশিষ্ট রথে স্থিত বিচক্ষণ আদিত্যে এই জগৎ অর্পিত। মাসও প্রজাপতি। এর কৃষ্ণপক্ষ রয়ি এবং শুক্লপক্ষ প্রাণরূপী আদিত্য। এই জন্য প্রাণদর্শী ঋষিরা শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন, অন্যেরা যজ্ঞ করেন কৃষ্ণপক্ষে। অহোরাত্রও প্রজাপতি। দিন এব প্রাণ এবং রাত্রি রয়ি। তাই যারা দিনে রতিক্রিয়া করে তারা প্রাণকে দেহ থেকে ক্ষয় করে এবং ঋতুকালে রাতে রতিক্রিয়া ব্রহ্মচর্যেরই মতো। অন্নই প্রজাপতি। অন্ন থেকে রেত উৎপন্ন হয় এবং তা থেকেই প্রজার উৎপত্তি। এই জন্য যে গৃহস্থ প্রজাপতি ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তারা মিথুন উৎপাদন করেন। যাঁদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য অটুট আছে এবং সত্যনিষ্ঠ ও সত্য আচারী বলে খ্যাত, তাঁদেরই এই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ পিতৃযানরূপ চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। আর যাঁদের মধ্যে কুটিলতা নেই, নেই মিথ্যা ও মিথ্যাচরণে অনু-

রাগ এবং মায়া, তাদের জন্য সেই বিমল ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দেবযানরূপ আদিত্যলোক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

এর পর বিদর্ভ দেশীয় ভার্গব প্রশ্ন করলেন, ভগবন, কজন দেবতা প্রাণ শরীরকে ধারণ করেন? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ভেদে বিভক্ত দেবতাদের মধ্যে কারা এই শরীরে মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এবং এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ঋষি তাঁকে বললেন, এই দেবতা, আকাশ ও বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্ মন চক্ষু ও কর্ণ—এঁরা নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ করে স্পর্ধা সহকারে বললেন, আমরাই এই দেহের ইন্দ্রিয়দের ধারণ করে আছি। মুখ্য প্রাণ তাঁদের বললেন, মোহগ্রস্ত হয়ে বৃথা অভিমান কোরো না, আমিই নিজেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে এই দেহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করি। কিন্তু তাঁরা এই কথায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন না। তাই মুখ্য প্রাণ যেন অভিমান বশে ঊর্ধ্বে উঠতে উদ্যত হলেন। তিনি শরীর থেকে নির্গত হবার চেষ্টা করতেই অন্য সকলেও তাই করতে উপক্রম করলেন এবং তিনি স্থির হলেই অন্য সকলেও স্থির হলেন। এ যেন মধুকর রাজকে উৎক্রান্ত হতে দেখে সমস্ত মক্ষিকার উড়তে আরম্ভ করা এবং তাকে স্থির হতে দেখেই সবার সুস্থির হওয়া। বাক মন চোখ ও কানও এই রকম। তাঁরা প্রীত হয়ে প্রাণের স্তব করতে লাগলেন।—ইনি অগ্নিরূপে তাপ দেন, সূর্যরূপে প্রকাশ করেন, মেঘরূপে বর্ষণ করেন এবং ইন্দ্ররূপে প্রজা পালন করেন। ইনিই বায়ু, পৃথিবী ও রয়ি। ইনিই সৎ ও অসৎ এবং ইনিই অমৃত। রথচক্রের নাভিতে অরের মতো সবই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। ঋক্ যজু ও সামবেদ, যজ্ঞ. ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—এ সবও প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত।

তুমি প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর, মাতা পিতার প্রতিরূপ হয়ে জন্ম নাও। হে প্রাণ, তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হয়ে সবার শরীরে বাস কর। তাই মানুষ ও প্রাণীরা চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পথে তোমাকে

উপহার দেয়। দেবতাদের জন্য যজ্ঞীয় দ্রব্যের তুমি শ্রেষ্ঠ বাহক, পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের তুমি প্রথম প্রাপক, তুমি ঋষিদের আচরিত সত্য ও অনিরস ঋষিদের মধ্যে অথর্বা। হে প্রাণ, তুমি ইন্দ্র, তেজে তুমি রুদ্র। তুমি সবার রক্ষক হও, অন্তরীক্ষে বিচরণ কর। তুমিই জ্যোতিষ্কদের পতি সূর্য। হে প্রাণ, তুমি যখন মেঘ হয়ে বর্ষণ কর, তখন তোমার এই প্রজারা ইচ্ছানুরূপ অন্ন হবে ভেবে আনন্দে অবস্থান করে। হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারহীন। তুমি একর্ষি নামে অগ্নিরূপে যজ্ঞীয় হবির ভোক্তা, বিশ্বের সৎপতি। আমরা তোমার ভোজ্যবস্তু দান করি। মাতরিশ্বা, তুমি আমাদের পিতা। তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, যা চোখে ও কানে এবং মনেও ব্যপ্ত আছে, তাকে মঙ্গলময় কর। এ সমস্তই প্রাণের অধীন। স্বর্গে যা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাও প্রাণেরই অধীন। মাতার মতো পুত্রদের রক্ষা কর, আমাদের জন্য বিধান কর শ্রী ও প্রজ্ঞা।

তৃতীয় প্রশ্ন

এর পর অশ্বলের পুত্র কৌসল্য তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, প্রাণ কোথা থেকে জন্মলাভ করে, কী ভাবে এই শরীরে আসে, নিজেকে বিভক্ত করে কী ভাবে এই দেহে অবস্থান করে, কী ভাবে এই দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয় এবং কী ভাবে বাহ্য ও অধ্যাত্ম বিষয়কে ধারণ করে?

ঋষি তাঁকে বললেন, তুমি অতি কঠিন প্রশ্ন করেছ। তুমি অতিশয় ব্রহ্মপরায়ণ, তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আত্মা থেকেই প্রাণ জন্মলাভ করে। ছায়া যেমন পুরুষের দেহ আশ্রয় করে থাকে, তেমনি প্রাণ ও আত্মার আশ্রিত এবং মনের সঙ্কল্প দ্বারাই তা এই শরীরে আসে। এই সব গ্রামে অধিষ্ঠিত থাকো বলে সম্রাট যেমন অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন, তেমনি এই প্রাণও অন্যান্য প্রাণ বা ইন্দ্রিয়দের পৃথক ভাবে স্থাপন করে। এই মুখ্য প্রাণ অপান বায়ুকে পায়ু ও উপস্থে নিযুক্ত করেন, নিজে মুখ ও নাকের পথে বিচরণ করে চোখ ও কানে

অবস্থান করেন। প্রাণ ও অপানের মধ্য ভাগে অর্থাৎ নাভিদেশে অবস্থিত সমান। এই সমান বায়ুই জঠরাগ্নিতে আহুত অন্নের সমতা আনে এবং তা থেকে শত রকমের শিখার উৎপত্তি হয়। আত্মা হৃদয়ে বাস করেন। এই হৃদয়ে একশো এক নাড়ী আছে। তাদের এক একটিতে এক একশো করে শাখা নাড়ী আছে। প্রতিটি শাখা নাড়ী আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখায় বিভক্ত। সমস্ত নাড়ী ও তাদের শাখা প্রশাখায় বিচরণ করে ব্যান বায়ু। আর একটি নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্না দিয়ে উর্ধ্ব-গামী হয়ে উদান বায়ু পুণ্যের ফলে পুণ্যেলোকে ও পাপের ফলে পাপ-লোকে এবং এই দুয়ের ফলে জীবকে মনুষ্যলোকে নিয়ে যায়। সূর্যই বাহ্য প্রাণ। এই সূর্য চোখে অধিষ্ঠিত প্রাণকে অনুগৃহীত করে উদিত হন। পৃথিবীতে যে দেবতা অধিষ্ঠিত, তিনি অপান বায়ুকে অবরুদ্ধ করে বিদ্যমান আছেন। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশ, সেই আকাশের বায়ুই সমান এবং ব্যান হল সাধারণ বাহ্য বায়ু। উদান বাহ্য তেজ। সেই জন্য উপশান্ত তেজ পুরুষ শরীর ত্যাগের পর মনে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে পুনর্জন্ম লাভ করে. সেই সময়ে চিত্তের যে অবস্থা হয়, সেই ভাবেই জীব প্রাণকে আশ্রয় করে। তেজের দ্বারা প্রাণ উদান বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মার সঙ্গে মেলে এবং পাপপুণ্য অনুসারে যথা সঙ্কল্পিত লোকে নিয়ে যায়। যে বিদ্বান ব্যক্তি প্রাণকে এই ভাবে জানেন, তাঁর সন্তানক্ষয় হয় না এবং তিনি অমৃত হন। এই বিষয়ে শ্লোক আছে—প্রাণের উৎপত্তি, শরীরে আগমন, দেহে অবস্থান, পাঁচ প্রকারে প্রভুত্ব, অধ্যাত্ম ও ও বাহ্য অবস্থান জেনেই বিদ্বান ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন।

চতুর্থ প্রশ্ন

তারপর সৌর্যের পুত্র গার্গ্য তাঁকে প্রশ্ন করলেন. ভগবন, এই পুরুষ দেহে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রা যায়, কারা জেগে থাকে এবং স্বপ্ন দেখে. কে, কার সুখ হয় এবং কোন্ দেবতায় সকলে প্রতিষ্ঠিত ?

তিনি তাঁকে বললেন, হে গার্গ্য, অস্তগামী সূর্যের সমস্ত রশ্মি যেমন তাঁর তেজমণ্ডলে এক হয় এবং সূর্যোদয়ের সময়ে পুনরায় তা চতুর্দিকে বিকীর্ণ

হয়, তেমনি স্বপ্নের সমস্ত ইন্দ্রিয় তাদের পরম দেবতা মনে এক হয়। তাই সেই পুরুষ তখন শোনে না, দেখে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দ অনুভব করে না এবং কিছু ত্যাগও করে না। লোকে বলে যে তিনি নিদ্রা গেছেন। দেহের পুরে প্রাণাগ্নিই জাগ্রত থাকে। অপান বায়ুই গার্হপত্য নামক অগ্নি, ব্যাস বায়ুই অন্বাহার্য পচন অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি এবং গার্হপত্য অগ্নি থেকে পৃথক ভাবে গৃহীত হয় বলে আহরণীয় অগ্নিই প্রাণ। শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ দুই আহুতি শরীরের সমতা রক্ষা করে বলে সমান বায়ু হোতা স্থানীয়, মন যজমান এবং উদান যজ্ঞফল। কারণ উদান বায়ুই মনরূপ যজমানকে প্রতি দিন সুষুপ্তি কালে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়। এই দেবতা মন স্বপ্নে মহিমা অনুভব করেন। জাগ্রত অবস্থায় যা-যা দেখা গেছে, পুনরায় তাই দেখেন। যা শোনা গেছে, তাই শোনেন। দেশান্তরে ও দিগন্তরে যা অনুভূত হয়েছে, তাই যেন বারে বারে অনুভব করেন। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ—এ সমস্তই দর্শন করেন এবং সর্বাত্মক হয়ে সমস্তই দেখেন। সেই মন তখন তেজে অভিভূত হন, সেই সুষুপ্তির সময়ে এই দেবতা স্বপ্ন দেখেন না। সেই সময় এই দেহে সুষুপ্তিজাত সুখ অনুভূত হয়। হে সৌম্য, পাখিরা যেমন আবাস বৃক্ষের দিকে ফিরে চলে, তেমনি সব কিছুই এসে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা, জল ও জলমাত্রা, তেজ ও তেজমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা, আকাশ ও আকাশ-মাত্রা, চক্ষু ও দ্রষ্টব্য, শ্রোত্র ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণ ও ঘ্রাতব্য, রস ও আস্বাদনের বিষয়, ত্বক্‌ ও স্পর্শের বিষয়, বাক্‌ ও বক্তব্য, হস্ত ও গ্রহীতব্য, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়, পায়ু ও ত্যক্তব্য বস্তু, পাদ ও গন্তব্য স্থল, মন ও মননীয় বিষয়, বুদ্ধি ও বোধের বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত চেতব্য বিষয়, তেজ ও প্রকাশের বিষয়, প্রাণ ও তার ধারণীয় বিষয়—এ সমস্তই অক্ষর পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। ইনিই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা ও বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। তিনিই শ্রেষ্ঠ অক্ষর আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। সৌম্য, যিনি সেই ছায়াহীন, অশরীরী, অলোহিত, শুভ্র অক্ষরকে জানেন, তিনি পরম অক্ষরকেই প্রাপ্ত হন। সৌম্য, যিনি

এঁকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বস্বরূপ হন। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে।—সৌম্য, বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণসমূহ ভূতবর্গ সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে যে অক্ষরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন সমস্ত বস্তুতে প্রবেশ করেন। ইতি।

পঞ্চম প্রশ্ন

তারপর শিবির পুত্র সত্যকাম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, মানুষের মধ্যে যিনি অন্তকাল পর্যন্ত সেই ওঙ্কারের ধ্যান করেন, তিনি তার দ্বারা কোন্ লোক জয় করেন?

পিপ্পলাদ তাঁকে বললেন, সত্যকাম, ওঙ্কারই প্রসিদ্ধ পর ও অপর ব্রহ্ম বলে বিদ্বান ব্যক্তি এই ওঙ্কার অবলম্বন করেই তাঁদের একজনের অনুগমন করেন। যদি তিনি সর্বদা এক মাত্রার ধ্যান করেন, তবে তিনি তাঁর দ্বারাই সংবোধিত হয়ে শীঘ্র পৃথিবীতে জন্মলাভ করেন। ঋক্ মন্ত্রই তাঁকে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। সেখানে তিনি তপস্যা ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে মহিমা অনুভব করেন। আর যদি তিনি দ্বিমাত্রার ধ্যান করেন, তাহলে তিনি মনে সম্পন্ন হন অর্থাৎ আত্মভাব প্রাপ্ত হন। যজুর্বেদ তাঁকে অন্তরীক্ষে সোমলোকে উন্নীত করে। সেখানে তিনি বিভূতি অনুভব করে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন। কিন্তু যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত ওম্ অক্ষরে পরম পুরুষকে অভিধ্যান করেন, তিনি জ্যোতির্ময় সূর্য সম্পন্ন হন। সাপ যেমন খোলস মুক্ত হয়, তেমনি করে তিনিও পাপমুক্ত হন। সামের দ্বারা তিনি ব্রহ্ম লোকে উন্নীত হন এবং সেখানে তিনি জীবসমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সর্ব শরীরে অনুপ্রবিষ্ট পরম পুরুষকে দর্শন করে। এ বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে।—

ওঙ্কারের তিন মাত্রা পৃথক ভাবে প্রযুক্ত হলে মৃত্যুর বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে যথাযথ প্রযুক্ত হয় এবং জাগৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের ধ্যানে প্রযুক্ত হলে ওঙ্কারতত্ত্বজ্ঞাতা কখনও বিচলিত হন না। ঋক্ মন্ত্রে এই মনুষ্যলোক, যজুর্মন্ত্রে অন্তরীক্ষের চন্দ্রলোক ও সামমন্ত্রে যে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, তা বিদ্বানরা অবগত আছেন।

বিদ্বানরা এই তিন লোক ওঙ্কার অবলম্বন করেই লাভ করেন। যা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও শ্রেষ্ঠ, তাও লাভ করেন।

ষষ্ঠ প্রশ্ন

এর পরে ভরদ্বাজের পুত্র সুকেশা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন, কোমল দেশের রাজপুত্র হিরণ্যলাভ আমার নিকটে এসে এই প্রশ্ন করেছিলেন, ভরদ্বাজ, আপনি কি ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষকে জানেন? আমি এই কুমারকে বললাম, না, আমি এই পুরুষকে জানি না। আমি যদি তাঁকে জানতাম তো তোমাকে বলব না কেন! যে মিথ্যা কথা বলে, সে সমূলে শুকিয়ে যায়। সেই জন্য আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না। তিনি নীরবে রথে আরোহণ করে ফিরে গেলেন। এই পুরুষ কোথায়, আমি আপনাকে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

পিপ্পলাদ তাঁকে বললেন, সৌম্য, যাঁতে এই ষোড়শকলা উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এই শরীরের অভ্যন্তরেই আছেন। তিনি দর্শন অর্থাৎ চিন্তা করলেন, দেহ থেকে কে উৎক্রান্ত হলে আমি উৎক্রান্ত হব এবং কে প্রতিষ্ঠিত থাকলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকব। তিনি প্রাণ সৃষ্টি করলেন, প্রাণ থেকে শ্রদ্ধা। তা থেকে ক্রমে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন। অন্ন থেকে বীর্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম, লোক এবং লোকের নামও সৃষ্ট হল। সমুদ্রের দিকে প্রবহমান নদীরা যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং নাম ও রূপ লোপ পেয়ে তারা সমুদ্র নামেই পরিচিত হয়, তেমনি পুরুষের দিকে গমনোদ্যত সেই পরিদ্রষ্টা পুরুষকে লাভ করে ষোড়শকলাও অন্তর্হিত হয়। তখন নাম রূপ সমস্ত ভেদাভেদ বিনষ্ট হয়ে কেবল পুরুষই অবশিষ্ট থাকেন। এই অবস্থায় সেই বিদ্বান ব্যক্তি কলার অতীত ও অমর হন। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—

যে পুরুষে সমস্ত কলা রথচক্রের নাভিতে অরের মতো প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জানো, যাতে মৃত্যু তোমাদের ব্যথা দিতে না পারে।

পিপ্পলাদ তাঁদের বললেন, আমি এই পর্যন্তই পরব্রহ্মকে জানি। এর

বেশি আর কিছু নেই।

তাঁরা তাঁকে অর্চনা করে বললেন, আপনিই আমাদের পিতা, কারণ আপনি আমাদের অবিদ্যার পরপারে নিয়ে গেলেন। পরম ঋষিদের নমস্কার।

প্রশ্ন উপনিষদ সমাপ্ত

২. মুণ্ডক

অবতারণা

অথর্ব বেদের অনেকগুলি উপনিষদ আছে বলে মনে করা হয়। কেউ বলেন এর সংখ্যা প্রায় দুই শত, কেউ বলেন আটাশ। কিন্তু সাধারণ ভাবে তিনখানি উপনিষদ অথর্ববেদীয় স্বীকৃত। এদের নাম প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। অনেকের মতে এই উপনিষদখানিই শ্রেষ্ঠ বলে মুণ্ড বা মুণ্ডক নামে পরিচিত হয়েছে। আবার কেউ বলেন যে মুণ্ডক নাম মুণ্ডন করা অর্থে মুন্‌ড্‌ ধাতু থেকে গৃহীত অর্থাৎ অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা মুণ্ডন করে বলেই এর নাম মুণ্ডক উপনিষদ। এটি তিনটি মুণ্ডকে বিভক্ত।

শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গিরা পরা ও অপরা বিদ্যার উপদেশ দিচ্ছেন। শৌনক জানতে চেয়েছিলেন, কোন্‌ বিদ্যা জানলে সব কিছুই জানা যায়। এরই উত্তরে অঙ্গিরা বললেন যে বিদ্যা দু রকমের—পরা ও অপরা। যে বিদ্যায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, তার নাম পরা বিদ্যা এবং বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি আর সব বিদ্যার নাম অপরা।

প্রশ্ন উপনিষদের ভাবের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। প্রশ্ন উপনিষদের প্রথম পাঁচটি প্রশ্নে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা নেই, তবে তার আনু-ষঙ্গিক বলা যেতে পারে। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে ষোড়শ কলাযুক্ত পুরুষের কথা খুবই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বেরই বিস্তারিত আলোচনা। এই উপনিষদেই আছে স্বাধীন ভারতের শীলমোহরে গৃহীত মহাবাক্য : সত্যমেব জয়তে।

গ্রন্থারম্ভ

দেবগণ, আমি যেন আমার কান দিয়ে কল্যাণের কথা শুনি, চোখ দিয়ে দেখি মঙ্গলময় বস্তু। স্থির ও দৃঢ় শরীরে তোমাদের স্তুতি করে যেন দেবহিত আয়ু লাভ করি। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

প্রথম মুণ্ডক

বিশ্বের কর্তা, ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদের মধ্যে প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সর্ব বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বকে দান করেছিলেন। ব্রহ্মা অথর্বকে যা বলেছিলেন, অথর্ব তা পুরাকালে অঙ্গিরাকে বলেছিলেন। তিনি তা ভরদ্বাজ বংশের সত্যবহকে বলেছিলেন। ভরদ্বাজ আবার অঙ্গিরাকে সেই পরাবরা বিদ্যা দান করেছিলেন। মহা গৃহস্থ শৌনক যথাবিধি অঙ্গিরার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, কী জানলে এই সমস্তই জানা যায়?

তিনি তাঁকে বললেন, ব্রহ্মবিদরা বলেন যে পরা ও অপরা এই দুটি বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। এদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এরা অপরা বিদ্যা। আর যার দ্বারা অক্ষরকে জানা যায়, তারই নাম পরাবিদ্যা। সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, কারণহীন রূপহীন, চক্ষু-কর্ণ-হস্ত-পদ-বর্জিত, নিত্য, বিভু, সর্বগত, অতি সূক্ষ্ম ও ভূত সমূহের উৎপত্তির কারণ—সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জ্ঞানীরাই দর্শন করেন। মাকড়শা যেমন নিজের দেহ থেকে তন্তু উৎপাদন করে পুনরায় তা নিজের দেহেই গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধি উৎপন্ন হয়, অথবা জীবিত পুরুষের দেহ থেকে যেমন কেশ ও লোম জন্মে, তেমনি অক্ষয় ব্রহ্ম থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি। তপস্যায় ব্রহ্ম বিস্তার লাভ করেন। তা থেকে অন্ন। অন্ন থেকে প্রাণ, মন, সত্য ও লোক হয় এবং কর্ম থেকে অমৃত। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ, তপস্যা যাঁর জ্ঞানময়, তাঁর থেকেই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন্ন জন্মায়।

এইটি সেই সত্য। জ্ঞানীরা মন্ত্রে যে সব কর্ম দেখেছেন, সেই সব তিন বেদে বহু প্রকারে বিস্তৃত হয়েছে। তোমরা সত্য কামনা করে নিয়ত সে

সবের আচরণ কর। সুকৃতির লোকের জন্যই এই পথ। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে শিখা যখন লেলিহান হয়, তখনই আজ্য ভাগের মধ্যে আহুতি দেবে। যার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ বিরতি এবং আগ্রয়ণ কর্মবর্জিত যাতে অতিথি সেবা নেই, যাতে সময়ে হোম ও বৈশ্বদের কর্ম অনুষ্ঠিত হয় না, অবিধিপূর্বক আহুতকেই অগ্নিহোত্রাদি যজমানের সপ্তলোক বিনষ্ট করে। কালী করালী মনোজবা ও সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী ও দীপ্তিশালী বিশ্বরুচী—অগ্নির এই সাতটি লেলিহান জিহ্বা। এই সব প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাতে যথাকালে যিনি অগ্নিহোত্রাদি আচরণ করেন, সেই সব আহুতি সূর্যরশ্মি হয়ে তাঁকে গ্রহণ করে যেখানে দেবতাদের একমাত্র অধিপতি ইন্দ্র বাস করেন সেখানেই নিয়ে যায়। আসুন আসুন, এই আপনাদের স্বকৃত পবিত্র ব্রহ্মলোক, এই রকম প্রিয় বাক্য বলতে বলতে এবং অর্চনা করতে করতে সেই সব দীপ্তিময় আহুতি সূর্যের রশ্মিযোগে যজমানকে বহন করে। যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নিকৃষ্ট ধর্ম বিহিত হয়েছে, তারা বিনাশী ও অনিত্য এবং তাদের সম্পাদিত কর্মফলের সহিত বিনষ্ট হয়। তাই যে সব মূঢ়লোক এই কর্মকে শ্রেয়ো বলে সমাদর করে, তারা পুনঃপুনঃ জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। যারা অবিদ্যার অন্তরে বর্তমান, এবং নিজেদের জ্ঞানী ও পণ্ডিত মনে করে গৌরব বোধ করে এই রকম মূঢ় ব্যক্তিরা জরা-রোগ ও অনর্থে পীড়িত হয় এবং অন্ধ পরিচালিত অন্ধের ন্যায় বিভ্রান্ত হয়ে ইতস্তত বিচরণ করে। বালকের মতো অজ্ঞ লোকেরা নানা প্রকার অজ্ঞানতার মধ্যে থেকেও অহঙ্কারবশত মনে করে যে তারাই কৃতার্থ। কর্মীরা কর্মফলে আসক্তির জন্য প্রকৃতিতত্ত্ব জানে না বলে কর্মফলের ভোগ শেষ হলেই দুঃখার্ত হয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হয়। প্রমূঢ় ব্যক্তিরা ইষ্টাপূর্ত কর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে বলে আর কোনও শ্রেয়ো জানে না। তারা স্বর্গে পুণ্যফল ভোগ করে মনুষ্যলোকে অথবা হীনতর লোকে প্রবেশ করে। যে সব শান্ত বিদ্বান লোক ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করে অরণ্যে তপস্যা ও শ্রদ্ধা নিয়ে বাস করেন, তাঁরা বিরজ হয়ে সূর্য দ্বার দিয়ে সেখানেই যান, যেখানে সেই অমৃত ও অধ্যায়াত্মা পুরুষ আছেন। কর্মার্জিত লোক

পরীক্ষা করে ব্রাহ্মণ নির্বেদ অবলম্বন করবেন। কারণ কর্মের অনুষ্ঠান দিয়ে অকৃত লাভ হয় না। সেই বিজ্ঞান লাভের জন্য সমিধ হাতে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাবে। সেই বিদ্বান গুরু সম্যক প্রশান্তচিত্ত ও শমান্বিত সেই আগন্তুককে যে ব্রহ্ম বিদ্যায় সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায় সেই বিদ্যা যথাযথ রূপে বলবেন।

দ্বিতীয় মুণ্ডক

সেই অক্ষর পুরুষই সত্য। সুদীপ্ত অগ্নি থেকে যেমন তারই অনুরূপ সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, হে সৌম্য, ঠিক তেমনি করে অক্ষর পুরুষ থেকেও নানাবিধ জীব জন্মায় ও তাঁতেই বিলীন হয়। সেই দিব্য পুরুষ অমূর্ত, অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র এবং স্থূল প্রকৃতি হতে শ্রেষ্ঠ যে অব্যাকৃত প্রকৃতি বা অক্ষর, তা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ থেকে প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল এবং বিশ্বের ধারিণী পৃথিবী-ও উৎপন্ন হয়। অগ্নি এবং মূর্ধা চন্দ্র ও সূর্য দুই চক্ষু, দিক কর্ণ, বিবৃত বেদবাক্য, বায়ু, প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব এক পদদ্বয় পৃথিবী—ইনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। সূর্য যার সমিধ, সেই অগ্নি এই পুরুষ থেকেই জাত। সোম থেকে পর্জন্য এবং তা থেকে পৃথিবীতে ওষধি জন্মে। পুরুষ স্ত্রীতে বীর্যপাত করে এবং তা থেকে বহু প্রজা উৎপন্ন হয়। সেই পুরুষ থেকে ঋক্, সাম, ও যজুর্বেদ, দীক্ষা, সমস্ত যজ্ঞ, সযূপ যজ্ঞ এবং দক্ষিণা, সংবৎসর, যজ্ঞকর্তা ও লোকসমূহ জাত হয়। এই সব লোক চন্দ্র পবিত্র করেন ও তাতে তাপ দেন সূর্য। সেই পুরুষ থেকেই বহুধা দেবতা সমুৎপন্ন হয়েছেন। সাধ্য, মনুষ্য, পশু ও পক্ষী, প্রাণ ও অপান, ব্রীহি ও যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা ও সত্য, ব্রহ্মচর্য ও বিধি উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর থেকেই সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হয়। সপ্ত শিখা, সপ্ত সমিধ, সপ্ত হোম এবং সপ্তলোক, যেখানে প্রাণীভেদে সাত সাতটি শরীরাশ্রিত ইন্দ্রিয় নিহিত হয়েছে—এ সবও তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর থেকেই সমস্ত সমুদ্র ও পর্বত উদ্ভূত হয়েছে। সর্বরূপ নদী প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত ওষধি এবং রস উৎপন্ন হয়েছে। সেই রসের দ্বারাই

এই অন্তরাত্মা ভূতবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেন। এই পুরুষই এই বিশ্ব, কর্ম ও তপস্যা। যিনি এই পরম অমৃত ব্রহ্মকে হৃদয়ে নিহিত বলে জানেন, হে সৌম্য, তিনি ইহলোকেই অবিদ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করেন।
যে ব্রহ্ম প্রকাশমান, জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, গুহাচর নামধারী ও সর্বভূতের মহান আশ্রয়, তাঁতে গতিশীল, প্রাণচঞ্চল, নিমেষযুক্ত ও নিমেষরহিত—সব কিছুই সমর্পিত আছে। যে ব্রহ্ম সৎ ও অসৎ, বরেণ্য, বরিষ্ঠ, জীবের বিজ্ঞানের অতীত, তাঁকে তোমরা জানো। যিনি দীপ্তিমান অণু হতেও অণু, যাঁতে এই লোক ও তার অধিবাসীরা নিহিত, তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ, বাক্ ও মন, তিনিই সত্য ও অমৃত। হে সৌম্য, তাঁকেই বিদ্ধ করতে হবে বলে জেনো। উপনিষদে উক্ত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করে উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করবে। সৌম্য, ধনু আকর্ষণ করে তদ্‌ভাবগত চিত্তে লক্ষ্য সেই অক্ষর ব্রহ্মকেই ভেদ কর। প্রণবই ধনু, আত্মাই শর, এবং ব্রহ্মকে তার লক্ষ্য বলা হয়। অপ্রমত্ত হয়ে সেই লক্ষ্যকে ভেদ করতে হবে। তারপর শরের মতো তন্ময় হবে। দ্যুলোক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত প্রাণের সঙ্গে মন যাঁতে ওতপ্রোত হয়ে আছে, সেই এক আত্মাকেই জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর। ইনিই অমৃতের সেতু। রথ নাভিতে অরের মতো যে হৃদয়ে নাড়ী সংপ্রবিষ্ট আছে, সেই হৃদয়ের অন্তর্দেশে বহুধা প্রকাশমান হয়ে এই আত্মা বিচরণ করছেন। সেই আত্মাকে ওম্ ভেবে ধ্যান কর। অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হবার জন্য তোমাদের মঙ্গল হোক। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ, পৃথিবীতে যাঁর এই মহিমা, সেই আত্মাই জ্যোতির্ময় ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ হৃদয়ের আকাশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মনোময় প্রাণ ও শরীরের সেতুর হৃদয়ে সন্নিহিত থেকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধীর ব্যক্তিরা বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে পরিপূর্ণভাবে দেখেন। তিনি আনন্দরূপ অমৃতরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।—
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরয় আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভসতি ॥ ২।২।৮
সেই পরাবর ব্রহ্মের দর্শন হলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়ে সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং দ্রষ্টার সমস্ত কর্মও ক্ষয় হয়। আত্মবিদ বিদ্বানরা জানেন যে শ্রেষ্ঠ হিরণ্ময় কোশে বিরজ নিষ্কল ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। তিনি শুভ্র

এবং জ্যোতিরও জ্যোতি। সেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না। চন্দ্র তারকারাও না। বিদ্যুতেরও দীপ্তি নেই, অগ্নি কী ভাবে দীপ্তি পাবে? দীপ্তিমান তাঁর অনুগত থেকেই দীপ্তি পায়। তাঁর দীপ্তিতেই সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে। এই অমৃত ব্রহ্ম পুরোভাগে অবস্থিত, পশ্চাতেও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই উত্তর ও দক্ষিণে, উর্ধ্বে ও নিম্নে বিস্তৃত হয়ে আছে। এই জগৎই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম।

তৃতীয় মুণ্ডক

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৩।১।১

একজোড়া সখ্য ভাবাপন্ন সুন্দর পাখি একই বৃক্ষে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে। তাদের একটি স্বাদু পিপ্পল ফল খাচ্ছে, অন্যটি তা না খেয়ে শুধু দেখছে। পুরুষ সেই একই বৃক্ষে নিমগ্ন হয়ে নিজেকে শক্তিহীন ভেবে মুহ্যমান হয়ে শোক করে, যখন অন্যে যোগী-সেবিত ঈশ্বরকে দেখে এবং তাঁর মহিমা জেনে বীতশোক হয়। দ্রষ্টা যখন এই উজ্জ্বলবর্ণ কর্তা ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন এই বিদ্বান পুণ্যপাপ মুক্ত হয়ে নিরঞ্জন পরম সাম্য লাভ করেন। যিনি সর্বভূতের দ্বারা প্রকাশিত হন, তিনিই প্রাণ। বিদ্বান তাঁকে জেনে অতিবাদী হন না, তিনি আত্ম-ক্রীড়, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান হন। ব্রহ্মবিদদের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ। ক্ষীণ-দোষ যতিরা যাঁকে দর্শন করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুভ্র আত্মাকে শরীরের অভ্যন্তরেই সম্যক জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা নিত্য লাভ করা যায়।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৩।১।৬

সত্যই জয় লাভ করে, অনৃত নয়। বিস্তীর্ণ দেবযান পথ সত্যেই লাভ করা যায়। যেখানে সত্যের পরম নিধান আছে, আপ্তকাম ঋষিরা সেই পথেই সেখানে যান। সেই ব্রহ্ম বৃহৎ দিব্য অচিন্ত্যরূপ। তিনি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর রূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর থেকে সুদূরে, আবার এই দেশেই অতি নিকটে আছেন। দ্রষ্টার নিকটে এই গুহাতেই নিহিত

আছেন। চোখ দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করা যায় না, বাক্যের দ্বারাও না। তিনি অন্য দেবতা বা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নন। তপস্যা বা কর্ম দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের প্রসাদে যাঁর সত্ত্ব বিশুদ্ধ, তিনিই ধ্যানের সময় সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে দেখতে পান।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৩।১।৮

যে শরীরে প্রাণবায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবিষ্ট আছে, সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে চিত্ত দিয়ে জানতে হবে। এই আত্মার দ্বারাই জীবের চিত্ত ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই চিত্ত বিশুদ্ধ হলেই আত্মা প্রকাশিত হন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব পুরুষ যে যে লোক পাবার জন্য মনে মনে সংকল্প করেন এবং যে সব কাম্যবস্তু পেতে চান, তিনি সেই সেই লোক জয় করেন ও কাম্য বস্তুও পান। এই জন্যই কল্যাণকামী ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞের অর্চনা করবেন।

যাঁতে বিশ্ব নিহিত আছে, যিনি শুভ্র ও প্রকাশমান, আত্মজ্ঞ পুরুষ সেই পরম ধাম ব্রহ্মকে জানেন। যে নিষ্কাম ধীর ব্যক্তিরা সেই পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁরা এই শুক্রজাত দেহ অতিক্রম করেন। যে কাম্য বস্তুর চিন্তা করে তা কামনা করে, তার সেই কামনার দ্বারা সেই সব স্থানে জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু যাঁরা আপ্তকাম ও কৃতাত্মা, তাঁদের সমস্ত কামনা ইহলোকেই বিলুপ্ত হয়।

নায়মাত্মা প্রবচলেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম ॥ ৩।২।৩

এই আত্মা প্রবচনে লাভ হয় না, মেধাতেও না। বহু শাস্ত্র শুনেও তা লাভ হয় না। ইনি যাঁকে বরণ করেন, তিনিই এঁকে লাভ করেন। তাঁর নিকটেই এই আত্মা নিজের রূপ প্রকাশ করেন।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।

এতৈরুপায়ৈর্যততে বস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৩।২।৪

এই আত্মা বলহীনের লভ্য নয়, প্রমাদেও লাভ করা যায় না এবং লিঙ্গরহিত তপস্যাতেও তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে বিদ্বান এই সব

উপায়ে যত্ন করেন তাঁর আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে। ঋষিরা এঁকে পেয়ে জ্ঞান তৃপ্ত কৃতাত্মা বীতরাগ ও প্রশান্ত হন। সেই ধীর ব্যক্তিরা সমাহিত চিত্তে সর্বত্রগামী ব্রহ্মকে সর্বত্র পেয়ে সর্বাত্মক ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। বেদান্ত বিজ্ঞানে যাঁদের অর্থ সুনিশ্চিত হয়েছে এবং সন্ন্যাস-যোগে যাঁরা শুদ্ধ সত্ত্ব হয়েছেন, সেই সব যতি জীবিত কালেই ব্রহ্মভূত ও দেহত্যাগের পর ব্রহ্মালোক পেয়ে মুক্তিলাভ করেন। তাঁদের প্রাণাদি পঞ্চদশ কলা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা বা কারণে বিলীন হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ দেবতায় প্রবেশ করে। সমস্ত কর্ম বিজ্ঞানময় আত্মা এই সব অব্যয় পরব্রহ্মে একত্ব লাভ করে। প্রবহমান নদীরা যেমন নাম ও রূপ ত্যাগ করে সমুদ্রে অস্ত যায়, তেমনি বিদ্বানও নামরূপ মুক্ত হয়ে পরাৎ-পর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন। যিনিই এই পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম হন। এঁর কুলে কেউ অব্রহ্মবিদ হন না। তিনি শোক ও পাপ অতিক্রম করেন, গুহার গ্রন্থি থেকে বিমুক্ত হয়ে অমৃত হন। ঋক্‌মন্ত্রে এই কথা বলা হয়েছে—যে ক্রিয়াবান বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে একর্ষি নামে অগ্নিতে হোম করেন এবং যাঁরা যথা-বিধি শিরোব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁদের নিকটেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলা যেতে পারে।

পুরাকালে অঙ্গিরা ঋষি এই সত্য বলেছিলেন। যিনি ব্রতাচরণ করেন নি, তিনি ইহা অধ্যয়ন করেন না। পরম ঋষিদের নমস্কার।

মণ্ডুক উপনিষদ সমাপ্ত

৩. মাণ্ডুক্য

অবতারণা

অনেকে মনে করেন এই উপনিষদের রচয়িতা মাণ্ডুক বা মাণ্ডুক্য ঋষি। তাঁর নামেই উপনিষদের এই নাম হয়েছে। এতে মন্ত্রের সংখ্যা মাত্র বারো। নিশ্চিত রূপে এই উপনিষদকেই ক্ষুদ্রতম বলা যেতে পারে। কিন্তু সর্ববাদীসম্মত ভাবেই এটি অর্থববেদের অন্তর্গত একখানি প্রামাণিক

উপনিষদ।

এতে রচনা-রীতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। গতানুগতিক ভাবে কোন আখ্যায়িকা বা সংলাপের মাধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হয় নি। এই উপনিষদে গদ্যে ব্রহ্মোপদেশ দেওয়া হয়েছে ওঙ্কার অবলম্বন করে। ওঙ্কারের যেমন অ=উ=ও ম এই তিন মাত্রা, জীবেরও তেমনি জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা। জীবের এই তিন অবস্থারই তুল্য ব্রহ্মের বৈশ্বানর, তেজস ও প্রাজ্ঞ নামে ওঙ্কারে বিধৃত তিন মাত্রা। তুরীয় পাদ এদের অতীত। তিনি মাত্রাহীন ওম্‌। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তুরীয় পাদে একীভূত।

গ্রন্থারম্ভ

দেবগণ, আমি যেন আমার কান দিয়ে কল্যাণের কথা শুনি, চোখ দিয়ে দেখি মঙ্গলময় বস্তু। স্থির ও দৃঢ় শরীরে তোমাদের স্তুতি করে যেন দেব-হিত আয়ু লাভ করি। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

ওম্‌ এই অক্ষরই সব। এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এ সবও ওঙ্কার। ত্রিকালের অতীত আরও যা কিছু আছে, তাও ওঙ্কার। এ সবই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মা চার পাদ বিশিষ্ট। জাগ্রত অবস্থায় যিনি বাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, যাঁর সাতটি অঙ্গ ও উনিশটি মুখ এবং যিনি স্থুল বিষয় ভোগ করেন, সেই বৈশ্বানর পুরুষ তাঁর প্রথম পাদ। স্বপ্নাবস্থায় যিনি অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতা, তাঁরও সাতটি অঙ্গ ও উনিশটি মুখ, কিন্তু তিনি শুধু সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করেন। তিনিই তৈজস নামে আত্মার দ্বিতীয় পাদ। যে সুপ্ত অবস্থায় লোকে কিছু কামনা করে না, কোন স্বপ্নও দেখে না, তাকেই সুষুপ্তি বলে। যিনি এই সুষুপ্ত অবস্থায় থাকেন, তিনি একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্‌ ও চেতোমুখ। সেই প্রাজ্ঞই আত্মার তৃতীয় পাদ। ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের উৎপত্তির স্থান এবং সর্বভূতের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ। ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, বহিঃপ্রজ্ঞ নন, উভয়তঃ প্রজ্ঞও নন, ইনি প্রজ্ঞানঘন নন, প্রজ্ঞও নন, আবার অপ্রজ্ঞও নন। ইনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য

অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব ও অদ্বৈত। এঁকেই চতুর্থ বা তুরীয় বলা হয়। ইনিই আত্মা, এঁকেই জানতে হবে। সেই আত্মাই এই ওম্ অক্ষর অধিকার করে আছেন। তিনিই ওঙ্কার ও তিনমাত্রা অধিকার করে আছেন। আত্মার পাদগুলিই ওঙ্কারের মাত্রা এবং ওঙ্কারের মাত্রাগুলিই আত্মার পাদ। অ-কার, উ-কার ও ম-কার—এই তিনটি ওঙ্কারের মাত্রা। জাগ্রত অবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অ-কার, উভয়কেই ব্যাপ্তির জন্য এবং প্রথম বলে যিনি জানেন, তিনি সমস্ত কামনার বস্তু লাভ করেন এবং মহৎদের মধ্যেও প্রথম হন। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উ-কার। উৎকর্ষ ও উভয়ত্বই যে এর কারণ এই কথা যিনি জানেন, তিনি জ্ঞানের উৎকর্ষ করেন এবং সমভাবাপন্ন হন। এঁর কুলে অব্রহ্মবিদ জন্মে না। সুষুপ্তি স্থানগত প্রাজ্ঞ ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা ম-কার। ইনি যে বিশ্ব ও তৈজস আত্মার পরিমাপক ও বিনয় স্থান—এ কথা যিনি জানেন, তিনি সব কিছুর স্বরূপ জানতে পারেন এবং সবার আশ্রয়স্থল হন। আত্মার চতুর্থ পাদ মাত্রাহীন ওঙ্কার ইনিই অমাত্র, অব্যবহার্য, প্রপঞ্চের অতীত, শিব ও অদ্বৈত—আত্মাকে যিনি এই রূপে জানেন, তিনি আত্মাতেই প্রবেশ করেন।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ সমাপ্ত